

ঢাকা গাইড

২০২৪-২০২৫



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY



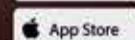
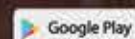
FOR EVERY DREAM THERE'S A FLIGHT

SPECIAL FARES FOR UMRAH, STUDENT & SEAMAN



www.flightexpert.com
+88-09617-111-888

DOWNLOAD THE APP NOW



ঢাকা গাইড ২০২৪-২০২৫



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

65-66 Motijheel C/A, Dhaka -1000, Bangladesh

Tel : +88-02-47122986 Fax : +88-02-223380830

E-mail : info@dhakachamber.com

Website : www.dhakachamber.com

প্রকাশনায় :

ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪

“ঢাকার গাইড ২০২৪-২০২৫” আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত হালনাগাদ বার্ষিক সংকলন। এ গাইডে পরিবেশিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে যদি রাজস্ব আইন বা প্রজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ না থাকে, সে ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) (www.nbr.gov.bd) কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট মূল আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন বা আদেশের ভাষ্য বা তথ্যই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রাপ্তিস্থান :

ডিসিসিআই গবেষণা এবং হিসাব বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮০-২-৪৭১২২৯৮৬ (হান্টিং)

ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার

বিটিআই ল্যান্ডমার্ক
প্লট# ১৬, ব্লক# সি.ডব্লিউ.এস (এ),
১২তম তলা, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২
ফোন : +৮৮-০২-২২২২৬৪২৪৬

মোহাম্মদপুর সার্ভিস জোন

৭৫সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: : +৮৮-০৯-৬৬৬-৩১৯৬৫৫,
+৮৮-০৯-৬৬৬-৮৮৮৫৫৫

অফিস সময় : শনিবার-বুধবার: সকাল ৯ টা - বিকাল ৪ টা
বৃহস্পতিবার: সকাল ৯ টা - দুপুর ১ টা

Copyright © DCCI 2024

মূল্যঃ টাকা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) মাত্র।
(ডিসিসিআই সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে)

মুখবন্ধ



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দীর্ঘ দিন থেকে ব্যবসায়ীদের কর সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করে আসছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যথা; আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে সর্বশেষ সংশোধনী এবং সংযোজন সন্নিবেশিত করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য উপযোগী এ বৎসরের ট্যাক্স গাইডটি তৈরি করা হয়েছে। সংক্ষেপে বিভিন্ন সিডিউল, নতুন কাস্টমস আইন-২০২৩ এবং অন্যান্য এসআরও সমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সকলের পক্ষে কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এ বইটি থেকে সহজেই পাওয়া যাবে।

ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইডকে আরও আধুনিক করা জন্য বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও হয়েছে বিভিন্ন এস.আরও. সাধারণ আদেশ, ফরম, আয়কর ও অনলাইন রিটার্ন নির্দেশিকাসহ ইত্যাদি তথ্য কিউআর কোডের মাধ্যমে সংযোজন করা হয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে, এত স্বল্প পরিসরে ছাপা বইয়ে কর সংক্রান্ত সকল তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে আরও সহজতর ভাবে তথ্য পৌছাতে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাস্থী। মূলত: অর্থ আইন ২০২৪ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে এ বছর যে সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘোষিত হয়েছে সেগুলো এবং শুল্ক এবং মুসক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে গাইডটি হালনাগাদ করা হয়েছে। গাইডটি প্রকাশের সময় মুদ্রণগত ভুল ত্রুটি থাকলে তা ডিসিসিআই সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যাতে আগামী বৎসরের প্রকাশনাটি আরও নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ট্যাক্স গাইডটি আইনের বই নয় বরং এটি আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর একটি তথ্যভিত্তিক সংকলন যা আমদানি-রপ্তানিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকল মহলের আয়কর, ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় তাৎক্ষণিক সহায়ক হ্যান্ডবুক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশেষভাবে ট্যাক্স গাইড ২০২৪-২৫ সংকলন ও প্রকাশনায় ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদ-২০২৪, কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২৪ এর সদস্যবৃন্দকে সর্বতোভাবে তাঁদের সহায়তা, নিরলস পরিশ্রম, সময় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিসিসিআই গবেষণা ও হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতার জন্য আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা এ গাইডটি প্রকাশে ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগকে বিভিন্নভাবে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ট্যাক্স গাইডটি মুদ্রণে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আলিস গ্রুপ অব কোম্পানীজ, সিটি ব্যাংক, ফ্লাইট এক্সপার্ট, ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস গ্রুপ, আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, মডেল ফ্যাশন, মুন্সি সিরামিকস, ওসান এ্যানজেল, পূবালী ব্যাংক, রিভারস্টোন ক্যাপিটাল কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সঠিক ও নির্ভুলভাবে গাইডটি প্রণয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও প্রজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ট্যাক্স গাইড প্রকাশনা ও প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি রচনায় আমি বিশেষভাবে আমার নিজের এবং ডিসিসিআই-এর সকলের পক্ষ থেকে “কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন ও এনবিআর সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২৪” এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব অনিমেশ চন্দ্র সাহা (পার্থ), যুগ্ম নির্বাহী সচিব, হিসাব বিভাগ এবং জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী নির্বাহী সচিব (গবেষণা ও উন্নয়ন) এবং সেই সাথে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জনসংযোগ বিভাগের একনিষ্ঠ কর্মকর্তা জনাব আবুল হাসান ফজলে রাব্বী ও জনাব মোঃ একরামুল হককে ধন্যবাদ জানাই, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

আশরাফ আহমেদ

সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ডিসিসিআই দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অলাভজনক, সেবামূলক ও স্বেচ্ছাসেবী শীর্ষ সংগঠন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই এর সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সময়ে সময়ে সংগঠনের পক্ষ হতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ডিসিসিআই মূলত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, যা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই বাংলাদেশ সরকারের সাথে ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয় বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধান প্রদানে সহায়তা করে এবং ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার, পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য কর্মসূচী আয়োজন করে।

১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন (সংশোধিত আইন ১৯৯৪) অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে এ চেম্বারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং অধিক সক্রিয় চেম্বার হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের ব্যবসায়িক খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য ডিসিসিআই ছয় দশকের বেশি সময় ধরে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে ডিসিসিআই'র সদস্য সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের বেশি, যারা দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত রয়েছেন। সকল সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৮ জন পরিচালক নির্বাচিত হন, যারা এ চেম্বারকে পরিচালনা করেন। সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা। চেম্বারের রয়েছে একটি সুসংগঠিত, দক্ষ এবং আধুনিক সচিবালয় যা সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য Need based সেবা-মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ডিসিসিআই'র উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী :

- বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের ব্যবসায়, বিনিয়োগ এবং শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা;
- আমদানি, রপ্তানী, বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, বীমা, বার্ষিক জাতীয় বাজেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ণে বেসরকারি মহলের মতামত প্রদান;
- গবেষণা শাখার মাধ্যমে WTO, UNCTAD, SAPTA, SAFTA, BIMST-EC, D-8, OIC-TIPS ইত্যাদি সম্পর্কিত রিপোর্ট বা বিভিন্ন পজিশন পেপার প্রস্তুত এবং এ সমস্ত বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সরকারকে সহযোগিতা;
- সরকারের বিভিন্ন এডভাইজরি বা পরামর্শক কমিটিতে বেসরকারি খাতকে প্রতিনিধিত্ব করা;
- দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ও সরকারের সাথে ব্যবসায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এবং Dialogue অনুষ্ঠান;
- ব্যবসায় উন্নয়ন, বাণিজ্যনীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য সদস্যদেরকে সরবরাহ, ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে নির্দেশনামূলক বই এবং অন্যান্য পাবলিকেশন, ডাইরেক্টরি প্রকাশ;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং বিদেশে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ট্রেড ফেয়ার আয়োজন ও সরকারি ডেলিগেশনে অংশগ্রহণ;
- দেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা কায়ক্রম পরিচালনা;
- সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে ব্যবসায়ীদেরকে অবহিত করতে নানারকম আলোচনা অনুষ্ঠান, পরামর্শ/সেবা এবং মত-বিনিময় সভা আয়োজন;
- সরকারের গৃহীত নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পলিসি তৈরি করার জন্য সরকারকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যকর সুপারিশ প্রদান;
- বিভিন্ন ব্যবসায়ী খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি পরিচালনার লক্ষ্যে এ ধরনের Economic Policy Paper (EPP) তৈরি করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন need-based প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজন মারফিৎ সেবা প্রদান;
- সরকারি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নীতিমালা সম্পর্কিত সংস্থার এবং রেগুলেটরি বাঁধা দূরীকরণে Business Initiative Leading Development (BUILD) শীর্ষক একটি প্র্যাটফর্ম ঢাকা চেম্বারে স্থাপিত হয়েছে, যা বেসরকারি খাতকে আরও বিশেষায়িত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ-২০২৪ এর সদস্যবৃন্দ

আশরাফ আহমেদ

সভাপতি

মালিক তালহা ইসমাইল বারী

উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

মো. জুনায়েদ ইবনে আলী

সহ-সভাপতি

পরিচালকবৃন্দ

ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ ওহাব

কামরুল হাসান তুহিন

এম. মোশারফ হোসাইন

মো. আব্দুল মান্নান

মো. হাবিব উল্লাহ তুহিন

সালিক সোলায়মান

সিয়াম আল-দ্বীন মালিক

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ

নাইমুর রহমান

রাজিব এইচ চৌধুরী

এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)

সাইফ উদ্দৌলাহ্

সৈয়দ মামুন কাদের

তাসকিন আহমেদ

ডিসিসিআই কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন এবং এনবিআর বিষয়ক স্ট্যাভিং কমিটি-২০২৩ এর
সদস্যবৃন্দ

এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)

সমন্বয়কারী পরিচালক

জনাব রথীন্দ্রনাথ পাল

আহবায়ক

জনাব মনোরঞ্জন ভক্ত, এফসিএ

যুগ্ম আহবায়ক

জনাব শফিকুল আলম, এফসিএ.

যুগ্ম আহবায়ক

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

জনাব মো. আনোয়ারুল হক

জনাব এ.কে.ডি খায়ের মোহাম্মদ খান

জনাব শহিদ আলম

ড. মো. মনিরুল ইসলাম

জনাব শৈলেন্দ্র নাথ রায়

জনাব মো. লুৎফর রহমান

জনাব শাহানা সুমি

জনাব গোলাম মোস্তফা রকি

জনাব মো. আনোয়ার হোসাইন

জনাব বাবলা বসু, এফসিএ

জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ

জনাব মাহবুবুল আলম

জনাব একেএম নূরুল হুদা পিন্টু

জনাব মাসুদ আহমেদ এলএলবি, আইটি

জনাব এ.কে. গোলাম কিবরিয়া, এফসিএস

জনাব শাহেদ আহমেদ

জনাব এম. মামুনুর রশিদ

জনাব জোবায়েরুল ইসলাম

জনাব নুরুল নবী সুজন

জনাব মোঃ মুনির হোসাইন সেলিম

উপদেষ্টা

জনাব শ্বেহাশিষ বড়ুয়া, এফসিএ

সূচীপত্র
প্রথম অধ্যায়
আয়কর

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	আয় এবং আয়কর	১
১.১।	আয়কর কি?	১
১.২।	আয়কর আইনে আয় বলতে কি বুঝায়?	১
১.৩।	আয়কর আইনে আয়করদাতা কে?	১
১.৪।	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৬৯) এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা:	১
২।	আয়করের হার	২
২.১।	২০২৩-২৪ করবর্ষের স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য করহার	২
২.২।	২০২৫-২০২৬ করবর্ষের স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য করহার	৩
২.৩।	অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়করের হার	৩
২.৪।	রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	৩
২.৫।	সূতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিশিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	৪
২.৬।	হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার	৫
২.৭।	অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার	৬
২.৮।	অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তাবলি	৬
২.৯।	অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত	৭
২.১০।	হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার	৭
২.১১।	হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তাবলি	৭
২.১২।	হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত	৮
২.১৩।	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৪)	৮
৩।	করদাতা নিবন্ধন	৮
৩.১।	করদাতা নিবন্ধন বলতে কি বুঝায়?	৮
৩.২।	আয়কর রেজিস্ট্রেশন (টিআইএন) কিভাবে নিতে হয়?	৯
৩.৩।	করদাতার নিবন্ধন বাতিল	৯
৪।	আয়কর রিটার্ন	৯
৪.১।	আয়কর রিটার্ন কি?	৯
৪.২।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ	১০
৪.৩।	আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?	১০
৪.৪।	আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)	১০
৪.৫।	আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন?	১০
৪.৬।	যেসকল ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়?	১০
৪.৭।	করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	১০
৪.৮।	যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে	১০
৪.৯।	রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?	১২
৪.১০।	রিটার্ন দাখিলের সময়	১২
৪.১১।	রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি	১২
৪.১২।	রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়	১২
৪.১৩।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কি বুঝায়?	১২

৪.১৪।	সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	১৩
৪.১৫।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?	১৩
৪.১৬।	রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল করতে হবে? কোন রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচিত হবে? বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে, রিটার্ন সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে কিনা?	১৩
৪.১৭।	ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা	১৩
৪.১৮।	রিটার্নের সাথে কিরূপ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে?	১৩
৪.১৯।	রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে কি?	১৩
৪.২০।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী	১৩
৪.২১।	২১২ ধারায় পুনঃউন্মোচনের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন	১৪
৪.২২।	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউন্মোচন	১৪
৪.২৩।	করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বাতিল করা যাবে কি না?	১৪
৪.২৪।	সংশোধিত রিটার্ন কী?	১৪
৪.২৫।	সংশোধিত রিটার্ন কখন দাখিল করা যাবে?	১৪
৪.২৬।	কখন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না?	১৫
৪.২৭।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন।	১৫
৪.২৮।	রিটার্ন দাখিল না করার জরিমানা	১৫
৪.২৯।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিল	১৬
৪.৩০।	রিটার্ন প্রসেস	১৬
৪.৩১।	অডিট	১৬
৪.৩২।	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন	১৬
৪.৩৩।	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)	১৯
৪.৩৪।	রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)	১৯
৪.৩৫।	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (আইটি-১০ বিবি (২০২৩))	২০
৪.৩৬।	পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (আইটি ১০বি (২০২৩))	২০
৪.৩৭।	প্রতিপাদন	২১
৫।	‘করবর্ষ’ এর ধারণাঃ	২২
৫.১।	‘আয়বর্ষ’ ও সংশ্লিষ্ট ‘কর বৎসর’ঃ	২২
৫.২।	কর দিবস	২৩
৫.৩।	করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল	২৩
৫.৪।	করদিবস পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?	২৪
৫.৫।	করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ	২৪
৫.৬।	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল	২৪
৫.৭।	করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে কর অব্যাহতি সুবিধা পাওয়া যাবে কি?	২৪
৬।	কর ধার্যকরণ	২৫
৬.১।	আয়কর ধার্যের সাধারণ নীতিমালাঃ	২৫
৬.২।	অতিরিক্ত কর আরোপ	২৫
৬.৩।	আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ	২৫
৬.৪।	রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ	২৬
৬.৫।	বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন, ইত্যাদি	
৬.৬।	কর পরিগণনার বিশেষ বিধান	২৬
৭।	মোট আয় কী?	
৮।	‘মোট আয়’ এর আওতাঃ	২৭
৮.১।	মোট আয় পরিগণনা	
৮.২।	আয়ের খাতসমূহ	
৮.৩।	চাকরি হইতে আয়	২৭
৮.৪।	পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ	২৮
৮.৫।	কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়	২৮

৮.৬।	ভাড়া হইতে আয়	২৯
৮.৭।	মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা	২৯
৮.৮।	ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন	৩০
৮.৯।	কৃষি হইতে আয়	৩১
৮.১০।	কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ	৩২
৮.১১।	হিসাববহি রক্ষণাবক্ষণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা	৩২
৮.১২।	ব্যবসা হইতে আয়	৩৩
৮.১৩।	ব্যবসা হইতে আয়ের অননুমোদিত বিয়োজন	৩৩
৮.১৪।	ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ	৩৫
৮.১৫।	সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা	৩৬
৮.১৬।	মূলধনি আয়	৩৬
৮.১৭।	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	৩৭
৮.১৮।	আয় পরিগণনার সময়	৩৮
৮.১৯।	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় হতে অনুমোদিত খরচ	৩৮
৮.২০।	অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৩৮
৮.২১।	সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন	৩৮
৮.২২।	ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ	৩৮
৮.২৩।	স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))	৩৯
৮.২৪।	আয় একীভূতকরণ।	৩৯
৮.২৫।	ন্যূনতম কর	৩৯
৮.২৬।	উৎসে অধিক বা কম কর্তৃত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া।	৪২
৮.২৭।	করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর	৪২
৯।	কর প্রত্যর্পণ কী?	৪৩
১০।	কর অব্যাহতি বলতে কী বুঝায়?	৪৩
১০.১।	করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়:	৪৩
১০.২।	কর রেয়াত	৪৭
১০.৩।	কর রেয়াতের হার	৪৮
১০.৪।	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৪৮
১০.৫।	কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী	৪৯
১০.৬।	ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায়	৫০
১১।	সারচার্জ	৫০
১১.১।	সারচার্জের হার	৫০
১১.২।	পরিবেশ সারচার্জের হার	৫০
১২।	উৎসে কর কর্তনের খাতসমূহ এবং প্রযোজ্য করের হার	৫১
১২.১।	উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে কি বুঝায়?	৫১
১২.২।	উৎসে করের রিটার্ন কী? কখন দাখিল করতে হবে?	৫১
১২.৩।	উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা	৫২
১২.৪।	কে কে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন?	৫২
১২.৫।	উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান	৫২
১৩।	উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল	৫২
১৩.১।	রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে করহার নির্ধারণ	৫৩
১৩.২।	উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি	৫৩
১৩.৩।	কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারি	৫৩
১৩.৪।	উৎস হতে কর কর্তনের খাতগুলো সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা অনুযায়ী করের হার সমূহ :	৫৩
১৪।	কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে এস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ	৬৬
১৫।	উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট	৬৬

১৫.১।	অগ্রিম কর:	৬৬
১৫.২।	রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)	৬৬
১৬।	প্রত্যাৰ্পণযোগ্য করের সমন্বয়	৬৬
১৭।	অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন	৬৬
১৭.১।	যে সকল ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন কর যাবে না	৬৮
১৮।	আয়কর আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ স্পষ্টীকরণ	৬৮
১৯।	পরিশিষ্ট সমূহ- পরিশিষ্ট - ১	৮৪
২০।	আয়কর আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করুন :-	৯৯
২০.১।	পরিশিষ্ট-৩ : আয়কর আইন-২০২৩	৯৯
২০.২।	পরিশিষ্ট-৪ : অর্থ আইন-২০২৪	৯৯
২০.৩।	পরিশিষ্ট-৫ : আয়কর পরিপত্র-২০২৪	৯৯
২০.৪।	পরিশিষ্ট-৬ : আয়কর ও অনলাইন রিটার্ন নির্দেশিকা -২০২৪	৯৯
২০.৫।	পরিশিষ্ট-৭ : আয়কর ফরম-২০২৪ (ইংরেজি)	৯৯
২০.৬।	পরিশিষ্ট-৮ : আয়কর ফরম-২০২৪ (বাংলা)	৯৯
২০.৭।	পরিশিষ্ট-৯ : আয়কর সংক্রান্ত তফসিল	৯৯
২০.৮।	পরিশিষ্ট-৯ : সাধারণ আদেশসমূহ	৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি শুল্ক

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১০১
১.২	সংজ্ঞা	১০১
১.৩	আইনের প্রাধান্য:	১০৩
২.১	বন্দর, বিমান বন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন, ইত্যাদি ঘোষণা	১০৪
২.১.১	কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর, ইত্যাদি ঘোষণা	১০৪
৩.১	ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেন্ট প্রদান	১০৪
৩.২	ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ:	১০৪
৩.৩	২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের প্রযোজ্যতা	১০৪
৪.১	আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ	১০৪
৪.১.১	নিষিদ্ধকরণ (prohibition) এবং নিয়ন্ত্রণ	১০৪
৫.১	কাস্টমস শুল্ক আরোপ ও অব্যাহতি	১০৫
৫.১.১	শুল্কযোগ্য পণ্য	১০৫
৫.১.২	কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ	১০৫
৫.১.৩	অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ	১০৭
৫.১.৪	কতিপয় ক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপণীয় নহে	১০৮
৫.১.৫	কাউন্টারভেইলিং অথবা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে আপিল	১০৯
৫.১.৬	সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ	১০৯
৫.১.৭	কাস্টমস সেবার জন্য ফি	১১০
৫.১.৮	শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা	১১০
৫.১.৯	পণ্যের পুনঃআমদানি	১১১
৫.১.১০	শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের কাস্টমস মূল্য (assessable value)	১১১
৫.১.১১	ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের শুল্ক হ্রাসকরণ	১১২
৫.১.১২	আমদানিকৃত স্পিরিট পরীক্ষা এবং পান করিবার অনুপযোগী (denature) করিবার ক্ষমতা	১১২
৫.১.১৩	পণ্যের শুল্কহার, মূল্য এবং বিনিময় হার নির্ধারণের তারিখ	১১২
৫.১.১৪	মূল্য এবং কার্যকর শুল্ক হার	১১৩
৫.১.১৫	শুল্ক, কর ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা	১১৩

৫.১.১৬	অসত্য বিবৃতি, ইত্যাদি	১১৩
৫.১.১৭	তিন বৎসরের মধ্যে ফেরত প্রদান দাবি করা	১১৩
৫.১.১৮	শুল্ক, কর ও চার্জ জমা এবং বিলম্বিত পরিশোধ	১১৪
৬.১	প্রত্যর্পণ	১১৪
৬.১.১	কাস্টমস শুল্ক প্রত্যর্পণ	১১৪
৬.১.২	শনাক্তযোগ্য নহে এইরূপ পণ্যের ঘোষণা প্রদান এবং নির্ধারিত বৈদেশিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা	১১৪
৬.১.৩	প্রত্যর্পণ মঞ্জুর না করিবার ক্ষেত্রসমূহ	১১৫
৬.১.৪	প্রত্যর্পণ প্রদানের সময়	১১৫
৬.১.৫	প্রত্যর্পণ দাবিদার কর্তৃক ঘোষণা	১১৫
৭.১	কাস্টমস গ্যারান্টি	১১৫
৭.১.১	গ্যারান্টির প্রকার	১১৫
৭.১.২	গ্যারান্টিদাতা	১১৫
৭.১.৩	সমন্বিত (comprehensive) গ্যারান্টি	১১৫
৭.১.৪	গ্যারান্টির পর্যায়	১১৬
৭.১.৫	অতিরিক্ত বা প্রতিস্থাপন গ্যারান্টি	১১৬
৭.১.৬	গ্যারান্টি অবমুক্ত এবং চার্জ বাতিলকরণ	১১৬
৮.১	কার্গো খালাস এবং পণ্যের অন্তর্মুখী (inward) এন্ট্রি	১১৬
৮.১.১	নৌযানের কার্গো খালাস	১১৬
৮.১.২	নৌযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের পণ্য খালাস	১১৬
৮.১.৩	কার্গো ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত না হইলে আমদানিকৃত পণ্য খালাস না করা	১১৭
৮.১.৪	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে নৌযান হইতে খালাস না করা পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি	১১৭
৮.১.৫	ক্ষুদ্র পার্সেল অবতরণ করানোর এবং দাবিদারবিহীন পার্সেল নিয়ন্ত্রণে রাখিবার ক্ষমতা	১১৭
৮.১.৬	অবিলম্বে পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা	১১৭
৮.১.৭	পণ্যের অস্থায়ী মজুদ	১১৮
৮.১.৮	অস্থায়ী মজুদের ওয়্যারহাউস ও স্থান	১১৮
৮.১.৯	অস্থায়ী মজুদকৃত পণ্যে প্রবেশাধিকার	১১৮
৮.১.১০	অস্থায়ী মজুদে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদিত কার্যক্রম	১১৮
৯.১	পণ্যের ঘোষণা এবং ছাড়করণ	১১৮
৯.১.১	পণ্যের ঘোষণা	১১৮
৯.১.২	আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের দায়িত্ব	১১৮
৯.১.৩	নিবন্ধন	১১৯
৯.১.৪	পণ্য ঘোষণা দাখিলের সময়	১১৯
৯.১.৫	পণ্য ঘোষণার প্রতিস্থাপন	১১৯
৯.১.৬	দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণার সংশোধন ও প্রত্যাহার	১১৯
৯.১.৭	সত্যতা প্রতিপাদন	১১৯
৯.১.৮	পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা	১২০
৯.১.৯	আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যয় বহন করা	১২০
৯.১.১০	শুল্কায়ন	১২০
৯.১.১১	পুনঃশুল্কায়ন	১২০
৯.১.১২	ছাড়করণ	১২০
৯.১.১৩	সাময়িক শুল্কায়ন ও ছাড়করণ	১২১
৯.১.১৪	সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তর ও উহার বিলিবন্দেজ	১২১
৯.১.১৫	নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শুল্কায়ন না করা পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি	১২২
৯.১.১৬	ঘোষণা এবং ছাড় প্রক্রিয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্র	১২২
৯.১.১৭	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (Authorized Economic Operator)	১২২
১০.১	পণ্যের ছাড় ও ছাড় পরবর্তী নিরীক্ষা	১২৩

১০.১.১	দেশীয় ভোগের জন্য ছাড়পত্র	১২৩
১০.১.২	নথিপত্র নিরীক্ষা বা পরীক্ষা	১২৩
১০.১.৩	নিরীক্ষক, ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষমতা	১২৩
১১.১	ওয়্যারহাউসিং	১২৩
১১.১.১	কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতি	১২৩
১১.১.২	ওয়্যারহাউসিং বন্ড	১২৩
১১.১.৩	ওয়্যারহাউসিং ব্যাংক গ্যারান্টি	১২৪
১১.১.৪	ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রেরণ	১২৪
১১.১.৫	ওয়্যারহাউসে পণ্য গ্রহণ	১২৪
১১.১.৬	ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ	১২৪
১১.১.৭	ওয়্যারহাউসে রক্ষিত প্যাকেজ খোলা এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।-	১২৪
১১.১.৮	ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের মালিকের ওয়্যারহাউসে প্রবেশাধিকার	১২৪
১১.১.৯	ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা	১২৪
১১.১.১০	ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম	১২৪
১১.১.১১	এই আইনে উল্লিখিত বিধান ব্যতীত ওয়্যারহাউস হইতে কোনো পণ্য বাহির না করা	১২৫
১১.১.১২	কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং এর মেয়াদ	১২৫
১১.১.১৩	লাইসেন্স বাতিল হইলে পণ্য অপসারণ	১২৫
১১.১.১৪	একই কাস্টমস স্টেশনে এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য অপসারণের ক্ষমতা	১২৫
১১.১.১৫	পণ্য এক ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হইতে অন্য ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে অপসারণের ক্ষমতা	১২৫
১১.১.১৬	গন্তব্যের কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর পণ্য প্রথম আমদানির পণ্যের মত একই আইনসমূহের অধীন হইবে	১২৬
১১.১.১৭	ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষতি হইলে বা অবনতি ঘটিলে উহার পুনঃশুদ্ধায়ন	১২৬
১১.১.১৮	উদ্বায়ী (Volatile) পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড়	১২৬
১১.১.১৯	ওয়্যারহাউস হইতে অসঙ্গতভাবে অপসারিত বা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি সময়ে রাখিবার অনুমোদনপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্যের উপর শুল্ক	১২৬
১১.১.২০	শুল্ক, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পদ্ধতি	১২৬
১১.১.২১	রেকর্ড সংরক্ষণ	১২৬
১১.১.২২	দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের শুল্ক মওকুফ করিবার ক্ষমতা	১২৭
১১.১.২৩	ওয়্যারহাউস রক্ষকের দায়িত্ব	১২৭
১১.১.২৪	ওয়্যারহাউসে পণ্য জমা রাখিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা	১২৭
১১.১.২৫	পরিবহণ, প্যাকিং, ইত্যাদির ব্যয় মালিক কর্তৃক বহন	১২৭
১১.১.২৬	শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন, শিথিল করা, ইত্যাদির ক্ষমতা	১২৭
১১.১.২৭	কাস্টমস ওয়্যারহাউস পদ্ধতির পরিসমাপ্তি	১২৭
১২.১	অপরাধ, জরিমানা ও দণ্ড	১২৭
১২.১.১	অপরাধসমূহের জরিমানা বা দণ্ড	১২৭
১২.১.২	দণ্ড আরোপ কার্যক্রমের দায় ও পরিধি	১৪০
১২.১.৩	বাজেয়াগুরুকরণ, বিলি-বন্দেশ, ইত্যাদি	১৪০
১৩.১	কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ (enforcement)	১৪২
১৩.১.১	কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ	১৪২
১৩.১.২	বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো প্রতিষ্ঠা	১৪২
১৩.১.৩	কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক দলিল ও নথিপত্র দখলে নেওয়া এবং রাখা	১৪২
১৩.১.৪	যুক্তিসঙ্গত কারণে তল্লাশির ক্ষমতা	১৪২
১৩.১.৫	তল্লাশি করা হইবে এইরূপ ব্যক্তির কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে নেওয়ার অভিপ্রায়	১৪৩
১৩.১.৬	লুকানো পণ্য উদ্ঘাটনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন বা এক্স-রে করিবার ক্ষমতা	১৪৩
১৩.১.৭	গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা	১৪৪
১৩.১.৮	তল্লাশি পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা	১৪৪
১৩.১.৯	পরোয়ানা ব্যতীত তল্লাশি এবং গ্রেফতারের ক্ষমতা	১৪৫

১৩.১.১০	তল্লাশির সময় সংগৃহীত দলিল কপি করা	১৪৫
১৩.১.১১	তল্লাশির সময় সংগৃহীত দলিল ও পণ্য সংরক্ষণ করা	১৪৬
১৩.১.১২	যানবাহন থামাইবার এবং তল্লাশি করিবার ক্ষমতা	১৪৬
১৩.১.১৩	ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা	১৪৬
১৩.১.১৪	দলিল উপস্থাপনের জন্য চাহিদা প্রদান	১৪৬
১৩.১.১৫	দলিল সম্পর্কিত অতিরিক্ত ক্ষমতা	১৪৭
১৩.১.১৬	সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিল বা পণ্য উপস্থাপন করিবার জন্য ব্যক্তির উপর সমন জারির ক্ষমতা	১৪৭
১৩.১.১৭	পলাতক ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে গ্রেফতার করা	১৪৮
১৩.১.১৮	বাজেয়াগুযোগ্য পণ্য জব্দ	১৪৮
১৩.১.১৯	জব্দকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা	১৪৮
১৩.১.২০	পুলিশ কর্তৃক সন্দেহবশত জব্দকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি	১৪৮
১৩.১.২১	জব্দ বা গ্রেফতারের সময়ে ইনভেন্টরিসহ লিখিতভাবে উহার কারণ অবহিত করা	১৪৯
১৩.১.২২	বাংলাদেশে আমদানিকৃত কতিপয় প্রকাশনা সম্বলিত ধারণকৃত মোড়ক জব্দ করিবার ক্ষমতা	১৪৯
১৩.১.২৩	জব্দকৃত মোড়ক খালাসের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি	১৪৯
১৩.১.২৪	স্থলপথে আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্য ছাড়পত্রের অনুমতি সংক্রান্ত আদেশ দাখিলে বাধ্য করানোর ক্ষমতা	১৪৯
১৩.১.২৫	কতিপয় সংকেত বা সংবাদ প্রস্তুত বা প্রেরণ নিরোধ করিবার ক্ষমতা	১৫০
১৩.১.২৬	কতিপয় কারখানায় কর্মকর্তা মোতায়েনের ক্ষমতা	১৫০
১৩.১.২৭	কতিপয় এলাকায় পণ্য দখলে রাখিবার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ	১৫০
১৩.১.২৮	বাজেয়াগুযোগ্য পণ্য দখলে রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গীর দণ্ড	১৫০
১৩.১.২৯	ন্যায়নির্ণয়ন (adjudication) করিবার ক্ষমতা	১৫০
১৩.১.৩০	পণ্য বাজেয়াপ্তি বা জরিমানা আরোপের পূর্বে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি।	১৫১
১৩.১.৩১	তামাদির মেয়াদ	১৫১
১৩.১.৩২	বাজেয়াগুকৃত পণ্যের পরিবর্তে জরিমানা পরিশোধ	১৫২
১৩.১.৩৩	বাজেয়াগুকৃত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়া	১৫২
১৩.১.৩৪	অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিবার বা আনয়নে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা আরোপ	১৫২
১৩.১.৩৫	সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষমতা	১৫২
১৩.১.৩৬	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা	১৫২
১৩.১.৩৭	জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ অপেক্ষমান অবস্থায় পণ্য আটক	১৫২
১৩.১.৩৮	বৈধ কর্তৃত্ব, ইত্যাদি প্রমাণের দায়ভার।	১৫৩
১৩.১.৩৯	কতিপয় ক্ষেত্রে দলিলপত্র সম্পর্কে পূর্বানুমান (presumption)	১৫৩
১৩.১.৪০	দণ্ডদেশের নোটিশ প্রদর্শন করা	১৫৩
১৩.১.৪১	দণ্ডদেশ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা	১৫৩
১৩.১.৪২	কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক তথ্য প্রদানের কর্তব্য	১৫৩
১৫.১	আপিল এবং পুনরীক্ষণ	১৫৪
১৫.১.১	কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর নিকট আপিল	১৫৪
১৫.১.২	আপিলের পদ্ধতি	১৫৪
১৫.১.৩	বোর্ড কর্তৃক ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা	১৫৫
১৫.১.৪	নিষ্পন্নায়ীন আপিলের ক্ষেত্রে দাবিকৃত শুল্ক ও কর বা আরোপিত জরিমানা জমা	১৫৫
১৫.১.৫	বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা	১৫৫
১৫.১.৬	আপিল ট্রাইব্যুনাল	১৫৫
১৫.১.৭	আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল	১৫৬
১৫.১.৮	আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ	১৫৬
১৫.১.৯	আপিল ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি	১৫৭
১৫.১.১০	হাইকোর্ট বিভাগে আপিল	১৫৮
১৫.১.১১	অন্যন দুইজন বিচারক কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে শুনানি গ্রহণ	১৫৮

১৫.১.১২	আপিলের উপর হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত	১৫৮
১৫.১.১৩	হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা সত্ত্বেও পাওনা অর্থ আদায়, ইত্যাদি	১৫৮
১৫.১.১৪	কপির জন্য ব্যয়িত সময় হিসাব বহির্ভূত	১৫৮
১৫.১.১৫	ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিতি	১৫৮
১৫.১.১৬	সরকার কর্তৃক নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা	১৫৯
১৬.১	বিবিধ	১৫৯
১৬.১.১	মোড়ক খোলার এবং পণ্য পরীক্ষা, ওজন বা পরিমাপ করিবার ক্ষমতা	১৫৯
১৬.১.২	পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ	১৫৯
১৬.১.৩	সরকারি পাওনা আদায়	১৫৯
১৬.১.৪	সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা	১৬০
১৬.১.৫	ওয়ার্ফ ব্যবহার বাবদ প্রদেয় ফি বা মজুদকরণ ফি	১৬০
১৬.১.৬	কাস্টমস দলিলের সার্টিফিকেট এবং নকল ইস্যু সরবরাহ	১৬০
১৬.১.৭	করণিক ড্রুটি, ইত্যাদির সংশোধন	১৬১
১৬.১.৮	কাস্টমস হাউস এজেন্টের লাইসেন্স	১৬১
১৬.১.৯	এজেন্ট কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত দলিল দাখিল	১৬১
১৬.১.১০	প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের দায়	১৬১
১৬.১.১১	ব্যবসায়ের নথিপত্রের সংরক্ষণ	১৬১
১৬.১.১২	স্বর্ণ, ইত্যাদির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ	১৬২
১৬.১.১৩	কতিপয় দলিলপত্রের উপর অর্থ আদায়	১৬২
১৬.১.১৪	কতিপয় ক্ষেত্রে শুল্ক মওকুফ এবং মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান	১৬২
১৬.১.১৫	অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত অবহেলার প্রমাণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না	১৬২
১৬.১.১৬	আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি	১৬২
১৬.১.১৭	দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের বারিত	১৬২
১৬.১.১৮	এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম সংরক্ষণ	১৬২
১৬.১.১৯	শুল্ক ফাঁকি বা আইনের লঙ্ঘন উদ্ঘাটনের জন্য পুরস্কার	১৬২
১৬.১.২০	কাস্টমস কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে আর্থিক প্রণোদনা পুরস্কার	১৬৩
১৬.১.২১	আইনগত কার্যধারার নোটিশ	১৬৩
১৬.১.২২	সিদ্ধান্ত প্রদান	১৬৩
১৬.১.২৩	কাস্টমস রুলিং প্রদানের ক্ষমতা	১৬৩
১৬.১.২৪	অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধান কেন্দ্র।	১৬৪
১৬.১.২৫	সিদ্ধান্তের কপি	১৬৪
১৬.১.২৬	গোপনীয়তা এবং বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য বিনিময়/ব্যবস্থাপনা	১৬৪
১৬.১.২৭	পরামর্শ	১৬৫
১৬.১.২৮	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১৬৫
১৬.১.২৯	বিশেষ বিধান	১৬৫
১৬.১.৩০	বিশেষায়িত কার্যকরী ইউনিট	১৬৫
১৬.১.৩১	ইলেকট্রনিকভাবে কার্যসম্পাদন ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ	১৬৫
১৬.১.৩২	আদেশ, ফরম, নোটিশ, ব্যাখ্যা বা সার্কুলার জারির ক্ষমতা	১৬৫
১৬.১.৩৩	অসুবিধা দূরীকরণ	১৬৫
১৬.১.৩৪	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	১৬৫
১৬.১.৩৫	রহিতকরণ এবং হেফাজত	১৬৫
১৬.১.৩৬	Customs Act, ১৯৬৯ এর উল্লেখ রহিয়াছে এইরূপ আইন, বিধি, ইত্যাদির সংশোধন	১৬৬
১৬.২	পরিশিষ্ট সমূহ-	১৬৭
১৬.২.১	কাস্টমস এস. আর. ও-২০২৩	১৬৭
১৬.২.২	ট্যারিফ সিডিউল-২০২৩	১৬৭
১৬.২.৩	সাধারণ আদেশ-কাস্টমস	১৬৭

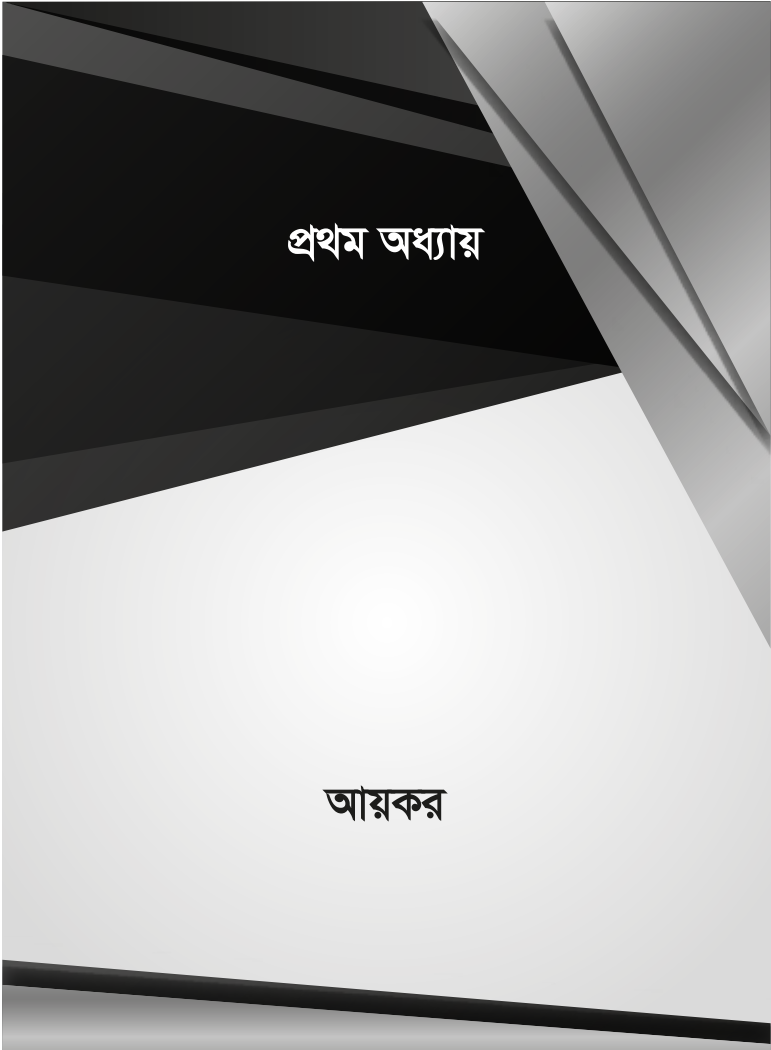
তৃতীয় অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১।	মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি?	১৬৯
	মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কীভাবে কাজ করে?	১৬৯
	মূসক এর হার ও পরিধি	১৬৯
	টার্নওভার কর	১৬৯
০২।	সম্পূরক শৃঙ্খ	১৭০
	প্রথম অধ্যায়: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও সংজ্ঞা	১৭০-১৭৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়: মূসক নিবন্ধন এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি	১৭৮-১৮০
০৪।	মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি	১৭৮
০৫।	কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের নিবন্ধন	১৭৮
০৬।	মূসক নিবন্ধন প্রক্রতি	১৭৯
০৭।	নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ	১৭৯
০৮।	স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন	১৭৯
০৯।	মূসক নিবন্ধন বাতিল	১৮০
১০।	তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তি ও তালিকাভুক্তি	১৮০
১১।	তালিকাভুক্তি বাতিল	১৮০
১২।	কমিশনার কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে নিবন্ধনযোগ্য ও তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিকরণ...	১৮০
১৩।	সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব পরিবর্তিত তথ্য অবহিতকরণে নিবন্ধিত বা	১৮০
১৪।	তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব	১৮০
	তৃতীয় অধ্যায়: মূল্য সংযোজন কর আরোপ	১৮০-১৮৪
১৫।	মূসক আরোপ	১৮০
১৬।	মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি .	১৮১
১৭।	বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ ..	১৮১
১৮।	নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতা	১৮২
১৯।	অনাবাসিক ব্যক্তির মূসক এজেন্ট ..	১৮২
২০।	আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হইতে (reverse charged) কর আদায় .	১৮২
২১।	শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ ..	১৮২
২২।	বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমি	১৮৩
২৩।	রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ ..	১৮৩
২৪।	শূন্যহার বিশিষ্ট সেবা সরবরাহ .	১৮৩
২৫।	ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটর .	১৮৪
২৬।	অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি ..	১৮৫
	চতুর্থ অধ্যায়: মূসক আদায় পদ্ধতি আমদানির ক্ষেত্রে, বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে ও সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে	১৮৫-১৮৯
২৭।	করযোগ্য আমদানির উপর মূসক আদায় পদ্ধতি	১৮৫
২৮।	করযোগ্য আমদানির মূল্য নির্ধারণ .	১৮৫
২৯।	পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ	১৮৫
৩০।	রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি .	১৮৫
৩১।	আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয় .	১৮৫
৩২।	করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ	১৮৬
৩৩।	করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক প্রদানকাল	১৮৬
৩৪।	আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ ...	১৮৬
৩৫।	একক ও বহুবিধ সরবরাহ .	১৮৬
৩৬।	চলমান ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বিক্রয় .	১৮৬
৩৭।	অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার	১৮৭
৩৮।		১৮৭

৩৯।	আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ	১৮৮
৪০।	লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র্যাফেল ড্র এবং অনুরূপ উদ্যোগ	১৮৮
৪১।	কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার মূল্য	১৮৮
৪২।	কিস্তিতে পণ্য বিক্রয় ..	১৮৮
৪৩।	বাতিলকৃত লেনদেন	১৮৮
৪৪।	ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি বিক্রয় .	১৮৯
	বিক্রয় যন্ত্র ..	
	পঞ্চম অধ্যায়: করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ	১৮৯-১৯২
৪৫।	সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি	১৮৯
৪৬।	উপকরণ কর রেয়াত ..	১৮৯
৪৭।	আংশিক উপকরণ কর রেয়াত ..	১৯০
৪৮।	সমন্বয় ...	১৯১
৪৯।	উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয় .	১৯১
৫০।	উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়	১৯২
	ষষ্ঠ অধ্যায়: চালানপত্র এবং দলিলপত্র	১৯২-১৯৩
৫১।	কর চালানপত্র ...	১৯২
৫২।	ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট ..	১৯২
৫৩।	সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র .	১৯২
৫৪।	কর দলিলাদি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান .	১৯৩
	সপ্তম অধ্যায়: সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায়	১৯৩-১৯৪
৫৫।	সম্পূরক শুল্ক আরোপ:	১৯৩
৫৬।	সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি .	১৯৩
৫৭।	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য ..	১৯৩
৫৮।	তামাক এবং এ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা (special scheme): ..	১৯৩
৫৯।	আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক আদায় .	১৯৪
৬০।	সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আদায় ..	১৯৪
৬১।	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের অনুমিত সরবরাহ ..	১৯৪
৬২।	সম্পূরক শুল্কের নিমিত্ত হ্রাসকারী সমন্বয় ...	১৯৪
	অষ্টম অধ্যায়: টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়	১৯৪
৬৩।	টার্নওভার কর আরোপ ও আদায় ..	১৯৪
	নবম অধ্যায়: দাখিলপত্র পেশ ও উহার সংশোধন	১৯৫-১৯৫
৬৪।	দাখিলপত্র পেশ ..	১৯৫
৬৫।	বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ	১৯৫
৬৬।	দাখিলপত্রে সংশোধন .	১৯৫
৬৭।	পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ ...	১৯৫
	দশম অধ্যায়: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান	১৯৫-১৯৬
৬৮।	ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান ..	১৯৫
৬৯।	ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান .	১৯৬
৭০।	ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ .	১৯৬
৭১।	কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান ..	১৯৬
৭২।	অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান	১৯৬
	একাদশ অধ্যায়: কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ	১৯৭-১৯৮
৭৩।	কর নির্ধারণ	১৯৭
৭৪।	সরবরাহ গ্রহীতার মিথ্যা ঘোষণা	১৯৮
৭৫।	সরবরাহকারীর মিথ্যা বর্ণনা .	১৯৮
৭৬।	কর সুবিধা প্রদান ও রদকরণ (negation) .	১৯৮
৭৭।	কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা	১৯৮
	দ্বাদশ অধ্যায়: মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ	১৯৯-২০৩

৭৮।	মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং উহার কর্মকর্তা	১৯৯
৭৯।	মুসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ..	১৯৯
৮০।	মুসক কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সংশোধনে বোর্ডের ক্ষমতা ..	২০০
৮১।	ক্ষমতা অর্পণ .	২০০
৮২।	মুসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান .	২০০
৮৩।	মুসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তল্লাশির ক্ষমতা	২০০
৮৪।	পণ্য জব্দকরণ ও উহার নিষ্পত্তি	২০০
৮৫।	ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ ..	২০০
৮৬।	ন্যায় নির্ণয়ার্থ (adjudication) কার্যধারা গ্রহণে মুসক কর্মকর্তাগণের আর্থিক সীমা	২০২
৮৭।	সমন প্রেরণ	২০৩
৮৮।	শুল্ক কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা .	২০৩
৮৯।	গোপনীয়তা	২০৩
৮৯ক	মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ ..	২০৩
	ত্রয়োদশ অধ্যায়: নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান	২০৩-২০৪
৯০।	করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান	২০৩
৯১।	মুসক কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা	২০৪
৯২।	তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী ..	২০৪
৯৩।	একাধিক দাপ্তরিক নিরীক্ষা .	২০৪
৯৪।	বিশেষ নিরীক্ষা ...	২০৪
	চতুর্দশ অধ্যায়: বকেয়া কর আদায়	২০৪-২০৭
৯৫।	বকেয়া কর আদায় .	২০৪
৯৬।	দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মুসক কর্মকর্তার ক্ষমতা ..	২০৫
৯৭।	বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন ..	২০৫
৯৮।	আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন ..	২০৫
৯৯।	খেলাপি করদাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর সরকারের পূর্বস্বত্ব (lien) ও উহার ক্রোক ...	২০৬
১০০।	পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন	২০৬
১০১।	প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা ..	২০৬
১০২।	রিসিভারের দায়িত্ব ..	২০৭
১০৩।	কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায়	২০৭
১০৪।	অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের ধারাবাহিকতা.	২০৭
১০৫।	করদাতার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব ঘোষণা ..	২০৭
১০৬।	বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ .	২০৭
	পঞ্চদশ অধ্যায়: ফরম, নোটিশ এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ	২০৮
১০৭।	রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ	২০৮
১০৮।	ফরম, নোটিশ এবং দলিলাদির সত্যায়ন ..	২০৮
১০৯।	নোটিশ জারি .	২০৮
১১০।	দলিলপত্রের বৈধতা	২০৮
	ষোড়শ অধ্যায়: অপরাধ, বিচার ও দণ্ড	২০৯
১১১।	মুসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র ও কর দলিল সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড ..	২০৯
১১২।	মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি বা বিবরণ প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড ..	২০৯
১১৩।	প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ ও দণ্ড .	২০৯
১১৪।	অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপীল ..	২০৯
১১৫।	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতা	২০৯
১১৬।	কোম্পানী, ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন .	২০৯
১১৭।	অপরাধে সহায়তাকারী	২১০
১১৮।	মামলা দায়েরের পূর্বানুমোদন ..	২১০
১১৯।	অপরাধের আপোষরফা ...	২১০
১২০।	অর্থদণ্ড প্রদেয় করে অতিরিক্ত	২১০

সপ্তদশ অধ্যায়: আপীল ও রিভিশন		২১০-২১১
১২১।	কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল	২১০
১১৯।	আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল .	২১১
১২৩।	কার্যধারায় সাক্ষ্য প্রমাণের দায় .	২১১
১২৪।	হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন ..	২১১
১২৫।	বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি .	২১২
অষ্টাদশ অধ্যায়: বিবিধ		২১২-২১৫
১২৬।	সরকার কর্তৃক কর অব্যাহতি	২১২
১২৬ক।	পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান ..	২১৩
১২৭।	প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ ...	২১৩
১২৭ক।	সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা ..	২১৩
১২৭খ।	কতিপয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ ..	২১৩
১২৮।	অনলাইনে কার্যসম্পাদন, দাখিলপত্র পেশকরণ এবং কর পরিশোধ, ইত্যাদি .	২১৩
১২৯।	আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	২১৩
১২৯ক।	সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ ..	২১৩
১৩০।	মুসক পরামর্শক নিয়োগ ..	২১৩
১৩১।	করণিক ত্রুটি, ইত্যাদির সংশোধন .	২১৪
১৩২।	দলিলপত্রের প্রত্যাখ্যাত অনুলিপি ..	২১৪
১৩৩।	মুসক ছাড়পত্র প্রদান ..	২১৪
১৩৪।	ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন	২১৪
১৩৫।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা .	২১৪
১৩৬।	ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ...	২১৪
১৩৭।	রহিতকরণ ও হেফাজত ...	২১৪
১৩৮।	ক্রান্তিকালীন কর হিসাব ...	২১৪
১৩৯।	এই আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি .	২১৪
১৪০।	আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি .	২১৫
১৪১।	তফসিলের প্রতিস্থাপন	২১৫
১৪২।	তফসিলের প্রতিস্থাপন: ২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন	২১৫
১৪৩।	এয়ারকন্ডিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	২১৫
	মোবাইল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ..	২১৬
১৪৪।	পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ..	২১৯
১৪৫।	উৎসে মুসক কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	২২০
১৪৬।	শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ..	২২৭
১৪৭।	মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	২২৮
১৪৮।	মুসক পরামর্শক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ..	২৩০
১৪৯।	অগ্রিম কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	২৩৩
১৪৯ক।	স্যানিটারি ন্যাপকিন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	২৩৪
১৪৯খ।	ব্যাটারি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং-২৪১ আইন/২০১৯/৭৭-মুসক	২৩৫
১৪৯গ।	আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর নিরূপণঃ	২৩৬
১৫০।	পরিশিষ্ট..	২৫০



প্রথম অধ্যায়

আয়কর

প্রথম অধ্যায়

আয়কর

১। আয় এবং আয়কর

১.১। আয়কর কি?

সরকারের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মধ্যে অন্যতম হলো আয়কর। করদাতার আয় বিবেচনায় এ কর প্রযোজ্য হয়। কোন ব্যক্তির বা সত্তার আয় নির্দিষ্ট সীমার উপর হলে উক্ত আয়ের উপর আয়ের স্তর ভিত্তিতে বিভিন্ন হার অনুযায়ী আয়কর প্রদান করতে হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় নির্বাহ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী, “কর” অর্থ আয়ের উপর প্রদেয় কর এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দণ্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে। “আয়কর” অর্থ এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোন প্রকারের কর বা সারচার্জ।

১.২। আয়কর আইনে আয় বলতে কি বুঝায়?

আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী “আয়” অর্থ বুঝাবে:-

- (ক) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপযোগ্য যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;
- (খ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- (গ) উপ-দফা (ক) তে উল্লিখিত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;
- (ঘ) চতুর্থ তফসিল এর ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;
- (ঙ) এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;
- (চ) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;
- (ছ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন যাহা-
 - (অ) প্রাকৃতিক নহে;
 - (আ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্টি নহে;
 - (ই) দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণ (foreclosure) নহে;
 - (ঈ) উত্তরাধিকার, উইল, অস্থিতি বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত নহে;
 - (উ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত নহে;

১.৩। আয়কর আইনে আয়করদাতা কে?

আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী “করদাতা” অর্থ করারোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

- (ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (খ) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-
 - (অ) যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত অন্য কোনো ব্যক্তির আয় নির্ধারণযোগ্য; অথবা
 - (আ) যাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;
- (গ) যাহাকে ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) কোনো রিটার্ন, দলিল বা বিবরণী দাখিলে বা তথ্য প্রদানে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং রিটার্ন দাখিলকারী কোনো ব্যক্তি;
- (চ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা বা খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ছ) যাহার বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে;

আয়কর আইন, ২০২৩ অনুসারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা পরিশিষ্ট-৩ কিউ আর কোড দ্রষ্টব্য

১.৪। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৬৯) এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা:

“ব্যক্তি” অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল ও কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ক্রমিক নং	Income-tax Ordinance, 1984 অনুযায়ী ব্যক্তি	আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যক্তি
১.	An Individual	স্বাভাবিক ব্যক্তি
২.	A Firm	ফার্ম
৩.	An Association of Persons	ব্যক্তিসংঘ
৪.	A Hindu Undivided Family	হিন্দু অবিভক্ত পরিবার
৫.	A Trust	ট্রাস্ট
৬.	A Fund	তহবিল
৭.	A Company	কোম্পানি
৮.	A Local Authority	কোম্পানি'র সংজ্ঞাভুক্ত
৯.	An Entity	
১০.	Every other artificial juridical person	

অর্থাৎ আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রদত্ত ব্যক্তির সংজ্ঞায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোনো সত্তা এবং অন্য কোনো কৃত্রিম ব্যক্তির স্বতন্ত্র অবস্থান নেই।

২। আয়করের হার

২.১। ২০২৩-২৪ করবর্ষের স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য করহার

সাধারণভাবে, মোট আয়ের উপর করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে একজন পুরুষ করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

সারণী ১: আয়করের হার

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৭০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৩১,৫০,০০০/- এর উপর	২৫%	৭,৮৭,৫০০

করদাতা যদি মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা হন তাহলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

সারণী ২: মহিলাদের জন্য আয়করের হার

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৭৫,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৩১,০০,০০০/- এর উপর	২৫%	৭৭৫,০০০

তৃতীয় লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,০০,০০০ টাকা। ফলে এসব করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ কিছুটা কম হবে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতা-মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

২.২। ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

তবে, উল্লিখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;
২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;
৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতা-মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

২.৩। অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়করের হার

কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং যে সকল করদাতাদের ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০২৪ অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপিত হয় তা নিম্নরূপঃ

- (১) বাংলাদেশে যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অবস্থিত সে কোম্পানী হতে লব্ধ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য সর্ব প্রকার আয়ের উপর প্রযোজ্য কর নিম্নরূপঃ

সারণী ৩: কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়কর হার

বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২৫%	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫০%	২৭.৫০%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫০%	২২.৫০%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়

বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫০%	৩৭.৫০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্দে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।			

কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) অন্যান্য ও করদাতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হারে আয়কর আরোপিত হবেঃ

সারণী ৪: অনিবাসী ও অন্যান্য করদাতাদের আয়কর হার

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	করহার
(১)	কোম্পানী ও ব্যক্তি সংঘ নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর	৩০%
(২)	কোম্পানী নয়, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর	৪৫%
(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তি-সংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-। তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্দে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে উপরি-উক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে।	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর	১৫%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	১৫%

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এইরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাশন যা লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর - ২০%।

২.৪। রপ্তানি আয়ের জন্য প্রাস্কৃত করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪, তারিখ: ৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লেখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করে প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করল, যথা:-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত

থাকিবে;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং

(গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

উক্ত হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা পেতে হলে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পরিপালন করতে হবে-

(অ) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হতে হবে;

(আ) এ প্রজ্ঞাপনের অধীন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(ই) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হবে;

এছাড়াও নিম্নোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে-

১) এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হবে না।

২) (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করে ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করে ১২% (বার শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হবে সেক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এ প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হবে এবং কোনভাবেই এ হার আর হ্রাস করা যাবে না।

(৩) উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার দ্ব ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার দ্ব খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হবে এবং সনদে উল্লেখ করতে হবে; যেখানে-

ক = এরূপ করহার যা ১২% এর নিম্নে হয়; এবং

খ = $(২৭.৫ \text{ দ্ব বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে, অথবা

খ = $(৩০ \times \text{বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ})/১০০$; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে না।

২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-২১০-আইন/আয়কর- ০৫/২০২৩ এ প্রজ্ঞাপন দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের একই খাতে দেশীয় ও রপ্তানি আয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক আয় ও ব্যয় বিভাজন প্রযোজ্য হবে।

২.৫। সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিশিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানির উল্লিখিত শিল্পের ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১৫% (পনের শতাংশ) ধার্য করা হয়েছে-

(ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে;

(খ) এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পেতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(গ) কোন আয়বর্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান লংঘনের দায়ে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে;

হাসকৃত করহারের এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২.৬। হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হাসকৃত করহার

এস, আর, ও নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় আয়কর হাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে, যথা:-

আয়ের পরিমাণ	আয়করের হার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর।	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২.৭। অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরের জন্য ১০০%, ৪র্থ বৎসরের জন্য ৮০%, ৫ম বৎসরের জন্য ৭০%, ৬ষ্ঠ বৎসরের জন্য ৬০%, ৭ম বৎসরের জন্য ৫০%, ৮ম বৎসরের জন্য ৪০%, ৯ম বৎসরের জন্য ৩০% এবং ১০ম বৎসরের জন্য ২০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি পাবে।

২.৮। অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হতে পারবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে একরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঈ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;

(উ) বোর্ডের নিকট অব্যাহতির উপযুক্ত শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

(খ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যেসকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেল, চিনি, আটা, ময়দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাতীয় পণ্য উৎপাদন হতে আয় প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্য হবে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;

(ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ- ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং

(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো

প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

“ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু” বলতে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হতে আয় প্রাপ্ত হবে বা অর্জন শুরু করবে সেই তারিখকে বুঝাবে।

২.৯। অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ১০৪-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২০ ও এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর-৩৪/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিট যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে;

(খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

২.১০। হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসরের জন্য ১০০% এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম বৎসরের জন্য ৭০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২.১১। হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নতুন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুতি কোম্পানি হতে পারবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত পার্কের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঈ) উক্ত হাই-টেক পার্কের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পার্কে অবস্থিত হতে হবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;

(উ) বোর্ডের নিকট হাই-টেক শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

(খ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এ হাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;

(ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা

আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং
(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যাসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

“ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু” বলতে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হতে আয় প্রাপ্ত হবে বা অর্জন শুরু করবে সেই তারিখকে বুঝাবে।

২.১২। হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ও এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/আয়কর-৩৫/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এতদ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে এ শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লেখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

(ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন রয়েছে;

(খ) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

২.১৩। শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা ১৩৪)

ধারা ১৩৪ অনুযায়ী নিবাসী কোনো ব্যক্তি হতে অপর কোনো ব্যক্তির নিকট তালিকাভুক্ত নয় এরূপ কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ হস্তান্তর নিবন্ধন করবেন না, যদি না হস্তান্তরকারী নিবাসী ব্যক্তি হস্তান্তরিত শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং ন্যায্য মূল্যের পার্থক্যের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর জমা প্রদানের চালান নিবন্ধনের আবেদনের সাথে সংযুক্ত করেন। এখানে,

(ক) “অভিহিত মূল্য” অর্থ ইস্যুকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবং অতিরিক্ত কোনো অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তা-
(অ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; এবং (আ) করদাতার আয়কর রিটার্নে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়;

(খ) “ন্যায্য মূল্য” অর্থ শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে কৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (valuation report) পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer) দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য মূল্য;

(গ) “পেশাদার মূল্যায়নকারী (Professional valuer)” বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাবে।

উদাহরণ: জনাবা রামিশা একটি অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির ১,০০০ টি শেয়ারের মালিক। জনাবা রামিশা প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ক্রয় করেছিলেন। তিনি এই ১,০০০ টি শেয়ার ৫০০ টাকা দরে একটি বিদেশি কোম্পানির নিকট বিক্রি করছেন। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৪ অনুযায়ী শেয়ারের মালিকানা পরিবর্তনের সময়, নিবন্ধক পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট দাখিল করতে বললে, এতে দেখা যায়, প্রতিটি শেয়ারের বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে ১১০০ টাকা। এমতাবস্থায়, জনাবা রামিশার করদায় নিম্নরূপে নিরূপিত হবে:

উৎসে সংগৃহীত কর = (পেশাজীবী মূল্যায়ন রিপোর্ট মোতাবেক বর্তমান ন্যায্য মূল্য - ক্রয় মূল্য) × শেয়ার সংখ্যা × ১৫% = (১১০০ - ১০০) × ১০০০ × ১৫% = ১৫০,০০০ টাকা।

৩। করদাতা নিবন্ধন

৩.১। করদাতা নিবন্ধন বলতে কি বুঝায়?

১। আয়কর আইন, ২৬১ ধারানুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিজেকে করদাতা হিসাবে নিবন্ধন করবেন, যদি তিনি-

(ক) করদাতা হন;

(খ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন জমা দিতে বাধ্য হন;

(গ) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে বাধ্য হন;

(ঘ) কর প্রদান করিতে অথবা রিটার্ন দাখিল করিতে ইচ্ছুক হন।

২। বোর্ড নিবন্ধিত করদাতাকে একটি করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রদান করিবে।

- ৩। আপগ্রেডেশন বা পুনঃনিবন্ধনের উদ্দেশ্যে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেকোনো টিআইএনধারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কোনো তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপনের নির্দেশে দিতে পারিবে।
- ৪। যেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত করদাতা হইবার যোগ্য কিন্তু নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া টিআইএন গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ উক্তব্যক্তি ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া টিআইএন প্রদান করিতে পারিবে।

৩.২। আয়কর রেজিস্ট্রেশন (টিআইএন) কিভাবে নিতে হয়?

বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে আয়কর রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু আছে। www.incometax.gov.bd ওয়েব সাইটে login করে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। এর জন্য একক ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও কোম্পানীর জন্য ইনকর্পোরেশন নম্বর প্রয়োজন হয়। আর যাদের ইন্টারনেট সুবিধা নেই তাঁরা নির্ধারিত কর সার্কেলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।

৩.৩। করদাতার নিবন্ধন বাতিল

- ১। ধারা ২৬২ অনুসারের নিম্নবর্ণিত কারণে একজন ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি-
 - (ক) ধারা ২৬৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে আর বাধ্য না হন এবং-
 - (অ) ধারা ২ এর দফা ২২ এর অধীন করদাতা হিসাবে আর সংজ্ঞায়িত না হন;
 - (আ) পরপর বিগত ৩ (তিন) বৎসর করযোগ্য আয় শূন্য হন এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ভবিষ্যতে কোনো করযোগ্য আয় শূন্য থাকিবেন; বা
 - (ই) ধারা ১৬৬ এর অধীন আর রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন নাই;
 - (খ) মৃত্যু, অবসায়ন, অবলুপ্তি (dissolution) বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণে অস্তিত্বহীন হইয়া যান;
 - (গ) স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশে আয় উপার্জন কোনো কর্মকাণ্ড করিবেন না;
 - (ঘ) ডুপ্লিকেট (duplicate) নিবন্ধন বা ভুল নিবন্ধন পাইয়া থাকেন;
 - (ঙ) আইনি মর্যাদা পরিবর্তন করেন;
 - (চ) অন্য কোনো আইনানুগ কারণ প্রদর্শন করেন।
- ২। আয়কর কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন বাতিলের আবেদন প্রাপ্তির পর, আবেদনের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করিয়া করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি নিশ্চিত হন যে
 - (ক) করদাতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য কোনো বকেয়া দায় নাই;
 - (খ) করদাতার বিরুদ্ধে কোনো কর নির্ধারণ নিষ্পত্তাধীন নাই;
 - (গ) কোনো ফোরামে আয়কর সংক্রান্ত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তাধীন নাই; এবং
 - (ঘ) করদাতা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিবন্ধন বাতিলের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন উহার সত্যতা রহিয়াছে।
- ৩। বোর্ড যে সকল কারণে নিজেরা কোনো করদাতার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন-
 - (ক) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন কোনো করদাতাকে নিবন্ধন বাতিলের যুক্তি রহিয়াছে;
 - (খ) কোনো করদাতার প্রকৃত বা বৈধ উৎসের কোনো আয় নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে;
 - (গ) নিবন্ধনটি আর্থিক অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্যে বা অর্থ পাচারের কোনো স্কিমের অংশ হিসাবে করা হইয়াছে; বা
 - (ঘ) নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত তথ্য ভুল এবং অসত্য।
- ৪। বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপে নিবন্ধন বাতিলকৃত করদাতার সমস্ত তথ্য এবং রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে পারিবে।
- ৫। এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “নিবন্ধন বাতিল” অর্থ একটি টিআইএন এর নিষ্ক্রিয়করণ (inactive), রহিতকরণ (dormant) এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার অনুপযোগীকরণ, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিলোপ (deletion) বা মোচন (erasure) বুঝাইবে না।

৪। আয়কর রিটার্ন

৪.১। আয়কর রিটার্ন কি?

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। আয়কর রিটার্ন এর কাঠামো আয়কর বিধি-ধারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যার মধ্যে করদাতা তার আয়-ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের তথ্য লিখে আয়কর অফিসে দাখিল করেন। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা ও কোম্পানী করদাতাদের জন্য পৃথক রিটার্ন রয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতার

শ্রেণিভিত্তিক এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপে রিটার্ন নির্ধারণ করতে পারবে। এছাড়াও স্পট গ্র্যাসেসমেন্ট ও বেতনভোগী কর দাতাদের জন্য ভিন্ন রিটার্ন ফর্ম আছে। স্বাভাবিক ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার রিটার্ন ফর্ম বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় এবং কোম্পানী করদাতার রিটার্ন ফর্মও বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় পাওয়া যায়। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে।

৪.২। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ

রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়ন বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র; করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট; বা করদাতার নাম, টিআইএন এবং করবর্ষ সংবলিত উপকর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন।

৪.৩। আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?

এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। একজন করদাতা যে কর অঞ্চলের অধীন সে কর অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোডে করদাতাকে এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করদাতাকে আইনানুযায়ী উৎসে কর পরিশোধ করতে হবে।

৪.৪। আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) সকল প্রকার কর ও উৎসে কর অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
(খ) যে কোনো খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক করদাতা যাদের বিলের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে তাদের বরাবরে ই-পেমেন্ট চালান বা ক্ষেত্রমত এ-চালানসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

৪.৫। আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন?

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। কারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:- ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৪.৬। যেসকল ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়?

- (ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 - (অ) যাহা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যাহা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং
 - (আ) যাহার ইংরেজি ভার্সন কারিকুলাম নাই;
- (খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;
- (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক;
- (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (ঙ) সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়াত্বশাসিত সংস্থা, যাহার সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;
- (চ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত যেকোনো সত্তা যাহাদের সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যতীত অন্য কোনো আয় নাই;
- (ছ) সরকারি ভবিষ্য তহবিল এবং সরকারি পেনশন তহবিল;
- (জ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (ফিক্সড বেইস) নাই; বা
- (ঝ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

৪.৭। করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

- (এ৩)কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;
- (ট) মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;
- (ঠ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;
- (ড) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিককরদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়।

৪.৮। যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে

১. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার খণ গ্রহণে;
২. কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হইতে হইলে;
৩. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
৪. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;
৫. সমবায় সমিতির নিবন্ধন পাইতে;

৬. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হইতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করিতে;
৭. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোজারনামা নিবন্ধন করিতে;
৮. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
৯. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১০. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ রেজিস্টার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, ১৮৭২ (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখিতে;
১১. ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১২. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৩. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখিতে;
১৪. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়াই চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১৫. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৬. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;
১৭. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখিতে;
১৮. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
১৯. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;
২০. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;
২১. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;
২২. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে;
২৩. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;
২৪. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;
২৫. মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করিতে;
২৬. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৭. গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;
২৮. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;
২৯. অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;
৩০. Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১৬ (ষোল) হাজার টাকার উর্ধ্বে কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;
৩১. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;
৩২. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;
৩৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করিতে;
৩৪. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৩৫. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, ১৮৬০ (Act No. XXI of ১৮৬০) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;
৩৬. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৩৭. কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;
৩৮. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;
৩৯. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;
৪০. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেদুর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করতে এবং বহাল রাখিতে;
৪১. ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখিতে;
৪২. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকেরা;
৪৩. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর;
৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;
৪৫. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে

৪.৯। রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?

সকল আয়কর অফিসে আয়কর রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট <https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng> থেকেও রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য। **রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য**

৪.১০। রিটার্ন দাখিলের সময়

একজন করদাতাকে করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৩ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

৪.১১। রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি

ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করিবেন।

৪.১২। রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

টিআইএন সনদে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যেমন অক্ষর দিয়ে সরকারী কর্মকর্তার নাম শুরু হয়েছে, তাকে কর অঞ্চল-৪, ঢাকা এর বৈতনিক সার্কেল-৭১ এ রিটার্ন জমা দিতে হবে। পুরোনো করদাতারা তাদের বর্তমান সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন। নতুন করদাতারা তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে ১২ সংখ্যার টিআইএন (e-TIN) উল্লেখ করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে Jurisdiction নামে একটি Software সংযোজন করা আছে। এটি ব্যবহার করে একজন নতুন করদাতা কোন সার্কেলে রিটার্ন দাখিল করবেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। করদাতারা প্রয়োজনে কাছাকাছি আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকেও আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সার্কেল সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। পাশাপাশি করদাতারা <https://etaxnbr.gov.bd/> এ প্রবেশ করে তাদের নির্ধারিত ই-টিন নম্বরের বিপরিতে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। অনলাইনে করপ্রদান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যে পরিশিষ্ট কিউআর কোডে দেখুন।

৪.১৩। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কি বুঝায়?

স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও কর নির্ধারণ করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয় ও কর পরিশোধের সপক্ষে সকল প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকর কমিশনার রিটার্ন-এ কোনো গাণিতিক ত্রুটি লক্ষ্য করলে রিটার্ন প্রসেস করে করদাতার বরাবরে অতিরিক্ত অংক পরিশোধের জন্য বলতে পারেন এবং একই সাথে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের জন্যও বলতে পারেন।

৪.১৪। সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?

সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার মানে হলো করদাতা নিজেই নিজের আয় ও করপরিগণনা করেন এবং সে মোতাবেক কর পরিশোধ ও রিটার্ন দাখিল করেন। তবে, এক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনার কর্তৃক পুনঃ কর নির্ধারণের জন্য রিটার্ন দাখিল করেন।

৪.১৫। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?

হ্যাঁ। ধারা ১৭০ অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে ধারা ১৮০ মোতাবেক অর্থাৎ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৪.১৬। রিটার্ন দাখিলের সময় কী কী দলিলাদি দাখিল করতে হবে? কোন রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচিত হবে? বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে, রিটার্ন সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে কিনা?

ধারা ১৬৯ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি প্রদান করে নির্ধারিত তফসিলসমূহ, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদিসহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদাতা যদি কোম্পানি হন অথবা করদাতার যদি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় থাকে তবে রিটার্নের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে, যথা :

(ক) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী;

(খ) যাচাইয়ের নিমিত্ত বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণের প্রমাণ; এবং

(গ) আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত লাভ-ক্ষতি এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাখ্যাসহ একটি পৃথক পরিগণনা পত্র।

কোনো আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন থাকলে এরূপ কোনো সভার ক্ষেত্রে, ধারা ২৩৮ এর অধীন আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। উল্লেখিত বিধানাবলির পরিপালনের ব্যর্থতায় একটি রিটার্নকে অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে বিবেচনা করা যাবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে রিটার্ন দাখিল করলে রিটার্নটি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

৪.১৭। ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা

কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হতে আয় রয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্নের সাথে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?

ধারা ৭৩ অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত যেকোনো ব্যক্তি এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(অ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম, ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, ফাউন্ডেশন, সমিতি, এবং সমবায় সমিতি;

(আ) যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা কেবল প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত।

৪.১৮। রিটার্নের সাথে কিরূপ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল করতে হবে?

রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি এ মর্মে প্রদান করতে হবে যে-

(ক) উক্ত করবর্ষের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হয়েছে;

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড (যেমন: Document Verification System - DVS) অনুসরণ করা হয়েছে; এবং

(গ) International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৪.১৯। রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে কি?

বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রিটার্ন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:-

(ক) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, করদাতা স্বয়ং; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, তার অভিভাবক কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(খ) কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কর্ম করতে অপারগ হলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি;

- (গ) কোনো কোম্পানি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা;
- (ঘ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, তার যেকোনো অংশীদার;
- (ঢ) অন্য কোনো সংঘের ক্ষেত্রে, সংঘের কোনো সদস্য বা মুখ্য কর্মকর্তা; এবং
- (ণ) অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পক্ষে স্বাক্ষর করতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি।

৪.২০। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী

অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল কী বা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনের ব্যর্থতায় কী কী পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে? স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত কোন রিটার্নকে উপকর কমিশনার সাধারণ হিসাবে গণ্য করতে পারবেন কি না?

- (ক) দাখিলকৃত রিটার্ন অসম্পূর্ণ হলে বা করদাতা আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে, উপকর কমিশনার ধারা ১৭৬(২) অনুযায়ী কারণ উল্লেখপূর্বক, করদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাচাইকরণ, বিবৃতি বা দলিলাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিল করার জন্য নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।
- (খ) উক্ত নোটিশে প্রেক্ষিতে করদাতা নোটিশের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করলে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
- (গ) করদাতা উক্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহা –

ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল এবং উপধারা (৫) যথাযথ ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদন ইত্যাদি পরিপালনের ব্যর্থতায় এইরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যেন উহা দাখিল করা হয় নাই এবং এইরূপ বাতিল বা অকার্যকরের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করিবেন, যথা:-

- ক) (আ) দাখিলকৃত রিটার্ন বাতিল বা অকার্যকরের নোটিশ করদাতার বরাবরে প্রেরণ;
- (আ) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বাতিল বা অকার্যকর সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিতকরণ;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারা ১৮২ এর অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাইবে।

৪.২১। ২১২ ধারায় পুনঃউল্লেখের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন

২১২ ধারায় পুনঃউল্লেখের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন কি স্বনির্ধারণী হবে?

না। ২১২ ধারায় পুনঃউল্লেখের জন্য নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত বলে গণ্য হবেনা।

৪.২২। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউল্লেখ

কোনো করবর্ষে কোনো করদাতা স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার উক্ত করবর্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুনঃউল্লেখ করতে পারবেন কিনা?

করদাতা যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করলেন উক্ত করবর্ষে যদি উপকর কমিশনারের নিকট কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য থাকলে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী পুনঃউল্লেখ করতে পারবেন।

৪.২৩। করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বাতিল করা যাবে কি না?

হ্যাঁ। ধারা ১৭৬ এবং ধারা ১৮০(১) এক সঙ্গে বিবেচনা করলে দাখিলকৃত রিটার্ন ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল এবং উপধারা (৫) যথাযথ ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্ন স্বাক্ষর বা প্রতিপাদন ইত্যাদি পরিপালনের ব্যর্থতায় বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া বিবেচনা করা হবে।

৪.২৪। সংশোধিত রিটার্ন কী?

করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে কোন উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধ করে রিটার্ন দাখিল-ই সংশোধিত রিটার্ন। সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের মাধ্যমে কম পরিগণিত কর পরিশোধ করা যাবে অথবা প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে অধিক কর পরিগণনা করা হলে সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবি করা যাবে।

৪.২৫। সংশোধিত রিটার্ন কখন দাখিল করা যাবে?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে, যথা:

- (ক) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ১৮০তম দিনের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে;
- (খ) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে;
- (গ) ২১২ ধারার অধীন উপকর কমিশনারের নোটিশের প্রেক্ষিতে;
- (ঘ) ১৮২ ধারার অধীন অডিট প্রতিবেদন অনুসারে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের নোটিশের প্রেক্ষিতে;

(ঙ) সাধারণ রিটার্ন দাখিল হয়েছে কিন্তু কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের অন্ত্যন ৬ মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখের পূর্বে, যেটি আগে ঘটে।

৪.২৬। কখন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:

১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে-

- (ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ দিন শেষ হবার পর;
- (খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা
- (গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হবার পর।

২। সাধারণ রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে-

- (ক) কোনো প্রদর্শিত দায় ত্রাস করে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের ৬ মাসের মধ্যে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানির তারিখে বা তারপর।

৪.২৭। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতা যাহার ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তাহার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করিবেন। যেই ক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (১) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন সেই ক্ষেত্রে তিনি উপকর কমিশনার অন্ত্যন ২০ (বিশ) হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

৪.২৮। রিটার্ন দাখিল না করার জরিমানা

যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রিটার্ন দাখিল না করলে সে সকল সেবা হতে বঞ্চিত হতে হবে। যেমন- ক্ষেত্রমত, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে না কিংবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বেতন-ভাতাদিাঙ্গিতে অসুবিধা হবে ইত্যাদি।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন-

- (ক) আয়কর আইনের ধারা ২৬৬ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করা;
 - (খ) উপকর কমিশনার কর্তৃক একতরফাভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা।
- (১) যেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৬৬, ১৭২, ১৯১, ১৯৩ বা ২১২ এর অধীন কোনো ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যাহা ন্যূনতম ১ (এক) হাজার টাকা হইবে এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ নিম্নবর্ণিত অঙ্ক অতিক্রম করিবে না, যথা
- (ক) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা;
 - (খ) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যাহার ইতঃপূর্বে কর নির্ধারণ হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ১ (এক) হাজার টাকা, দুটি মধ্যে যাহা অধিক।
- (২) যেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত,
- (ক) ধারা ১৭৭ এর অধীন কোনো রিটার্ন, তথ্য দাখিল বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তাহার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, দুটির মধ্যে যাহা অধিক, সেই পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;
 - (খ) ধারা ১৪৫ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১ (এক) হাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;
 - (গ) ধারা ২০০ এর আবশ্যিকতা অনুযায়ী কোনো তথ্য দাখিল বা উপস্থাপনে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে যে আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ২০০ এর অধীন তথ্য চাহিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা

জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি দিনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

৪.২৯। সংশোধিত রিটার্ন দাখিল

রিটার্ন দাখিলের পর যদি করদাতার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নবর্ণিত কারণে তার প্রদেয় কর সঠিকভাবে পরিগণিত হয়নি বা সঠিক অঙ্কে পরিশোধিত হয়নি তাহলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, যথা:

- (ক) প্রদর্শিত আয়; বা
- (খ) দাবিকৃত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট; বা
- (গ) অন্য কোনো কারণে।

এক্ষেত্রে, করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের কারণ সংবলিত একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করবেন। তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:-

- (ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিন শেষ হওয়ার পর;
- (খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা
- (গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর।

৪.৩০। রিটার্ন প্রসেস

উপকর কমিশনার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ন প্রসেস করেন। রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যদি দেখা যায়, করদাতা প্রদেয় অংকের চেয়ে কম বা বেশি আয়কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অংক পরিশোধ করেছেন, তাহলে উপকর কমিশনার করদাতাকে তা অবহিত করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৪.৩১। অডিট

- (১) বোর্ড বা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষ, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন হইতে অডিটের জন্য রিটার্ন নির্বাচন করিতে পারিবে এবং অডিটের উদ্দেশ্যে উহা সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।
- (২) অডিটের জন্য নির্বাচিত রিটার্নের তালিকা প্রাপ্তির দিন হইতে অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, প্রতিটি অডিট মামলার জন্য অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম এবং অডিট কিউরেটর নিযুক্ত করিবেন এবং এইরূপ আদেশ স্বাক্ষরের দিনে সংশ্লিষ্ট সকল অনুসন্ধানকারী টিম, অডিট টিম, অডিট কিউরেটর এবং উপকর কমিশনারকে প্রেরণ করিবেন।
- (৩) উপকর কমিশনার, উপ-ধারা (২) এর অধীন জারীকৃত আদেশ প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট করদাতাকে অডিটসম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি নোটিশ জারি করবেন এবং এইরূপ নোটিশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী টিমের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৪) প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম-
 - (ক) অনুসন্ধান পরিচালনাপূর্বক করদাতার আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ, দায়, লেনদেন, আর্থিক বিবৃতি ও অন্যান্য রেকর্ড, পাবলিক রেকর্ড, এবং করদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষের তথ্য, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে;
 - (খ) করদাতার আয়ের উৎসের অস্তিত্ব এবং উহার প্রকৃতির বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণসহ একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন অডিট কিউরেটরের নিকট দাখিল করিবে;
 - (গ) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ প্রাপ্ত হইবার অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে এবং এইরূপ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অডিট কিউরেটর বরাবরে দাখিল করিবে; এবং
 - (ঘ) দফা (গ)-তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার বরাবর সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।
- (৫) অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের পর, অডিট টিম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অডিট ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, এবং
 - (ক) এই আইন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের অধীন প্রযোজ্য সকল বিধানের পরিপালন পরীক্ষা করিবেন;
 - (খ) মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা:-
 - (অ) করদাতা কর্তৃক কোনো দাবি বা দাখিলকৃত কোনো তথ্য যাচাই;

- (আ) হিসাবের বহি, প্রাপ্তি ও পরিশোধ সংক্রান্ত দলিলাদি, ক্রয়- বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি ও অন্যান্য দলিলাদি, যেকোনো প্রমাণক, ক্লায়েন্ট, গ্রাহক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত বা প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই;
- (ই) করদাতা কর্তৃক নিয়োজিত অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন;
- (ঈ) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি, উহা যে প্রকৃতির বা ধরনের হউক, সংগ্রহ;
- (গ) আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ বা দায় সম্পর্কিত কোনো বিবৃতি বা রেকর্ড পরীক্ষা করিবে;
- (ঘ) লেনদেনের প্রকৃতি এবং সত্যতা পরীক্ষা করিবে;
- (ঙ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি পুনরায় যাচাই করিবে;
- (চ) করদাতার সহিত সম্পর্ক আছে বা থাকিতে পারে এইরূপ যেকোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে;
- (ছ) কোনো তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য করদাতাকে নির্দেশ প্রদান করিবে;
- (জ) সংশ্লিষ্ট সমূদয় তথ্য, বাজার তথ্য, আর্থিক তথ্য এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার জীবনযাত্রার তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করিবে।
- (৬) অডিট টিম খসড়া অডিট প্রতিবেদন করদাতার বরাবর প্রেরণ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে।
- (৭) অডিট টিম উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুসন্ধান প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ হইতে অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অডিট কিউরেটরের নিকট অডিট প্রতিবেদন জমা দিবেন এবং প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-
- (ক) অডিট টিমের প্রতিবেদনসহ করদাতার আয়ের উৎস, পরিসম্পদ ও দায় এবং উহার প্রকৃতি বিস্তারিত যাচাইকরণ এবং নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি;
- (খ) এই আইনের সকল প্রযোজ্য বিধানাবলি পরিপালন সংক্রান্ত বিবৃতি;
- (গ) আইনের বিধানাবলির পরিপালনার্থে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, করদাতার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উপর মন্তব্য।
- (৮) অডিট কিউরেটর, অডিট টিম কর্তৃক প্রতিবেদন জমা দানের অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে-
- (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কর কমিশনারের নিকট অডিট কার্যক্রম সমাপ্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন, যথা:-
- (অ) প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন অনুসারে এই আইনের পরিপালন এবং করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি করদাতার রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে; এবং
- (আ) করদাতা হইতে অতিরিক্ত কোনো করদাবির সুযোগ নাই;
- (খ) অডিট কার্যক্রম সম্পন্নোর জন্য উপকর কমিশনারকে অনুমোদন প্রদান করিবেন যদি প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয় যে-
- (অ) প্রাপ্ত অডিট প্রতিবেদন অনুসারে এই আইনের পরিপালন এবং করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি করদাতার রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই; বা
- (আ) করদাতার বিরুদ্ধে অন্য কোনো কার্যধারা গৃহীত হওয়া উচিত।
- (৯) কর কমিশনার, অডিট কিউরেটরের নিকট হইতে সুপারিশ প্রাপ্তির পর, মামলাটি বিবেচনা করিবেন এবং সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।
- (১০) উপকর কমিশনার, অডিট কিউরেটরের নিকট হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে-
- (ক) করদাতার নিকট অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন যাতে করদাতাকে অডিটের ফলাফল প্রতিফলিত করিয়া একটি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে, এবং সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার তারিখে বা তৎপূর্বে সংশোধিত রিটার্নের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত করদায় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং
- (খ) অডিট কিউরেটর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক অন্য কোনো কার্যধারা পরিচালনা করিবেন।
- (১১) করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল হইলে উপকর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ফলাফলগুলি সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং উপ-ধারা (১০) এর বিধান অনুসারে করদায় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ করিবেন এবং অডিট নিষ্পন্ন হইয়াছে মর্মে করদাতার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিবেন।

- (১২) যেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১০) এর অধীন নোটিশ প্রদানের পর কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই বা যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে অডিটের ফলাফলগুলি প্রতিফলিত হয় নাই, বা উপ-ধারা (১০) এর বিধান পরিপালন পূর্বক কর বা অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করা হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার ধারা ১৮৩ বা ১৮৪, যেটি প্রযোজ্য, এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
- (১৩) উপ-ধারা (১২) এর অধীন কোনো প্রকার কর নির্ধারণ করা যাইবে না যদি না-
- (ক) অনুসন্ধান এবং অডিট পর্যায় শেষ হয়;
 - (খ) করদাতাকে অডিট প্রতিবেদন অবহিত করা হয়; এবং
 - (গ) উপ-ধারা (১০) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ পরিপালন করিয়া করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন; বা উপ-ধারা (১০) এর অধীন প্রেরিত নোটিশ পরিপালন করিয়া করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন কিন্তু অডিটের ফলাফলগুলি যথাযথভাবে প্রতিফলন করিতে ব্যর্থ হন এবং অডিটের ফলাফল অনুসারে কর এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন।
- (১৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, কোনো করবর্ষের জন্য ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয় হইতে অনূন ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয় প্রদর্শন করা হইলে উক্ত রিটার্ন উপ-ধারা (১) এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাইবে না, যথা:-
- (ক) কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স বা ফাইন্যান্স কোম্পানির রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
 - (খ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হয় নাই এইরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
 - (গ) সম্পূর্ণ বা আংশিক করমুক্ত আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
 - (ঘ) হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
 - (ঙ) কর প্রত্যর্পণ দাবি করা হইয়াছে বা কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;
 - (চ) করদাতা-
 - (অ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে অংশ ৭ এর বিধানাবলি পরিপালনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে; বা
 - (আ) ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিবার ব্যর্থতায় ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত হইলে; বা
 - (ই) ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে।
- (১৫) এই ধারার অধীন অডিটের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, -
- (ক) কর কমিশনার নিম্নবর্ণিতরূপে টিম গঠন করিবেন-
 - (অ) যেকোনো সংখ্যক অডিট টিম গঠন এবং প্রতিটি অডিট টিম অনূন ২ (দুই) জন অডিটরের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
 - (আ) যেকোনো সংখ্যক অনুসন্ধানকারী টিম গঠন এবং প্রতিটি অনুসন্ধানকারী টিম অনূন ২ (দুই) জন কর পরিদর্শকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
 - (খ) অডিটের জন্য নির্বাচিত করদাতা যেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শকের অধিক্ষেত্রাধীন নিবন্ধিত সেই উপকর কমিশনার এবং কর পরিদর্শক যথাক্রমে উক্তরূপ করদাতার নিযুক্ত অডিট টিম এবং অনুসন্ধানকারী টিমের অন্তর্ভুক্ত হইবেনা;
 - (গ) কোনো অডিট টিম, প্রয়োজন অনুসারে বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার মূল্যায়নকারীর নিকট হইতে সহায়তা নিতে পারিবে;
 - (ঘ) রিটার্ন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে উপ-ধারা (১) এর অধীনে রিটার্ন নির্বাচন করা যাইবে না;
 - (ঙ) যেই করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে সেই করবর্ষ সমাপ্ত হইবার অনধিক ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে উক্ত রিটার্ন উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা অনুমোদন করিতে হইবে;
 - (চ) এই ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং দাখিলকৃত সমস্ত প্রতিবেদন দলের সকল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে;
 - (ছ) “১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয়” পরিগণনায়, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত যে সকল আয়ের উৎস অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষে বিদ্যমান কেবল তাহা বিবেচনা করা হইবে;

- (জ) আয়কর কর্তৃপক্ষ হইতে মর্যাদায় সহকারী কর কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ উপকর কমিশনারগণ হইতে অডিটর নির্বাচন করিতে হইবে;
- (ঝ) “অডিট কিউরেটর”,
- (অ) কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধীনস্থ অতিরিক্ত কর কমিশনার বা যুগ্মকর কমিশনার হইতে নির্বাচিত হইবেন; এবং
- (আ) এই ধারার অধীনে নির্বাচিত অডিট মামলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি, অডিট পঞ্জিকা প্রণয়ন, অডিট পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অডিট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য মূল ব্যক্তি হইবেন; এবং
- (ই) এই ধারার সকল অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে কর কমিশনারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৪.৩২। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন

কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ

পূর্বে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দুটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো সাধারণ পদ্ধতি ও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতি রয়েছে। অন্য কোনোভাবে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই। <https://etaxnbr.gov.bd> ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দুটি রিটার্ন রয়েছে, যথা:

- (ক) আইটি ঘ (২০২৩)
- (খ) আইটি-১১গ (২০২৩)

তবে, সকল শ্রেণির করদাতা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর অধীন প্রচলিত রিটার্নে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। যেমন, স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য রিটার্ন- আইটি ১১গ, আইটি ১১গ ২০১৬, কোম্পানি এর জন্য রিটার্ন- আইটি ১১ঘ ইত্যাদি। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৩। রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)

আইটি ঘ (২০২৩) একটি এক পাতার রিটার্ন। এটি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত রিটার্ন। যদি কোনো করদাতা নিম্নবর্ণিত সকল মানদণ্ড পূরণ করেন তবে তিনি এক পাতার আইটি ঘ (২০২৩) রিটার্নটি ব্যবহারের যোগ্য হবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	শর্তাবলি	হ্যাঁ/না
১)	করযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	
২)	মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়	
৩)	কোনো মটরযানের মালিক নন	
৪)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোনো গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নন	
৫)	বাংলাদেশের বাহিরে কোনো পরিসম্পদের মালিক নন	
৬)	কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন	

এই রিটার্নে কেবল নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দিলেই রিটার্নটি সম্পূর্ণ হবে, যথা:

- ১। আয়ের উৎস
- ২। মোট পরিসম্পদ
- ৩। মোট আয়
- ৪। আরোপযোগ্য কর
- ৫। কর রেয়াত
- ৬। প্রদেয় কর
- ৭। উৎসে পরিশোধিত কর
- ৮। রিটার্নেও সাথে পরিশোধিত কর
- ৯। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৪। রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)

আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। এই রিটার্ন দাখিল করা হলে করদাতার কর নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই রিটার্নের মাধ্যমে একজন করদাতা নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করবেন, যথা:-

- (ক) সকল প্রকার অয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ও মোট আয় নির্ধারণ;

(খ) আয়কর এবং প্রত্যর্পণ নির্ধারণ;

(গ) জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ;

(ঘ) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের বিস্তারিত বিবরণ। রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৫। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (আইটি-১০ বিবি (২০২৩))

করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এ জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। উক্ত বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক ব্যয়াদি উল্লেখ করতে হবে এবং যেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয়ের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে। রিটার্নের জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ (বার্ষিক)	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	ব্যক্তিগণ ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ		
২.	আবাসন সংক্রান্ত ব্যয়		
৩.	ব্যক্তিগণ যানবাহন সংক্রান্ত ব্যয়		
৪.	ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যয় (বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)		
৫.	শিক্ষা ব্যয়		
৬.	নিজ খরচে দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়		
৭.	উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ ব্যয়		
৮.	উৎসে কর্তৃত/সংগৃহীত কর (সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর কর্তৃত করসহ) ও বিগত বৎসরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জ		
৯.	প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য উৎস হতে গ্রহিত ব্যক্তিগণ ঋণের সুদ পরিশোধ		
মোট			

রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৬। পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (আইটি ১০বি (২০২৩))

রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এর আইটি ১০বি (২০২৩) অংশে করদাতার পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী রয়েছে। যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ করবেন তাদেরকে এই পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করতে হবে, যথা:-

(ক) করদাতা যদি গণকর্মচারী হন;

(খ) করদাতার দেশে ও বিদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদের মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকার অধিক হলে;

(গ) করদাতার মোট পরিসম্পদের মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকার কম অথচ আয়বর্ষের কোনো সময় মোটরযানের মালিক ছিলেন অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহসম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেছেন অথবা বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হয়েছেন অথবা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হয়েছেন;

(ঘ) করদাতা যদি অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি হন অথবা বাংলাদেশী নন এমন স্বাভাবিক ব্যক্তি হন তাহলে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের তথ্য প্রদান করবেন।

আইটি ১০বি (২০২৩) এ নিম্নরূপে মোট পরিসম্পদ পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

১। অর্জিত তহবিলসমূহ -

(ক) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় (মোট আয়ের টাকা বিবরণীর ১১নং ক্রমিক অনুযায়ী)

(খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়

(গ) দান গ্রহণ/অন্যান্য প্রাপ্তি

মোট অর্জিত তহবিল

২। বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ

৩। অর্জিত তহবিল ও বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদের

যোগফল (১+২)

৪। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়: [ফরম নং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী মোট খরচ]

আইটি ১০বিবি তে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ দান/ব্যয়/ক্ষতি

মোট ব্যয় ও ক্ষতি টাকা

৫। এই আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (৩-৪)

৬। ব্যক্তিগণ দায়সমূহ (ব্যবসায় বহির্ভূত)

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক দায়

(খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক দায়

(গ) অন্যান্য দায়

ব্যবসায় বহির্ভূত মোট দায় টাকা

৭। মোট পরিসম্পদ (ক্রমিক ৫ ও ক্রমিক ৬ এর যোগফল)

মোট পরিসম্পদের অর্থ হচ্ছে করদাতার বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ।
করদাতাকে রিটার্নের নিম্নবর্ণিত ছকে মোট পরিসম্পদের বর্ণনা দিতে হবে, যথা:-

৮। বাংলাদেশে অবস্থিত পরিসম্পদের খাতভিত্তিক বিবরণ (প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুন)

(ক) ব্যবসার মোট পরিসম্পদ (বিয়োগ) ব্যবসায়িক দায় (প্রাতিষ্ঠানিক ও টাকা অপ্রাতিষ্ঠানিক) ব্যবসার মূলধন
(পরিসম্পদ ও দায়ের পার্থক্য) টাকা

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার বিনিয়োগ

(গ) অংশীদারী ফার্মের মূলধনের জের

(ঘ) অ-কৃষি সম্পত্তি/জমি/গৃহ সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য/ নির্মাণ ব্যয়/বিনিয়োগ) অকৃষি
সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(ঙ) কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য) মোট জমির পরিমাণ ও জমির অবস্থান উল্লেখ করুন
(প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(চ) আর্থিক পরিসম্পদসমূহ

(অ) শেয়ার/ডিবেঞ্চার/বন্ড/সিকিউরিজ/ইউনিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি

(আ) সঞ্চয়পত্র/ডিপোজিট পেনশন স্কিম

(ই) ঋণ প্রদান (ঋণ গ্রহণকারীর নাম ও এনআইডি উল্লেখ করুন)

(ঈ) সঞ্চয়ী/মেয়াদি আমানত

(উ) প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অন্যান্য ফান্ড (যদি থাকে)

(উ) অন্যান্য বিনিয়োগ

মোট আর্থিক পরিসম্পদ

(ছ) মোটর যান (রেজিস্ট্রেশন খরচসহ ক্রয়মূল্য) মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করুন

(জ) অলংকারাদি (পরিমাণ উল্লেখ করুন)

(ঝ) আসবাবপত্র ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী

(ঞ) অন্যান্য পরিসম্পদ (ক্রমিক (ট) এ বর্ণিত সম্পদ ব্যতীত) (বিবরণ দিন)

(ট) ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল

(অ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ

(ই) (আ) হাতে নগদ

(ঈ) (ই) অন্যান্য অর্থ

মোট ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল টাকা

বাংলাদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ টাকা

৯। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত পরিসম্পদ (প্রযোজ্যতা অনুসারে)

১০। বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট

পরিসম্পদ (৮+৯)

রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করার জন্য কিউ আর কোড এর পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য।

৪.৩৭। প্রতিপাদন

করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের প্রতিটি অংশ করদাতা কর্তৃক প্রতিপাদিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১। রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/তথ্যাদি/দলিলাদি দাখিল করতে হবে;

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের সমর্থনে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা
নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

(ক) চাকরি হইতে আয়

- (অ) বেতন বিবরণী;
- (আ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;
- (ই) বিনিয়োগ রেয়াত দাবী থাকলে তার সমর্থনে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বিমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।
- (খ) ভাড়া হইতে আয়
- (অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- (আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;
- (ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;
- (ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বিমাকৃত হলে বিমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;
- (উ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদির কপি;
- (ঊ) বাড়ির কোন অংশ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়াটিয়াবহীন থাকলে, দাবীকৃত শূন্যতা ভাতার সপক্ষে বিদ্যুৎ বিলের কপি।
- (গ) কৃষি হইতে আয়
- (অ) বর্গা বা ভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি;
- (আ) যেক্ষেত্রে করদাতা গ্রস প্রাপ্তির ৬০ শতাংশের অধিক খরচ দাবী করেন সেক্ষেত্রে উক্তরূপ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি।
- (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়
- (অ) ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet) এবং ব্যাংক বিবরণীসহ অন্যান্য প্রমাণকসমূহ
- (ঙ) মূলধনি আয়
- (অ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;
- (আ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালানের কপি;
- (ই) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র।
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়
- (অ) সিকিউরিটিজ স্ক্রিপ্ট হলে তার কপি এবং স্ক্রিপ্টলেস হলে তার হিসাবের সমর্থনে বিবরণী;
- (আ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;
- (ই) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।
- (ঈ) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;
- (উ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;
- (ঊ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট।
- (ছ) অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত
- (অ) আয়ের উৎসের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।
- (জ) অংশীদারী ফার্মের আয়
- (অ) ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet)

৫। ‘করবর্ষ’ এর ধারণাঃ

‘করবর্ষ’ (assessment year) প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া ১২ (বারো) মাস মেয়াদ এবং এই আইনের বিধানাবলির অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৫.১। ‘আয়বর্ষ’ ও সংশ্লিষ্ট ‘কর বৎসর’ঃ

‘আয়বর্ষ’ অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত।
- (খ) নতুনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে তাহা শুরু হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়;

- (গ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়;
- (ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়;
- (ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ৩০ তারিখ;
- (চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী ১২ (বারো) মাস :
- তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোনো মূল কোম্পানির সহযোগী কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানির সহযোগী কোম্পানিসহ, বা উহার কোনো হোল্ডিং কোম্পানি বা উহার কোনো ব্রাঞ্চ, রিপ্রেজেন্টেটিভ বা লিয়াজেঁ অফিসের ক্ষেত্রে, যদি উক্তরূপ কোম্পানি উহার হিসাব মূল কোম্পানির হিসাবের সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোনো আয়বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহা হইলে, উপকর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, পৃথক কোনো ১২ (বারো) মাস আয়বর্ষ হিসাবে গণ্য হইতে পারিবে;

করদাতা বা আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়ের সময়কালকে একটি কর বৎসরের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। নিম্নে এই সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হলো-

সারণী ৫: আয়ের সময়কাল

আয়ের সময়কাল	সংশ্লিষ্ট কর বৎসর
০১/০৭/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ (অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪)	২০২৪-২০২৫
০১/০১/২০২৪ থেকে ৩১/১২/২০২৪ (পঞ্জিকা বৎসর, ২০২৪)	২০২৫-২০২৬

৫.২। কর দিবস

রিটার্ন দাখিলের সময় ব্যক্তি-করদাতাকে Tax Day (কর দিবস) এর মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী “করদিবস” অর্থ-

- (ক) কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন; অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, ট্রাস্ট ও তহবিলের জন্য কর দিবস হচ্ছে ৩০ নভেম্বর।
- (খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিন অথবা যেই ক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ (পনেরো) তম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন।
- (গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;
- (ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-
- (আ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে; বা লিয়েনে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;
- (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশে বাহিরে অবস্থান করেন;
- (ঙ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস;

বিদেশে অবস্থানরত অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তির জন্য, যিনি বৈধ ভিসা ও পারমিটধারী, বাংলাদেশে আগমনের দিন হতে ৯০তম দিন করদিবস হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি ছুটিতে বা স্বল্পকিছু দিনের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন তার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেকোনো মূহুর্তেই বা যে কয়দিনের জন্যই প্রত্যাবর্তন করুন না কেন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০তম দিনই করদিবস হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫.৩। করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল

- (ক) করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি? হ্যাঁ। যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিগণনা ও পরিশোধ করতে হবে।

- (খ) ১৭৪ ধারায় কি বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয়? না। ১৭৪ ধারায় কোনো প্রকারের বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হয় না। কোনো করদাতা করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে তার করদায় নির্ধারণের নিয়ম-ই হচ্ছে ১৭৪ ধারানুসারে কর পরিগণনা।
- (গ) ১৭৪ ধারার অনুসারে কিভাবে কর পরিগণনা করতে হবে? ধারা ১৭৪ হচ্ছে করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিল করা হলে করদায় পরিগণনার নিয়ম। করদাতা স্বয়ং কর দিবসের পর স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৪ অনুসারে কর পরিগণনাপূর্বক রিটার্ন দাখিল করবেন। করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে উপকর কমিশনার এ ধারা অনুসারে কর পরিগণনা করবেন।
- (ঘ) কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:- $k = x + (x - g) \times X \times 0.02$, যেখানে,
 k = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;
 x = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যেই পরিমাণ কর পরিশোধ করিতেন সেই অংক,
 $Z \pm E$ এইক্ষেত্রে
(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হইলে যেইরূপে কর পরিগণনা করা হইত সেইরূপে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং
(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
 g = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;
 g = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:
(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর মাসের সংখ্যা যাহা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হইবে;
(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হইবে

৫.৪। করদিবস পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?

হ্যাঁ। করদিবস পরবর্তীকালেও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। অন্য কোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই। যেকোনো করদাতা যেকোনো সময় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

৫.৫। করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ

উপকর কমিশনার করবর্ষের মধ্যে ও করবর্ষের পরে রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ করতে পারবে কি না?

হ্যাঁ। উপকর কমিশনার ধারা ১৭২ অনুযায়ী যেকোনো সময়, কোনো ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তার আয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন, যদি-

- (ক) ধারা ১৬৬ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হয়; বা
- (খ) উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হয়।

এক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের জন্য উপকর কমিশনার অনূন্য ২১ দিন সময় দিবেন। এছাড়াও তিনি যেকোন বর্ধিত সময় অনুমোদন করবেন সেরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করবর্ষ পরবর্তী যেকোনো সময় উপকর কমিশনারের নিকট যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি এবং তার কোনো কর নির্ধারণ করা হয়নি ফলে ঐ ব্যক্তি কর বা অন্যান্য অংক পরিশোধ এড়িয়ে গিয়েছেন তবে তিনি ২১২ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করতে পারবেন।

৫.৬। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল

করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে, নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি না?

হ্যাঁ। ধারা ১৭২ বা ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে। তবে, এটি কেবল বকেয়া রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫.৭। করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করলে কর অব্যাহতি সুবিধা পাওয়া যাবে কি?

না। ধারা ৭৬(৫) অনুযায়ী করদিবসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না যদি তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, যথা:-

- (ক) করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল; বা
- (খ) ধারা ১৬৬ এবং ১৭১ এর বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক রিটার্ন দাখিল; বা

- (গ) উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ, জমা বা এতদসংক্রান্ত রিটার্ন দাখিল এবং অংশ ৭ এর বিধানাবলির পরিপালন; বা
- (ঘ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো খাত হইতে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে গ্রহণঃ Z+E শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-
- (অ) প্রাপ্তির খাত “কৃষি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত এবং কোনো আয়বর্ষে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকার উর্ধ্বে নহে;
- (আ) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৪) অনুযায়ী দান হিসাবে কোনো পরিসম্পদ অর্জিত হয়।

৬। কর ধার্যকরণ

কোন আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে। এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন কোনো করবর্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে; তবে আয়বর্ষ ব্যতিত অন্য কোনো মেয়াদে অর্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ পরিশোধ বা সংগ্রহ করা যাইবে। এই আইনের বিধানানুযায়ী নিম্নবর্ণিত করাদি ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে, যথাঃ-

- (ক) উৎসে কর,
(খ) অগ্রিম আয়কর,
(গ) নুন্যতম কর; এবং
(ঘ) অন্য কোনো কর।

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন নির্ধারিত হারে ও প্রকৃতিতে সারচার্জ অথবা অন্য কোনো চার্জ ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা হইবে। এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৭ এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত হারে কর আরোপিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়,
(খ) লভ্যাংশ হিসাবে পরিগণিত যেকোনো আয়; এবং
(গ) লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম, অনলাইন গেইম অথবা এইরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ প্রাপ্তি।

৬.১। আয়কর ধার্যের সাধারণ নীতিমালাঃ

সারণী ৬: আয়কর ধার্যকরণ

(ক) যে সময়কালের আয়ের জন্য আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	এক ‘অর্থবছর’
(খ) যে আয়ের উপর আয়কর ধার্য/আরোপ করা হয়	কর বৎসরের মোট আয়
(গ) আয়কর এর হার	অর্থ আইনে নির্ধারিত হার

৬.২। অতিরিক্ত কর আরোপ

এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগ প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করিলে এইরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অতিরিক্ত কর হিসাবে পরিশোধ করিবে।

৬.৩। আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ

যেই ক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, করদাতা-

- (ক) কোনো আমদানি বা রপ্তানি করেন এবং করদাতার ঘোষিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য পরিশোধিত বা গৃহীত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত লেনদেন মূল্যের পার্থক্য রহিয়াছে; অথবা
- (খ) কোনো বিনিয়োগ করেন এবং করদাতার ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দফা (ক) তে উল্লিখিত পার্থক্যের উপর অথবা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) তে উল্লিখিত ঘোষিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের উপর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

৬.৪। রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ

- (১) যেই ক্ষেত্রে কোনো নিবাসী বাংলাদেশি করদাতার রিটার্নে প্রদর্শিত নহে, এইরূপ কোনো বিদেশস্থ সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় এবং করদাতা উক্তরূপ সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন অথবা উপস্থাপিত ব্যাখ্যা উপকর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বিদেশস্থ সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে উক্ত করদাতার উপর আরোপ করিবেন এবং আদায় করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে করদাতাকে যুক্তিসংগত শুল্কানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানা করদাতার কোনো পরিসম্পদ বা করদাতার পক্ষে অন্য কেহ কোনো পরিসম্পদ ধারণ করিলে তাহা বিক্রয় বা বাজেয়াপ্ত করিয়া আদায় করিতে পারিবেন।
- (৫) যেই ক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, করদাতার রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তি রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে দেশে ও বিদেশে তদন্ত করিতে পারিবেন।
- (৬) বোর্ড, রিটার্নে অপ্রদর্শিত কোনো সম্পত্তি ধারণ প্রতিরোধে বা বিদেশে পাচারকৃত কোনো সম্পত্তি উদ্ধারে-
- (ক) যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; বা
- (খ) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত সম্মতি প্রদান, অনুমতি প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬.৫। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন, ইত্যাদি

- (১) যেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিনিয়োগের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে এবং শর্তে কর পরিশোধ করিলে সেই বিনিয়োগের উৎস এই আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য করিবার বিধান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগ উক্তরূপে ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) যেই ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অর্থ পরিশোধ এবং তফসিলে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই আইনের বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় প্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে।

৬.৬। কর পরিগণনার বিশেষ বিধান

যেই ক্ষেত্রে অষ্টম তফসিলে কোনো ব্যক্তি শ্রেণির আয় পরিগণনার জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট আয় পরিগণনার জন্য বিশেষ বিধান করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপে আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

৭। মোট আয় কী?

সকল খাতের আয় যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্তরূপ মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর পরিগণনা করতে হবে। একজন করদাতা আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে খাতভিত্তিক আয়ের বিবরণ এবং মোট আয় নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:

ক্রমিক নং	মোট আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১)	চাকরি হইতে আয়	
২)	ভাড়া হইতে আয়	
৩)	কৃষি হইতে আয়	
৪)	ব্যবসা হইতে আয়	
৫)	মূলধনি আয়	
৬)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ/মুনাফা, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্র মুনাফা, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি)	
৭)	অন্যান্য উৎস হইতে আয় (রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, সম্মানী, ফি, সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি ইত্যাদি)	
৮)	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের অংশ	
৯)	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীর আয় (করদাতা না হইলে)	
১০)	বিদেশে উদ্ভূত করযোগ্য আয়	

১১)	মোট আয় (ত্রিমিক ১ হইতে ১০ এর সমষ্টি)	
-----	---------------------------------------	--

৮। 'মোট আয়' এর আওতাঃ

'মোট আয়' অর্থ এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ২৬ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যেকোন আয়; এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) কোনো নিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোনো উৎস হইতে আহরিত (derived) নিম্নবর্ণিত আয়, যাহা
 - (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিৎ (accrued) বা উদ্ভূত (arised), অথবা উপচিৎ বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
 - (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে তাহার নিকট উপচিৎ বা উদ্ভূত;
 - (ই) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য
 - (ঈ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।
- (খ) কোন অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যেকোন উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয়, যাহা-
 - (অ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিৎ বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা
 - (আ) উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তির বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

৮.১। মোট আয় পরিগণনা

সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে

৮.২। আয়ের খাতসমূহ

এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় পরিগণনার জন্য, যেকোনো আয় নিম্নবর্ণিত কোনো একটি খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:-

- (ক) চাকরি হইতে আয়;
- (খ) ভাড়া হইতে আয়;
- (গ) কৃষি হইতে আয়;
- (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
- (ঙ) মূলধনি আয়;
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

৮.৩। চাকরি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২-৩৪ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় নিরূপণ করতে হবে। চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতার জন্য ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭) প্রযোজ্য হবে।

চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;
- (খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়;
- (গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা
- (ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা
- (খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা

যেক্ষেত্রে কোনো একজন কর্মচারী চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হন এবং এই ভাতাসমূহের কিছু অংশ যদি ব্যয়িত না হয় তবে উক্ত অব্যয়িত অংক চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

চাকরি হইতে আয় এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংক-কে বুঝাবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (অ) যে কোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;
- (আ) যে কোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;

- (ই) অগ্রিম বেতন;
 (ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;
 (উ) পারকুইজিট;
 (ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;
 “বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি” অথবা “বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-
 (অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
 (আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;
 (ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
 (ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
 “পারকুইজিট” অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেন্টিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-
 (অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
 (আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
 “মূল বেতন” অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-
 (অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং
 (আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

৮.৪। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা: -

সারণী ৭: পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

ক্রমিক নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১)	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২)	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩)	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

৮.৫। কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ক - খ নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে-

- (অ) ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,
 (আ) খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

- (ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;
 (খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে ক - খ নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

- (অ) ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

(আ) খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।
চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ করমুক্ত থাকবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

- (১) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ Reimbursement যদি-
(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং
(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;
(২) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

৮.৬। ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

- (ক) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়।
(খ) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।
(গ) হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হউক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয় ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে
এখানে, “সম্পত্তি” অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আসিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

“গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

- (ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং
(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

Z+E শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

- (অ) কোনো ভবন যাহা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা
(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়;
“ভাড়া প্রদান” অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হউক বা না হউক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হবেনা।
“বার্ষিক মূল্য” অর্থ কোনো সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে-

- (ক) বছর শেষে সম্পত্তির যুক্তিসংগত ভাড়া; বা
(খ) যেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ উপ-দফা (ক) অনযায়ী নিরূপিত অঙ্কের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া;

৮.৭। মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্থায়ী মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে

হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যাহা অধিক হয় উহা, যথা:

(অ) গৃহসম্পত্তি হইতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হইয়াছে উহা:
 $Z \pm E$ শর্ত থাকে যে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,
ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা
কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ ও গ তে উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,
ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা
অন্য কোনো অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,
চ = শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হইলে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

গৃহসম্পত্তি ব্যতীত AB“VB” সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:ড

ক = (খ+গ+ঘ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যাহা অধিক হয় উহা, যথা:ড

(অ) সম্পত্তি হইতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত সম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হইয়াছে উহা:

তবে শর্ত থাকে যে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,

ঘ = অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অংক বা

কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ ও গ তে উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।

৮.৮। ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

(কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হইবে, যথা:

(ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;

(ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরু করার সহিত সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হইতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে: $Z \pm E$ শর্ত থাকে যে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা উহার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হইবে না;

(ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ও বিভিন্ন মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অঙ্ক, যথা:-

সারণী ৮: ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	বিয়োজনযোগ্য খরচ (মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা হারে)
১)	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২)	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

(ছ) যেক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা:

- (ক) ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত;
(খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইলো।

কোনো করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ-সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ-সম্পত্তির করযোগ্য আয় নিরূপনের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে যা নিম্নরূপ:

তফসিল ২

সারণী ৯: বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে

সম্পত্তির অবস্থান, বিবরণ ও মালিকানার অংশ	মোট ভাড়া মূল্য পরিগণনা	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১.	১। প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক		
২.	২। প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া		
৩.	৩। প্রাপ্ত যে কোনো অঙ্ক বা সুবিধার অর্থমূল্য (১ ও ২ এ উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত)		
৪.	৪। সমন্বয়কৃত অগ্রিম অঙ্ক		
৫.	৫। শূন্যতা ভাতা		
৬.	৬। মোট ভাড়ামূল্য (১+২+৩)-৪-৫		
৭.	৭। অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ		
৮.	(ক) মেরামত, আদায় ইত্যাদি		
৯.	(খ) পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
১০.	(গ) ভূমি রাজস্ব		
১১.	(ঘ) পরিশোধিত ঋণের উপর সুদ/বন্ধকী/মূলধন চার্জ		
১২.	(ঙ) পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম		
১৩.	(চ) অন্যান্য (যদি থাকে)		
১৪.	৮। মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন		
১৫.	৯। নীচ আয় (ক্রমিক ৬ হইতে ক্রমিক ৮ এর বিয়োগফল)		
১৬.	১০। করদাতার অংশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		

৮.৯। কৃষি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিতহবে। ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

- (ক) পেশায় একজন কৃষক হন;
(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা:-
(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;
(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় করদাতা হিসাব সংরক্ষণ করছেন না, সে ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:

- (ক) করদাতা নিয়মিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন না;
 - (খ) করদাতা এরূপ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন যার ভিত্তিতে করদাতার আয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় বলে উপকর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে;
 - (গ) করদাতা হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; বা
 - (ঘ) করদাতা যে হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করেছেন তা যাচাইযোগ্য নয়।
- তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে না।

৮.১০। কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

- (ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যে কোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;
- (খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;
- (গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত খণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;
- (ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;
- (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;
- (ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-
 - (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;
 - (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;
 - (জ) যে ক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যেও সমপরিমাণ অক্ষ;
 - (ঝ) সরকার কর্তৃক স্পর্শকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;
 - (ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এরূপ কোনো ক্ষিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;
 - (ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যয়ের যতটুকু অংশ কৃষি হইতে আয় এর সহিত সম্পর্কিত কেবল ততটুকু অংশই অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে

৮.১১। হিসাববহি রক্ষণাবেক্ষণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

কৃষি হইতে আয় প্রদর্শনের জন্য রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তফসিল রয়েছে, যথা:-

সারণী ১০: তফসিল ৩ কৃষি হইতে আয় প্রদর্শন

আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০১। বিক্রয়/টার্নওভার/প্রাপ্তি	

০২। গ্রস মুনাফা	
০৩। সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋনের সুদ, বিমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪। নিট আয় (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

৮.১২। ব্যবসা হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

- (ক) আয়বর্ষের যে কোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) কোনো ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, মুদারাবা ব্যবস্থাপনা কোম্পানিসহ, কর্তৃক উদ্ভূত কোনো ব্যবস্থাপনা ফি
- (ঙ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;
- (চ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

“ব্যবসা” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

- (ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
- (খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;
- (গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা
- (ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি,

৮.১৩। ব্যবসা হইতে আয়ের অননুমোদিত বিয়োজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫-তে কতিপয় বিয়োজনকে সুস্পষ্টভাবে অননুমোদিত বিয়োজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তার তালিকা নিম্নরূপ :

- (ক) যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ যার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের অংশ ৭ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি;
- (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যকে প্রদত্ত সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক;
- (গ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা ডিসকাউন্ট প্রদান;
- (ঘ) আয়কর আইনের ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক;
- (ঙ) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি কারিগরি সহায়তা ফি বা স্পর্শাতিত সম্পত্তি ব্যবহার বাবদ নির্বাহকৃত সমপ্রকৃতির অন্য যেকোনো ফি বাবদ মোট ব্যয়সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (চ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক নির্বাহকৃত হেড অফিস অথবা ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়;
- (ছ) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অতিরিক্ত অঙ্ক। তবে, করদাতা সরকারকে কোনো সেবা প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ করলে সেক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না; এবং এই দফার অধীন পরিগণিত অতিরিক্ত অঙ্কের সমর্থনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে এবং তার বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা প্রমাণিত হলে এই দফায় প্রদত্ত সীমা প্রযোজ্য হবে না;
- (জ) আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক
 - (অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ৪% (চার শতাংশ); এবং

- (আ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বাদে পরবর্তী অঙ্কের ২% (দুই শতাংশ)।
- (বা) ফ্রি স্যাম্পল বিতরণে নিম্নবর্ণিত অঙ্কের অতিরিক্ত অঙ্ক-
- (অ) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই) শতাংশ হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (আ) খাদ্য, প্রসাধনী ও সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ১% (একশতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক, তবে ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (ই) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এইরূপ ক্ষেত্রে ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ) হারে;
- (এ) বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক অঙ্ক;
- (ট) কর্মচারীর চাকরি হইতে আয় বলে বিবেচিত এরূপ কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;
- (ঠ) কোনো পরিশোধ যা ভাড়া হতে আয় বলিয়া বিবেচিত তা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ড) কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক;
- (ঢ) দফা (ট), (ঠ) ও (ড) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয়ে ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অতিরিক্ত অঙ্ক ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধ হয়ে থাকলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ণ) ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে বাধ্য এরূপ কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত কোনো অঙ্ক, যদি অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হয়;
- (ত) মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত কোনো ব্যয়
- (থ) কোনো বিয়োজন বা কোনো দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট কোনো বিয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নহে;
- (দ) ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ সকল প্রকার ব্যয়;
- (ধ) International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use (RoU) বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন:
- তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিসম্পদের জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করতে হবে;
- (ন) ধারণাগত পরিসম্পদ অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss);
- (প) আয়কর আইন ২০২৩ এ অনুমোদন গ্রহণের বিধান রহিয়াছে কিন্তু অনুমোদন গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ;
- (ফ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের বিধান পরিপালন না হলে প্রমাণকরী সকল খরচ।

“নীট ব্যবসায় মুনাফা” অর্থ কোনো সত্তা কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত ব্যবসায়িক মুনাফা, তবে কোনো সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েটে বা জয়েন্ট ভেঞ্চার হতে অর্জিত মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

“প্রচারণামূলক ব্যয়” অর্থ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো বস্তু, অর্থ বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধার প্রদানের বিপরীতে দাবিকৃত ব্যবসায়িক খরচ দাবি, তবে বিজ্ঞাপন ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮.১৪। ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

- (ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;
- (খ) আয়কর আইন, ২০২৩ ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;
- (গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;
- (ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;
- (ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;
- (জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;
- (ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্ট চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;
- (ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়;
- (ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;
- (ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;
- (ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;
- (ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- (ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;
- (থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;
- (দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;
- (ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;
- (ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;
- (প) শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদেয় অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং
- (ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।

এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

- (ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;
- (খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;
- (গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;
- (ঘ) অ্যামোটাইজেশন ভাতা;
- (ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং
- (চ) কুঞ্গণ ব্যয়।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা খাতে সহজে আয় নিরূপণের জন্য রিটার্নে তফসিল ৪ প্রবর্তন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:-

সারণী ১১: তফসিল-৪ ব্যবসা হতে আয় প্রদর্শন

ব্যবসার নাম:	ব্যবসার ধরন:
ঠিকানা:	
আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০১। বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২। গ্রস মুনাফা	
০৩। সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪। কুঋণ ব্যয়	
০৫। নিট মুনাফা (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ ও ০৪ এর বিয়োগফল)	
স্থিতিপত্রের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
০৬। নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	
০৭। মজুদ	
০৮। স্থায়ী পরিসম্পদ	
০৯। অন্যান্য পরিসম্পদ	
১০। মোট পরিসম্পদ (০৬+০৭+০৮+০৯)	
১১। প্রারম্ভিক মূলধন	
১২। নীট মুনাফা	
১৩। আয় বর্ষে ব্যবসা হতে উত্তোলন	
১৪। সমাপনী মূলধন (১১+১২-১৩) ১৫। দায়সমূহ	
১৬। মোট পরিসম্পদ ও দায় (১৪+১৫)	

৮.১৫। সুদ বা মুনাফার বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

- (১) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হইলে তাহা ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হইবে।
- (২) যদি দেখা যায় যে, ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইয়াছে যেখানে অর্থলগ্নী করা স্থানান্তরকারীর ব্যবসা নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসা নহে, তাহা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।

৮.১৬। মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগণ লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিহ্নিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

‘পরিসম্পদের অর্জন মূল্য’ বলতে-

(ক) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(অ) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(আ) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(ই) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(খ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

(অ) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(আ) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;

(ই) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(ঈ) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা

(উ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,

সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

“মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (আন্ডারটেকিং) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগণ ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্ত্রাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগণ ব্যবহার্য গাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ট্রেড করে অর্জিত মূলধনি আয় স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার হাতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার পর্যন্ত করমুক্ত। তবে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের আয় সম্পূর্ণ করযোগ্য।

৮.১৭। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা :-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চর বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা,

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা:-

(অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) কোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য বা স্কিম;

(ই) লভ্যাংশ।

তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত হবে না।

“সিকিউরিটিজ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগণ সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চর, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায় পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮.১৮। আয় পরিগণনার সময়

কোনো ব্যক্তি যেই আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হইবেন বা যেই আয়বর্ষে তাহার হিসাবে উক্ত আয় জমা হইবে, এর মধ্যে যাহা পূর্বে ঘটে, সেই আয়বর্ষে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৮.১৯। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় হতে অনুমোদিত খরচ

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা: -

- (ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;
- (খ) কেবল “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;
- (গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

৮.২০। অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা: -

- (ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাঙ্গীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;
- (খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;
- (গ) খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (মিনারেল ডিপোজিট এন্ড হাইড্রোকার্বন) এবং সুনাম (গুডউইল) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যাহা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির স্থায়ী সৃষ্ট, হস্তান্তর হইতে অর্জিত আয়;
- (ঘ) যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
- (ঙ) আয়কর আইনের ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয়।

কোনো উৎসের আয় হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়। যেমন: একজন করদাতার ব্যাংক হিসাবে উৎসে ১০ টাকা কর কর্তনের পর ৯০ টাকা ক্রেডিট হলো। করদাতা ৯০ টাকা নয় বরং ১০০ টাকাই ব্যাংক সুদ হতে প্রাপ্তি হিসেবে প্রদর্শন করবেন।

৮.২১। সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন

যেক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা তার অন্য কোন সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন জড়িত থাকে এবং যদি উপকর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, -

- (ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয়নি; এবং-
- (খ) এই ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম হয়েছে, সেক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হয়েছে তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা উক্ত আয়বর্ষের জন্য “অন্যান্য উৎস হতে আয়” খাতে শ্রেণীভুক্ত হবে।

৮.২২। ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোনো অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে কর রেয়াত পাবেন। ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ধৃত করারোপিতশেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না। নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

ট = ক X (খ/গ), যেই ক্ষেত্রে-

ট = গড় হারে কর,

ক = মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ),

খ = ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

গ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয় ।

৮.২৩। স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন;

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৮.২৪। আয় একীভূতকরণ।

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(ক) উক্ত ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তাহার অংশ;

(খ) উক্ত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয়, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এইরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এইরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৮.২৫। ন্যূনতম কর

(১) আয়ের খাত নয় বরং আয়ের উৎস ও করদাতা বিবেচনায় ন্যূনতম কর আরোপিত হয়। কোন কোন ধরনের আয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর আরোপিত হবে তা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ তে বলা হয়েছে। ধারা ১৬৩ (২) এর আওতায় উৎসে কর্তৃত বা আদায়কৃত কর শ্রেণি নির্বিশেষে সকল করদাতার ক্ষেত্রে কর্তন বা সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উৎস বা উৎসসমূহের জন্য করদাতার ন্যূনতম করদায় বলে বিবেচিত হবে এবং নিম্নে এর তালিকা প্রদান করা হলো:

ধারা	আয়ের উৎস
৮৮	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হতে উৎসে কর্তন
৮৯	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
৯০	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন
৯১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন
৯২	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন
৯৪	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ
৯৫	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১০০	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন
১০১	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন
১০২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন
১০৫	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন
১০৬	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন
১০৮	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন
১১০	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন
১১১	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন
১১৪	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন
১১৫	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১১৬	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হতে কর কর্তন

১১৭	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন
১১৮	লটারি, ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
১২০	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২১	জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ
১২২	ক্লয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২৩	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ
১২৪	কোন সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন
১২৫	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ
১২৬	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১২৭	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কাটিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ
১২৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ
১২৯	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর সংগ্রহ
১৩২	কোন নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ
১৩৩	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ
১৩৪	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৫	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১৩৮	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ
১৩৯	নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ

তবে, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হতে কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর, ধারা ১৬৩(২) এর উদ্দেশ্যে ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে না, যথা :

- (ক) সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর;
- (২) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য আয়কর আইনের ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করতে হবে;
- (৩) ধারা ১৬৩(২) মোতাবেক ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করতে হবে; যদি এরূপে পরিগণনাকৃত কর সারণীতে উল্লিখিত ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তা হলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হবে;
- (৪) ধারা ১৬৩(২)(ঘ) অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সাথে সমন্বয় করা যাবে না।
- (৫) ধারা ১৬৩(২) এর আওতায় নিয়মিত পদ্ধতিতে মোট আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে খরচ দাবী আনুপাতিক হবে। অর্থাৎ গ্রস প্রাপ্তির আনুপাতিক হারে খরচ চার্জ করা যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের অন্যান্য ধারার প্রয়োগ যথাযথভাবে করতে হবে, যেমন ধারা ৪৯ বা ৫৫ বা ৫৬ এর প্রয়োগ। কেবল Back calculation করে আয় নিরূপণ করা যাবে না। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ পূর্বক আয় নিরূপণ করতে হবে। অন্যথায় আয়কর আইনের প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণে কোন প্রকারের বাধা থাকবে না।
- (৬) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হতে আয় করেন, সেক্ষেত্রে-
 - (ক) নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হবে;
 - (খ) উক্ত করদাতার করদায় হবে ধারা ১৬৩(২) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং নিয়মিত উৎস হতে আয়ের উপর নিয়মিত করের সমষ্টি।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:-

যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অনূন ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:-

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
১.	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২.	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated bevarage), মিষ্টি পানীয় (sweetened bevarage) প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
৩.	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪.	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ):
৫.	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ):
এস.আর.ও নং ২৫৯-আইন/আয়কর-০৮/২০২৩, তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৩ মোতাবেক, ন্যূনতম করহার ৫% এর স্থলে কার্বোনেটেড বেভারেজ উৎপাদনকারীদের জন্য ৩% ন্যূনতম কর নির্ধারণ করা হয়েছে।		

তবে, উক্ত সারণীর ক্রমিক নং ৫ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ বৎসরের জন্য, উক্ত হার হবে এরূপ প্রাপ্তির ০.১%।

(৮) যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিচালনা করতে হবে, যথা:-

(অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করতে হবে এরূপ উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ (৫) (ক) এর সারণীতে উল্লেখিত হার প্রয়োগ করে ন্যূনতম কর হিসাব করতে হবে;

(আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে ধারা ১৬৩(৫)(ক) এর সারণীতে উল্লেখিত হার হ্রাস করে ন্যূনতম কর হিসাব করতে হবে;

(ই) উপ-উপানুচ্ছেদ (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি ধারা ১৬৩(৫) এর অধীন ন্যূনতম কর হইবে।

(৯) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৪) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হবে-

(ক) উপ-ধারা (৪) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা

(খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক।

(১০) ধারা ১৬৩ এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

অ) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(আ) উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনাকালে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিত ন্যূনতম করের অতিরিক্ত করদায় সৃষ্টি হইলে উক্তরূপ অতিরিক্ত অংকের সহিত পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(১১) যেক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এ আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে তা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হবে।

(১২) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হবে।

(১৩) ধারা ১৬৩ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) “নিয়মিত উৎস” অর্থ এরূপ কোনো উৎস যার ক্ষেত্রে, ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নয়;

(খ) “নিয়মিত কর” অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করে নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;

(গ) “নিয়মিত করহার” অর্থ এরূপ করের হার যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হাসকৃত করহার অনুমোদিত না হলে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) “গ্রাস প্রাপ্তি” অর্থ-

(অ) পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সকল প্রাপ্তি;

(আ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;

(ই) আয়ের যেকোনো খাত হতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।

(৮) ধারা ১৬৩(২)(ক) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসেবে পরিগণিত হয় এমন কতিপয় উৎসে কর্তৃত কর কতিপয় সুনির্দিষ্ট শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে ঐ সকল উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এ সকল উৎসের আয়ের বিপরীতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত কোনো কর পরিশোধ করতে হবে না।

এস.আর.ও নং ২৫৩-আইন/আয়কর-০৯/২০২৩, তারিখ: ২৩ আগষ্ট ২০২৩ এবং এস.আর.ও নং ২৮৬-আইন/আয়কর-১৬/২০২৩, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৩ দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত করের পরিমাণকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করে উক্ত উৎস হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য	যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য
১.	সঞ্চয়ী আমানত ও ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে অর্জিত সুদ বা মুনাফা	১০২	ধারা ১৬৬(২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত করদাতাগণ
২.	সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা	১০৫	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা
৩.	রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি	১১২	সকল করদাতা
৪.	সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা

৮.২৬। উৎসে অধিক বা কম কর্তৃত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া।

ধারা ১৬৪ অনুযায়ী, যেই ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণের অধিক বা কম কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক বা কম কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না।

৮.২৭। করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর

সারণী ১২: এলাকাভিত্তিক ন্যূনতম আয়কর হার

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-টাকা
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-টাকা
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-টাকা

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ :

- (ক) একজন করদাতার আয় যে কোনো স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।
- (খ) কোনো করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থানস্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করহার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- (গ) ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- (ঘ) একজন চাকরিজীবী করদাতা আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিককাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থানস্থল বলে বিবেচিত হবে।
- (ঙ) করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- (চ) করমুক্ত সীমার উর্ধ্ব আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূণ্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৯। কর প্রত্যর্পণ কী?

কোনো করবর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ তার প্রদেয় কর অপেক্ষা অতিরিক্ত হলে করদাতা রাষ্ট্রের নিকট হতে উক্তরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরত দাবী করতে পারবেন। এরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরতের দাবী কর প্রত্যর্পণ নামে অভিহিত।

করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য কর উপকর কমিশনার রিটার্ন প্রসেসপূর্বক চূড়ান্ত করবেন। চূড়ান্তভাবে প্রত্যর্পণযোগ্য কর করদাতার অনুকূলে ফেরত প্রদান করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা করদাতার চাহিদা মোতাবেক পরবর্তী করবর্ষে উদ্ধৃত করদাতার সাথে সময় করার বিধান রয়েছে।

১০। কর অব্যাহতি বলতে কী বুঝায়?

ধারা ২(২৬) অনুযায়ী “কর অব্যাহতি” অর্থ কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ আইনের অধীন উদ্ধৃত কোনো করদায় হতে আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যথা:-

- (ক) রেয়াত, অবকাশ, অব্যাহতি;
- (খ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ; বা
- (গ) মোট আয় পরিগণনা হতে কোনো আয় বাদ দেয়া।

১০.১। করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়:

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি খাত নীচে উল্লেখ করা হলো:

- (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর

অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ইহার কোনো কর্মচারীর আয়;

- (২) নিম্নবর্ণিত যেকোনো আয়-

- (ক) কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের এইরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ট্রেড কমিশনার বা Ab'vb' সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নহেন এইরূপ বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে এইরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উত্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;

(গ) দফা (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত কোনো কর্মচারীর কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকরিতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং উত্তরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে;

(৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান এবং যেকোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(৪) সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(৫) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৬) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে তাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক

হিসাবে গৃহীত অর্থ অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করিবে না;

(৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ধৃত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়;

(৮) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পনা অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৯) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(১০) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত সত্তাসমূহ কর্তৃক অর্জিত যেকোনো আয়, যথা:

(ক) মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund);

(খ) বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল (Alternative Investment Fund);

(গ) রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (Real Estate Investment Trust);

(ঘ) একচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (Exchange Traded Fund);

(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।

(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়;

(১৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হইতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ:

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হইতে হইবে; এবং

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত উক্তরূপ সত্তা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না;

(গ) উপ-দফা (খ) তে বর্ণিত শর্ত করবর্ষ ২০২৬-২০২৭ হইতে প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হইবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হইবে;

ব্যাখ্যা।- এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেনো;

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(১৫) ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যাহার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে;

(১৬) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১৭) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেন;

(১৮) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হতে গৃহীত কোনো আয়;

(১৯) রাজস্বমাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে উদ্ভূত হয়েছে;

(২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা:-

(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

(২১) জুলাই ১, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) এআই বেইজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট;

(খ) ব্লকচেইন বেইজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট;

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস;

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস;

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিং ও ডেটা সায়েন্স;

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস;

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন;

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস;

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট;

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;

(ণ) ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং;

(ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন;

(থ) আইটি ফ্রি-ল্যান্সিং;

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস;

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;

Z+E শর্ত থাকে যে, ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে উক্ত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে।

(২২) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(২৩) বাংলাদেশ সরকারের সহিত প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধান নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ;

(২৪) যে কোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হতে উদ্ধৃত আয়, যার-

(ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(২৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হতে উদ্ধৃত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(২৬) “চাকরি হইতে আয়” হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

(২৭) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(২৭) সরকার হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

(২৮) কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত অন্য কোনো আয়;

(২৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(৩০) সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

(৩১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত কোনো আয়;

(৩২) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণিত কর পরিশোধিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে;

(৩৩) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়।

(৩৪) সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় পেনশন বাবদ উদ্ধৃত কোনো আয়;

(৩৫) স্বামী-স্ত্রী, মাতা-WCZV বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোন পরিসম্পদ যদি উহা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়, Z+E শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না

(৩৬) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনী আয়, যাহা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানী বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়েছে

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পন্সর, ডিরেক্টর, বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত নয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

১০.২। কর রেয়াত

কর রেয়াত হচ্ছে এক ধরনের কর অব্যাহতি। কোনো করদাতার এস করদায়ের বিপরীতে আইনানুযায়ী ছাড় প্রাপ্তির বিষয়টি হচ্ছে কর রেয়াত। কর রেয়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে করদাতার করদায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো প্রকার করদায় নেই সেক্ষেত্রে করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন না। যেক্ষেত্রে করদাতার করদায় অপেক্ষা করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত আইনানুগ কর রেয়াতের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে নূন্যতম করদায় পরিশোধ সাপেক্ষে রেয়াতের পরিমাণ সমন্বয় হবে।

রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে কর রেয়াত দাবীপূর্বক প্রদেয় কর নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

সারণী ১৩: কর রেয়াত

ক্রমিক নং	শর্তাবলি
১২।	মোট কর পরিগণনাযোগ্য আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর
১৩।	কর রেয়াত
১৪।	রেয়াত-পরবর্তী প্রদেয় করদায় (১২-১৩)
১৫।	নূন্যতম কর
১৬।	প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর মধ্যে যাহা অধিক)
১৭।	(ক) নিট পরিসম্পদের জন্য প্রদেয় সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (খ) পরিবেশ সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৮।	১৮। বিলম্ব সুদ, জরিমানা অথবা আয়কর আইনের অধীন প্রদেয় অন্য কোনো অঙ্ক (যদি থাকে)
১৯।	১৯। মোট প্রদেয় কর (১৬+১৭+১৮)

১০.৩। কর রেয়াতের হার

- (১) কোন করদাতা যদি স্বল্প উন্নত এলাকা বা সবচেয়ে কম উন্নত এলাকায় অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের মালিক হন এবং উক্ত কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন, তা হলে তিনি উক্ত ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প হতে উদ্ভূত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবেন :-

সারণী ১৪: কর রেয়াতের হার

ক্রমিক নং	বিবরণ	রেয়াতের হার
(ক)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ১৫% এর অধিক, কিন্তু ২৫% এর অধিক নহে।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫%।
(খ)	যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় ২৫% এর অধিক হয়।	সেক্ষেত্রে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ১০%।
(গ)	কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের	৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
(ঘ)	কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের	৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

১০.৪। বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত

(আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।

আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

(ক) ০.০৩ X 'ক'; বা

(খ) ০.১৫ X 'খ'; বা

(গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম,

এখানে,

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় এবং নূন্যতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দানের খাত

একজন করদাতার বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

- ✓ জীবন বিমার প্রিমিয়াম;
- ✓ সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
- ✓ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
- ✓ কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা;
- ✓ সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা;
- ✓ যে কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
- ✓ যেকোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
- ✓ বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- ✓ জাতির পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান;
- ✓ যাকাত তহবিলে দান;
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো দাতব্য হাসপাতালে দান;
- ✓ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
- ✓ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
- ✓ আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ✓ ICDDRDB তে প্রদত্ত দান;
- ✓ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
- ✓ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
- ✓ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান;
- ✓ ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ✓ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা একজন স্বাভাবিক করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পরিগণনা করতে হবে।

১০.৫। কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী

রিটার্নে প্রদর্শনের নিমিত্ত বিনিয়োগের সারণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শর্তাবলি
১)	বাংলাদেশে পরিশোধিত জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বা চুক্তিভিত্তিক “Deffered Annuity”
২)	ডিপোজিট পেনশন/ মাসিক সঞ্চয় স্কীমে প্রদত্ত চাঁদা (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)
৩)	সরকারী সিকিউরিটিজ, ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ অথবা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)
৪)	অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ
৫)	Provident Fund Act, ১৯২৫ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যে কোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা
৬)	করদাতা ও তাহার নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৭)	অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৮)	কল্যাণ তহবিলে/গোষ্ঠী বিমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা
৯)	যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা

১০)	অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)
১১)	মোট বিনিয়োগ (ক্রমিক ১ হইতে ক্রমিক ১০ পর্যন্ত যোগফল)
১২)	কর রেয়াতের পরিমাণ

১০.৬। ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায়

- (১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ এবং বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত হারে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করা যাইবে:

সারণী ১৫: ভ্রমণ কর আরোপ ও হার

ক্রমিক নং	ভ্রমণের ধরণ	করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	আকাশ পথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ও তাইওয়ান গমনের ক্ষেত্রে	৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা
২।	আকাশ পথে সার্কভুক্ত কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা
৩।	আকাশ পথে অন্য কোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	৪,০০০ (চার হাজার) টাকা
৪।	আকাশ পথে দেশের অভ্যন্তরে গমনের ক্ষেত্রে	২০০ (দুই শত) টাকা
৫।	স্থল পথে যেকোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১,০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	জল পথে যেকোনো দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১,০০০ (এক হাজার) টাকা

তবে শর্ত থাকে যে, ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত বয়সের যাত্রীদের ক্ষেত্রে টেবিলে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে কর আরোপ ও আদায় করা হইবে।

১১। সারচার্জ

১১.১। সারচার্জের হার

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে:

সারণী ১৬: সারচার্জের হার

ক্রমিক নং	সম্পদ	সারচার্জের হার
(১)	(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
(২)	(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি-	১০%
(৩)	(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(৪)	(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(৫)	(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক-	৩৫%

- (১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাইবে; এবং
(২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১.২। পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি, অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত, থাকিলে তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে:-

সারণী ১৭: পরিবেশ সারচার্জের হার

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০/-
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০/-
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০/-
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০/-
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০/-
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এইরূপ প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০/-

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

- (ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইয়াছে সেই গাড়ির ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;
- (গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যেই ক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেই ক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে
(অ) ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
(আ) খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিয়াছেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;
- (ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;
- (চ) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;
- (ছ) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১২। উৎসে কর কর্তনের খাতসমূহ এবং প্রযোজ্য করের হার

১২.১। উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে কি বুঝায়?

উৎসস্থলে কর কর্তন বলতে বুঝায় কোন করদাতার আয় প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে আয় প্রদান করার সময় তার আয় হতে আয়কর কেটে রাখা। আয়কর আইনের অংশ-০৭ অনুযায়ী কর নির্ধারণী বছরে নিয়মিত কর নির্ধারণের পূর্বেই আয় বছর যখন আয় অর্জন হয় তখন কর প্রদান নীতিতে উৎসস্থলে কর কর্তন বা অগ্রীম কর প্রদান করা যায়। উৎসস্থলে কর কর্তন করা হলেও করদাতার কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক নির্ধারিত সময় আয়কর পরিশোধ করেছে বলে ধরা হয়।

১২.২। উৎসে করের রিটার্ন কী? কখন দাখিল করতে হবে?

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণাদি সংবলিত রিটার্ন উৎসে করের রিটার্ন। এটি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি রিটার্ন। উৎসে কর বিধিমালায় এই রিটার্নটি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটেও (www.nbr.gov.bd) এই রিটার্ন পাওয়া যাবে।

উৎসে করের রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে, যথা:-

- (ক) প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন দাখিল করতে হবে; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো মাসের ২৫ তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি কোনো ছুটির দিন যেক্ষেত্রে পরবর্তী অফিস খোলার দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

যেমন, অক্টোবর, ২০২৩ মাসে কর্তৃত উৎসে কর নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে এবং অক্টোবর, ২০২৩ মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎসে করের রিটার্ন নভেম্বর, ২০২৩ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

১২.৩। উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা

আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংকসমূহ সরকারি কোষাগারে নিম্নরূপভাবে জমা প্রদান করিতে হইবে:

ক্রমিক	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারি কোষাগারে জমাদানের তারিখ
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে
গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য যেকোনো দিনের কর্তনের সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন
ঘ।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন

১২.৪। কে কে উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন?

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল করবেন, যথা:

১। আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি; তবে, উক্ত সংজ্ঞাভুক্ত কোম্পানিসমূহের নিম্নবর্ণিত কোম্পানিসমূহ উৎসে করের রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত, যথা:

- (ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (খ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;
- (গ) সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ;
- (ঘ) বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

(ঙ) মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানি;

- ২। ফার্ম;
- ৩। ব্যক্তিসংঘ;
- ৪। বেসরকারি হাসপাতাল;
- ৫। ক্লিনিক; এবং
- ৬। ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

১২.৫। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান

- ১। ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও আইনের অংশ ৭ এ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।
- ২। ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৩। উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল

আইনের এর ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল ১ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৩.১। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন ও ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ গ্রহণের ব্যর্থতায় উৎসে করহার নির্ধারণ ধারা ১৪২ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে। তবে, এ বিধান ধারা ১১৯ এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

এছাড়াও, যার নিকট হতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হবে সে ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% অধিক হবে।

১৩.২। উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি

এই আইনের অংশ ৭ এর আওতাধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৮ এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর এ-চালান বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৩.৩। কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারি

- ১। যেই ক্ষেত্রে “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ পরিশোধ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল ২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ২। যেই ক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল ৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ৩। যেই ক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল ৪ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।
- ৪। কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারি কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।
- ৫। যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।
- ৬। এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।
- ৭। “চাকরি হইতে আয়” খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১৩.৪। উৎস হতে কর কর্তনের খাতগুলো সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা অনুযায়ী করের হার সমূহঃ

ক্রমিক	বিষয়	কর হার
১.	চাকরি হতে আয় উৎসে কর কর্তন (ধারা-৮৬)।	কোন প্রাপককে ‘চাকরি হইতে আয়’ খাতের অধীন কোনো চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীন প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে “চাকরি হইতে আয়” (ধারা ৮৬ (৩))	কোন প্রাপককে ‘চাকরি হইতে আয়’ খাতের অধীন কোনো চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীন প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
২.	সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে কর কর্তন (ধারা-৮৭)।	সংসদ সদস্যের সম্মানী হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, প্রদেয় সম্মানীর উপর, প্রযোজ্য পরিমাণে আয়কর প্রাপকের উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট সম্মানীর জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর্তন করিবেন।
৩.	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন (ধারা-৮৮)।	১০%

8.	ধারা-৮৯ ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন।	(ক) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ যেকোনো ধরনের তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে; (খ) ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭% (সাত শতাংশ) হইবে; (গ) দফা (ক) ও দফা (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-
	উল্লিখিত শ্রেণির ক্ষেত্রে	(ক) এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ত্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে ০.৫% (খ) পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ০.৬% (গ) পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ফিলিং স্টেশন ব্যতীত অন্য কোন ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ১% (ঘ) ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা, সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে ১% (ঙ) সকল প্রকারের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে ২% (চ) এমএস বিলেট ব্যতীত লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, সিরামিক তৈজস পণ্য ও সিমেন্ট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২% (ছ) তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ২% (জ) গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে ২% (ঝ) গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩% (ঞ) স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩% (ট) সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩% (ঠ) রিসাইকেল সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩% (ড) শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩% (ঢ) সারণীতে উল্লিখ নেই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ৫% পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।
		(ক) যেই ক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্য যাহার বিপরীতে আমদানিকালে ধারা ১২০ এর অধীনে উৎসে কর পরিশোধিত হইয়াছে, সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ খ-ক নিয়ম নির্ধারিত হইবে, যেখানে (খ) ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

		(গ) $x =$ ধারা ৮৯ এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে এই ধারার অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত। (ঘ) (৩) যেই ক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ x-ক নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে (ঙ) $k =$ ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর; (চ) $x =$ ধারা ৯৪ এর অধীন পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইত: (ছ) তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “x” নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে (জ) $x = \{ \text{ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয় মূল্য} \} \times 5\% \times 10\%$। (৪) যেই ক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।
৫.	কতিপয় সেবা (ধারা-৯০)	
	উপদেষ্টা বা পরামর্শ সেবা	১০%
	পেশাগত সেবা (professional services), কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)	১০%
	(ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সী; (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস; (ট) প্যাকিং এবং শিফ্টিং; (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে	১০% ২%
	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা	
	(ক) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
	(খ) মোট বিল এর উপরে	০.৬৫%
	ইন্ডেস্টিং কমিশন	৮%
	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী ভাতা	১০%
	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী	১২%
	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	১০%
	মোটর গ্যারেজ ও ওয়ার্কসপ	৮%

	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট/ডকইয়ার্ড সার্ভিস			৮%
	শিপিং এজেন্সী কমিশন			৮%
	সিটভেডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডেলিং অপারেটর			
	(ক) কমিশন বা ফি'র ক্ষেত্রে			১০%
	(খ) মোট বিল এর উপর			৫%
	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়ারিং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সেবা			৫%
	(২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোন প্রকার শেয়ারিং ইকোনমি প্লাটফর্ম			
	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত হুইলিং চার্জ			৩%
	ইন্টারনেট সেবা			১০%
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন			১০%
	উপরে উল্লেখিত নয় এবং কোন ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা নয় এমন কোন সেবা			১০%
	ফ্রেইড ফরওয়ার্ড এজেন্সির কমিশনের উপর			১০%
	ফ্রেইড ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর			২.৫%
৬.	বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তন যোগ্য নহে			১০%
৭.	কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন নিবাসীকে রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স ফি, ব্র্যান্ড নাম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস ইত্যাদি সহ (পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য ধারা ৯১ দ্রষ্টব্য) অন্যান্য সকল অপ্রচলিত ব্যবহারের জন্য	ক্রমিক	ভিত্তি অংকের পরিমাণ	কর্তনের হার
		(১)	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০%
		(২)	২৫ লক্ষ টাকার অধিক হলে.	১২%
৮.	মিডিয়া ব্রডকাস্টিং এর বিজ্ঞাপন বিল এর উপর (ধারা-৯২)			৫%
৯.	অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে প্রদত্ত অর্থ (ধারা-৯৩)। চলচ্চিত্র, নাটক, কোন ধরনের টেলিভিশন এবং রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে পেমেন্ট উপর			১০%;
১০.	কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিস, ইনসেনটিভ অথবা পারফরমেন্স বোনাস (ধারা-৯৪)। ক) যে কোনো কোম্পানী কমিশন, ছাড়, ফি, ইনসেনটিভ বা পারফরম্যান্স বোনাস বা অন্য যে কোনও প্রণোদনা বা অর্থ প্রদান করে অথবা পণ্যের বন্টন বা বিপণনের জন্য অনুরূপ প্রকৃতির উপার্জনের অর্থ প্রদানের সময় কর কর্তন করা হবে। খ) কোম্পানীর পণ্য বিক্রয় বা বিপণনে নিয়োজিত যে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানীর প্রচার বা পণ্য সম্পর্কিত প্রচারের জন্য কোনও অর্থ পরিশোধের সময় কর্তন করা হবে। (গ) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রি করে-(১) কোন পরিবেশক, বা (২) কোন কোম্পানীর চুক্তির অধীন কোন ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত খুচরা মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে, তবে কর কর্তন করা হবে। (ঘ) সিগারেট কোম্পানির ক্ষেত্রে (কোম্পানির মধ্যে ফার্ম ও অন্তর্ভুক্ত।)			১০% হারে। ১.৫% হারে। ৫% হারে। ৩% হারে।
১১.	বিমান টিকিট বিক্রয় বা কার্গো ভাড়া বাবদ ট্রাভেল এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা অর্থমূল্যে রূপান্তরযোগ্য সুবিধা, Incentive Bonus, Performance Bonus অথবা অন্য যে কোন সুবিধা (ধারা-৯৫)।			

	তবে সেক্ষেত্রে পরিশোধিত পেমেন্টের ০.৩০% হারে অগ্রিম কর কর্তিত হবে। তবে উল্লিখিত ০.৩০% হারে উৎস করের অতিরিক্ত হিসেবে (A/B) x C এর সমপরিমাণ অংক উৎসে কর্তন করতে হবে নিম্নোক্ত আয়ের উপর। অ) ইনসেনটিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্য যে কোন আর্থিক সুবিধা যা উপধারা ২ এ বর্ণিত আ) কমিশন বা ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা ই) কমিশনের উপর উৎসে কর, ডিসকাউন্ট অথবা উপধারা ১ এ বর্ণিত অন্য যে কোন সুবিধা। এ ধরনের মূল্যে যে টিকেটের দাম, চার্জ পেমেন্ট- ট্রাভেল ট্যাক্স, ফ্লাইট সেফটি ইনসুরেন্স, সিকিউরিটি ট্যাক্স ও এয়ারপোর্ট ট্যাক্স ইত্যাদির সাথে জড়িত, তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। পেমেন্ট বলতে ট্রান্সফার, ক্রেডিট অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর পেমেন্ট বোঝাবে।	
১২.	ঋণপত্রের (এলসি) কমিশন (ধারা-৯৬)।	৫% হারে।
১৩.	লোকাল লেটার অব ক্রেডিট এর অর্থ (ধারা-৯৭)। ৩% হারে। ডিস্ট্রিবিউটর এর নিকট বিক্রয় বা ইনভয়েস করার সময় ক্রেডিট সুবিধার আওতায় হলে ১%। উৎসে কর কর্তন করা হবে ২% যেকোন স্থানীয় এলসি অথবা কোন বাণিজ্যিক আমদানির জন্য সম্পাদিত চুক্তির জন্য যার আওতায় চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, ভুট্টা, আদা, মটর, ছোলা, মসুর ডাল, আদা, হলুদ, ডাল, ভুট্টা, মোটা ময়দা, কালো মরিচ, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, রসুন, ময়দা, ভোজ্য তেল, লবণ অন্য সকল ফলমূল আমদানির ক্ষেত্রে ১%।	
১৪.	সেলুলার ফোন কোম্পানী কর্তৃক বাউল রাজস্ব বিভাজন, লাইসেন্স ফি বা অন্য কোন চার্জ (ধারা-৯৮)।	২০% হারে।
১৫.	ইস্যুরেন্স পলিসি হোল্ডারের পরিশোধিত প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত অর্থ (ধারা-৯৯টি)।	৫% হারে।
১৬.	বীমা কমিশন (ধারা-১০০)।	প্রদেয় কমিশনের উপর ৫% হারে।
১৭.	সাধারণ বীমা কোম্পানীর সার্ভেয়ার ফি (ধারা-১০১)।	১৫% হারে।
১৮.	সেভিংস ডিপোজিট এবং ডিপোজিটের উপর সুদ (ধারা-১০২)।	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে -২০%, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে ১০%, উপরে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ Ab`vb` ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫%
১৯.		
২০.	নিবাসীর সুদ এ আয় এর উপর (ধারা-১০৪)	১০%
২১.	সঞ্চয় পত্রের সুদ (ধারা-১০৫)।	১০%
২২.	সিকিউরিটিজ উপর সুদ অথবা মুনাফা (ধারা - ১০৬)।	৫% হারে।
২৩.	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সঠিক মূল্যের থেকে আয় (ধারা -১০৭)।	সর্বাধিক হার
২৪.	আন্তর্জাতিক ফোন কল (ধারা-১০৮)	১.৫%, ৭.৫%
২৫.	ভাড়া (ধারা-১০৯)	৫%
২৬.	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার ইত্যাদির ভাড়া (ধারা-১১০)	৫%
২৭.	সরকার কর্তৃক হুকুম দখল সম্পত্তির বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ (ধারা-১১১)।	ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মধ্যে হলে ৬% হারে। খ) অন্যস্থানে ৩% হারে।
২৮.	রপ্তানির ক্যাশ প্রনোদনা (ধারা-১১২)	১০%

২৯.	রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ (ধারা-১১৪)।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড রেন্টাল পাওয়ার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধের সময় বাংলাদেশে কার্য আরম্ভের সময় থেকে অনধিক ৩ বৎসর সময়ের জন্য ৬% হারে।
৩০.	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়- সাইনিং মানি (ধারা-১১৫)	১৫%
৩১.	বিদেশী ক্রেতার এজেন্ট (ধারা-১১৬)।	১০% হারে।
৩২.	ডিভিডেন্ট থেকে কর কর্তন (ধারা-১১৭)	কোম্পানী হতে ২০%, কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য টিনধারী ১০%, টিন ব্যতীত ১৫%
৩৩.	লটারী থেকে কর কর্তন (ধারা-১১৮)	২০%
৩৪.	অনিবাসী অর্থ পরিশোধ আয় (ধারা-১১৯)।	
	উপদেষ্টা বা পরামর্শ	২০%
	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন	২০%
	পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (Professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)	২০%
	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন	২০%
	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি	২০%
	স্যাটেলাইট ভাড়া/চার্জ, এয়ারটাইম চার্জ, ফ্রিকোয়েন্সি ভাড়া/চার্জ	২০%
	আইনি সেবা	২০%
	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা	২০%
	কমিশন	২০%
	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা ইনটানজিবল সম্পর্কিত পেমেন্ট	২০%
	সুদ	২০%
	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%
	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং	১৫%
	বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন	৭.৫%
	কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট	৭.৫%
	পণ্য সরবরাহ	৭.৫%
	মূলধনী মুনাফা	১৫%
	বীমা প্রিমিয়াম	১০%
	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া	১৫%
	লভ্যাংশঃ	
	(১) কোম্পানী, তহবিল বা ট্রাস্টকর্তৃক গৃহীত হইলে	২০%
	(২) কোম্পানী, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে	৩০%
	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড়	৩০%
	বেতন বা পারিশ্রমিক	৩০%
	কয়লা, তৈল-গ্যাস অনুসন্ধানে সকল প্রকারের জরিপ ফি	২০%

	তৈল-গ্যাস ক্ষেত্রে (Field) অনুসন্ধান, উত্তোলন অথবা পাইপ লাইন বা অন্য কোন পদ্ধতিতে তৈল-গ্যাস ক্ষেত্র (Field) থেকে তৈল বা গ্যাস রপ্তানী পয়েন্ট (Export Point) পর্যন্ত প্রদত্ত অন্য যে কোন সেবার ক্ষেত্রে	৫.২৫%				
	উপরে উল্লেখিত নয় এমন কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	৫.২৫%				
	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি	৫.২৫%				
	ব্রান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%				
	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%				
	অন্যান্য যে কোন সেবার জন্য প্রদেয় অর্থের উপর	২০%				
৩৫.	আমদানিকারকদের নিকট হইতে (ধারা-১২০)	বিভিন্ন হারে তবে ২০% এর বেশি নয়।				
৩৬.	জনশক্তি রপ্তানীর সার্ভিস চার্জ (ধারা-১২১)	১০% হারে।				
৩৭.	সি এন্ড এফ এজেন্সিকে প্রদেয় ফি (ধারা-১২২)।	১০% হারে।				
৩৮.	নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরিটাওয়্যেল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টন এবং এক্সেসরিজ রপ্তানি, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, সবজি, চামড়াজাত পণ্য, প্যাকেটজাত খাদ্য (ধারা-১২৩)।	সমগ্র রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর ১%				
৩৯.	কোন সেবা, রাজস্ব ও শেয়ার থেকে প্রাপ্ত প্রবাসী আয় (ধারা-১২৪)	৭.৫% (অ) যদি শুধু কমিশন হয় উক্ত কমিশনের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে; (আ) যদি গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিল হয় উক্ত বিলের উপর ২.৫% (দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে;				
৪০.	নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (ধারা-১২৫)					
	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
	১। ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিবিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
	২। ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০

কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক	টাকা যেটি অধিক
৩। ঢাকা জেলার , কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৪। ঢাকা জেলার, খিলক্ষেত, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, ভাষানটেক, বাড়ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, থানার অন্তর্গত জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার রূপনগর, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাসঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যেটি অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যেটি অধিক
৫। চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		টাকা যাহা অধিক		টাকা যাহা অধিক	
৬। ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা কালীগঞ্জ ও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা			দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%		
সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা			দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%		
সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এমন সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা			দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%		
(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:- (ক) শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর প্রতি বর্গ মিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক; এবং (খ) শ্রেণি-ঙ তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে এবং সারণি- ২ এর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত মৌজার ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে					

প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক;

(গ) AB“VB” ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যেটি অধিক;

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) “ক-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গ্রাহ্যন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;

(খ) “খ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গ্রাহ্যন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;

(গ) “গ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গ্রাহ্যন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক এলাকা বুঝাইবে;

(ঘ) “ঘ-শ্রেণি” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গ্রাহ্যন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আবাসিক এলাকা বুঝাইবে;

(ঙ) “ঙ-শ্রেণি” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;

(চ) “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে; এবং

(ছ) “কাঠা” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে।”;

(৪) বিধি ৬ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“৬ক। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ। (১) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

৪১. নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (ধারা-১২৬)			
এলাকার নাম	আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	
১। ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৬০০ (ছয়শত) টাকা	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা	
২। ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা	
৩। ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেভারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১ (এক) হাজার ৪০০ (চারশত) টাকা	৪ (চার) হাজার টাকা	
৪। ঢাকা জেলার, বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভায়ানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা,	১ (এক) হাজার ৩০০ (তিনশত) টাকা	৩ (তিন) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা	

কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		
৫। ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার, আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা।	৭০০ (সাতশত) টাকা	২ (দুই) হাজার টাকা
ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এমন সকল এলাকায়	৩০০ টাকা	১ (এক) হাজার টাকা
(২) আইনের ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে এ-চালানের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-		
ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ),	
অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)	
(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ডেভেলপার” বা “রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বুঝাইবে।”;		
৪২. সরকারি স্ট্যাম্প,কোর্ট ফি, কার্টিজপেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা-১২৭)	১০% হারে।	
৪৩. ১০ বৎসর ততোধিক সময়ের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির লীজ রেজিস্ট্রেশন (ধারা-১২৮)।	৪% হারে ইজারাদার কর পরিশোধ না করিলে ইজারা দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।	
৪৪. উৎপাদনকারী (বিড়ি) কোন ব্যক্তি সিগারেট উৎপাদনের জন্য ব্যান্ড রোলার মূল্যের উপর (ধারা-১২৯)	১০% হারে।	
৪৫. ইটের ভাটা পরিচালনা (ধারা-১৩০)।	১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	৮০০০০ (আশি হাজার টাকা)

		১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক কিন্তু ১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)
		১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১৬০০০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা)
		ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	২২০০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা)
৪৬.	ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন (ধারা-১৩১)।		প্রত্যেক ট্রেড লাইসেন্সের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে (ক) টাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে ৩,০০০/- (খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং যে কোন জিলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে ২,০০০/- (গ) জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভার ক্ষেত্রে ১০০০/- (ঘ) অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫০০/-
৪৭.	কোন নিবাসী কর্তৃক জাহাজ ব্যবসা (ধারা-১৩২)।		ক) ৫% হারে। খ) ৩% হারে। (বাংলাদেশী পুকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বিদেশে সেবা প্রদান করে বিদেশে প্রাপ্ত এবং সরকারী চ্যানেলে আনীত ফ্রাইট চার্জের উপর)
৪৮.	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ (ধারা-১৩৩)		১০% অথবা ১%
৪৯.	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা-১৩৪)		১৫%
৫০.	সিকিউরিটিজ উপর সুদ অথবা মুনাফা (ধারা - ১৩৫)।		১০%
৫১.	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ (ধারা-১৩৬)		১৫%
৫২.	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য (ধারা-১৩৭)		ট্রান্সফার মূল্যের ০.০৫%
৫৩.	ধারা-১৩৮-বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সা হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয়কে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এতদ্বারা আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথাঃ- (ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ বাস, মিনিবাস, কোস্টার, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইমমুভার, ট্রাক, ট্যাংক-লরী, পিক-আপ, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী অটোরিক্সার মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন।		
	গাড়ীর ধরণ ও ক্যাপাসিটি		আয়কর (টাকা)
	৫২ সিটের অধিক আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য		টাকা ১৬,০০০.০০
	৫২ সিট বা উহার কম আসন বিশিষ্ট প্রতিটি বাসের জন্য		টাকা ১১,৫০০.০০
	(অ) তাপানুকূল লাক্সারী বাস প্রতিটির জন্য		টাকা ৩৭,৫০০.০০

	দোতলা বাস প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
	তাপানুকূল মিনিবাস/কোস্টার প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
	অন্যান্য মিনিবাস ও কোস্টার প্রতিটির জন্য	টাকা ৬,৫০০.০০
	কন্টেইনার পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইমমুভার প্রতিটির জন্য....	টাকা ২৪,০০০.০০
	পাঁচ টনের অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরি প্রতিটির জন্য	টাকা ১৬,০০০.০০
	দেড় টনের বেশি কিন্তু পাঁচ টনের বেশি নহে এইরূপ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক বা ট্যাংক-লরী প্রতিটির জন্য	টাকা ৯,৫০০.০০
	দেড় টন বা উহার কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক, পিক-আপ, সকল ধরণের হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা মাল বহনকারী বা যাত্রী বহনকারী অটোরিক্সা প্রতিটির জন্য	টাকা ৪,০০০.০০
	কিপআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি অথবা অটোরিকশা	টাকা ৪,০০০.০০
	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য	টাকা ১১,৫০০.০০
	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এইরূপ প্রতিটি ট্যাক্সিক্যাবের জন্য	টাকা ৪,০০০.০০
৫৪.	ধারা-১৩৯ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হইতে কোন করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয় নিম্নবর্ণিত শর্তাধীন আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করল, যথাঃ- (ক) যদি উক্ত করদাতা উক্তরূপ নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের মালিক হন এবং তিনি নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করেন, যথা;	
	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ টাকা
	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে এস টনেজ প্রতি ১৭০ টাকা
	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনের নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহনের ক্ষমতার ভিত্তিতে এস টনেজ প্রতি ১২৫ টাকা
	(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত করদাতাকে উক্ত দফায় বর্ণিত হারে আয়কর সংশ্লিষ্ট নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের পূর্বে প্রদান করিতে হইবে; (গ) দফা (ক) এর অধীন প্রদেয় আয়কর সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলের উপ-কর কমিশনার এর বরাবর ইস্যুকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর অঞ্চলের আয়কর কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে; (ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতে নির্ধারিত হারে আয়কর জমা প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনারের নিকট হতে অনুমিত আয়কর পরিশোধ সনদ সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন না করা পর্যন্ত উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নৌযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবে না অথবা, ক্ষেত্রমত, সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবে না; (ঙ) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন আয়কর প্রদানকারীর নৌ-যান, কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস), কোস্টার বা ডাম্পবার্জ হতে অর্জিত আয় প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে তার আয়কর রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে, তবে এই খাত হতে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ প্রদত্ত আয়করের অনুপাতে নিরূপিত আয়ের চেয়ে বেশী হইলে অতিরিক্ত আয়ের জন্য শিডিউলে বর্ণিত হারে আয়কর প্রদান করিতে হইবে; (চ) দফা (ক) এ বর্ণিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে উক্ত দফায় নির্ধারিত আয়করের পরিমাণ এর একশত গুণ আয়কর উক্ত নৌ-যান রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিশোধ করার শর্তে কোন করদাতার আয়, যাহা উক্ত নৌ-যান ক্রয় বা অর্জনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে, আয়কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে; (ছ) উক্ত আইনের এর section ৭২ অনুযায়ী যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং section ১৭১ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে; এবং	

	(জ) Inland Shipping Rules, ১৯৮৬ এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার জন্য প্রযোজ্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা না হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না। (ঝ) এই প্রজ্ঞাপন তৈলবাহী নৌ-যান (Oil tanker) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
--	--

১৪। কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ

(১) যেই ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

গ = $(১০০ \times ক) / (১০০ - খ)$, যেখানে

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেই ক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক, (ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা (খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ‘খ’ আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “কর ব্যতীত পরিশোধ” অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৫। উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগত ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কর্তন করা হলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫.১। অগ্রিম কর:

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণক রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫.২। রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং অগ্রিম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর পরিশোধের সমর্থনে এ-চালান এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

১৬। প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়

পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো করবর্ষের কর ফেরত দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষের ফেরতযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

১৭। অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন

অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন সংক্রান্ত অংশ ৩ সংযোজন করা হয়েছে। অংশ ৩ এর দফা (১) অনুযায়ী আয়কর আইন, ২০২৩ বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির কোনো পরিসম্পদ অর্জনের উৎসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যদি উক্ত ব্যক্তি ১, জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিম্নবর্ণিত সারণীসমূহে উল্লেখিত হারে কর পরিশোধপূর্বক ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্নে উক্তরূপ অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	অবস্থান	স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা	ভূমির করহার
--------------	---------	--	-------------

		ফ্লোর স্পেসের করহার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান থানা, বনানী থানা, মতিঝিল থানা, তেজগাঁও থানা, ধানমন্ডি থানা, ওয়ারী থানা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ থানা, রমনা থানা, পল্টন থানা, কাফরুল থানা, নিউমার্কেট থানা ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০০ (পনেরো হাজার) টাকা
২।	ঢাকা জেলার বংশাল থানা, মোহাম্মদপুর থানা, সূত্রাপুর থানা, যাত্রাবাড়ী থানা, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও থানা, শ্যামপুর থানা, শাহজাহানপুর থানা, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাস্কীরচর থানা, হাজারীবাগ থানা, ডেমরা থানা, আদাবর থানা, গেন্ডারিয়া থানা, খিলক্ষেত থানা, বিমানবন্দর থানা, উত্তরা পশ্চিম থানা, মুগদা থানা, রূপনগর থানা, ভাষানটেক থানা, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা ও ভাটারা থানা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী থানা, পাঁচলাইশ থানা, পাহাড়তলী থানা, হালিশহর থানা ও কোতোয়ালী থানা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানা, সোনারগাঁও থানা, ফতুল্লা থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ও বন্দর থানা এবং গাজীপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা
৩।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ থানা, ইপিজেড থানা, কর্ণফুলী থানা, চকবাজার থানা, চান্দগাঁও থানা, ডবলমুরিং থানা, পতেঙ্গা থানা, বন্দর থানা, বাকলিয়া থানা, বায়েজিদ বোস্তামি থানা ও সদরঘাট থানা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা, কালীগঞ্জ থানা, বাসন থানা, কোনাবাড়ী থানা, গাছা থানা, টঙ্গী পূর্ব থানা ও টঙ্গী পশ্চিম থানা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা ও আড়াইহাজার উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা
৪।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৩ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক হাজার) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ২০০০ (দুই হাজার) টাকা
৫।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৪ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৮৫০ (আট শত পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৫ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো এলাকার সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা

অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিপালনীয় বিষয়াদি

অংশ ৩ এর দফা (২) অনুযায়ী এ অংশের অধীন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিপালন করতে হবে, যথা:-

- (ক) ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষ ও তার পূর্বের আয়বর্ষসমূহের অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করা যাবে;
- (খ) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সম্পদ বিবরণী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায়ের বিবৃতিতে বা স্থিতিপত্রে পরিসম্পদ প্রদর্শন করতে হবে;
- (গ) দফা (১) এর সারণী-১ এর (৩) নং কলামে উল্লিখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে যদি উক্তরূপ স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়;
- (ঘ) এ অনুচ্ছেদের অধীন পরিশোধিত কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নিট পরিসম্পদ হইতে বাদ যাবে;
- (ঙ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ভবন এবং ভূমির জন্য প্রযোজ্য কর পরিশোধ করতে হবে;
- (চ) প্রদেয় কর কেবল এ-চালান এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;
- (ছ) প্রদর্শিত পরিসম্পদের বিপরীতে সারণী-১ মোতাবেক পরিগণিত কর ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের জরিমানা বা সারচার্জ বা অন্য কোনো অংক প্রদেয় হবে না এবং ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর উক্তরূপে পরিগণিত করের সাথে প্রদেয় হইবে না;
- (জ) দফা (১) এর সারণী-১ এ উল্লিখিত পরিসম্পদ প্রদর্শিত হলে পরবর্তীকালে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো প্রকারের অবচয় বা অ্যামোর্টাইজেশন দাবি করা যাবে না।

১৭.১। যে সকল ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন কর যাবে না

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন কর পরিশোধ করা যাবে না, যথা:-

- (ক) এ আইনের অধীন কর ফাঁকির কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে; বা
- (খ) এ আইনের অধীন ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা
- (গ) এই আইনসহ অন্য কোনো আইনের অধীন ফৌজদারী কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে।

১৮। আয়কর আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ স্পষ্টীকরণ

১। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের কর নিরূপণ আয়কর আইন, ২০২৩ যে সব পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- (১) “ফাইন্যান্স কোম্পানি” এর সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৫৭ক) সংযোজনের মাধ্যমে “ফাইন্যান্স কোম্পানি” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “ফাইন্যান্স কোম্পানি” অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি।
- (২) আয়কর আইন, ২০২৩ এ পূর্বে ব্যবহৃত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” শব্দগুলোর পরিবর্তে এখন হতে “ফাইন্যান্স কোম্পানি” শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।
- (৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এ পূর্বে ব্যবহৃত “লভ্যাংশ” এর সংজ্ঞায় সংশোধন করা হয়েছে। কোনো কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কোনো কোম্পানি, তার ধরণ নির্বিশেষে, তার মালিকানাধীন পুঞ্জীভূত মুনাফা হতে কোনো শেয়ারহোল্ডারকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, অথবা কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ বলে গণ্য হবে।
- (৪) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) তে উল্লিখিত “প্রাইভেট” শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে এবং শর্তাংশ (ই) তে উল্লিখিত “উপ-দফা (ঙ)” শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-দফা (ছ)” শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- (৫) “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮৯ক) সংযোজনের মাধ্যমে “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “স্বীকৃত করদায়” অর্থ দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন এর ভিত্তিতে, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৭৩, ১৭৪ বা ১৮১ অনুযায়ী পরিগণিত প্রদেয় আয়কর দায়।
- (৬) আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এ সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত দুটি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে, যথা:-ক। “অতিরিক্ত মহাপরিচালক

(কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) “শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী এবং “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “যুগ্মপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং সহকারী পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) কে আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত করা হয়েছে।

- (৭) আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ৫ সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫ সংশোধন পূর্বক এতে উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ আয়কর আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত কোনো কর্মকর্তাকে তার বিদ্যমান পদের অব্যবহিত উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়িত হলে তিনি উক্তরূপ উচ্চতর পদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।
- (৮) ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ দ্বারা- ক। তার নিজের কোনো ক্ষমতা অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে; খ। কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে। কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, তার কোনো ক্ষমতা তার অধীনস্থ অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।
- (৯) বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ সংক্রান্ত ধারা ১০ সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০ এ একটি আয়কর কর্তৃপক্ষ নামের পূর্বে “যুগ্ম” শব্দটি করণিক ভুল হিসাবে উল্লেখ করা ছিল। এই ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে এই শব্দটি বিলোপ করা হয়।
- (১০) কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৩ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে, যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করার বিধান ছিল। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে কেবল বোর্ডের সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা যাবে।
- (১১) আয় একীভূতকরণ সংক্রান্ত ধারা ৩১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী আয় ফার্মের অংশীদারগণ বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়ে ধারা ১৮৭ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে একীভূত করতে হবে।
- (১২) ভাড়া হতে আয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায় এর পরিবর্তে নূতন তৃতীয় অধ্যায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভাড়া হতে আয় পরিগণনার সম্পূর্ণ নূতন একটি ভিত্তি রচনা করা হয়েছে।
- (১৩) “গৃহসম্পত্তি” কী? আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫ এ গৃহসম্পত্তিকে নিম্নবর্ণিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যথা:- “গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা- (ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং (খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি: তবে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:- (অ) কোনো ভবন যা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা (আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।
- (১৪) গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে? আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:- $k = (x + g + y + z) - c$

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যাহা অধিক হয় উহা, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হইতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হইয়াছে উহা:

তবে শর্ত থাকে যে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ ও গ তে উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

চ = শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হইলে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ব্যতীত AB''VB'' সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যাহা অধিক হয় উহা, যথা:-

(অ) সম্পত্তি হইতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত সম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হইয়াছে উহা:

তবে শর্ত থাকে যে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না,

ঘ = অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ ও গ তে উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।

(১৫) গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে? আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:- (ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম; (খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা; (গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়; (ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে: তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না; (ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অংক, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে)
(১)	(২)	(৩)
১।	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে;
(ছ) যেইক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা:-

(ক) ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত;

(খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত AB“VB” সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইলে।

(১৬) বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা।- (১) ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলিয়া দাবি করিলে, উহা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) অ্যাকাউন্টিং সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অননুমোদিত বিয়োজনসমূহ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।

(১৭) ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণযোগ্য বিয়োজনসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৯ সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৯ এর দফা এর পরিবর্তে নতুন দফা (প) প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রতিস্থাপিত দফা অনুযায়ী শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদেয় অর্থ যা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নয় ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে। প্রতিস্থাপনের পূর্বে এ সকল তহবিলে কেবল পরিশোধিত অর্থ-ই বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হতো।

(১৮) কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এর দফা (খ), (ঘ) ও (প) তে সংশোধনী আনীত হয়। ধারা ৫৫ এর দফা (খ) এর সংশোধন সংশোধনীর পূর্বে দফা (খ) অনুযায়ী যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (খ) অনুযায়ী কোনো বিয়োজন বা কোনো দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট কোনো বিয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হবে।

(১৯) ধারা ৫৫ এর দফা (ঘ) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর পূর্বে দফা (ঘ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হতো। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আগিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উল্লয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান ছিল। সংশোধিত দফা (ঘ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হবে। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিসম্পদের জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উল্লয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান করা হয়েছে।

(২০) ধারা ৫৫ এর দফা (প) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর পূর্বে দফা (প) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (প) অনুযায়ী এই আইনে অনুমোদন গ্রহণের বিধান রয়েছে কিন্তু অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি এরূপ কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অননুমোদিত হবে। এটি পূর্বের বিধানের একটি স্পষ্টিকরণ মাত্র।

(২১) বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “দফা (ধ)” শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “দফা (ঘ)-(ঞ), (থ), (ধ) এবং (ন)” শব্দগুলো, বর্ণগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত করা হয়। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী আইনের অন্যান্য বিধানে যা থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ঘ) হতে (ঞ) এবং দফা (থ), (ধ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য হবে। সংশোধনীর পূর্বে কেবল দফা (ধ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসেবে গণ্য হতো।

(২২) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬২ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লেখিত “আর্থিক” শব্দটির পর “পরিসম্পদ,” শব্দ ও কমা সন্নিবেশ করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে যেকোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য ও স্কীম হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হবে।

(২৩) অন্যান্য উৎস হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬ এর দফা (গ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৬৬ তে নতুন দফা (ঘ) ও (ঙ) সংযোজন করা হয়েছে।

(২৪) অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) ও (১৩) সংশোধন এবং উপ-ধারা (১৫) বিলোপ করা হয়।

(২৫) ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধন করা হয়েছে। ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লেখিত “তাহা” শব্দটির পর “সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়। ফলে, কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিকট হতে বাণিজ্যিক মজুদ বা আর্থিক পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, তাহলে পরিশোধিত মূল্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসাবে গণ্য হবে।

(২৬) ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত “নূন্যতম” শব্দটির পূর্বে “ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী” শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও বন্ধনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (৩) উল্লেখিত নূন্যতম কর বলতে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিগণিত নূন্যতম কর-কে বুঝাবে। অর্থাৎ কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, হাসকৃত করহার বা ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নূন্যতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাবে না তা অধিকতর সুস্পষ্ট হলো।

(২৭) কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৩ এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন, যথা: (ক) যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি; (খ) যেকোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার; (গ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার গ্রুপ প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ফার্ম, ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, ফাউন্ডেশন, সমিতি, এবং সমবায় সমিতি; (ঘ) কেবল প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে, উক্ত ব্যক্তিদের কেউ যদি দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত হন তবে তাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(২৮) দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “করবর্ষের” শব্দটির পরিবর্তে “বৎসরের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি করণিক ত্রুটি সংশোধন।

(২৯) কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (৬) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজন করা হয়েছে।

(৩০) ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করার ফলে স্বামী-স্ত্রী, মাতা- পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয় তবে তা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৩১) কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত “- এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম” চিহ্ন ও শব্দগুলোর পর “বা অন্য কোনো ব্যক্তি” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনিত এই সংশোধনীর ফলে তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম।

(৩২) সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিলুপ্ত ধারা ১০৩ এর বিষয়াদি ছাড়াও সুদ বা মুনাফা পরিশোধ হতে উৎসে কর কর্তনের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকার ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি, অথবা কোনো প্রকারের আমানত এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে উৎসে কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	প্রাপকের ধরন	কর কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে	২০% (বিশ শতাংশ)
২।	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)
৩।	ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)

(৩৩) কোন কোন প্রকারের সুদ বা মুনাফা হতে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে? নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে, যথা:- ক। বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত কোনো প্রকারের কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে, যথা:- ১। ব্যাংকিং, ২। ইনস্যুরেন্স, ৩। লিজিং, ৪। ফাইন্যান্সিং, ৫। ডাক ও ব্যাংকিং, ৬। সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা, ৭। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনা; অথবা খ। যেকোনো কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে।

(৩৪) উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ সংশোধন করা হয়েছে। ধারা ১২৪ এ উল্লেখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলোর পরিবর্তে “৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(৩৫) বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে কী ধারা ১২৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে? না। বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ধারা ১১৬ অনুযায়ী, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীন কোনো ব্যাংক, যার

মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারকের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে export proceed গৃহীত হয়, বাংলাদেশে বিদেশী কোনো ক্রেতার এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে উক্ত export proceed এর একটি অংশ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, উক্তরূপ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ব্যাংক ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১২৪ অনুযায়ী কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

(৩৬) ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক বিদেশ হতে গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার নির্ধারণ করা হয়েছে। ১২৪ ধারা এর প্রথম শর্তাংশ অনুযায়ী, ৭.৫% সাধারণ করহারের ব্যতিক্রম হিসাবে ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার প্রদান করা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ- (অ) যদি শুধু কমিশন হয় উক্ত কমিশনের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে; (আ) যদি এস বিল বা কমিশনসহ এস বিল হয় উক্ত বিলের উপর ২.৫% (দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে।

(৩৭) যে সকল ক্ষেত্রে এ ধারার অধীন কর কর্তন করতে হবে না। বিদেশ হতে প্রেরিত নিম্নবর্ণিত অর্থের বিপরীতে কোনো কর্তন করা যাবে না, যথা:- (অ) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২), (১৭), (২১) ও (৩৩) দ্বারা মোট আয় বহির্ভূত অর্থ; (আ) কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়। অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এ ধারার অধীন কোনো প্রকারের উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না যথা:- ১। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা ২। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়; বা ৩। বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন; বা ৪। নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:- (ক) এআই বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development); (খ) ব্লকচেইন বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development); (গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing); (ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service); (ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service); (চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science); (ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service); (জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization); (ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service); (ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service); (ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service); (ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service); (ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development); (ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design); (ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing); (ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication); (থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing); (দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service); (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving); বা ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়; বা কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়।

(৩৮) সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৫ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section ১৭ এর sub-section (১) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করেন। ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের বিস্তারিত বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬ এ রয়েছে। এই পরিপত্রের পৃষ্ঠা নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

(৩৯) ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৬ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, ১৯০৮ (Act No. XVI of ১৯০৮) এর অধীন কোনো ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের নিমিত্ত কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ কোনো দলিল নিবন্ধন করবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করা হয়। প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করহার নিম্নবর্ণিত হারের অধিক হবে না, যথা:- (ক) আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে বর্গমিটার প্রতি ১৬০০ (এক হাজার ছয়শত) টাকা; (খ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত না হইলে বর্গমিটার প্রতি ৬৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) টাকা; (গ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)।

(৪০) সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১২৮ এ উল্লিখিত “হারে” শব্দটির পর “ইজারাদার কর্তৃক” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, সম্পত্তির ইজারা মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে ইজারাদার কর্তৃক কর পরিশোধ করা না হলে ইজারা দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।

(৪১) ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(৪২) সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজ হস্তান্তর করবেন না, যদি না উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করার পূর্বে হস্তান্তরকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নিয়মে কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে, যথা:- $k = (খ - গ) \times ১০\%$,

(৪৩) নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এর দফা (চ) সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির পাশাপাশি রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর হতে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ মোতাবেক প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে।

(৪৪) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ১৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) সংশোধন করা হয়েছে। এটিও করণিক ত্রুটি সংশোধন। ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “অধ্যায়ের অধীন” শব্দগুলোর পরিবর্তে “অংশের অধীন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধনীর ফলে ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এর প্রায়োগিক স্পষ্টতা আনীত হয়েছে।

(৪৫) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এর উপাভ্যুতীকা, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) সংশোধন করা হয়েছে।

(৪৬) অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন করা হয়েছে।

(৪৭) নূন্যতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও দফা (খ) এর সংশোধন, উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন করা হয়।

(৪৮) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও নূন্যতম করের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক)

এর বিলোপের ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর নূন্যতম কর হিসাবে গণ্য হবে, যথা:- (অ) কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার; (আ) তেল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও এর কোনো ডিলার বা এজেন্ট; (ই) তেল পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি; (ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি। তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৯ এর অধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কর্তৃত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে নূন্যতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

(৪৯) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন ও নূন্যতম করের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) তে উল্লেখিত “কার্বোনেটেড বেভারেজ” শব্দগুলোর পর “, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য” কমাগুলো ও শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর নূন্যতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে। তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য ও সিরামিক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে নূন্যতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

(৫০) জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২) এ “ব্যক্তি” শব্দটির পূর্বে “স্বাভাবিক” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

(৫১) রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

(৫২) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন।

(৫৩) রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে করদিবস বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ধৃত দায় অক্ষুণ্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:- $k = x + (x - g) \times 0.02$, যেখানে, k = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ; x = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেক্ষেত্রে কর পরিগণনা করা হতো সেক্ষেত্রে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং (আ) নূন্যতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এ আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; g = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি; x = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:- (অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে; (আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

(৫৪) সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৮২ ও ২১২ এর বিধানাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে, নিম্নবর্ণিত রিটার্নসমূহ সাধারণ

রিটার্ন বলে গণ্য হবে, যথা:- (ক) ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) অনুসারে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন; (খ) ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কর দিবসের মধ্যে এই আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। তবে যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্ন দাখিল করা যাবে।

(৫৫) অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কোনো করদাতা ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা-(ক) ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি এবং এরূপ বাতিল বা অকার্যকরের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন, যথা:- (অ) দাখিলকৃত রিটার্ন বাতিল বা অকার্যকরের নোটিশ করদাতার বরাবরে প্রেরণ; (আ) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বাতিল বা অকার্যকর সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিতকরণ; (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারা ১৮২ এর অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে।

রিটার্ন সম্পর্কিত সাধারণ জিজ্ঞাসা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১।	আয়কর আইন, ২০২৩ এ সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো সুযোগ আছে কী?	না। নেই। আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো বিধানানুযায়ী করদাতা সাধারণ পদ্ধতিতে কোনো রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন না।
২।	ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন করদাতা কী সাধারণ রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন?	না। তবে, করদাতা যদি উপ-কর কমিশনারের নোটিশ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন তাহলেই কেবল ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হবে।
৩।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সকল ক্ষেত্রে-ই কী ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে?	না। কোনো করদাতা যদি কর দিবসের মধ্যে তার সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন তবে তিনি ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করবেন। তিনি সকল প্রকারের কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন এবং ধারা ১৭৩ এর অতিরিক্ত কোনো অংক পরিশোধ করবেন না।
৪।	করদিবস পরবর্তীকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে নূতন করে কোনো প্রকারের কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে কী?	করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।
৫।	আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। তবে, যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে।
৬।	আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না।

৭।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশনা অনুসরণ না করে কোনো রিটার্ন কোনো রিটার্ন দাখিল করা হলে তা অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে।
৮।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে কী করতে হবে?	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে এ মর্মে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণভাবে পরিপালন করতে হবে।
৯।	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বিবেচিত হবার প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের পরিপালনের ব্যর্থতার ফলাফল কী?	কোনো করদাতা উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি। এতদভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন অডিটের জন্য উপযুক্ত হবে।
১০।	উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) আংশিক পরিপালনের সুযোগ রয়েছে কী?	না। উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে।

(৫৬) উৎস করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (৩) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে এবং উপ-ধারা (৪) বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এ আনীত সংশোধনী মাধ্যমে প্রতি মাসের ২৫ (পঁচিশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎস করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৪) বিলোপের মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ বাতিল করা হয়েছে।

(৫৭) হিসাব, দলিলাদি ইত্যাদি উপস্থাপন সংক্রান্ত ধারা ১৭৯ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৯ এর উপ-ধারা (১) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর অনুযায়ী উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, ধারা ১৬৬, ১৭৫ বা ১৭৬ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর অধীন যিনি রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন বা যার নিকট রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে এ ধরনের কোনো করদাতার রিটার্ন অডিট কার্যক্রম বা কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পূর্বের, এরূপ রেকর্ড, বহি, হিসাব, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

(৫৮) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে। ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি অনুসরণের ব্যর্থতায় কোনো রিটার্নকে আর কোনোভাবেই সাধারণ রিটার্ন গণ্য করে কর নির্ধারণের সুযোগ নেই। ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর এবং অন্যান্য অঙ্ক যা কম পরিগণনা করা হয়েছিল বা কম পরিশোধ করা হয়েছিল তার মাসিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে সরল সুদ পরিশোধ করতে হবে না। ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ১০ অনুযায়ী ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে বৎসরে রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে।

(৫৯) অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৪) এর প্রতিস্থাপন এবং উপ-ধারা (১৫) এর দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(৬০) পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয়ের তুলনায় ১৫% অধিক আয় প্রদর্শনের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে অডিট করা যাবে? ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১৪) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, কোনো করবর্ষের জন্য ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয় হতে অনূন ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয় প্রদর্শন করা হলে উক্ত রিটার্ন উপ-ধারা (১) এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে না, যথা:- (ক) কোনো ব্যাংক, ইস্যুরেন্স বা ফাইন্যান্স কোম্পানির রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন; (খ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে সর্বমোট ৫ (পাঁচ)

লক্ষাধিক টাকার কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হয়নি এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন; (গ) সম্পূর্ণ বা আংশিক করমুক্ত আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন; (ঘ) হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন; (ঙ) কর প্রত্যর্পণ দাবি করা হয়েছে বা কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন; (চ) করদাতা- (অ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে অংশ ৭ এর বিধানাবলি পরিপালনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হলে; বা (আ) ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করার ব্যর্থতায় ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত হলে; বা (ই) ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে।

(৬১) রিটার্ন কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে? ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৫) এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঙ) অনুযায়ী যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হওয়ার অনধিক ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে উক্ত রিটার্ন ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা অনুমোদন করতে হবে।

(৬২) কোনো করদাতা একসাথে একাধিক বছরের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে সেগুলো কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে? যে করবর্ষে রিটার্নগুলো দাখিল হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হবার পরবর্তী ২ করবর্ষের মধ্যে।

(৬৩) উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৩ এর উপাভূটিকা ও উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের ফলে এ ধারার উপাভূটিকা “রিটার্নের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” এর পরিবর্তে শুধুমাত্র “উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উপকর কমিশনার, ধারা ১৮৩ অধীন, সংশ্লিষ্ট রিটার্ন, দলিলাদি বা এ আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রদেয় আয়কর নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:- (ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন ধারা ১৭৫ এর অধীন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হলে; বা (খ) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১২) অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা (গ) কোনো ব্যক্তি ধারা ২১২ বা ২১৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা (ঘ) কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান অনুযায়ী আয়কর পরিশোধের যোগ্য হলে।

(৬৪) কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ধারা ১৯৭ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কর নির্ধারণ বা রিটার্ন প্রসেস সম্পন্ন করতে হবে, যথা:- (ক) ধারা ১৮১ অনুসারে রিটার্ন প্রসেসের ক্ষেত্রে যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ; (খ) যে করবর্ষে ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সে করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ; (গ) যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষ; (ঘ) ধারা ২৩৫ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ (তিন) করবর্ষ।

(৬৫) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৯৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৮ এর দফা (১) এর উপ- দফা (ঈ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (ঈ) অনুযায়ী পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার বা উপকর কমিশনার বা উপকর কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে কর পরিদর্শকও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হবে।

(৬৬) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত উপ-ধারা (৩) এ দফা ৪৪ ও ৪৫ সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত দফাসমূহ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ বা PSR দাখিলের বিধান করা হয়েছে, যথা:- হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে; সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে।

(৬৭) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ করদাতা যার ব্যবসা হতে আয় রয়েছে তিনি রিটার্ন

দাখিলের প্রমাণ তার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার অনূন ২০ (বিশ) হাজার এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারবেন।

(৬৮) নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭০ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭০ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ধারা ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৮১ ও ১৮৩ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর নোটিশের অমান্যতা করলেও এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপ করা যাবে।

(৬৯) রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭১ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের ব্যর্থতায় ধারা ২৭১ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৭০) কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২৮৫ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৫ এর উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এ স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৭১) আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (৫) এ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৭২) আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৭৩) হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৭৪) সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (ক) অনুযায়ী বোর্ড, আদেশ দ্বারা, করদিবস অনধিক ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে। প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ) অনুযায়ী মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় বিদ্যমান বলে সরকারের ঘোষণা বা আদেশ থাকলে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ জারির মাধ্যমে, এ আইনের কোনো বিধান পরিপালনের সময়সীমা প্রমার্জন করতে পারবে বা পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৭৫) বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন সংক্রান্ত প্রথম তফসিলের সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন এবং অংশ ৩ এর সংযোজন করা হয়েছে।

(৭৬) স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে করহার ১০০% অধিক প্রথম তফসিলের অংশ ১ এ সংযোজিত উপ-অনুচ্ছেদ (২ক) অনুযায়ী স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে। যে সকল ক্ষেত্রে ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে। প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত করহারের ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে, যথা:- (ক) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করার বা কোনো আয় বা তার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়; (খ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৭২ এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়; (গ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়; (ঘ) এ আইনের ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা (ঙ) এ আইনের অধীন করফাঁকি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম চলমান থাকলে।

(৭৭) অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা রহিতকরণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২ বিলোপ করা হয়েছে।

(৭৮) বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা সংক্রান্ত চতুর্থ তফসিলের সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনাও সংশোধন করা হয়েছে।

(৭৯) যে সকল দান বা অনুদান করমুক্ত করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১২) অনুযায়ী যেকোনো দান বা অনুদান মোট আয়ের বহির্ভূত থাকবে, যদি তা- (ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়। যে সকল শর্তে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৩) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৩) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ধৃত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত থাকবে, যথা:- (ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হতে হবে; এবং (খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত উক্তরূপ সত্তা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে না; (গ) দফা (১৩) এর উপ-দফা (খ) তে বর্ণিত শর্ত করবর্ষ ২০২৬-২০২৭ হতে প্রযোজ্য হবে; (ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হবে। এখানে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

(৮০) যে সকল শর্তে ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারীর হাতে ট্রাস্ট বা তহবিল হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৫) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৫) অনুযায়ী ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে তা করমুক্ত থাকবে।

(৮১) যে সকল শর্তে কতিপয় আইটি অ্যানুবন্ড সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২১) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (২১) অনুযায়ী ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তে ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসাসমূহ হতে উদ্ধৃত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় করমুক্ত থাকবে, যথা:- (ক) এআই বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development); (খ) ব্লকচেইন বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development); (গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing); (ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service); (ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service); (চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science); (ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service); (জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization); (ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service); (ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service); (ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service); (ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service); (ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital development); animation; (ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design); (ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing); (ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e- publication); (থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing); (দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service); (ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)। তবে, যে সকল খাতের আয় ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত করমুক্ত ছিলো কিন্তু প্রতিস্থাপিত বিধানে আর করমুক্ত নেই, তাদের ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষের আয় ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করমুক্ত থাকবে।

(৮২) আইসিএবি, আইসিএমএবি ও আইসিএসবি এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনসমূহ কর্তৃক কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা জারি করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৮) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) গুলোর সকল প্রকারের আয়কে করযোগ্য করা হয়েছে। ফলে, এ সকল ইনস্টিটিউটসমূহকে কোম্পানি হিসাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

(৮৩) সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত পেনশন করমুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৪) সংযোজিত হয়। সংযোজিত দফা (৩৪) অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় পেনশন বাবদ উদ্ধৃত যেকোনো আয় করমুক্ত থাকবে।

(৮৪) যে শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে গৃহীত দান করমুক্ত করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৫) এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত দফা (৩৫) অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হবার শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ করমুক্ত থাকবে। তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(৮৫) যে শর্তে শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত অনধিক ৫০ লক্ষ টাকার মূলধনি আয় করমুক্ত করা হয়েছে।

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং (খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্রেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

(৮৬) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর প্রায়োগিক স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। অংশ ২ এ উল্লিখিত “মোট আয় হইতে বিয়োজন” এর পরিবর্তে “মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন” শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

(৮৭) করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ উল্লিখিত “বা” শব্দটির পরিবর্তে “এবং” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হবে। সংশোধনীর মাধ্যমে করণিক ত্রুটি দূরীভূত হলো।

(৮৮) সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর দফা (৭) এর উপ-দফা (গ) এর পর উপ-দফা (ঘ) সংযোজিত হয়। সংযোজিত উপ-দফা (ঘ) অনুযায়ী অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদেয় যেকোনো পরিমাণ চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ।

(৮৯) কতিপয় ভৌত অবকাঠামোর কর অবকাশ সুবিধার বিলোপ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এর বিলোপ করা হয়েছে। এ বিলোপের ফলে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামোসমূহের কর অবকাশের মেয়াদ আর বর্ধিত হলো না। তবে, ইতোমধ্যে যে সকল ভৌত অবকাঠামো উক্ত কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত সুবিধার মেয়াদ এখনো অবশিষ্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে উক্ত কর অবকাশ সুবিধা মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(৯০) বিশেষ করহার সংক্রান্ত সপ্তম তফসিলের সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন এবং অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে।

(৯১) কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫% করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত “কোম্পানি” শব্দটির পর “তহবিল ও ট্রাস্ট” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫% হবে।

(৯২) রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানির এস প্রাপ্তির উপর করহার ২০% করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলে অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানি (যেমন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, যার সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নেই) কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো প্রকারের এস আয়ের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হবে এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত লিখিত আদেশে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হবে। তবে, -(১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:- (ক) করমুক্ত কোনো আয়; (খ) কোনো দান বা অনুদান; (গ) কোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক; (২) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নেই এরূপ কোম্পানির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(৯৩) ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩ক এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ নূতন দফা (এ) এর সংযোজন করা হয়েছে।

(৯৪) ভ্রমণ কর আদায়ে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধারা ৩ক এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঘ) অনুযায়ী আদায়কৃত ভ্রমণ কর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২১ ও ২৭৫ এ উল্লেখিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

(৯৫) ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ সংযোজিত নূতন দফা (এ) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যেকোন উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম উৎস আয়কর কর্তন হারের তালিকা :

Table-1

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
2.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

(a) two percent (2%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-2 below: –

Table-2

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	07.03	0703.20.90	Garlic: Other
2.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
4.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
5.	25.23	2523.10.20	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
6.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry
7.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
8.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type
9.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirit
10.	27.10	2710.12.20	Spirit type jet fuel
11.	27.10	2710.12.31	White spirit
12.	27.10	2710.12.32	Naphtha
13.	27.10	2710.12.39	Other
14.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
15.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
16.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
17.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
18.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
19.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils
20.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
21.	27.10	2710.12.69	Other
22.	27.10	2710.19.11	Furnace oil

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
23.	27.10	2710.19.19	Other
24.	27.11	2711.12.00	Propane
25.	27.11	2711.13.00	Butanes
26.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
27.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
28.	41.02	4102.10.00	Raw Skins of Sheep or Lambs with Wool On
29.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on: Pickled
30.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs- Without wool on other
31.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-Of reptiles
32.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins-Other
33.	72.13	All H.S. Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel
34.	72.14	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
35.	72.15	All H.S. Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel
36.	72.16	All H.S. Code	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel
37.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
38.	84.08	8408.90.90	Other
39.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
40.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
41.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
42.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set;
43.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/ PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; Motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input- Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(b) taka five hundred per ton in the case of import of goods specified in the Table-3 below:

Table-3

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
১.	৭২.০৩	All H.S. Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
২.	৭২.০৪	All H.S. Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
৩.	৭২.০৬	৭২০৬.১০.০০	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading ৭২.০৩)-Ingots
৪.	৭২.০৭	All H.S. code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel

፪.	፳፩.፬፻	፳፩፬፻.፬፬.፬፬	Vessels and other floating structures for breaking up:
----	-------	------------	--

Table-4

(c) zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import of goods specified in the Table-4 below:-

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species Gallus domesticus: Parent Stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10.	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
11.	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12.	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)-Fry
13.	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (Anguilla spp.)-Fry
14.	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)-Fry
15.	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16.	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp.,

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			Panulirus spp., Jasus spp.): Fry
17.	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (Homarus spp.): Fry
18.	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19.	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon): Fry (New created)
20.	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21.	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22.	05.11	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of Customs Act,2023, unfit for human consumption.
23.	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24.	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
25.	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26.	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27.	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
28.	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29.	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30.	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31.	07.03	0703.10.19	Onions: Other
32.	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33.	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34.	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
35.	07.13	0713.90.90	Other: Other
36.	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37.	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38.	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39.	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40.	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
41.	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
42.	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43.	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other
44.	1201.10	1201.10.90	Soya beans whether or not broken. Seed: Other
45.	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken.

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			Other: Other
46.	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
47.	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
48.	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
49.	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
50.	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
51.	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
52.	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
53.	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
54.	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass (poa pratensis L.) seeds
55.	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds
56.	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
57.	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
58.	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
59.	12.09	1209.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
60.	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
61.	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Refined
62.	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other: Other
63.	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
64.	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
65.	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
66.	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
67.	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
68.	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
69.	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023
70.	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/canned up to 2.5 kg
71.	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
72.	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Wrapped/canned up to 2.5 kg

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
73.	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
74.	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
75.	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
76.	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
77.	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
78.	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
79.	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
80.	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
81.	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
82.	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of cotton seeds
83.	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of linseed
84.	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of sunflower seeds
85.	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
86.	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of rape or colza seeds: Other
87.	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of coconut or copra
88.	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Of palm nuts or kernels
89.	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023 Other
90.	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by- products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
91.	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
92.	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
93.	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
94.	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
95.	23.09	2309.90.19	Other
96.	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non- agglomerated
97.	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Agglomerated
98.	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
99.	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
100.	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
101.	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
102.	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refinedborax): Other
103.	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine
104.	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
105.	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
106.	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
107.	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
108.	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
109.	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
110.	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
111.	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
112.	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution
113.	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub-headings
114.	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35 % or more of diphosphorus pentaoxide (P ₂ O ₅): Triple superphosphates
115.	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
116.	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
117.	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRSTSCHEDULE of Customs Act, 2023 in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
118.	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium
119.	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
120.	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and Potassium
121.	31.05	3105.90.00	Other
122.	39.07	3907.61.10	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
123.	39.07	3907.61.90	Poly (ethylene terephthalate): Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
124.	39.07	3907.69.10	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn Manufacturer
125.	Chapter 47 of First Schedule of customs Act,2023	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
126.	49.02	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
127.	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
128.	52.02	5202.99.90	Other
129.	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
130.	55.01	5501.30.10	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
131.	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
132.	55.03	5503.20.00	Of polyesters
133.	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
134.	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
135.	55.04	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
136.	55.05	All H.S code	Waste (including noils, yarn waste and garneted stock) of man- made fibres.
137.	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
138.	55.06	5506.20.00	Of polyesters
139.	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic
140.	55.06	5506.90.00	Other
141.	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
142.	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
143.	7108	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
144.	7108	7108.12.90	Other
145.	7108	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
146.	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
147.	84.07	8407.90.90	Other
148.	84.08	8408.90.90	Other
149.	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
150.	84.43	8443.32.10	Computer printer
151.	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
152.	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
153.	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of Customs Act, 2023
154.	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving Apparatus
155.	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
156.	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
157.	8523	8523.29.12	Database operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
158.	85.23	8523.29.90	Other
159.	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
160.	85.23	8523.49.90	Other
161.	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
162.	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
163.	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
164.	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
165.	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: -Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
166.	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
167.	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
168.	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
169.	87.13	8713.90.00	Wheel Chair]
170.	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
171.	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
172.	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg
173.	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/Baby warmer
174.	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation catheter, balloons, stents
175.	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
176.	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
177.	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
178.	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
179.	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
180.	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
181.	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
182.	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
183.	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
184.	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
185.	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
186.	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
187.	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
188.	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind
189.	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
190.	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
191.	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose
192.	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(d) Zero percent (0%) on the value of imported goods in the case of import from Bhutan of the following of the following goods specified in the Table-5 below:

Table-5

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms: Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
26.	25.21	2521.00.91	Boulder limestone
27.	25.21	2521.00.99	Other
28.	38.16	3816.00.90	Other
29.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
30.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks,

Sl No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
31.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour.
32.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
33.	72.07	7207.19.00	Other:

(e) Three percent (3%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-6 below:

Table-6

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	04.02	0402.10.91	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%- other
2.	04.02	0402.21.9 1	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
3.	25.06	2506.10.0 0	Quartz
4.	25.06	2506.20.0 0	Quartzite
5.	25.07	2507.00.1 1	China clays
6.	25.08	2508.40.1 1	Ball clays
7.	25.08	2508.30.00	Fire clay
8.	25.17	2517.10.10	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat- treated
9.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
10.	25.20	2520.20.00	Plasters
11.	25.21	2521.00.10	Limestone only used for cement manufacturing
12.	25.26	2526.20.00	Talc
13.	25.29	2529.10.00	Feldspar
14.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
15.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
16.	27.04	2704.00.00	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
17.	28.18	2818.20.10	Aluminium oxide, other than artificial corundum
18.	28.35	2835.26.00	Other phosphates of calcium
19.	28.36	2836.50.00	Calcium carbonate
20.	28.39	2839.19.00	commercial alkali metal silicates of potassium
21.	32.07	3207.30.00	Liquid lustres and similar preparations

22.	32.07	3207.40.00	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
23.	32.08	3208.20.91	Cover coat/medium
24.	35.06	3506.91.10	Elastic/construction glue
25.	48.04	4804.11.00	Kraftline- Unbleached
26.	48.11	4811.90.11	Melamine/Decalcomania Paper
27.	53.05	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media
28.	72.08	7208.39.20	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
29.	76.01	7601.10.10	Aluminium ingot
30.	76.06	7606.11.10	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular (including square); Of Aluminium, not alloyed
31.	76.06	7606.12.10	Of Aluminium, alloys
32.	76.07	7607.11.10	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
33.	76.07	7607.19.10	Aluminium foil lacquered
34.	76.07	7607.20.92	Co-polymer coated aluminium tape
35.	79.01	7901.11.9 0	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

(f) Twenty percent (10%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-7 below:

Table-7

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06.03	All H. S Code	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
2.	06.04	All H. S Code	Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
3.	08.01	All H. S Code	Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
4.	08.02	All H. S Code	Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
5.	08.03	All H. S Code	Bananas, including plantains, fresh or dried.
6.	08.04	All H. S Code	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
7.	08.05	All H. S Code	Citrus fruit, fresh or dried.
8.	08.06	All H. S Code	Grapes, fresh or dried.
9.	08.07	All H. S Code	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.

10.	08.08	All H. S Code	Apples, pears and quinces, fresh.
11.	08.09	All H. S Code	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
12.	08.10	All H. S Code	Other fruit, fresh.
13.	08.11	All H. S Code	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
14.	08.12	All H. S Code	Fruit and nuts, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption.
15.	08.13	All H. S Code	Fruit, dried, other than that of Headings Nos. 08.01 to 08.06; Mixtures of nuts or dried fruits
16.	08.14	All H. S Code	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.
17.	67.02	All H. S Code	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit.

(g) Twenty percent (20%) on the value of the imported goods in the case of import of goods specified in the Table-8 below:

Table-8

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength $\geq 80\%$ By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits Of Any Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits From Distilled Grape Wine or Grape Marc
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum And Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin And Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs And Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes And Toilet Waters
11.			
12.			
13.			
14.			

- যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।
- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য” বলিতে বুঝাইবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।
- উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা।-আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংক সরকারী কোষাগারে নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক জমা প্রদান করিতে হইবে:-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর জামাদানের হিসাব কোড :

আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক হিসাব কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হলো:

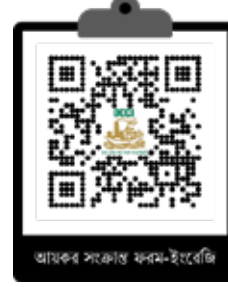
কর অঞ্চল	আয়কর কোম্পানী-সমূহ	আয়কর কোম্পানী-ব্যতিত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

২০। আয়কর আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ
আর কোডগুলো স্ক্যান করুন :-

২০.১। পরিশিষ্ট-৩ : আয়কর আইন-২০২৩



২০.৫। পরিশিষ্ট-৭ : আয়কর ফরম-২০২৪ (ইংরেজি)



২০.২। পরিশিষ্ট-৪ : অর্থ আইন-২০২৪



২০.৬। পরিশিষ্ট-৮ : আয়কর ফরম-২০২৪ (বাংলা)



২০.৩। পরিশিষ্ট-৫ : আয়কর পরিপত্র-২০২৪



২০.৭। পরিশিষ্ট-৯ : আয়কর সংক্রান্ত তফসিল

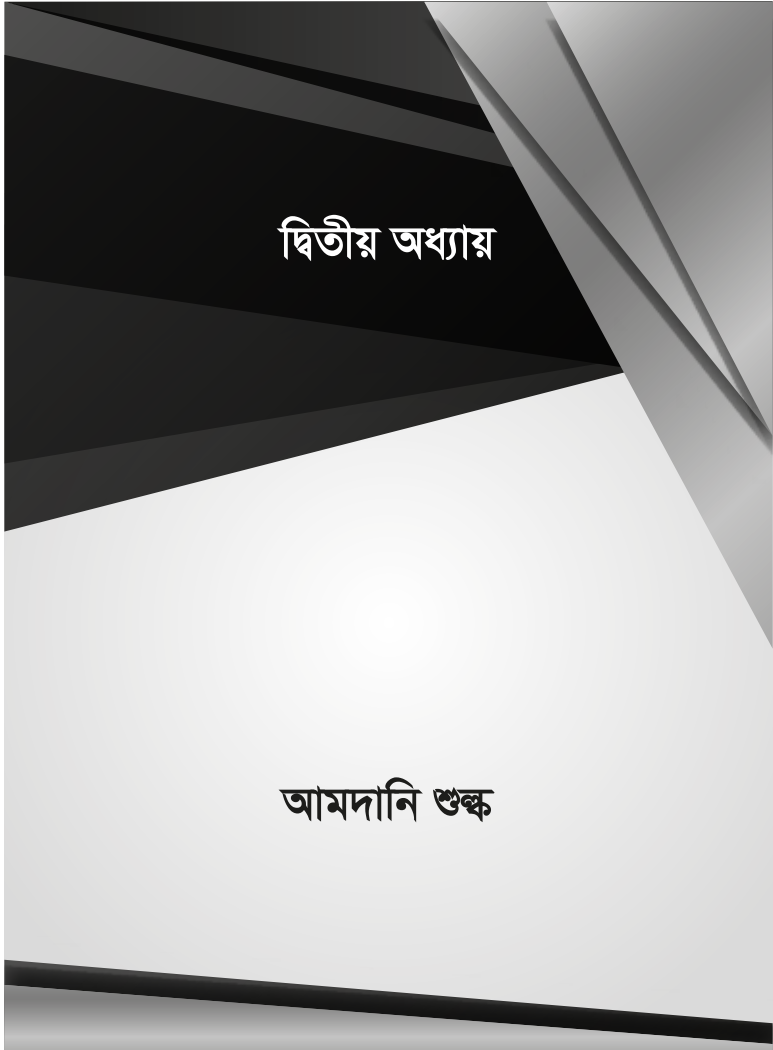


২০.৪। পরিশিষ্ট-৬ : আয়কর ও অনলাইন রিটার্ন
নির্দেশিকা -২০২৪



২০.৮। পরিশিষ্ট-৯ : সাধারণ আদেশসমূহ





দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি শুল্ক

দ্বিতীয় অধ্যায় আমদানি শুল্ক

১.১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন কাস্টমস আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

এস, আর, ও নং ১৫৩-আইন/২০২৪, তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪ ইং দ্বারা ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইবে।

১.২ সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (১) “আপিল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ২২৫ এর অধীন গঠিত কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;
- (২) “আমদানি” অর্থ বিদেশ হইতে কোনো পণ্য বাংলাদেশে আনয়ন করা;
- (৩) “আমদানিকারক” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্বয়ং বা যাহার পক্ষে কোনো পণ্য আমদানি করা হয়, এবং উক্ত পণ্য আমদানির সময় হইতে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত উহার মালিক বা দখলের অধিকার বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ প্রাপক (consignee) বা ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “আমদানিকৃত” অর্থ বিদেশ হইতে বাংলাদেশে আনীত হইয়াছে বা প্রবেশ করানো হইয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য, এবং বাংলাদেশে আনীত বা আগত কোনো পরিত্যক্ত (derelict) পণ্য, জাহাজ হইতে নিষ্কৃত (jetsam) পণ্য, ডুবন্ত জাহাজের ভাসমান (flotsam) পণ্য বা উহার ধ্বংসাবশেষও (wreck) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫) “আমদানি শুল্ক ও কর” অর্থ পণ্য আমদানির সহিত সম্পর্কিত বা আমদানিকৃত পণ্যের উপর ধারা ১৮, ১৯, ২০ ও ২৩ এর অধীন আরোপণীয়, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস শুল্ক ও অন্য কোনো শুল্ক, কর বা চার্জ এবং রেগুলেটরি, কাউন্টারভেইলিং, অ্যান্টি-ডাম্পিং ও সেইফগার্ড শুল্ক; তবে ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য ফি বা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষে বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত কোনো চার্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৬) “উপকূলীয় পণ্য” অর্থ কাস্টমস শুল্ক পরিশোধিত হয় নাই এইরূপ আমদানিকৃত পণ্য ব্যতীত বাংলাদেশের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে নৌযানযোগে পরিবহণকৃত পণ্য;
- (৭) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” অর্থ পণ্য আমদানি বা রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সরকারি সংস্থা;
- (৮) “এজেন্ট” অর্থ শিপিং এজেন্ট, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, কার্গো এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্টসহ ধারা ২৪৩ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ধারা ২৪৪ এর অধীন কার্যাবলি পরিচালনা করিবার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৯) “ওয়ারহাউস” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন ঘোষিত বা ধারা ১২ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো স্থান;
- (১০) “ওয়ারহাউসিং স্টেশন” অর্থ ধারা ১০ এর অধীন ওয়ারহাউসিং স্টেশন হিসাবে ঘোষিত কোনো স্থান;
- (১১) “কার্গো ঘোষণা” অর্থ ধারা ৪৮ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৫ এর অধীন প্রদত্ত কোনো কার্গো ঘোষণা;
- (১২) “কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;
- (১৩) “কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;
- (১৪) “কাস্টমস এলাকা” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন নির্ধারিত কাস্টমস স্টেশনের সীমা, এবং আমদানিকৃত বা রপ্তানির জন্য কোনো পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড় প্রদানের পূর্বে যে এলাকায় সাধারণত রক্ষিত থাকে সেই এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৫) “কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা নিয়োজিত কোনো কাস্টমস কম্পিউটরাইজড প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, যাহা এতদংশশ্লিষ্ট অন্যান্য পদ্ধতির সহিত উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয়ভাবে আন্তঃসংযোগকৃত;
- (১৬) “কাস্টমস কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা;
- (১৭) “কাস্টমস বিমানবন্দর” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন কাস্টমস বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষিত কোনো বিমানবন্দর;

- (১৮) “কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ” অর্থ বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে পণ্য আমদানি, রপ্তানি, ট্রানজিট, স্থানান্তর ও মজুদ এবং আমদানিকৃত পণ্যের অবস্থান ও স্থানান্তর সম্পর্কিত এই আইনের বিধানসমূহের প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যক্রম;
- (১৯) “কাস্টমস পদ্ধতি” অর্থ কাস্টমস বিষয়ক নিম্নবর্ণিত যে কোনো পদ্ধতি, যথা:-

- (ক) দেশীয় ভোগের জন্য ছাড় প্রদান;
- (খ) সাময়িক আমদানি;
- (গ) ইনওয়ার্ড প্রসেসিং;
- (ঘ) আউটওয়ার্ড প্রসেসিং;
- (ঙ) কাস্টমস ওয়ারহাউসিং;
- (চ) ট্রানজিট;
- (ছ) ট্রানশিপমেন্ট;
- (জ) রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী;
- (ঝ) রপ্তানি; বা
- (ঞ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো পদ্ধতি;

- (২০) “কাস্টমস বন্দর” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন কাস্টমস বন্দর হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;
- (২১) “কাস্টমস মূল্য (assessable value)” অর্থ ধারা ২৭ অনুযায়ী নিরূপিত মূল্য, যাহা কোনো পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক আরোপণের ভিত্তি;
- (২২) “কাস্টমস শুল্ক” অর্থ প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোনো শুল্ক, অথবা বাংলাদেশে পণ্য প্রবেশ বা প্রস্থান সংক্রান্ত প্রচলিত অন্য কোনো আইনের অধীন প্রদেয় কোনো শুল্ক;
- (২৩) “কাস্টমস স্টেশন” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন, সময় সময়, ঘোষিত কোনো কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো, কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ- কন্টেইনার টার্মিনাল, বা অনুরূপ অন্য কোনো এলাকা;
- (২৪) “চোরাচালান” অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বিধি- নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া অথবা আরোপণীয় কাস্টমস শুল্ক বা কর ফাঁকি দিয়া নিম্নবর্ণিত কোনো পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন করা বা বাহিরে লইয়া যাওয়া, যথা:-

- (ক) মাদক দ্রব্য, নেশাজাতীয় ঔষধ বা সাইকোট্রপিক বস্তু;
- (খ) স্বর্ণবার, রৌপ্যবার, প-টিনাম, প্যালাডিয়াম, রেডিয়াম, মহামূল্যবান পাথর, মুদ্রা অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য, প-টিনাম, প্যালাডিয়াম বা কোনো মহামূল্যবান পাথরের তৈরিবস্তু অথবা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যমানের কোনো পণ্য;
- (গ) কোনো জাহাজ, নৌযান, উড়োজাহাজ বা অন্য কোনো যানবাহনের কোনো স্থানে অথবা কোনো ব্যাগেজ বা কোনো পণ্যের মধ্যে বা কোনো ব্যক্তির দেহে যে কোনো প্রকারে লুকানো (concealed) কোনো পণ্য; বা
- (ঘ) ধারা ৮ বা ধারা ৯ এর অধীন ঘোষিত কোনো রুট ব্যতীত অন্য কোনো রুটে (route) কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হইতে আনীত বা বাহিরে লওয়া কোনো পণ্য; এবং উক্ত পণ্য উল্লিখিতভাবে আনয়ন করিবার বা বাহিরে নেওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টা, প্ররোচনা বা সমর্থনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সকল সমজাতীয় শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহের ব্যাখ্যা তদনুসারে হইবে; বা
- (ঙ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো পণ্য;

- (২৫) “জেটি (wharf)” অর্থ ধারা ৯ এর দফা (খ) এর অধীন কাস্টমস বন্দরে পণ্য বা কোনো পণ্যশ্রেণি বোঝাই ও খালাস করিবার জন্য অনুমোদিত কোনো স্থান;
- (২৬) “দণ্ডবিধি” অর্থ চব্বত্থ ঈডুফব, ১৮৬০ (Act No. XLV of 1860);
- (২৭) “দেওয়ানি কার্যবিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);
- (২৮) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি বা, ক্ষেত্রমত, আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত;
- (২৯) “ন্যায়নির্ণয়ন (adjudication)” অর্থ জরিমানা আরোপযোগ্য কাস্টমস অপরাধ বিষয়ে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- (৩০) “পণ্য” অর্থ যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি এবং নিম্নবর্ণিত পণ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

- (ক) যানবাহন;

- (খ) রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী;
- (গ) ব্যাগেজ;
- (ঘ) ইলেক্ট্রনিক ডাটা;
- (ঙ) মুদ্রা এবং বিনিময়যোগ্য দলিলপত্র (negotiable instruments); এবং
- (চ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোনো পণ্য;
- (৩১) “পণ্য ঘোষণা” অর্থ ধারা ৮১ এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো পণ্যের ঘোষণা;
- (৩২) “পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস (H.S. Classification)” অর্থ World Customs Organization (WCO) কর্তৃক উদ্ভাবিত Harmonized Commodity Description and Coding System অনুসরণপূর্বক প্রণীত, এই আইনের প্রথম তফসীল অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস;
- (৩৩) “সভাপতি” অর্থ আপিল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি;
- (৩৪) “ফৌজদারি কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);
- (৩৫) “বাংলাদেশ কাস্টমস জলসীমা” অর্থ বাংলাদেশের যথোপযুক্ত উপকূলের তটরেখা হইতে পরিমাপকৃত ২৪ (চব্বিশ) নটিক্যাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে বিস্তৃত জলসীমা;
- (৩৬) “বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান” অর্থ বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী অধিবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তিসংঘ;
- (৩৭) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;
- (৩৮) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President’s Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (৩৯) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো কোম্পানি, অংশীদারিত্বমূলক কারবার, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সমিতি বা ব্যক্তি সংঘও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪০) “ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ-
- (ক) নৌযানের ক্ষেত্রে, মাস্টার;
- (খ) উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে, কমান্ডার বা পাইলট;
- (গ) রেলওয়ে ট্রেনের ক্ষেত্রে, কন্ডাক্টর, পরিচালক বা পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি; বা
- (ঘ) অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে, চালক বা উহার নিয়ন্ত্রণকারী;
- (৪১) “মাস্টার” অর্থ, নৌযানের ক্ষেত্রে, পাইলট বা হারবার মাস্টার ব্যতীত উক্ত নৌযানের উপর কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি;
- (৪২) “যথাযথ কর্মকর্তা (appropriate officer)” অর্থ এই আইনের অধীন কোনো দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, এই আইনের দ্বারা বা অধীন, উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা;
- (৪৩) “যানবাহন” অর্থ জলে, স্থলে বা আকাশপথে পণ্য বা যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো প্রকারের যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন;
- (৪৪) “রপ্তানি শুল্ক ও কর” অর্থ পণ্য রপ্তানির সহিত সম্পর্কিত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের উপর আরোপণীয় কাস্টমস শুল্কসহ অন্য সকল প্রকারের শুল্ক, কর বা চার্জ, তবে ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য ফি বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষে বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত চার্জ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৪৫) “রপ্তানিকারক” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্বয়ং বা যাহার পক্ষে কোনো পণ্য রপ্তানি করা হয়, এবং উক্ত পণ্য রপ্তানির ঘোষণা প্রদানের পর এবং রপ্তানির পূর্ব পর্যন্ত উহার মালিক বা দখলের অধিকার বা স্বার্থ রহিয়াছে বা থাকিবে, এইরূপ প্রেরক (consignor) বা ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৬) “রপ্তানি কার্গো ঘোষণা” অর্থ ধারা ৫৫ এর অধীন প্রদত্ত কোনো রপ্তানি কার্গো ঘোষণা;
- (৪৭) “রসদ ও ভান্ডার” অর্থ কোনো যানবাহনে ব্যবহারের জন্য বা সঞ্চিত কোনো পণ্য এবং, তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য হটক বা না হটক, জ্বালানি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ এবং যানবাহনের যাত্রীদের নিকট খুচরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত যানবাহনে বহনকৃত অন্য কোনো পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৮) “শুল্ক ও কর” অর্থ আমদানি শুল্ক ও কর অথবা রপ্তানি শুল্ক ও কর;
- (৪৯) “স্থল কাস্টমস স্টেশন” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসহ স্থল কাস্টমস স্টেশন হিসাবে ঘোষিত কোনো স্থান।

১.৩ আইনের প্রাধান্য:

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

২.১ বন্দর, বিমান বন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন, ইত্যাদি ঘোষণা

২.১.১ কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর, ইত্যাদি ঘোষণা

(১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) যে সকল বন্দর ও বিমানবন্দরে আমদানিকৃত পণ্য বা পণ্যশ্রেণি নামানো হয় এবং রপ্তানিতব্য পণ্য বা পণ্যশ্রেণি বোঝাই করা হয়, সেই সকল বন্দর ও বিমানবন্দরকে, যথাক্রমে, কাস্টমস বন্দর ও কাস্টমস বিমানবন্দর হিসাবে;

(খ) যে স্থানে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত পণ্য নামানো হয় বা রপ্তানিতব্য পণ্য বোঝাই করা হয় অথবা যে কোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণি নামানো বা বোঝাই করা হয়, সেই সকল স্থানকে স্থল কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল হিসাবে; এবং

(গ) কোন কোন রুটের মাধ্যমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত, কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণি স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে বা কোন স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস স্টেশন বা কোন সীমান্ত দিয়া আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে, উহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনো রুটকে কাস্টমস রুট হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কেবল সে সকল স্থানকে কাস্টমস বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে, যে সকল স্থান হইতে বাংলাদেশের কোনো নির্ধারিত কাস্টমস বন্দরের সহিত উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনা করা হয় এবং, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যাহা কাস্টমস হাউস এবং উহার সীমানা হিসাবে গণ্য হয়।

৩.১ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেণ্ট প্রদান

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন কোন কোন দলিল বা পেমেণ্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিল বা প্রদান করা যাইবে উহা নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেণ্ট প্রদান করিবার পদ্ধতি এবং তদুপস্থিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩.২ ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ:

বোর্ড ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিলকৃত দলিল বা প্রদানকৃত পেমেণ্ট সম্পর্কিত তথ্য ইলেকট্রনিক রেকর্ডে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করিবে।

৩.৩ ২০০৬ সনের ৩৯ নং আইনের প্রযোজ্যতা

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দলিল দাখিল বা পেমেণ্ট প্রদানের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৪.১ আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ

৪.১.১ নিষিদ্ধকরণ (prohibition) এবং নিয়ন্ত্রণ

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না, যথা:-

(ক) নকল ধাতব মুদ্রা;

(খ) জাল বা নকল কারেন্সি নোট এবং অন্য কোনো নকল দ্রব্য;

(গ) কোনো অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, ড্রইং, প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র বা বস্তু, ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং, সিডি অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে রেকর্ডিং;

(ঘ) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আনিত পণ্য;

(ঙ) নকল ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য;

(চ) দণ্ডবিধির আওতাধীন নকল ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্য অথবা ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মিথ্যা ট্রেড বর্ণনা সংবলিত পণ্য;

(ছ) বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত খণ্ড পণ্যসমূহ (piece- goods) (যাহা সাধারণত দৈর্ঘ্য বা খণ্ড হিসাবে বিক্রয় করা হয়), যদি না বাংলাদেশে আপাতত প্রযোজ্য প্রমিত (standard) মিটারে বা অন্য কোনো পরিমাপে উহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সংখ্যায় প্রতিটি খণ্ডে সুস্পষ্টভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে মুদ্রিত থাকে;

(জ) বাংলাদেশে বলবৎ পেটেন্ট আইনের এর অধীন কোনো পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

- (বা) বাংলাদেশে বলবৎ কপিরাইট আইনের এর অধীন কোনো কপিরাইট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;
 (এও) অন্য কোনো আইনের অধীন নিষিদ্ধ কোনো পণ্য; এবং
 (ট) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন বা বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

৫.১ কাস্টমস শুল্ক আরোপ ও অব্যাহতি

৫.১.১ শুল্কযোগ্য পণ্য

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত সকল পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত হারে কাস্টমস শুল্ক প্রদেয় হইবে:
 তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপণীয় কোনো শুল্ক ও কর আরোপ বা আদায় করা হইবে না, যদি কোনো একটি চালানের পণ্যমূল্য ২ (দুই) হাজার টাকার অধিক না হয়।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি- নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল বা যে কোনো পণ্যের উপর উক্ত তফসিলে নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের দ্বিগুণের অধিক নয়, এমন হারে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।
 ব্যাখ্যা।- কোনো পণ্যের উপর রেগুলেটরি শুল্কের হার উক্ত পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত আরোপযোগ্য কাস্টমস শুল্ক হারের অধিক হইতে পারিবে, তবে উক্ত রেগুলেটরি শুল্ক উক্ত তফসিলের সর্বোচ্চ কাস্টমস শুল্ক হারের দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না।
- (৩) উপ ধারা (২) এর অধীন আরোপিত রেগুলেটরি শুল্ক উপ ধারা (১) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।
- (৪) উপ ধারা (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন পূর্বে রহিত করা না হইলে, যেই অর্থ- বৎসরে উহা জারি করা হইয়াছে সেই অর্থ- বৎসর সমাপনান্তে (ড়হ ঃযব বীঢ়রু) উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হইয়া যাইবে।

৫.১.২ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ

- (১) যদি কোনো দেশ বা এলাকা কোনো পণ্যের প্রস্তুত বা উৎপাদন অথবা উক্ত স্থান হইতে রপ্তানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত পণ্য পরিবহণে ভর্তুকিসহ অন্য কোনো ভর্তুকি প্রদান করে, তাহা হইলে, উক্ত পণ্য যে দেশে প্রস্তুত, উৎপাদিত বা ভিন্নভাবে প্রাপ্ত, সেই দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হউক বা না হউক এবং উহা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত দেশ হইতে রপ্তানির সময়ে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় বা প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন দ্বারা বা ভিন্নভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় আমদানি করা হউক না কেন, উক্ত পণ্য আমদানির ফলে অনুরূপ দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং আমদানির সহিত দেশীয় উক্ত শিল্পের ক্ষতির কার্যকারণ সম্পর্ক থাকিলে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশক্রমে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার উপর উক্ত ভর্তুকির অধিক নহে, এইরূপ পরিমাণ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

- (ক) রপ্তানিকারক বা উৎপাদক দেশের অভ্যন্তরে সরকার বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা থাকে, যেখানে-
- (অ) সরকারের কোনো প্রচলিত কার্যক্রম, যাহাতে সরাসরি তহবিল হস্তান্তর (কোনো অনুদান, ঋণ এবং অংশীদারি মূলধন প্রবাহসহ) অথবা তহবিল বা দায় বা উভয়ের সম্ভাব্য (potential) সরাসরি হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট থাকে;
- (আ) সরকারি রাজস্ব, যাহা অন্যবিধভাবে প্রাপ্য থাকা সত্ত্বেও ছাড় দেয়া হয় বা আদায় করা না হয় (আর্থিক প্রণোদনাসহ);
- (ই) সরকার সাধারণ অবকাঠামো ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা প্রদান করে অথবা পণ্য ক্রয় করে;
- (ঈ) উপ- দফা (অ) (আ) বা (ই) তে বর্ণিত এক বা একাধিক ধরনের কার্যক্রম, যাহা সচরাচর সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহা পরিচালনার জন্য সরকার কোনো অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় তহবিল সরবরাহ করে অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে অথবা নির্দেশ প্রদান করে, যাহার প্রচলিত পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে সরকার কর্তৃক সচরাচর অনুসৃত পদ্ধতি হইতে ভিন্ন না হয়; অথবা

- (খ) সরকার যে কোনো ধরনের আয় বা মূল্য সহায়তা প্রদান করে বা বহাল রাখে, যাহা উক্ত দেশ হইতে কোনো পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি বা উক্ত দেশে কোনো পণ্যের আমদানি হ্রাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হয় এবং ইহার ফলে কোনো সুবিধা প্রদত্ত হয়।
- (২) ভতুর্কির পরিমাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে, সরকার, এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত ভতুর্কির অধিক নহে এইরূপ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই উপ- ধারার অধীনে আরোপ করিতে পারিবে, এবং যদি উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত ভতুর্কির পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সরকার-
- (ক) উক্ত ভতুর্কি নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত নির্ধারণের পরে উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং
- (খ) এইরূপ হ্রাস করিবার ফলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায় হইয়াছে উহা ফেরত প্রদান করিবে।
- (৩) উপ- ধারা (১) বা (২) এর অধীন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপিত হইবে না, যদি না ইহা নিরূপিত হয় যে-
- (ক) ভতুর্কি কোনো রপ্তানি সক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত; বা
- (খ) ভতুর্কি রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিবর্তে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কিত; অথবা
- (গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত কতিপয় সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে ভতুর্কি প্রদান করা হইয়াছে, যদি না উক্ত ভতুর্কি-
- (অ) প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে পরিচালিত গবেষণা কার্যের জন্য; বা
- (আ) রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরে কোনো অনগ্রসর এলাকার সহায়তার জন্য; বা
- (ই) নূতন পরিবেশগত আবশ্যিকতার সহিত বিদ্যমান সুবিধাদির অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য- প্রদান করা হয়।
- (৪) যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, ভতুর্কি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণে আমদানির ফলে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি হইয়াছে, যাহা পূরণ করা কঠিন এবং যেক্ষেত্রে উক্ত স্বার্থহানির পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার জন্য ভূতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ- ধারা (২) এর অধীন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোনো তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে উহা উক্ত উপ- ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের পূর্বে হইবে না এবং, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত শুল্ক এই উপ- ধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।
- (৫) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত অন্যান্য শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।
- (৬) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পুনর্বিবেচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে ভতুর্কি কার্যক্রম এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময় সময়, এই শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য মেয়াদের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে:
- আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোনো পুনর্বিবেচনা কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত না হয়, তাহা হইলে, পুনর্বিবেচনার ফলাফল সাপেক্ষে, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ১ (এক) বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।
- (৭) সরকার, সময় সময় যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপ- ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত ভতুর্কির পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ পণ্য শনাক্তকরণ ও আমদানির পর এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক নিরূপণ ও আদায় করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (৮) এই ধারার অধীন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের কোনো কার্যক্রম শুরু করা যাইবে না, যদি না কোনো স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা স্ব- প্রণোদিত হইয়া বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে, কোনো নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভতুর্কির কারণে গৃষ্ট স্বার্থহানির দৃশ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

৫.১.৩ অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ

- (১) যদি কোনো দেশ অথবা এলাকা, অতঃপর এই ধারায় রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকা বলিয়া উল্লিখিত, হইতে কোনো পণ্য উহার স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় এবং উক্ত রপ্তানির ফলে দেশীয় অনুরূপ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সরকার, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, ডাম্পিং মার্জিনের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ, অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে-

(ক) “ডাম্পিং মার্জিন” অর্থ উহার রপ্তানি মূল্য এবং স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য;

(খ) “রপ্তানি মূল্য” অর্থ রপ্তানিকারক দেশ বা এলাকা হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য এবং যে স্থানে কোনো রপ্তানি মূল্য নাই বা রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক বা কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পৃক্ততা (association) বা কোনো ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার কারণে যখন রপ্তানিমূল্য বিশ্বাসযোগ্য হয় না তখন যে মূল্যে আমদানিকৃত পণ্য কোনো নিরপেক্ষ ক্রেতার নিকট প্রথম পুনঃবিক্রয় হয় সেই মূল্যের ভিত্তিতে অথবা যে অবস্থায় পণ্য আমদানি করা হইয়াছে, সেই অবস্থায় যদি কোনো নিরপেক্ষ ক্রেতার নিকট পুনঃবিক্রয় না হয়, তাহা হইলে উপ- ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নির্ধারণযোগ্য যুক্তিসংগতভিত্তিতে রপ্তানি মূল্য নির্ণয় করা যাইবে;

(গ) “স্বাভাবিক মূল্য” অর্থ-

(অ) উপ- ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে রপ্তানিকারক দেশে অথবা এলাকায় ভোগের জন্য সমজাতীয় পণ্যের (like product) সাধারণ ব্যবসা প্রক্রিয়ায় নিরূপিত তুলনীয় মূল্য; অথবা

(আ) রপ্তানিকারক দেশের বা এলাকার স্থানীয় বাজারে যখন স্বাভাবিক ব্যবসা প্রক্রিয়ায় সমজাতীয় পণ্যের কোনো বিক্রয় থাকে না, অথবা যখন বিশেষ বাজার পরিস্থিতির কারণে অথবা রপ্তানিকারক দেশের বা এলাকার (territory) স্থানীয় বাজারে স্বল্প পরিমাণ বিক্রয়ের কারণে উক্ত বিক্রয় যথাযথ তুলনা অনুমোদন করে না, তখন স্বাভাবিক মূল্য হইবে-

- (i) উপ- ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে রপ্তানিকারক দেশ বা এলাকা বা কোনো উপযুক্ত তৃতীয় কোনো দেশ হইতে রপ্তানিকৃত সমজাতীয় পণ্যের নিরূপিত তুলনীয় প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্য; অথবা
(ii) উপ- ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে উক্ত পণ্যের উৎস দেশের উৎপাদন ব্যয়ের সহিত যুক্তিসংগত পরিমাণ প্রশাসনিক, বিক্রয় ও সাধারণ ব্যয় এবং মুনাফা বাবদ যুক্তিসংগত সংযোজনসহ উক্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উৎস দেশ (country of origin) ব্যতীত অন্য কোনো দেশ হইতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যদি রপ্তানিকারক দেশের মাধ্যমে পণ্য কেবল স্থানান্তরিত হয় (transhipped) অথবা এইরূপ পণ্য রপ্তানিকারক দেশে উৎপাদিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎস দেশের মূল্যের ভিত্তিতে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারিত হইবে।

- (২) কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিন নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত সরকার এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত উক্ত মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিন ভিত্তিতে এইরূপ পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে এবং যদি উক্ত অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত মার্জিন হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সরকার-

(ক) উক্তরূপ নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং উক্তরূপ নির্ধারণের পর যথাশীঘ্র সম্ভব এই প্রকার অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং

(খ) এইরূপ হ্রাস করিবার ফলে আদায়কৃত অতিরিক্ত অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক যতটুকু অতিরিক্ত আদায় করা হইয়াছে, ততটুকু ফেরত প্রদান করিবে।

- (৩) যদি সরকার তদন্তাধীন ডাম্পকৃত কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, ডাম্পিং এর কারণে শিল্পের স্বার্থহানির ইতিহাস রহিয়াছে অথবা রপ্তানিকারক ডাম্পিং চর্চা করে এবং ইহাতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটে মর্মে আমদানিকারক জানিতেন বা তাহার জানা উচিত ছিল, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ- ধারা (২) এর অধীন অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোনো তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে তাহা উক্ত উপ- ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে নব্বই দিনের পূর্বে হইবে না এবং, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত শুল্ক এই উপ- ধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হার ও তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

- (৪) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত অন্যান্য শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।
- (৫) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পর্যালোচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে উক্ত শুল্ক অকার্যকর (পবংধঃরডহ) করিবার ফলে ডাম্পিং এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনারাবৃতি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময় সময়, এইরূপ শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য মেয়াদের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে:
আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোনো পর্যালোচনা কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত করা না হয়, তাহা হইলে, পর্যালোচনার ফলাফল সাপেক্ষে, অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক অনধিক এক বৎসর অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।
- (৬) সরকার, সময় সময়, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপ- ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত ডাম্পিং এর ডাম্পিং মার্জিন নিরূপণ ও নির্ধারণ করিবে এবং এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উপরি- উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্তরূপ বিধিমালায় এই ধারার অধীন অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্কারোপযোগ্য পণ্য কোনো উপায়ে শনাক্ত করা যায় এবং উক্ত পণ্য সম্পর্কিত রপ্তানি মূল্য, স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিন কিভাবে নির্ধারণ করা যায়, উহার পদ্ধতি এবং উক্ত অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক নিরূপণ এবং আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।
- (৭) এই ধারার অধীন অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপের কোনো কার্যক্রম আরম্ভ করা যাইবে না, যদি না কোনো স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা স্ব- উদ্যোগে সংগৃহীত পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে কোনো নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের ডাম্পিং এর কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানির দৃশ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

৫.১.৪ কতিপয় ক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপণীয় নহে

- (১) ধারা ১৯ বা ২০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) ডাম্পিং অথবা রপ্তানি ভর্তুকির অভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের জন্য যুগপৎভাবে কোনো পণ্যের উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ও অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যাইবে না;

(খ) সরকার:-

(অ) উৎস দেশে ভোগের জন্য বা রপ্তানির জন্য অনুরূপ পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক বা কর হইতে উক্ত পণ্যকে অব্যাহতি প্রদানের কারণে অথবা রপ্তানির কারণে বা উক্ত শুল্ক বা কর ফেরত (refund) প্রদানের কারণে ধারা ১৯ বা ২০ এর অধীন কোনো কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক বা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক;

(আ) কোনো নির্দিষ্ট দেশ হইতে বাংলাদেশে কোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, যদি ভর্তুকি বা ডাম্পিং এবং উহার পরিণতিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি হইবে মর্মে প্রাথমিকভাবে নিরূপণ করে, এবং আরও নিরূপণ করে যে, তদন্তকালীন সময়ে উক্ত স্বার্থহানি প্রতিরোধে শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে, উপ- ধারা (২) এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসরণ ব্যতীত, উক্তক্ষেত্রে, ধারা ১৯ এর উপ- ধারা (২) ও ধারা ২০ এর উপ- ধারা (২) এর অধীন কোনো কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক-আরোপ করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য রপ্তানিকারী কোনো তৃতীয় দেশের স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকি রোধের উদ্দেশ্যে কোনো পণ্যের উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) সরকার:-

(অ) যে কোনো সময়ে, রপ্তানিকারক দেশ বা অঞ্চলের সরকারের নিকট হইতে ভর্তুকি বিলুপ্ত বা সীমিত করিবার অথবা উহার প্রভাব সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সম্মতি সম্বলিত সন্তোষজনক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অঙ্গীকারনামাপ্রাপ্ত হইলে অথবা পণ্যের মূল্য সংশোধনে (ৎবারংরডহ) রপ্তানিকারক সম্মত হইলে এবং যদি সম্ভূষ্ট হয় যে, ইহার ফলে ভর্তুকির ক্ষতিকর প্রভাব তিরোহিত হইবে, তাহা হইলে ধারা ১৯ এর অধীন কোনো কাউন্টারভেইলিং শুল্ক; এবং

(আ) যে কোনো সময়ে, রপ্তানিকারকের নিকট হইতে মূল্য সংশোধনের অথবা ডাম্পকৃত মূল্যে বিবেচ্য এলাকায় রপ্তানি বন্ধ করিবার সন্তোষজনক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অঙ্গীকারনামাপ্রাপ্ত হইলে এবং যদি সম্ভূষ্ট হয় যে, এইরূপ

ব্যবস্থার ফলে ডাম্পিং এর ক্ষতিকর প্রভাব তিরোহিত হইবে, তাহা হইলে ধারা ২০ এর অধীন কোনো অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক-আরোপ করিবে না।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

৫.১.৫ কাউন্টারভেইলিং অথবা অ্যান্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে আপিল

(১) কোনো পণ্য আমদানির সহিত সম্পর্কিত কোনো ভর্তুকি বা ডাম্পিং এর অস্তিত্ব, মাত্রা এবং প্রভাব বিষয়ে নির্ধারণী আদেশ বা উহার পুনর্বিবেচনার বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আপিল আপিলাধীন আদেশের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিলকারী যুক্তিসংগত কারণে সময়মত আপিল দায়েরে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে মর্মে আপিল ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে উপরিউক্ত ৯০ (নব্বই) দিন সময় সমাপ্তির পরও আপিল গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) আপিলের পক্ষসমূহকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবার পর আপিল ট্রাইব্যুনাল যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া বা বাতিল করিয়া ইহার বিবেচনায় সংগত যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আপিল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি কর্তৃক উক্ত আপিলসমূহ শুনানির জন্য গঠিত একটি বিশেষ বেষ্টে উপ- ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক আপিলের শুনানি হইবে এবং উক্ত বেষ্টে সভাপতি ও অন্যান্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

৫.১.৬ সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ

(১) সরকার উপযুক্ত তদন্ত করিয়া যদি সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো পণ্য বাংলাদেশে এইরূপ বেশি পরিমাণে এবং এইরূপ শর্তে আমদানি করা হইতেছে যাহা স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি ঘটাইতে পারে অথবা স্বার্থহানি ঘটাইবার হুমকির সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের উপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার বিবেচনায় যেকোন সংগত মনে হয়, সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি- নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, যে কোনো পণ্যকে আরোপণীয় সেইফগার্ড শুল্ক হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ- ধারা (১) এর অধীন স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকি নির্ধারণের বিষয়টি অনিশ্চিত থাকা অবস্থায়, যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাথমিক নির্ধারণে দেখা যায় যে, বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইলে তদ্বিভিতে সরকার সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি চূড়ান্ত নির্ধারণের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, বর্ধিত আমদানি কোনো স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটায় নাই বা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করে নাই, তাহা হইলে সরকার উক্তরূপে আদায়কৃত শুল্ক ফেরত প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ২০০ (দুইশত) দিবসের অধিক বলবৎ থাকিবে না।

(৩) এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক এই আইনের অধীন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক আরোপের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, স্থানীয় শিল্প উক্ত স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির সহিত খাপ খাওয়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বহাল থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার উক্ত আরোপের মেয়াদ বাড়াইতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই উক্ত সেইফগার্ড শুল্ক উহা প্রথম আরোপের তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর সময়ের অধিক আরোপ করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে-

(ক) “স্থানীয় শিল্প” অর্থ সেই সকল উৎপাদনকারীগণ-

- (অ) যাহারা সম্পূর্ণভাবে কোনো অনুরূপ পণ্য বা কোনো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগি পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করেন; অথবা
- (আ) যাহাদের বাংলাদেশে কোনো অনুরূপ পণ্যের বা কোনো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগি পণ্যের মোট সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ বাংলাদেশে উক্ত পণ্যের মোট উৎপাদনের একটি প্রধান হিস্যা গঠন করে;
- (খ) “গুরুতর স্বার্থহানি” অর্থ এইরূপ কোনো স্বার্থহানি, যাহা কোনো স্থানীয় শিল্পের অবস্থানকে লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ভারসাম্যহীন করে; এবং
- (গ) “গুরুতর স্বার্থহানির হুমকি” অর্থ গুরুতর স্বার্থহানির কোনো সুস্পষ্ট এবং অত্যাশঙ্কনীয় ঝুঁকি।

৫.১.৭ কাস্টমস সেবার জন্য ফি

- (১) বোর্ড কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত নিম্নরূপ সেবার জন্য ফি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-
- (ক) পণ্য বোঝাই বা খালাসের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বা এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্মসময়ের বাহিরে কোনো পণ্য বোঝাই বা খালাস করা;
- (খ) এই আইনের অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্মসময়ের বাহিরে বা নির্ধারিত কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কোনো পণ্যের ঘোষণা, সত্যতা প্রতিপাদন বা ছাড় করা;
- (গ) কাস্টমস কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউস বা অস্থায়ী সংরক্ষণাগারে কোনো পণ্যের মালিক বা আমদানিকারক কর্তৃক প্রবেশ বা পণ্যের হ্যান্ডলিং বা নমুনা সংগ্রহ করা;
- (ঘ) এই আইনের অধীন কোনো বেসরকারি ওয়ারহাউস প্রতিষ্ঠা বা বন্দরের সীমানার মধ্যে পণ্য নামানো ও জাহাজীকরণের জন্য কার্গো-বোট বা কোনো এজেন্ট হিসাবে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কোনো লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন সংক্রান্ত;
- (ঙ) কোনো ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য, ফরম বা দলিল সরবরাহ সংক্রান্ত;
- (চ) সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা, বা পণ্য ধ্বংস করিবার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তা ব্যবহারের ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় জড়িত থাকার ক্ষেত্রে; এবং
- (ছ) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে আরোপিত কোনো ফি এর পরিমাণ সম্ভাব্য প্রশাসনিক ব্যয় এবং প্রদত্ত সেবার ব্যয়ের অধিক হইবে না।

- (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।
- (৩) সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, শুদ্ধ প্রত্যর্পণ বা পরিশোধ বিলম্বিতকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি ব্যতীত, এই আইন ও বিধির অধীন অন্য সকল প্রশাসনিক ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধানাবলি, এই ধারার অধীন প্রদেয় ফি এবং উক্ত ফি পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত ফি কোনো কাস্টমস শুদ্ধ, এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাস্টমস শুদ্ধের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরূপণীয় দণ্ড, উক্ত শুদ্ধ বাস্তবিক পক্ষে প্রদেয় বা পরিশোধযোগ্য হউক বা না হউক, এই ধারার অধীন প্রদেয় কোনো ফি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই পদ্ধতি অনুসারে নিরূপিত হইবে।

৫.১.৮ শুদ্ধ ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

- (১) সরকার, বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপযুক্ত শর্ত, সীমা অথবা বিধি-নিষেধ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উপর আরোপনীয় সমুদয় বা আংশিক শুদ্ধ ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো অর্থ-বৎসরে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে শুদ্ধ অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরে একবারের অধিক শুদ্ধহার বৃদ্ধি করা যাইবে না।
- (২) সরকার, বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সীমা অথবা বিধি-নিষেধ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে (ৎবপরচড়পধষ নধংরং) বাস্তবায়নের জন্য, কোনো পণ্য বা পণ্য শ্রেণি আমদানি বা রপ্তানির উপর আরোপনীয় সমুদয় বা আংশিক শুদ্ধ ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) সরকার, বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক, আমদানিকৃত কোনো পণ্য বা পণ্য চালানোর উপর আমদানি পর্যায়ে আরোপযোগ্য সমুদয় বা আংশিক শুদ্ধ ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫.১.৯ পণ্যের পুনঃআমদানি

- (১) যদি বাংলাদেশে উৎপাদিত বা প্রস্তুত কোনো পণ্য অথবা বাংলাদেশে দেশীয় ভোগের জন্য ইতঃপূর্বে ছাড়কৃত কোনো পণ্য অথবা ইনওয়ার্ড প্রসেসিং বা কাস্টমস ওয়ারহাউস পদ্ধতির অধীন বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুতকৃত কোনো পণ্য রপ্তানি হইবার ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কোনোরূপ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহে, এইরূপ কর্মকর্তা কর্তৃক কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,-

- (ক) উক্ত পণ্য রপ্তানির সময়ে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হইলে, উক্ত প্রত্যর্পণ পরিশোধ করিতে হইবে;
- (খ) যদি উক্ত পণ্য ইনওয়ার্ড প্রসেসিং বা কাস্টমস ওয়ারহাউস পদ্ধতির অধীন বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত বা প্রস্তুতকৃত হইয়া থাকে এবং নিম্নলিখিত শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে রপ্তানি করা হইয়া থাকে, যথা:-
- (অ) উক্ত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোনো আমদানিকৃত উপাদান, যদি থাকে, উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর;
- (আ) উক্ত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল, যদি থাকে, উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর; বা
- (ই) উক্ত স্থানীয় পণ্য, যদি থাকে, উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর,-
- (ঈ) তাহা হইলে উক্ত পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে বিদ্যমান হারে হিসাবকৃত সকল শুল্ক ও করের সমপরিমাণ কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ করিতে হইবে।

৫.১.১০ শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের কাস্টমস মূল্য (assessable value)

- (১) কোনো পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক উহার মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হইলে, এই ধারার অন্যান্য বিধান অনুযায়ী নিরূপিত উক্ত পণ্যের মূল্যই হইবে কাস্টমস মূল্য।
- (২) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে যদি কোনো আমদানিকৃত পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক উহার মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হয়, তাহা হইলে সেই মূল্য হইবে বিনিময় মূল্য অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্য বা উক্ত মূল্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমতুল্য মূল্য যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য অথবা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে অর্পণের উদ্দেশ্যে সাধারণত বিক্রয় করা হয় বা বিক্রয়ের প্রস্তুত করা হয়, যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায়ে কোনো স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তুতকৃত মূল্য নিরূপণের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়।
- ব্যাখ্যা।- এই উপ- ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “আমদানির স্থান” অর্থ কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর অথবা কাস্টমস স্টেশন, যেখানে ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হয়।
- (৩) কোনো রপ্তানিকৃত পণ্য বা অনুরূপ পণ্য রপ্তানির সময় যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় সাধারণ বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তুত করা হয়, সেই মূল্য, বাংলাদেশের যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি হইবে সেই কাস্টমস স্টেশন পর্যন্ত পরিবহন ব্যয়সহ, হইবে রপ্তানিকৃত পণ্যের কাস্টমস মূল্য:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো রপ্তানিকৃত পণ্যের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা উক্ত নির্ধারিত মূল্য উক্ত পণ্যের ঘোষিত মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত পণ্যের কাস্টমস মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

- (৪) কোনো আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য হিসাব করিবার জন্য মুদ্রার বিনিময় হার হইবে, যে মাসে ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হয় উহার পূর্ববর্তী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের পূর্বের ৩০ (ত্রিশ) দিবস সময়ে বিদ্যমান গড় বিনিময় হার এবং উক্ত হার বোর্ড কর্তৃক অথবা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।
- (৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মূল্য ভিত্তিক (ধফাধমডুবস) কাস্টমস শুল্ক আরোপযোগ্য হয় এমন কোনো আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক আরোপণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য অথবা ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যেই ক্ষেত্রে আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত কোনো পণ্যের ঘোষিত মূল্য এই উপ ধারার অধীনে নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য অথবা ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের কাস্টমস শুল্ক আরোপিত হইবে পণ্যটির ঘোষিত মূল্যের ভিত্তিতে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (ক) “বিনিময় হার” বলিতে বাংলাদেশি মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় বা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশি মুদ্রায় রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান বাজার হার অনুযায়ী নির্ধারিত বিনিময় হারকে বুঝাইবে;
- (খ) “বৈদেশিক মুদ্রা” এবং “বাংলাদেশ মুদ্রা” বলিতে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ যথাক্রমে "foreign currency" এবং "Bangladesh currency" যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।

৫.১.১১ ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের শুদ্ধ হ্রাসকরণ

- (১) যেক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আবেদনের সূত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের প্রথম পরীক্ষাকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তা সম্ভূত হন যে-

- (ক) অবতরণকালে অথবা তাহার পূর্বে যে কোনো সময়ে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; বা
- (খ) অবতরণের পর, কিন্তু উক্ত পরীক্ষার পূর্বে যে কোনো সময় কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দৈবদুর্বিপাক (act of God) দ্বারা, যাহা মালিক অথবা তাহার এজেন্টের কোনো ইচ্ছাকৃত কর্ম, অবহেলা অথবা ব্যর্থতার কারণে নহে, পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;
- সেইক্ষেত্রে মালিকের লিখিত আবেদনক্রমে উক্ত পণ্যের মূল্য যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপণ করা হইবে এবং পণ্যের উক্তরূপ হ্রাসকৃত মূল্য নিরূপণের অনুপাত অনুসারে মালিককে শুদ্ধ অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

- (২) যেক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের মালিক কর্তৃক লিখিতভাবে আবেদনের সূত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এই মর্মে সম্ভূত হন যে, আমদানির পর কিন্তু দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে খালাসের পূর্বে দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দৈবদুর্বিপাকের ফলে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি, অবনতি, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস একজন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিককে উক্তরূপ মূল্য নিরূপণে যে হারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে সেই আনুপাতিক হারে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় অথবা পরিশোধিত শুদ্ধ অব্যাহতি বা ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

- (৩) যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এর সম্ভূষ্টিমতে দেখা যায় যে, ওয়্যারহাউসকৃত কোনো পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাসের পূর্বে কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দৈবদুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতির সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস একজন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিককে উক্তরূপ মূল্য নিরূপণে যে হারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে সেই আনুপাতিক হারে শুদ্ধ অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

৫.১.১২ আমদানিকৃত স্পিরিট পরীক্ষা এবং পান করিবার অনুপযোগী (denature) করিবার ক্ষমতা

আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা যদি পান করিবার অনুপযোগী করা স্পিরিটের উপর এই আইনে নির্ধারিত শুদ্ধ হইতে কম শুদ্ধ আরোপিত থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্পিরিট আমদানি করা হইলে উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষা করা যাইবে এবং, প্রয়োজনে, কাস্টমস শুদ্ধ আরোপ করিবার পূর্বে উহা আমদানিকারকের খরচে পর্যাণ্ডভাবে পানাহার অনুপযোগী করা যাইবে।

৫.১.১৩ পণ্যের শুদ্ধহার, মূল্য এবং বিনিময় হার নির্ধারণের তারিখ

কোনো আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুদ্ধ ও করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত তারিখে বলবৎ বিনিময় হার ও বাণিজ্যের শ্রেণি, পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, রুলস অব অরিজিন, এবং উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুদ্ধ ও কর হারের ভিত্তিতে গণনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হওয়ার তারিখ;
- (খ) ধারা ১৩৪ এর দফা (ক) এর উপ- দফা (অ) এর অধীন ওয়্যারহাউস হইতে দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে যে তারিখে ধারা ৮৩ এর অধীন কোনো পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হয় সেই তারিখ; এবং
- (গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে শুদ্ধ পরিশোধের তারিখ;

তবে শর্ত থাকে যে, যে যানবাহনে পণ্য আমদানি করা হইবে উহা আগমনের প্রত্যাশায় যদি ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হয়, তাহা হইলে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পণ্য আগমনের বিষয়ে অবহিতকরণের (হড্ডরভু) তারিখ হইবে পণ্যের শুদ্ধ হার, মূল্য এবং বিনিময় হার নির্ধারণের তারিখ:

আরও শর্ত থাকে যে, পণ্য ঘোষণা ব্যতীত বা এইরূপ ঘোষণা অর্পণের প্রত্যাশায় কোনো পণ্য রপ্তানি অনুমোদিত হইলে, উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক হার এবং মূল্য নিরূপণের জন্য বিনিময় হার হইবে, যে তারিখ বহির্গমনোদ্যত যানবাহনে পণ্য জাহাজীকরণ আরম্ভ করা হয় সেই তারিখে প্রযোজ্য শুল্ক হার, বা, ক্ষেত্রমত, বিনিময় হার।

৫.১.১৪ মূল্য এবং কার্যকর শুল্ক হার

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য এবং শুল্ক হারের অন্তর্ভুক্ত হইবে যথাক্রমে ধারা ২৭ এর অধীন নির্ধারিত মূল্য, এবং ধারা ১৮, ১৯, ২০ বা ২৩ এর অধীন আরোপিত শুল্কের পরিমাণ এবং কোনো পণ্যের বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের অথবা ঋণপত্র খোলার পূর্বে অথবা পরে শুল্ক হইতে অব্যাহতি বা রেয়াত সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের ফলে যে পরিমাণ শুল্ক প্রদেয় হইত সেই পরিমাণ শুল্ক।

৫.১.১৫ শুল্ক, কর ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে উহা অবহিতকরণের বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোনো তারিখ প্রদান করা না হইলে, ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ প্রদেয় হইবে।
- (২) যদি কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর উপ- ধারা (২) এর অধীন বিলম্ব পরিশোধের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উক্ত উপ- ধারায় উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা যাইবে।
- (৩) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ প্রদেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, উক্ত শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জের উপর, উহা পরিশোধযোগ্য বা প্রদেয় হইবার সর্বশেষ তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের জন্য বার্ষিক ১০ (দশ) শতাংশ সাধারণ সুদের হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৪) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ কোনো পণ্য ছাড়ের পর বকেয়া থাকিলে, উক্ত নির্ধারিত বকেয়ার অতিরিক্ত হিসাবে, উক্ত পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে উক্ত নির্ধারিত বকেয়া ৩[পরিশোধের] তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১০ (দশ) শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে, যদি ইহা নির্ধারণ করে যে, ধার্যকৃত সুদ পরিশোধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন, তাহা হইলে বোর্ড উক্তরূপ সুদ ধার্য করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

৫.১.১৬ অসত্য বিবৃতি, ইত্যাদি

- (১) কোনো ব্যক্তি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে অসত্য তথ্য বা বিবৃতি বা, ক্ষেত্রমত, দলিল দাখিল করিবেন না, যথা:-
(ক) কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট কোনো ঘোষণা, নোটিশ, প্রত্যয়নপত্র অথবা অন্য যে কোনো দলিল দাখিল বা স্বাক্ষর করা অথবা অর্পণ করা বা অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা;
(খ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাবে কোনো ঘোষণা প্রদান করা; অথবা
(গ) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কোনো ঘোষণা, দলিল, তথ্য অথবা রেকর্ড প্রেরণ করা অথবা উহাদের সফট কপি উপস্থাপন করা।
- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো অসত্য তথ্য বা বিবৃতি বা দলিল দাখিলের কারণে অথবা কোনোরূপ যোগসাজশের কারণে যদি কোনো শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা না হয় অথবা কম আরোপিত হয় অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য দাবিনামা সম্বলিত নোটিশ জারি করিতে হইবে।
- (৩) উপ- ধারা (২) এ বর্ণিত ব্যক্তির যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা তাহা বিবেচনাপূর্বক উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন, যাহা নোটিশে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হইতে বেশি হইবে না, এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবেন।
- (৪) উপ- ধারা (২) এর অধীন কোনো নোটিশ জারির ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা থাকিবে না।

৫.১.১৭ তিন বৎসরের মধ্যে ফেরত প্রদান দাবি করা

- (১) অসাবধানতা, ভুলবশত, ভুল ব্যাখ্যা বা অন্য কোনোভাবে পরিশোধিত বা অতিরিক্ত পরিশোধিত বলিয়া দাবিকৃত কোনো কাস্টমস শুল্ক বা চার্জ পরিশোধের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে দাবি করা না হইলে, উহা ফেরত

প্রদান করা হইবে না এবং উক্ত দাবির সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ফেরত প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ধারা ১৮ এর উপ- ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত পরিমাণের কম হইলে, ফেরত প্রদান করা হইবে না।

- (২) ধারা ৯৩ এর অধীন সাময়িক পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্ত ৩ (তিন) বৎসর সময়, চূড়ান্ত শুল্ক নিরূপণের পর শুল্ক সময় করিবার তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

৫.১.১৮ শুল্ক, কর ও চার্জ জমা এবং বিলম্বিত পরিশোধ

- (১) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে যদি তাহার বিবেচনায় যথাযথ হয় তাহা হইলে কাস্টমস শুল্ক বা চার্জ যেভাবে এবং যখন প্রদেয় হয় সেইভাবে এবং তখন পরিশোধে বাধ্য করিবার পরিবর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত উক্ত শুল্ক এবং চার্জের চলতি হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন, যে হিসাব এক মাসের অতিরিক্ত নহে এইরূপ বিরতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এইরূপ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিবে বা জামানত দাখিল করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিবেচনায় যে কোনো সময়ে যে পরিমাণ শুল্ক বা চার্জ প্রদেয় তাহা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট হয়।
- (২) ধারা ৯৭ অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইকোনোমিক অপারেটরের মর্যাদাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্যাপ্ত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে, তাহার অনুকূলে ছাড়কৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক ও কর পরিশোধ বিলম্বিত করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবে, তবে উক্তরূপ বিলম্বের অনুরোধ উক্ত ছাড়ের তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের অধিক হইবে না।
- (৩) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, জনস্বার্থে, কোনো সরকারি বা আধা- সরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থা কাস্টমস শুল্ক বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধ ব্যতিরেকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্ক এবং চার্জ পরিশোধ করিবার গ্যারান্টি দাখিলপূর্বক পণ্য খালাস নেওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬.১ প্রত্যর্পণ

৬.১.১ কাস্টমস শুল্ক প্রত্যর্পণ

- (১) সহজে শনাক্তকরণযোগ্য এইরূপ কোনো পণ্য বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো স্থানে রপ্তানি করা হইলে, এবং অতঃপর বিদেশগামী কোনো যানবাহনে রসদ বা মজুদ সামগ্রী হিসাবে ব্যবহারের জন্য নামানো হইলে বা যথাযথ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ধ্বংস করা হইলে বা সরকারের নিকট হস্তান্তর করিলে, উক্ত পণ্যের উপর প্রদত্ত শুল্কের অনধিক সাত- অষ্টমাংশ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ হিসাবে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যতিক্রম এবং অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত, উক্ত পণ্য আমদানি এবং পরবর্তীতে রপ্তানি, ধ্বংস, বা হস্তান্তর করিবার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় নাই; এবং

(খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তার সম্মতিতে যে পণ্য আমদানি করা হইয়াছে সেই একই পণ্য হিসেবে উহা কাস্টমস স্টেশনে শনাক্ত করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত পণ্য আমদানির পর ৩ (তিন) বৎসরের অধিক সময় বর্ধিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই উপ- ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক ধারা ৮৩ এর অধীন যে তারিখে রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত করা হয়, সেই তারিখে উক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

- (২) যে ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে রপ্তানিকৃত কোনো শ্রেণির অথবা বর্ণনার পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ প্রদান করা সমীচীন সেই ক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের ব্যাপারে বিধিমালায় যে রূপ ব্যবস্থিত থাকে সেই পরিমাণ এবং সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬.১.২ শনাক্তযোগ্য নহে এইরূপ পণ্যের ঘোষণা প্রদান এবং নির্ধারিত বৈদেশিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা

- (১) বোর্ড, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সহজে শনাক্তযোগ্য নহে এইরূপ পণ্যের তালিকা ঘোষণা করিতে পারিবে।

- (২) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্ধারিত বিদেশি বন্দর অথবা এলাকায় কোনো পণ্য বা নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা পণ্যশ্রেণি রপ্তানির উপর প্রত্যর্পণ প্রদান নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৬.১.৩ প্রত্যর্পণ মঞ্জুর না করিবার ক্ষেত্রসমূহ

- (১) ধারা ৩৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে না, যথা:-
- (ক) যে সকল পণ্য রপ্তানি কার্গো ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক এবং উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সেই সকল পণ্যের উপর;
 - (খ) কোনো একক চালানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবির অর্থ ২ (দুই) হাজার টাকার নিম্নে হইলে; বা
 - (গ) পণ্য রপ্তানি, ধ্বংস বা পরিত্যাগের সময় বা রপ্তানির তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবি করা এবং উহা প্রতিষ্ঠিত না করিলে।

৬.১.৪ প্রত্যর্পণ প্রদানের সময়

পণ্য রপ্তানির উপর ভিত্তি করিয়া কোনো প্রত্যর্পণের দাবি করা হইলে, উক্ত দাবি অযথা বিলম্ব ব্যতীত পরিশোধ করিতে হইবে, তবে পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা বা অন্যান্য যানবাহন বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনোরূপ প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাইবে না।

৬.১.৫ প্রত্যর্পণ দাবিদার কর্তৃক ঘোষণা

- (১) যথাযথ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে যথাযথভাবে ধ্বংস, সরকারের নিকট হস্তান্তর বা পরিত্যাগ রপ্তানিকৃত কোনো পণ্যের জন্য প্রত্যর্পণ দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তি বা তাহার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এই মর্মে ঘোষণা এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন যে, উক্ত পণ্য প্রকৃত পক্ষে হস্তান্তর, পরিত্যাগ, ধ্বংস বা রপ্তানি করা হইয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের কোনো স্থানে পুনরায় অবতরণ করে নাই এবং পুনরায় অবতরণের অভিপ্রায় নাই এবং হস্তান্তর, পরিত্যাগ, ধ্বংস বা রপ্তানির সময়ে উক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী এবং তাহার এই অধিকার বহাল রহিয়াছে।

৭.১ কাস্টমস গ্যারান্টি

৭.১.১ গ্যারান্টির প্রকার

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য নিম্নবর্ণিত গ্যারান্টি প্রদান করা যাইবে, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশি মুদ্রায় কোনো নগদ জমা, বা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত নগদ জমার সমতুল্য অন্য কোনো প্রকারের পরিশোধ;
 - (খ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে কোনো জামিনদার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা (surety); অথবা
 - (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে বন্ড বা অন্যান্য প্রকারের গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা, যাহা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করা হইবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির অধীন উদ্ভূত অন্য কোনো বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত গ্যারান্টিসমূহের মধ্যে কোন প্রকারের গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত গ্যারান্টি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বহাল রাখিতে হইবে, উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭.১.২ গ্যারান্টিদাতা

- (১) বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোনো গ্যারান্টিদাতা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো তৃতীয় পক্ষ এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।
- (২) গ্যারান্টিদাতা এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির অধীন নিয়োজক (principal) এ বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন এবং প্রতিপালিত হয় নাই এইরূপ দায় (undischarged obligation) এর নিমিত্ত জামানতকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন মর্মে লিখিত অঙ্গীকার করিবেন।
- (৩) যদি গ্যারান্টিদাতা বা প্রস্তাবিত গ্যারান্টি হইতে ইহা নিশ্চিত না হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামানতকৃত অর্থ পরিশোধিত হইবে, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত গ্যারান্টিদাতা বা গ্যারান্টিকে অনুমোদন প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

৭.১.৩ সমন্বিত (comprehensive) গ্যারান্টি

- (১) গ্যারান্টি প্রদানের আবশ্যিকতা রহিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে, কমিশনার অব কাস্টমস এই আইন বা বিধির অধীন দুই বা ততোধিক কার্যক্রম, ঘোষণা বা কাস্টমস পদ্ধতি সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য সমন্বিত গ্যারান্টির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতি কেবল নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে;
 - (খ) কাস্টমস এবং কর সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের রেকর্ড থাকিতে হইবে;

(গ) কাস্টমস পদ্ধতির একজন নিয়মিত ব্যবহারকারী বা উক্ত পদ্ধতির সহিত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা পূরণের সক্ষমতা রহিয়াছে মর্মে কমিশনার অব কাস্টমস অবহিত থাকেন।

৭.১.৪ গ্যারান্টির পর্যায়

কমিশনার অব কাস্টমস নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক বাঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে কোনো গ্যারান্টির প্রয়োজনীয় পর্যায় নির্ধারণ করিবেন, যথা:-

- (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক যথাসময়ে শুল্ক ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের পূর্ব-রেকর্ড;
- (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক আমদানি পণ্য হ্যান্ডলিং (যথহফসরহম), স্থানান্তর (সড়াবসবহঃ) এবং ওয়ারহাউসিং এর জন্য কাস্টমস পদ্ধতি এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির প্রয়োগ ব্যবস্থা (বহভড়ৎপবসবহঃ) ও প্রশাসন সম্পর্কিত অন্যান্য বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের পূর্ব-রেকর্ড;
- (গ) গ্যারান্টির জন্য বিবেচ্য লেনদেনের সহিত জড়িত পণ্যের মূল্য ও প্রকৃতি এবং শুল্ক ও করের পরিমাণ;
- (ঘ) কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট লেনদেনের উপর প্রয়োগযোগ্য তদারকির মাত্রা ও ধরন;
- (ঙ) জামানতকৃত অর্থ পরিশোধসহ বন্ডের শর্তাবলি প্রতিপালনে প্রতিষ্ঠান নিয়োজক (ট্রহপরঢ়ধষ) এর পূর্ব-রেকর্ড; এবং
- (চ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি।

৭.১.৫ অতিরিক্ত বা প্রতিস্থাপন গ্যারান্টি

যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রদত্ত গ্যারান্টি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধসহ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন নিয়োজক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না বা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য নিশ্চিত বা পর্যাপ্ত নহে, সেই ক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত গ্যারান্টি বা মূল গ্যারান্টির স্থলে নতুন গ্যারান্টি প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করিবেন।

৭.১.৬ গ্যারান্টি অবমুক্ত এবং চার্জ বাতিলকরণ

- (১) কমিশনার অব কাস্টমস অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো যথাযথ কর্মকর্তা এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী কোনো গ্যারান্টি অবমুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, অথবা গ্যারান্টির কোনো শর্ত ভঙ্গ হইবার ক্ষেত্রে নিম্নতর পরিমাণ অর্থ বা জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে তাহার বিবেচনা মতে অন্য কোনো প্রকার শর্ত ও সীমা আরোপ সাপেক্ষে উক্ত গ্যারান্টির উপর আরোপিত কোনো চার্জ বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) কোনো গ্যারান্টি হইতে জামানতকৃত দায় এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইলে, কমিশনার অব কাস্টমস বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অবিলম্বে উক্ত গ্যারান্টি অবমুক্ত করিবেন বা নগদ জমা ফেরত প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত দায় আংশিক নিষ্পত্তি হইলে জামানতকৃত অর্থের সংশ্লিষ্ট অংশ বা আংশিক উদ্ধৃত হইলে উক্ত দায় সংশ্লিষ্ট অর্থ ব্যতীত জামানতের অবশিষ্ট অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে তদনুযায়ী অবমুক্ত করিতে হইবে, যদি সংশ্লিষ্ট অর্থ উক্তরূপ কার্যক্রমের ন্যায্যতাকে প্রতিপাদন করে।

- (৩) অভিন্ন, যুক্তিসংগত ও ন্যায্যনুগ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার, গ্যারান্টি অবমুক্তকরণ এবং উহার অধীন আরোপিত চার্জ বাতিলের শর্তাবলি নির্ধারণের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধি প্রণয়ন করিবে।

৮.১ কার্গো খালাস এবং পণ্যের অন্তর্মুখী (inward) এন্ট্রি

৮.১.১ নৌযানের কার্গো খালাস

বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কার্গো খালাসের অনুমতি প্রদান না করা পর্যন্ত কোনো যানবাহন হইতে কার্গো খালাস করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ কর্মকর্তা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অন্তর্মুখী প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে পচনশীল বা বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন এইরূপ অন্যান্য কার্গো খালাসের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮.১.২ নৌযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের পণ্য খালাস

নৌযান ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহন স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস বিমানবন্দরে পৌঁছাইবার পর উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধারা ৫১ এর অধীন প্রয়োজনীয় আগমন সংক্রান্ত অবহিতকরণ এবং অন্তর্মুখী প্রতিবেদন প্রেরণ করিলে, তিনি, যথাযথ কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক, উক্ত যানবাহন অবিলম্বে স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস বিমানবন্দরের পরীক্ষাস্থলে লইবেন বা লইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত যানবাহনে পরিবহণকৃত সকল পণ্য যথাযথ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস বিমানবন্দরে অপসারণ করিবেন বা অপসারণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৮.১.৩ কার্গো ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত না হইলে আমদানিকৃত পণ্য খালাস না করা

- (১) কার্গো ঘোষণায় প্রদর্শন করিবার আবশ্যিকতা রহিয়াছে এইরূপ আমদানিকৃত পণ্য, উক্ত কাস্টমস স্টেশনে নামাইবার জন্য কার্গো ঘোষণায় বা সংশোধিত বা সম্পূরক কার্গো ঘোষণায় উল্লেখ করা না হইলে যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো যানবাহন হইতে উক্ত পণ্য নামানো যাইবে না।
- (২) এই ধারার কোনো কিছুই কোনো যাত্রী বা ক্রু-সদস্যের সহিত আনা ব্যাগেজ বা মেইল ব্যাগ নামানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৮.১.৪ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে নৌযান হইতে খালাস না করা পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

(১) যদি-

- (ক) পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদানের পর, বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে নৌযানে আমদানিকৃত পণ্য (নামানো হইবে না বলিয়া কার্গো ঘোষণায় প্রদর্শিত পণ্য ব্যতীত) নামানো না হয়; বা
 - (খ) সামান্য পরিমাণ পণ্য ব্যতীত নৌযানের অন্যান্য পণ্য উক্তরূপে নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে খালাস করা হয়;
- তাহা হইলে উক্ত নৌযানের মাস্টার বা তাহার আবেদনক্রমে যথাযথ কর্মকর্তা, উক্ত পণ্য কাস্টমস হাউসে বহন করিতে পারিবেন এবং উহা উক্ত স্থানে এন্ট্রির অপেক্ষায় থাকিবে।

- (২) উপ- ধারা (১) এর অধীন কোনো পণ্য কাস্টমস হাউসে আনয়ন করা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং উহার জন্য প্রাপ্তি রসিদ প্রদান করিবেন; এবং যদি নৌযানের মাস্টার বা এজেন্ট কর্তৃক উপযুক্ত কর্মকর্তাকে এই মর্মে লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় যে, পণ্যসমূহ ফ্রেইট, প্রাইমেজ, জেনারেল এভারেজ, ডেমারেজ, কন্টেইনার ডিটেনশন চার্জ, ডেড- ফ্রেইট, টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ, কন্টেইনার সার্ভিস চার্জ বা অন্য কোনো চার্জ এর লিয়েনের অধীন থাকিবে, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা বর্ণিত চার্জসমূহ পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে লিখিত নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত পণ্য তাহার দখলে রাখিবেন।

৮.১.৫ ক্ষুদ্র পার্সেল অবতরণ করানোর এবং দাবিদারবিহীন পার্সেল নিয়ন্ত্রণে রাখিবার ক্ষমতা

- (১) কোনো নৌযান পৌঁছাইবার পর যে কোনো সময় যথাযথ কর্মকর্তা উক্ত নৌযানের মাস্টারের সম্মতিক্রমে পণ্যের কোনো ক্ষুদ্র প্যাকেজ বা পার্সেল কাস্টমস স্টেশনে বহন করিবার ব্যবস্থা করিবেন, যেখানে উহা এন্ট্রির জন্য কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্বে এই আইনের অধীন উক্ত প্যাকেজ বা পার্সেল অবতরণের জন্য অনুমোদিত অবশিষ্ট কার্যদিবস পর্যন্ত রক্ষিত থাকিবে।
- (২) যদি কাস্টমস স্টেশন বহনকৃত কোনো প্যাকেজ বা পার্সেল নামাইবার জন্য অনুমোদিত সংখ্যক কার্যদিবস উত্তীর্ণ হওয়ার পর বা যে নৌযান হইতে উহা নামানো হইয়াছে তাহা বহির্গমনের ছাড়পত্র প্রদান করিবার সময় দাবিদারবিহীন থাকে, তাহা হইলে উক্ত নৌযানের মাস্টার ধারা ৭৪ এর বিধানমতে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং কাস্টমস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত ধারার ব্যবস্থামতে উক্ত প্যাকেজ বা পার্সেলের দখল গ্রহণ করিবেন।

৮.১.৬ অবিলম্বে পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা

- (১) ধারা ৭২, ৭৪ এবং ৭৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য ঘোষণা করিয়াছে, উক্ত স্টেশনের যথাযথ কর্মকর্তা ধারা ৭১ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোনো নৌযানের মাস্টারকে বা কার্গো ঘোষণা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, নৌযান ব্যতীত অন্য যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উক্ত যানবাহনে আমদানিকৃত সকল পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ, তাহার এজেন্টের জিম্মায়, যদি তিনি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, নিম্নবর্ণিত স্থানে খালাসের উদ্দেশ্যে নামাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) কোনো কাস্টমস হাউস, নির্ধারিত কোনো অবতরণ স্থানে বা জেটিতে;
- (খ) বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা কোম্পানির মালিকানাধীন কোনো অবতরণ স্থান বা জেটিতে; বা
- (গ) জিম্মায় প্রদানের জন্য কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির নিকট।

- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত পণ্য বা উহার অংশবিশেষ গ্রহণকারী কোনো এজেন্ট উক্ত পণ্যের মালিককে এতদসম্পর্কিত কোনো ক্ষতি বা কম সরবরাহের সকল প্রতিষ্ঠিত দাবি মিটাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত মালিকের নিকট হইতে প্রদত্ত সেবা বাবদ চার্জ আদায় করিবার অধিকারী হইবেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বা উহার অংশবিশেষ নামাইবার জন্য মালিক কর্তৃক কোনো এজেন্ট পূর্বাঙ্কে নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং উক্ত নিযুক্তি বাতিল না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত এজেন্ট কমিশন বা অনুরূপ কোনো কিছু প্রাপ্ত হইবেন না:
- তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ কর্মকর্তার লিখিত আদেশ ব্যতীত উক্ত পণ্য বা উহার অংশবিশেষ গ্রহণকারী কোনো এজেন্ট উহা অপসারণ করিতে বা অন্যভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন না।

- (৩) যথাযথ কর্মকর্তা উপ- ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন খালাসকৃত সকল পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং ধারা ৭৪ ও ধারা ৯৪ এর বিধান অনুযায়ী উহাদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (৪) উপ- ধারা (১) এর দফা (খ) বা দফা (গ) এর অধীন কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা অথবা কোম্পানি বা ব্যক্তির মালিকানাধীন অবতরণ স্থানে অথবা জেটিতে বা মজুদ করিবার স্থানে কোনো পণ্য নামানো হইলে তাহারা যথাযথ কর্মকর্তার লিখিত আদেশ ব্যতীত উহা অপসারণ করিতে অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন না।

৮.১.৭ পণ্যের অস্থায়ী মজুদ

- (১) কোনো কার্গো আগমনের সংবাদ অবহিতকরণের সময় হইতে কোনো কাস্টমস পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত না করা পর্যন্ত, আমদানিকৃত পণ্য অস্থায়ী মজুদের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) পণ্যের কার্গো ঘোষণাই অস্থায়ী মজুদের ঘোষণা হইবে।

৮.১.৮ অস্থায়ী মজুদের ওয়ারহাউস ও স্থান

- (১) অস্থায়ী মজুদের পণ্য কেবল ধারা ১১ এর অধীন নির্ধারিত বা ধারা ১২ এর অধীন এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্সকৃত ওয়ারহাউসে বা বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো স্থানে রাখা যাইবে।
- (২) অস্থায়ী মজুদে রক্ষিত পণ্য, ধারা ৯২ অনুসারে ছাড় বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অন্য কোনো কারণে অপসারণের অনুমতি প্রদান না করা পর্যন্ত, উক্ত স্থান হতে অপসারণ করা যাইবে না।

৮.১.৯ অস্থায়ী মজুদকৃত পণ্যে প্রবেশাধিকার

পণ্যের আমদানিকারকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অস্থায়ীভাবে মজুদকৃত পণ্য পরীক্ষা বা নমুনা সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮.১.১০ অস্থায়ী মজুদে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদিত কার্যক্রম

ধারা ৮৮ এর বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অস্থায়ী মজুদে রক্ষিত পণ্য কেবল এইরূপে হ্যান্ডলিং করিতে হইবে যেন উক্ত পণ্যের বাহ্যিক বা কারিগরি বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন না হয়।

৯.১ পণ্যের ঘোষণা এবং ছাড়করণ

৯.১.১ পণ্যের ঘোষণা

- (১) কোনো পণ্যের আমদানিকারককে বা রপ্তানিকারককে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি পণ্য ঘোষণা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে বা, ইলেকট্রনিক সিস্টেম না থাকিলে ম্যানুয়্যালি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) উক্ত পণ্যের জন্য প্রযোজ্য কাস্টমস পদ্ধতি;
- (খ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি অনুসারে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ এবং পণ্যের কাস্টমস মূল্য সংক্রান্ত ঘোষণা; এবং
- (গ) পণ্যের পরিমাণ ও যথাযথ বর্ণনাসহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।
- (২) পণ্য আমদানিকারককে পণ্যের সঠিক শুল্ক নিরূপণ এবং ছাড়ের জন্য বোর্ড বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দলিল ও পর্যাপ্ত তথ্য যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল বা উপস্থাপন করিতে হইবে।

৯.১.২ আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের দায়িত্ব

আমদানি বা রপ্তানির জন্য পণ্য ঘোষণাকারী বা যাহার পক্ষে উক্তরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন, যথা:-

- (ক) পণ্য ঘোষণায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা এবং সম্পূর্ণতা;
- (খ) উপস্থাপিত যে কোনো দলিলের সত্যতা;
- (গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদেয় সকল শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ এবং প্রাসঙ্গিক কাস্টমস পদ্ধতির অধীন সংশ্লিষ্ট পণ্য ন্যস্ত করা সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন; এবং
- (ঘ) যথাযথ কর্মকর্তার অনুরোধে এবং উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো উপযুক্ত ফরমে চাহিদামত সকল দলিল ও তথ্য দাখিল এবং কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো এজেন্ট কর্তৃক উক্ত ঘোষণা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত এজেন্টও উপরিউক্ত দফা (ক), (খ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৯.১.৩ নিবন্ধন

- (১) ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় পণ্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ৮১ অনুযায়ী দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উহা নিবন্ধিত হইয়া যাইবে।
- (২) ম্যানুয়ালি কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে, ধারা ৮১ এর আবশ্যিকতাসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যথাযথ কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে উহা নিবন্ধন করিবেন।

৯.১.৪ পণ্য ঘোষণা দাখিলের সময়

- (১) কোনো কাস্টমস স্টেশনে পণ্য নামাইবার পর আমদানিকারক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্য পৌঁছাইবার বা, ক্ষেত্রমত, অবতরণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, পণ্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।
- (২) আমদানির জন্য পণ্য বোবাই করা হইয়াছে এইরূপ কোনো যানবাহন এতদসংক্রান্ত পণ্য ঘোষণা দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পৌঁছাইবার প্রত্যাশার ক্ষেত্রে, আমদানিকারক উক্ত পণ্যের আমদানির পূর্বেই কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত পণ্য উক্ত সময়ের মধ্যে না পৌঁছায়, তাহা হইলে উক্তরূপ পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

৯.১.৫ পণ্য ঘোষণার প্রতিস্থাপন

কোনো আমদানিকারক তদ্বকর্তৃক কোনো কাস্টমস পদ্ধতির অধীনে প্রদত্ত পণ্য ঘোষণা অন্য কোনো কাস্টমস পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করিবার লিখিত অনুরোধ করিলে, কমিশনার অব কাস্টমস যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত অনুরোধ বৈধ কারণে করা হইয়াছে এবং উহাতে প্রতারণা করিবার কোনো অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৯.১.৬ দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণার সংশোধন ও প্রত্যাহার

- (১) কোনো আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ধারা ৮১ এর অধীন দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণায় উল্লিখিত এক বা একাধিক বিবরণ সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, অনুরোধকৃত সংশোধন মূল দলিলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে:
- আরও শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত কোনো ঘটনার পর যদি কোনো সংশোধনের অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যদি ইহা অবহিত করা হয় যে, পণ্য পরীক্ষা করা হইবে;

(খ) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিবরণ সঠিক নহে; অথবা

(গ) ধারা ১১২ এ উল্লিখিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, পণ্য ছাড় করা হইয়াছে।

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পণ্য ঘোষণার কোনো সংশোধন মূল পণ্য ঘোষণায় উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।
- (৩) যথার্থতা প্রতিপাদিত হইলে, কমিশনার অব কাস্টমস যুক্তিসঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণা প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১১২ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কাস্টমস এলাকা হইতে পণ্য অপসারণের পর পণ্যের পরিমাণ, মূল্য এবং বর্ণনা সংশোধন করা যাইবে না।

৯.১.৭ সত্যতা প্রতিপাদন

- [illegible]

(ক) পণ্য ঘোষণা এবং যে কোনো সহায়ক দলিল পরীক্ষা করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অন্যান্য দলিল উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান;

(গ) নন- ইন্ট্রুসিভ (হড়হ রহঃরাব) যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিদর্শন করা;

(ঘ) পণ্য পরীক্ষা করা;

(ঙ) অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য পরীক্ষা করানো; বা

(চ) পণ্যের বিশ্লেষণ বা বিস্ফারিত পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা।

- (২) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো পণ্য পরীক্ষা বা নমুনা হিসাবে সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করিলে, যথাযথ কর্মকর্তা অবিলম্বে উহা সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অবহিত করিবেন।

- (৩) অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে কোনো পণ্যের পরীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, যথাযথ কর্মকর্তা, যেক্ষেত্রে সম্ভব, সেইক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, উক্ত কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাদি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে অনুরূপ কার্যাদি একই সময়ে ও স্থানে পরিচালিত হয়।

৯.১.৮ পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কোনো পণ্য প্রবেশ অথবা খালাসের সময় অথবা উহা কোনো কাস্টমস এলাকার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার সময়ে উক্ত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আমদানিকৃত পণ্যের পরীক্ষা বা রাসায়নিক পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য যে কোনো পরীক্ষাগারকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) উপ- ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯.১.৯ আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যয় বহন করা

কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা পরীক্ষার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, যাহার মধ্যে কোনো তদন্ত, বৈজ্ঞানিক অথবা রাসায়নিক পরীক্ষা বা ড্রাফট সার্ভে অন্তর্ভুক্ত, পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য বা উহার কন্টেইনার খোলা, মোড়ক খোলা, বাদ দেওয়া, পরিমাপ করা, পুনঃমোড়কজাত করা, স্ফূপ করা, বাছাই করা, বাহির করা, চিহ্নযুক্ত (marking) করা, সংখ্যায়ন করা, উঠানো, নামানো, পরিবহণ করা বা বোঝাই করিবার কাজ বা উহার অপসারণ বা ওয়ারাহাউসিং এর জন্য এবং উক্তরূপ পরীক্ষা, তদন্ত, রাসায়নিক পরীক্ষা অথবা সার্ভে করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সুবিধা বা সহায়তা প্রদান উক্ত পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক এবং তাহার নিজ খরচে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯.১.১০ শুদ্ধায়ন

- (১) এই আইন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ কর্মকর্তা-
- (ক) এই আইন ও বিধির বিধানাবলি এবং অন্যান্য আইনগত বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ এবং পণ্যের কাস্টমস মূল্য নিরূপণ করিবেন; এবং
- (খ) উক্ত পণ্যের উপর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধযোগ্য শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অনতিবিলম্বে, প্রদেয় শুল্ক করের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, যদি থাকে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা শুদ্ধায়ন আদেশ জারি করিয়া অবহিত করিতে হইবে।
- (৩) উপ- ধারা (১) এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক শুদ্ধায়নের পরিবর্তে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্য ঘোষণায় বর্ণিত কাস্টমস মূল্য, পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ, শুল্ক হার, প্রদেয় শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ গ্রহণ করা যাইবে এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে, প্রদেয় পরিমাণের নোটিশ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কৃত শুদ্ধায়ন আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯.১.১১ পুনঃশুদ্ধায়ন

- (১) ধারা ২০৪ এর উপ- ধারা (৩) অধীন দাবির উপর প্রযোজ্য সময়সীমা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, সময় সময়, কোনো শুদ্ধায়নের শুদ্ধতা নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের শুদ্ধায়ন, গৃহীত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ ও কাস্টমস মূল্য পরিবর্তন করিয়া পুনঃশুদ্ধায়ন করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা, বিধি-নিষেধ বা লঙ্ঘনের বিষয়ে যেক্রপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেইরূপ সংশোধন করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তবে উক্ত শুদ্ধায়ন সংশ্লিষ্ট পণ্য আর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকিলে বা উহার উপরে প্রথমে শুদ্ধায়িত শুল্ক ও করের পরিমাণ পরিশোধ করা হইলেও উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে।
- (৩) যদি এই ধারার অধীন পুনঃশুদ্ধায়নের ফলে নূতন বা অতিরিক্ত শুল্ক, কর বা ফি পরিশোধের প্রয়োজন হয় বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ শুল্ক, কর বা ফি পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যে কারণের ভিত্তিতে উক্ত পুনঃশুদ্ধায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে, উক্তরূপ অবহিতকরণের তারিখ হইতে উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার মতামত লিখিতভাবে প্রকাশ এবং শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর, পুনঃশুদ্ধায়ন চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং একটি লিখিত দাবিনামা জারি করা হইবে।
- (৪) এই ধারার অধীন পুনঃশুদ্ধায়িত শুল্ককর লিখিত দাবিনামা জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৯.১.১২ ছাড়করণ

পণ্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো পণ্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহের সমাপনান্তে ছাড় করা হইবে, যথা:-

- (ক) যথাযথ কাস্টমস পদ্ধতি অনুযায়ী, শুদ্ধ, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ বা প্রয়োজনমতে কোনো গ্যারান্টি প্রদানসহ, সকল শর্তাবলি, পূরণ করা; এবং
- (খ) যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য ঘোষণার সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়া অথবা প্রতিপাদন ব্যতীত গৃহীত হওয়া।

৯.১.১৩ সাময়িক শুদ্ধায়ন ও ছাড়করণ

- (১) যদি দেশীয় ভোগের জন্য বা ওয়ারহাউসিং এর জন্য বা দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে ওয়ারহাউস হইতে খালাসের জন্য এন্ট্রি করা কোনো আমদানিকৃত পণ্যের উপর অথবা রপ্তানির জন্য এন্ট্রি করা কোনো পণ্যের উপর প্রদেয় কাস্টমস শুদ্ধ, পণ্যসমূহের রাসায়নিক বা অন্যান্য পরীক্ষার কারণে বা শুদ্ধায়নের উদ্দেশ্যে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনে বা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র অথবা সম্পূর্ণ দলিলপত্র অথবা পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করিবার জন্য অবিলম্বে শুদ্ধায়ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় শুদ্ধ ও কর সাময়িকভাবে শুদ্ধায়ন এবং উক্ত পণ্য ছাড়ের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িকভাবে শুদ্ধায়নের উপর চূড়ান্ত শুদ্ধায়নের ফলে যে অতিরিক্ত শুদ্ধ প্রদেয় হইবে উহা পরিশোধ করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় যেরূপ পর্যাপ্ত বিবেচিত হইবে, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক সেইরূপ পরিমাণ গ্যারান্টি দাখিল করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না এবং উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সকল বিধি-বিধান প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে নিশ্চিত করিতে হইবে।

- (২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িক শুদ্ধায়নের ভিত্তিতে কোনো পণ্য খালাস প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় প্রকৃত শুদ্ধ ও কর সাময়িক শুদ্ধায়নের তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং যেক্ষেত্রে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো মামলা অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত শুদ্ধায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর যথাযথ কর্মকর্তা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত অথবা গ্যারান্টিকৃত অর্থের সহিত চূড়ান্ত শুদ্ধায়নের ভিত্তিতে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে শুদ্ধ ও করের পরিমাণ সমন্বয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অনতিবিলম্বে পরিশোধ করিবেন অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহাদের নিকট ফেরত প্রদান করা হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, উহা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এই উপ-ধারায় বর্ণিত চূড়ান্ত শুদ্ধ নিরূপণের সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

৯.১.১৪ সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তর ও উহার বিলিবন্দেজ

- (১) কোনো আমদানিকৃত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য ছাড় করা না হইলে বা কোনো পণ্য রপ্তানির ঘোষণা প্রদানের পর রপ্তানি করা না হইলে, যথাযথ কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, হেফাজতকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত পণ্য সরকারের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।
- (২) কোনো পণ্য সরকারের নিকট হস্তান্তরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত পণ্য নিম্নবর্ণিত কারণে কাস্টমস বন্দর অথবা স্থল কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনালে পণ্য নামাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা কাস্টমস বিমানবন্দরে পণ্য নামাইবার তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, ছাড় করা বা জাহাজীকরণ না হয়।
- (ক) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের কারণে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত পণ্য পরীক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা পরীক্ষা করা সম্ভব না হইলে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট পণ্য অনুরোধকৃত কাস্টমস পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত বা ছাড় করিবার পূর্বে অবশ্য উপস্থাপনীয় দলিল উপস্থাপন না করিলে; বা
- (গ) শুদ্ধ ও কর পরিশোধ বা এতদসংক্রান্ত কোনো গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে, উহা পরিশোধ বা প্রদান করা না হইলে।]
- (৩) সরকারের নিকট হস্তান্তরিত পণ্য, উক্ত পণ্যের মালিকের ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হইলে তাহাকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া বা তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে উক্ত নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, যথাযথ কর্মকর্তার আদেশক্রমে বিক্রয়, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে বিলিবন্দেজ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে-

- (ক) যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে, জীবজন্তু এবং পচনশীল পণ্য যে কোনো সময় বিক্রয় করা যাইবে;

- (খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, অস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সরঞ্জাম ও বিপজ্জনক পণ্য, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে, স্থানে এবং পদ্ধতিতে বিক্রয় বা অন্যবিধ উপায়ে বিলিবন্দেজ করা যাইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশীয় ভোগের জন্য শুষ্কযোগ্য কোনো পণ্য কাস্টমস শুষ্ক ও কর পরিশোধ না করিয়া অপসারণ করা যাইবে না।
- (৫) যদি ন্যায়নির্ণয়ন, আপিল, পুনরীক্ষণ (revision) বা কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি ট্রেজারিতে জমা করিতে হইবে; এবং যদি উক্ত ন্যায়নির্ণয়নে বা আপিলে বা পুনরীক্ষণে ইহা পরিদৃষ্ট হয় বা আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, উক্তরূপ বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য নহে, তাহা হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ধারা ২৩৭ এ যে রূপ ব্যবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, সেইরূপ পাওনা, শুষ্ক বা কর প্রয়োজনীয় কর্তনের পর উহা মালিককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯.১.১৫ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শুষ্কায়ন না করা পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

যদি এই আইনের বিধানাবলির অধীন আটককৃত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত, ন্যায়নির্ণয়নাধীন বা আপিলাধীন পণ্য ব্যতীত, যথাযথভাবে পণ্য ঘোষণা উপস্থাপন করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো পণ্য, ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শুষ্কায়ন করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের আমদানিকারক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে শুষ্কায়নের জন্য কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা, আমদানি বৈধ হইলে, শুষ্কায়ন করিবেন অথবা আমদানি বৈধ না হইলে, কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আটককৃত পণ্য” বলিতে রাসায়নিক পরীক্ষা বা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য বা শ্রেণিবিন্যাস, মূল্য, আমদানিযোগ্যতা বা অন্য কোনো আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আটককৃত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯.১.১৬ ঘোষণা এবং ছাড় প্রক্রিয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে

ছাড় প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দ্রুত করিবার উদ্দেশ্যে, বোর্ড, তদ্ব্যবস্থাপক নির্ধারিত শর্ত ও পরিসীমা সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণা, সত্যতা প্রতিপাদন এবং ছাড়ের জন্য এই আইনের অধীন আবশ্যিকতাসমূহ বিধি দ্বারা পরিবর্তন করিতে পারিবে, যথা:-

- সংশ্লিষ্ট পণ্য চালানোর মোট মূল্য বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পরিমাণের অধিক না হইলে;
- বিদেশে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এইরূপ বাংলাদেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত পণ্য;
- একই অবস্থায় অস্থায়ী আমদানি বা পুনঃআমদানিযোগ্য বাণিজ্যিক বাহন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ত্রাণকর্মীদের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত পণ্যসহ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য আনীত পণ্য;
- জীবিত প্রাণী এবং পচনশীল পণ্য;
- এক্সপ্রেস (express) পদ্ধতির আওতাভুক্ত চালান; এবং
- অন্য কোনো ক্ষেত্রে, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণি বা ধরনের পণ্য বা বিভিন্ন শ্রেণির লেনদেনের জন্য পৃথক হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্য সহজীকরণ ও ঝুঁকি বিবেচনার জন্য বিকল্প ঘোষণা বা ছাড়করণ প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয়।

৯.১.১৭ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (Authorized Economic Operator)

- বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিকে, যিনি এই আইন ও বিধি উপযুক্ত পর্যায় পর্যন্ত প্রতিপালন করিয়াছেন এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিধানের মান্যতা (compliance) বা অমান্যতা (Non-compliance) এর ঝুঁকি সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড পূরণ করিয়াছেন, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর মর্যাদা প্রদান করিতে পারিবে।
- অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সহজীকৃত কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা ব্যবহার করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন।
- বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশে বা ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিকে এই ধারার অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা মঞ্জুর করিবার জন্য সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তি করিতে পারিবে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত দেশ বা ভূখণ্ডের প্রাসঙ্গিক আইনে বর্ণিত শর্তাবলি ও বাধ্যবাধকতা এই ধারার অধীন নির্ধারিত শর্তাবলি ও বাধ্যবাধকতার সমতুল্য হয় এবং উক্ত সুবিধা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে পারস্পরিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।
- উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আন্তর্জাতিক চুক্তি সাপেক্ষে, বোর্ড এই ধারার অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরকে প্রদত্ত সুবিধা, বিদেশি রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের প্রাসঙ্গিক আইনে বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ ও বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে, মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১০.১ পণ্যের ছাড় ও ছাড় পরবর্তী নিরীক্ষা

১০.১.১ দেশীয় ভোগের জন্য ছাড়পত্র

- (১) বাংলাদেশে বিক্রয়, ব্যবহার বা ভোগের নিমিত্ত আমদানিকৃত পণ্য, দেশীয় ভোগের জন্য নির্ধারিত কাস্টমস পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত করিতে হইবে।
- (২) দেশীয় ভোগের জন্য কাস্টমস পদ্ধতির অধীন পণ্য ন্যস্ত করিবার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা:-
 - (ক) উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় সকল কাস্টমস শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ, বা এই আইন বা বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত হওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত পরিশোধ নিশ্চিত করিবার জন্য গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে; এবং
 - (খ) পণ্য ঘোষণা এবং ছাড়ের জন্য আবশ্যকীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে হইবে।

১০.১.২ নথিপত্র নিরীক্ষা বা পরীক্ষা

- (১) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে এবং ধারা ১৭৬ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ২৪৬ অনুসারে নথিপত্র যে স্থানে সংরক্ষণ করা হয় সেই স্থানে বা অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যে সকল নথিপত্র হস্তলিখিত বা ইলেকট্রনিক সিস্টেমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হয় উহার পর্যাণ্ডতা অথবা সত্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে নিরীক্ষা এবং পরীক্ষা করিতে পারিবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো হিসাব পুস্তক, রেকর্ড ও দলিলাদি এবং কোনো সম্পত্তি, পদ্ধতি অথবা বিষয় পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোনো লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির হেফাজতে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল ভূমি, ইমারত এবং স্থানে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার প্রবেশের এবং সকল হিসাব পুস্তক, রেকর্ড এবং দলিলপত্র দেখিবার বা পরীক্ষার সম্পূর্ণ এবং অবাধ অধিকার থাকিবে, যাহা উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায়-
 - (ক) এই আইনের অধীন কোনো শুল্ক আহরণের জন্য অথবা কর্মকর্তার উপর আইনানুগভাবে অর্পিত কোনো কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অথবা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে; অথবা
 - (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অথবা এই আইনের অধীন কোনো কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অন্যবিধ প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য সরবরাহ করিতে পারে।
- (৩) কাস্টমস কর্মকর্তা উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোনো পুস্তক, নথিপত্র অথবা দলিলপত্রের উদ্ধৃতি বা অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (৪) উপ- ধারা (২) এবং (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কোনো বেসরকারি আবাসস্থলে, উহার বাসিন্দা বা মালিকের সম্মতি ব্যতীত বা এই আইনের অধীন জারীকৃত কোনো পরোয়ানা ব্যতীত, উক্তরূপ আবাসস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।
- (৫) নথিপত্র নিরীক্ষা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০.১.৩ নিরীক্ষক, ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষমতা

বোর্ড, বিশেষ আদেশ জারি করিয়া, যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কোনো বিষয়ে নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য পেশাদার নিরীক্ষক অথবা নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত নিরীক্ষক অথবা নিরীক্ষা ফার্ম, ধারা ৯৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন কাস্টমস কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১১.১ ওয়ারহাউসিং

১১.১.১ কাস্টমস ওয়ারহাউসিং পদ্ধতি

এই অধ্যায় এবং তদধীন প্রণীত বিধির অধীন আবশ্যিকতা, শর্তাবলি ও বিধি- নিষেধ এবং পণ্য ঘোষণা ও ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে, আমদানিকৃত পণ্য, এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত কোনো উদ্দেশ্যে কাস্টমস ওয়ারহাউসিং পদ্ধতির অধীন, আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতীত যে কোনো ওয়ারহাউসে ন্যস্ত করা যাইবে।

১১.১.২ ওয়ারহাউসিং বন্ড

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ওয়ারহাউস পদ্ধতির অধীন কোনো পণ্য ন্যস্ত করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোনো কমিশনার সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পরিমাণ অর্থ, শর্ত ও সীমা বা বিধি- নিষেধ সাপেক্ষে একটি সাধারণ বন্ড দাখিল করিবেন।
- (২) এই ধারার অধীন কোনো আমদানিকারক কর্তৃক কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পাদিত বন্ড উক্ত পণ্য অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা উহা অন্য ওয়ারহাউসে অথবা ওয়ারহাউসিং স্টেশনে অপসারণ করা সত্ত্বেও কার্যকর থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে সকল পণ্য বা উহার অংশবিশেষ অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে একটি নূতন বন্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অতঃপর হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক নূতন সম্পাদিত বন্ডের সমপরিমাণ দায় হইতে হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বন্ড অবমুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.১.৩ ওয়ারহাউসিং ব্যাংক গ্যারান্টি

ওয়ারহাউসিং এর জন্য পণ্য খালাস সম্পর্কিত বন্ড সম্পাদনের বিষয়ে এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড অথবা বোর্ড হইতে এতদ্বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস, বন্ড দাখিলের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক পরিমাণ অর্থের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১.১.৪ ওয়ারহাউসে পণ্য প্রেরণ

সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত বিধির বিধানমতে ওয়ারহাউসিং এর জন্য খালাসকৃত পণ্য যে ওয়ারহাউসে জমা প্রদানের জন্য নির্ধারিত হইবে সেই ওয়ারহাউসে পণ্য জমা প্রদান নিশ্চিত করিবেন।

১১.১.৫ ওয়ারহাউসে পণ্য গ্রহণ

বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাস্টমস ওয়ারহাউস পদ্ধতি প্রতিপালনপূর্বক ওয়ারহাউস রক্ষক কর্তৃক পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

১১.১.৬ ওয়ারহাউসে রক্ষিত পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ

- (১) ওয়ারহাউসকৃত সকল পণ্য যথাযথ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।
- (২) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা কোনো ওয়ারহাউসের যেকোনো অংশে প্রবেশ এবং উহাতে রক্ষিত পণ্য, রেকর্ড, হিসাবপত্র এবং দলিলপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১১.১.৭ ওয়ারহাউসে রক্ষিত প্যাকেজ খোলা এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।-

- (১) যথাযথ কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, কোনো ওয়ারহাউসে সংরক্ষিত কোনো পণ্য বা প্যাকেজ খোলা, ওজন করা বা পরীক্ষা করা হইবে, এবং উক্ত কোনো পণ্য এইরূপে খোলা, ওজন করা বা পরীক্ষা করিবার পর উহা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপভাবে সিলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করাইতে পারিবেন।
- (২) কোনো পণ্য পরীক্ষার পর উক্তরূপ সিলযুক্ত বা মার্কযুক্ত করা হইলে উহা যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় খোলা যাইবে না, এবং এইরূপ অনুমতিক্রমে উক্ত পণ্য খোলা হইলে তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে প্যাকেজসমূহ পুনরায় সিলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১১.১.৮ ওয়ারহাউসে রক্ষিত পণ্যের মালিকের ওয়ারহাউসে প্রবেশাধিকার

যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে অফিস চলাকালীন যে কোনো সময়ে একজন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ওয়ারহাউসে সংরক্ষিত পণ্যের মালিকের পণ্যের নিকট যাওয়ার প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং যথাযথ কর্মকর্তার নিকট এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করা হইলে একজন কাস্টমস কর্মকর্তাকে উক্ত মালিকের সঙ্গী হওয়ার জন্য নিয়োগ করা যাইবে।

১১.১.৯ ওয়ারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা

- (১) যথাযথ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফি পরিশোধ করিয়া কোনো পণ্যের মালিক উহা ওয়ারহাউসকরণের পূর্বে বা পরে-
 - (ক) ক্ষতিগ্রস্ত বা অবনতিগ্রস্ত পণ্য অবশিষ্ট পণ্য হইতে পৃথক করিতে পারিবেন;
 - (খ) পণ্যের সংরক্ষণ, বিক্রয়, রপ্তানি অথবা ব্যবস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে পণ্য বাছাই করিতে বা উহার পাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবেন;
 - (গ) পণ্যের অবচয়, অবনতি অথবা ক্ষতি রোধ করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ পদ্ধতিতে পণ্য এবং উহাদের আধারের (পড্‌হুধরহবৎ) বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;
 - (ঘ) বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করাইতে পারিবেন; বা
 - (ঙ) যথাযথ কর্মকর্তা যেরূপ অনুমোদন করেন পণ্যের সেইরূপ কোনো নমুনা দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ঘোষণা দাখিল অথবা ঘোষণা ব্যতীত এবং শুল্ক পরিশোধপূর্বক অথবা পরিশোধ ব্যতীত, তবে মূল পরিমাণের ঘাটতির উপর শেষ পর্যন্ত প্রদেয় হইলে উহার শুল্ক পরিশোধপূর্বক, গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (২) কোনো পণ্য উক্তরূপ পৃথককৃত এবং যথাযথ অথবা অনুমোদিত প্যাকেজে পুনঃপ্যাকেটজাত করিবার পর উক্ত পণ্যের মালিকের অনুরোধক্রমে উপযুক্ত কর্মকর্তা এইভাবে পৃথক্করণ অথবা পুনঃপ্যাকেটজাতকরণের পরে কোনো বর্জ্য,

ক্ষতিগ্রস্ত অথবা উদ্ধৃত পণ্য অবশিষ্ট থাকিলে উহা, অথবা অনুরূপ অনুরোধক্রমে, শুদ্ধ আরোপের উপযোগী নহে এইরূপ কোনো পণ্য, ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অথবা অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উহার উপর প্রদেয় শুদ্ধ মওকুফ করিতে পারিবেন।

১১.১.১০ ওয়ারাহাউসে রক্ষিত পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম

(১) বিধি এবং ধারা ১২ এর আওতায় ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোনো ওয়ারাহাউসকৃত পণ্যের মালিক উক্ত পণ্য দ্বারা কোনো প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া বা অন্য কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ- ধারা (১) এর অধীন পরিচালিত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় পণ্যের কোনো অপচয় বা বর্জ্য হয় সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) যদি উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ ওয়ারাহাউসকৃত পণ্য অপচয় বা বর্জ্য হইয়াছে উহার জন্য কোনো শুদ্ধ আরোপ করা হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপচয় বা বর্জ্য ধ্বংস করিতে হইবে কিংবা উহাদের উপর শুদ্ধ পরিশোধ করিতে হইবে, যেন উহা উক্ত অবস্থায় বাংলাদেশে আমদানি করা হইয়াছে;

(খ) যদি উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক দেশীয় ভোগের জন্য ওয়ারাহাউস হইতে খালাস করা হয়, তাহা হইলে দেশীয় ভোগের জন্য উক্ত পণ্যের যে পরিমাণ খালাস করা হয় তাহার উপর, এবং ওয়ারাহাউসকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত কার্যক্রম বা প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অপচয়কৃত বস্তু বা বর্জ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হইলে তাহার উপর আমদানি শুদ্ধ ও কর আরোপ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অন্য ধারায় ভিন্নরূপ বিধানাবলি সত্ত্বেও কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস এই দফার অধীন শুদ্ধায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণ করিবেন।

১১.১.১১ এই আইনে উল্লিখিত বিধান ব্যতীত ওয়ারাহাউস হইতে কোনো পণ্য বাহির না করা

দেশীয় ভোগ বা রপ্তানির জন্য খালাস অথবা অন্য কোনো ওয়ারাহাউসে অপসারণ অথবা এই আইনে ব্যবস্থিত অন্য কোনো প্রক্রিয়া ব্যতীত, ওয়ারাহাউসকৃত কোনো পণ্য ওয়ারাহাউস হইতে বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

১১.১.১২ কাস্টমস ওয়ারাহাউসিং এর মেয়াদ

(১) বোর্ড, বিধি মোতাবেক, ওয়ারাহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারাহাউসের জন্য ওয়ারাহাউসিং পদ্ধতির পরিসমাপ্তির বিভিন্ন মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ- ধারা (১) এ বর্ণিত ওয়ারাহাউসিং পদ্ধতির পরিসমাপ্তির মেয়াদ ওয়ারাহাউসিং পদ্ধতির আওতায় আমদানিকৃত পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

১১.১.১৩ লাইসেন্স বাতিল হইলে পণ্য অপসারণ

যদি কোনো বেসরকারি ওয়ারাহাউসের লাইসেন্স বাতিল করা হয়, তাহা হইলে উহাতে ওয়ারাহাউসকৃত কোনো পণ্যের মালিক উক্ত বাতিলকরণের নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে অথবা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে ওয়ারাহাউস হইতে পণ্য অন্য কোনো ওয়ারাহাউসে অপসারণ করিবেন অথবা উহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করিবেন।

১১.১.১৪ একই কাস্টমস স্টেশনে এক ওয়ারাহাউস হইতে অন্য ওয়ারাহাউসে পণ্য অপসারণের ক্ষমতা

ওয়ারাহাউসকৃত পণ্যের মালিক ধারা ১১৯ এর অধীন ওয়ারাহাউসিং মেয়াদের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিয়া এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) কর্তৃক অথবা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে উক্ত কমিশনার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন সেইরূপ শর্তাবলিতে এবং জামানত পেশের পর ওয়ারাহাউসকৃত পণ্য একই কাস্টমস স্টেশনের এক ওয়ারাহাউস হইতে অন্য ওয়ারাহাউসে অপসারণ করিতে পারিবেন।

১১.১.১৫ পণ্য এক ওয়ারাহাউসিং স্টেশন হইতে অন্য ওয়ারাহাউসিং স্টেশনে অপসারণের ক্ষমতা

কোনো ওয়ারাহাউসিং স্টেশনে ওয়ারাহাউসকৃত পণ্যের মালিক, উক্ত পণ্য ধারা ১১৯ এর অধীন ওয়ারাহাউসিং মেয়াদের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যে পণ্য অপসারণ করা হইবে উহার বিবরণ এবং যে কাস্টমস স্টেশনে অপসারিত হইবে উহার নাম উল্লেখপূর্বক কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়া অন্য কোনো ওয়ারাহাউসিং স্টেশনে ওয়ারাহাউসিং এর উদ্দেশ্যে ওয়ারাহাউসকৃত পণ্য অপসারণ করিতে পারিবেন।

১১.১.১৬ গন্তব্যের কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর পণ্য প্রথম আমদানির পণ্যের মত একই আইনসমূহের অধীন হইবে
ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য গন্তব্যের কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর উহা প্রথম আমদানির পর এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করিবার অনুরূপ পদ্ধতিতে এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করা হইবে এবং শেষে উল্লিখিত পণ্যের এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং যে সকল আইন এবং বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, উহা উক্ত আইন এবং বিধি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, এর অধীন হইবে।

১১.১.১৭ ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষতি হইলে বা অবনতি ঘটিলে উহার পুনঃশুদ্ধায়ন

মূল্যভিত্তিক শুদ্ধ আরোপযোগ্য কোনো পণ্য ওয়্যারহাউসিং এর জন্য ছাড় করিবার পর হইতে দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করিবার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অনিবার্য দুর্ঘটনা অথবা কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচায়িত হয়, তাহা হইলে মালিক ইচ্ছা করিলে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচায়িত অবস্থায় উহাদের মূল্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপণ করাইতে পারিবেন এবং তদনুসারে উহাদের উপর আরোপযোগ্য শুদ্ধ হ্রাসকৃত মূল্যের অনুপাতে হ্রাস করা হইবে এবং মালিকের স্বেচ্ছায় প্রথমে সম্পাদিত বন্ড প্রতিস্থাপন করিবার জন্য হ্রাসকৃত শুদ্ধের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের একটি নূতন বন্ড সম্পাদন করা যাইবে।

১১.১.১৮ উদ্বায়ী (Volatile) পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড়

যখন এইরূপ কোনো শ্রেণির এবং বর্ণনার ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, যাহার উদ্বায়িতা এবং উহাদের মজুদ প্রক্রিয়া বিবেচনাপূর্বক বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করে, তাহা যদি ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণের সময় পরিমাণে কম পাওয়া যায় এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ঘাটতি স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে ঘটিয়াছে, তখন উক্ত ঘাটতির উপর কোনো শুদ্ধ আরোপ করা যাইবে না।

১১.১.১৯ ওয়্যারহাউস হইতে অসঙ্গতভাবে অপসারিত বা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি সময়ে রাখিবার অনুমোদনপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্যের উপর শুদ্ধ

নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা দাবিনামা জারি করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দাবিনামার প্রেক্ষিতে পণ্যসমূহের মালিক উহাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় সমুদয় ভাড়া, জরিমানা, সুদ এবং অন্যান্য চার্জসহ উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় পরিমাণ শুদ্ধ অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ১১৮ লঙ্ঘন করিয়া অপসারিত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য;

(খ) ধারা ১২০ এর অধীন অপসারণের জন্য অনুমোদিত সময়ের মধ্যে ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণ না করা পণ্য;

(গ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ১০৯ অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বন্ড সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করা হয় নাই অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে অপসারণ করা হয় নাই অথবা যাহা ধারা ১১৬ এবং ১১৭ এ ব্যবস্থিত হয় নাই অথবা ধারা ১২৯ এ উল্লিখিত বিধান ব্যতীত অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যথাযথ কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে যাহার হিসাব প্রদান করা হয় নাই সেই সকল পণ্য; এবং

(ঘ) ধারা ১১৬ এর অধীন নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্য।

১১.১.২০ শুদ্ধ, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পদ্ধতি

(১) যদি কোনো মালিক ধারা ১১৬ এর অধীন দাবিকৃত কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা ধারা ১০৯ এর অধীন সম্পাদিত বন্ডের উপর অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা ওয়্যারহাউসে রক্ষিত মালিকের পণ্য অথবা পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোনো কারখানা, যন্ত্রপাতি অথবা মেশিনারি অথবা উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন অন্য কোনো পণ্য এবং সম্পত্তির এইরূপ অংশ যাহা দাবি আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হইবে তাহা আটক করাইতে পারিবেন, এবং অবিলম্বে উক্তরূপ আটকের লিখিত নোটিশ মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে দাবি পূরণ করা না হইলে উক্তরূপ আটককৃত পণ্য বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) উপ- ধারা (২) এর অধীন বিক্রয়লব্ধ অর্থের নিট পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া বন্ডের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে এবং বন্ডের দায় সম্পূর্ণ মিটাইবার পর উদ্ধৃত, যদি থাকে, ধারা ২৩৭ অনুসারে বিলিবদ্দেশ পদ্ধতিতে ব্যবস্থিত হইবে।

(৪) পণ্যের কোনো হস্তান্তর বা স্বত্ব- নিয়োগ (assignment) এর উপর পাওনা আদায়ের জন্য যথাযথ কর্মকর্তাকে এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

১১.১.২১ রেকর্ড সংরক্ষণ

ওয়্যারহাউস রক্ষক ওয়্যারহাউসে প্রবেশকৃত পণ্যের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্টক কিপিং এর হিসাবসহ সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

১১.১.২২ দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ারহাউসকৃত পণ্যের শুদ্ধ মওকুফ করিবার ক্ষমতা

ধারা ১০৯ এর অধীন বন্ড সম্পাদিত হইয়াছে এবং দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হয় নাই, এইরূপ কোনো ওয়ারহাউসকৃত পণ্য, যদি কোনো অনিবার্য দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস তাহার বিবেচনাবলে উহার উপর প্রদেয় শুদ্ধ মওকুফ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বেসরকারি ওয়ারহাউসে উক্ত পণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ধ্বংসের ঘটনা উদঘাটনের পর ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্মকর্তার নিকট এতদ্বিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১১.১.২৩ ওয়ারহাউস রক্ষকের দায়িত্ব

১৩০। সরকারি ওয়ারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে ওয়ারহাউস রক্ষক এবং বেসরকারি ওয়ারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, উক্ত পণ্যের শুদ্ধায়নকারী কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত পরিমাণ, ওজন অথবা পরিমাপ অনুসারে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১২৫ এ ব্যবস্থিত স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে পরিমাণে ঘাটতির জন্য ছাড় প্রদানপূর্বক, ওয়ারহাউসে উহাদের যথাযথ গ্রহণ এবং উক্ত স্থান হইতে সরবরাহ এবং উক্ত স্থানে জমা থাকাকালীন সময়ে নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, ওয়ারহাউসে পণ্য প্রবেশ করানোর অথবা উক্ত স্থান হইতে বাহিরে লইবার অথবা উক্ত স্থানে জমা থাকাকালীন সময়ে সংঘটিত কোনো অপচয় অথবা ক্ষতির জন্য কোনো মালিক যথাযথ কর্মকর্তা বা কোনো সরকারি ওয়ারহাউসের রক্ষকের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপচয় বা ক্ষতি ওয়ারহাউস রক্ষক বা কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত কর্ম বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে।

১১.১.২৪ ওয়ারহাউসে পণ্য জমা রাখিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস ওয়ারহাউসের কোন অংশে, কোন পদ্ধতিতে এবং কী শর্তে কোনো পণ্য জমা রাখা যাইবে এবং কোন কোন প্রকারের পণ্য এইরূপ কোনো ওয়ারহাউসে জমা রাখা যাইবে তাহা, সময় সময়, নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১১.১.২৫ পরিবহণ, প্যাকিং, ইত্যাদির ব্যয় মালিক কর্তৃক বহন

সরকারি ওয়ারহাউসে পণ্য গ্রহণ অথবা উক্ত স্থান হইতে উহা অপসারণ বাবদ পরিবহণ, প্যাকিং এবং মজুদের ব্যয় যদি যথাযথ কর্মকর্তা অথবা ওয়ারহাউস রক্ষক পরিশোধ করেন, তাহা হইলে উহা পণ্যের উপর আরোপণীয় হইবে এবং মালিক কর্তৃক বহন করা হইবে, এবং ধারা ১২৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১১.১.২৬ শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন, শিথিল করা, ইত্যাদির ক্ষমতা

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা সংযোজন অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথাযথ বিবেচনা করিলে উহার কোনো বিধান শিথিল করিতে পারিবে।

১১.১.২৭ কাস্টমস ওয়ারহাউস পদ্ধতির পরিসমাপ্তি

কোনো কাস্টমস ওয়ারহাউস পদ্ধতির নিম্নলিখিতভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথা:-

- (ক) উক্ত পদ্ধতির অধীন প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কোনো কাস্টমস পদ্ধতির অধীন পণ্য ছাড়ের মাধ্যমে, যথা:-
- (খ) দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ছাড়করণ; বা
- (গ) স্থায়ী রপ্তানিকরণ;
- (ঘ) সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে।

১২.১ অপরাধ, জরিমানা ও দণ্ড

১২.১.১ অপরাধসমূহের জরিমানা বা দণ্ড

- (১) যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নের টেবিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কলাম (৪) এ বর্ণিত জরিমানা বা দণ্ড আরোপণীয় হইবে, যথা:-

টেবিল

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	৮ ও ৯	যদি কোনো ব্যক্তি- (ক) সমুদ্রপথে বা আকাশপথে আমদানিকৃত কোনো পণ্য খালাসের জন্য ধারা ৮ এর অধীন ঘোষিত কাস্টমস বন্দর অথবা কাস্টমস বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে নামান বা নামানোর চেষ্টা করেন; (খ) স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত কোনো পণ্য উহা আমদানির জন্য ধারা ৮ এর দফা (গ) এর অধীন ঘোষিত রুট ব্যতীত অন্য কোনো রুটের মাধ্যমে আমদানি করেন; (গ) রপ্তানি পণ্য বোঝাই করিবার জন্য নির্ধারিত কাস্টমস বন্দর অথবা কাস্টমস বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হইতে উহা সমুদ্রপথে অথবা আকাশপথে রপ্তানি করিবার চেষ্টা করেন; (ঘ) ধারা ৮ এর দফা (গ) এর অধীন রপ্তানির জন্য নির্ধারিত রুটের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য কোনো রুটে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে কোনো পণ্য রপ্তানির চেষ্টা করেন; (ঙ) কোনো আমদানিকৃত পণ্য কাস্টমস বন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে নামাইবার উদ্দেশ্যে উপসাগর, খাঁড়ি অথবা নদীতে আনয়ন করেন; বা	ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পণ্য- মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ১ (এক) বৎসর কিন্তু অনধিক ৬ (ছয়) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং পণ্য মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২।	১২, ষোড়শ অধ্যায়	(চ) কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অথবা ধারা ৯ এর দফা (খ) এর অধীন পণ্য বোঝাইয়ের জন্য অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হইতে রপ্তানি করিবার জন্য কোনো পণ্য বাংলাদেশের স্থল সীমান্তে অথবা উপকূলের নিকটে অথবা কোনো উপসাগর, খাঁড়ি বা নদীর নিকটে আনয়ন করেন যদি কোনো ব্যক্তি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কাস্টমস ওয়ারহাউসে নির্ধারিত কোনো শর্ত বা বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
৩।	১৩	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৩ এর অধীন কাস্টমস কর্মকর্তাদের আরোহন বা অবতরণের উদ্দেশ্যে কাস্টমস স্টেশনের নির্ধারিত স্থানে আগমনকারী বা বহির্গমনমুখী কোনো জাহাজ আনয়ন করিতে বা যথাযথ কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত স্টেশনের	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		নির্ধারিত এলাকার মধ্যে উক্ত জাহাজ চলাচল বা অবস্থান করাইতে ব্যর্থ হন;	
৪।	চতুর্থ অধ্যায়	(১) যদি কোনো ব্যক্তি- (ক) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত অবৈধভাবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করেন বা প্রবেশের চেষ্টা করেন অথবা উক্ত কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য অননুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করেন; (খ) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আইনানুগ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য অননুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করেন; অথবা (গ) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত না হইয়াও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণ করেন, এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার, প্রকাশ বা প্রচার করেন অথবা উহা বিতরণের জন্য অনুমোদন প্রদান করেন; (২) যদি কোনো ব্যক্তি- (ক) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত কোনো রেকর্ড বা তথ্য প্রতারণামূলকভাবে পরিবর্তন করেন; (খ) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল করেন; অথবা (গ) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য কোনো ডুপি-কেট টেপ, ডিস্ক বা অন্য কোনো মাধ্যমে ধারণ করেন অথবা উক্ত সংরক্ষিত তথ্য বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল করেন। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি,- (ক) কোনো অনুমোদিত ব্যবহারকারী না হইয়াও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো তথ্য প্রেরণ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে কোনো ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ব্যবহার করেন; অথবা	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ডে, অথবা অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(খ) কোনো নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হইয়া কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো তথ্য প্রেরণ প্রমাণীকরণের জন্য অন্য কোনো অনুমোদিত ব্যবহারকারীর ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ব্যবহার করেন।	
৫।	১৭	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করেন বা করিবার চেষ্টা করেন।	এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধী যে দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পণ্য-মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৬।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য চোরাচালান করিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন করেন বা বাংলাদেশের বাহিরে লইয়া যান।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পণ্য-মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ২ (দুই) বৎসর কিন্তু অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং পণ্য-মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৭।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, এই আইনের অধীন চোরাচালানকৃত পণ্য অথবা চোরাচালানকৃত বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হয় এইরূপ অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা মূল্যমানের কোনো পণ্য দখলে আনেন অথবা যে কোনো উপায়ে উহা বহন করা, অপসারণ করা, জমা রাখা, আশ্রয়ে রাখা, সংরক্ষণ করা, লুকাইয়া রাখা বা অন্য কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পণ্য-মূল্যের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ১ (এক) বৎসর কিন্তু অনধিক ৬ (ছয়) বৎসর মেয়াদেও কারাদণ্ডে এবং পণ্য-মূল্যেও অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
		ব্যাখ্যা- এই এন্ট্রির অধীন বিবেচ্য পণ্য যদি স্বর্ণ বুলিয়ন বা রৌপ্য বুলিয়ন হয় এবং কোনো ব্যক্তি যদি এইমর্মে দাবি করেন যে, পণ্যটি চোরাচালানকৃত নহে, উহা বাংলাদেশে	

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সংগৃহীত, তাহা হইলে বিষয়টি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।	
৮।	২৫	যদি কোনো ব্যক্তি কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ২৫ এর অধীন আরোপিত শর্ত, সীমা বা বিধি- নিষেধ লঙ্ঘন করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় স্বাভাবিক (৭৪৬০০০০) শুল্ক- করাদির অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৯।	৩৩	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৩ এর অধীনে কাস্টমস সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে অসত্য বিবৃতি প্রদান বা দলিলপত্র দাখিল করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাঁকিকৃত শুল্ক- করের অনূন দ্বিগুণ কিন্তু অনধিক চারগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা ফাঁকিকৃত শুল্ক- করের অনূন দ্বিগুণ কিন্তু অনধিক চারগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
১০।	সপ্তম অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ দাবি করেন অথবা প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা যথাযথভাবে রপ্তানি করা হয় নাই অথবা এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজীকরণের পর সংশ্লিষ্ট পণ্য পুনরায় বাংলাদেশে নামান বা অবতরণ করান।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ফেরত প্রদানসহ উক্ত পণ্যের উপর আরোপ উপর আরোপণীয় শুল্ক করের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
১১।	৪৮	(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে যানবাহন ও কার্গো ঘোষণা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন। (২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী কার্গো ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত বা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও কোনো পণ্য উক্ত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত বা বর্ণনা করিতে ব্যর্থ হন, যাহা যানবাহনে থাকা অবস্থায় বা উক্ত যানবাহন হইতে নামানোর সময় পাওয়া যায়। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী কার্গো ঘোষণায় যে পণ্য অন্তর্ভুক্ত বা বর্ণনা করেন, তাহা পাওয়া না যায় বা কম পাওয়া যায়।	(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে। (২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। (৩) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক- করের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অথবা, উক্ত পণ্য শুল্ক- করযোগ্য না হইলে বা

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			উহার উপর শুল্ক- কর নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে, প্রতিটি নিখোঁজ বা ঘাটতি প্যাকেজ (চুধপশধমব) বা পৃথক বস্তুর জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং, বাক্স পণ্যের ক্ষেত্রে, অনূন সংশ্লিষ্ট পণ্য- মূল্যের সমপরিমাণ অথবা ২ (দুই) লক্ষ টাকা, যাহাই অধিকতর হয়, জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
১২।	৪৯, ৫০, ৫১, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭২ বা ৭৩	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭২ বা ৭৩ এর বিধান অনুযায়ী যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো যানবাহন হইতে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা প্রযোজ্য এইরূপ কোনো পণ্য খালাস করেন এবং বাংলাদেশ হইতে গমনোদ্যত কোনো যানবাহনে পণ্য বোঝাই করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
১৩।	৫১	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫১ এর বিধান অনুযায়ী পণ্য আগমন সম্পর্কে অবহিত করিতে এবং অন্তর্মুখী প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
১৪।	৫৩ ও ৫৪	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫৩ বা ৫৪ এর অধীন পোর্ট ক্লিয়ারেন্স বা যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোনো যানবাহন কাস্টমস স্টেশন হইতে নির্গমন করান বা নির্গমন করাইতে উদ্যত হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
১৫।	৬২	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬২ এর অধীন কাস্টমস স্টেশনে আগমনকারী বা কাস্টমস স্টেশন হইতে বহির্গমনমুখী জাহাজে অবতরণের উদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্মকর্তাকে গ্রহণ করিতে কিংবা জাহাজে অবস্থানকারী কাস্টমস কর্মকর্তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
১৬।	৬৬	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬৬ এর অধীন বোট নোট ব্যতীত অথবা বোট নোট এ উল্লিখিত পরিমাণের অধিক কোনো পণ্য কোনো কার্গো বোটের মাধ্যমে কোনো জাহাজ হইতে বা জাহাজে পরিবহণ করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক- করাদির অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ এবং, সংশ্লিষ্ট পণ্য শুল্ক- করযোগ্য না হইলে, অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
১৭।	৭০	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৭০ এর অধীন প্রণীত বিধি- বিধান পরিপালন না করিয়া বাংলাদেশি জাহাজের মালিকানাধীন প্রত্যেক নৌকা এবং অনধিক ১০০ (একশত) টনের অন্যান্য প্রত্যেক নৌযান চলাচল করান।	সংশ্লিষ্ট নৌযান বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮।	৮১ ও ৮২	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৮১ বা ৮২ এর বিধান অনুযায়ী এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, পণ্য ঘোষণা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
১৯।	৮২	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৮২ এর বিধান অনুযায়ী কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন বা কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিবার জন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে যাচিত কোনো দলিল বা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২০।	৯২	যদি কোনো ব্যক্তি যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত অস্থায়ী মজুদ (temporary storage) হইতে ধারা ৯২ এর অধীন ছাড় করা হয়নি, এইরূপ পণ্য অপসারণ করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- কর পরিশোধ ছাড়াও উক্ত আরোপণীয় শুল্ক- করের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দশ গুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
২১।	চতুর্দশ অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীন অস্থায়ী আমদানির ক্ষেত্রে এই আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো শর্ত বা বিধি- নিষেধ পরিপালন করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- কর পরিশোধ করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদেয় শুল্ক- কর এর অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু পণ্যের মূল্যের অনধিক তিনগুণ, যাহাই অধিকতর হয়, জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২২।	ষোড়শ অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি ষোড়শ অধ্যায়ের অধীন কোনো ওয়ারহাউসে এই আইন বা বিধির বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া বা কোনো যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৩।	ষোড়শ অধ্যায়	(১) যদি কোনো ওয়ারহাউস রক্ষক কোনো পণ্য ষোড়শ অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ওয়ারহাউসে সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন অথবা কাস্টমস শুল্ক ও কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়ারহাউস সুবিধার অপব্যবহার করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- করাদির অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা আরোপণীয় শুল্ক- করের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
		(২) যদি কোনো ওয়ারহাউসরক্ষক কোনো ওয়ারহাউস হইতে কোনো পণ্য শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে অবৈধভাবে বাহিরে লইয়া যান, বা	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- করাদির অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		উহাতে সহায়তা করেন বা অন্য কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন।	জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৩ (মাস) কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা আরোপণীয় শুল্ক- করের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৪।	সপ্তদশ অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি সপ্তদশ অধ্যায়ের ধারা ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯ বা ১৪০ এর বিধান অনুযায়ী ট্রান্সশিপমেন্ট সম্পর্কিত কোনো বিধি- বিধান লঙ্ঘন করেন বা ট্রান্সশিপমেন্টযোগ্য নহে এইরূপ পণ্য ট্রান্সশিপ করেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৫।	অষ্টাদশ অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি অষ্টাদশ অধ্যায়ের ধারা ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ বা ১৪৫ এর বিধান অনুযায়ী ট্রানজিট পদ্ধতির অধীন ন্যস্তকৃত পণ্য এবং প্রযোজ্য দলিল, উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী গন্তব্য কাস্টমস স্টেশনে উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন অথবা ট্রানজিট সংক্রান্ত বিধি- বিধান লঙ্ঘন করেন।	শুল্ক- কর ফাঁকিজানিত অপরাধের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- কর পরিশোধ করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদেয় শুল্ক- কর এর অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে, তবে শুল্ক- কর ফাঁকির ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
২৬।	১৪৭	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪৭ এর অধীন রপ্তানি পণ্য বোঝাই না করিবার অথবা কম বোঝাই করিবার অথবা বোঝাই করিবার পর উহা পুনরায় নামানোর সংবাদ যথাযথ কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৭।	১৪৮	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪৮ এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে যানবাহন হইতে কোনো রপ্তানি পণ্য, রসদ বা ভান্ডারসামগ্রী পুনরায় নামান।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৮।	বিংশ অধ্যায়	যদি কোনো ব্যক্তি বিংশ অধ্যায়ের অধীন রসদ ও ভান্ডার সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো শর্ত বা বিধি- নিষেধ পরিপালন করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- কর পরিশোধ করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদেয় শুল্ক- কর এর অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু পণ্যের মূল্যের অনধিক তিনগুণ, যাহাই অধিকতর হয়, জরিমানা

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
২৯।	১৫৪	যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে আগমনের পর ধারা ১৫৪ এর বিধান অনুযায়ী তাহার সহিত বহনকৃত বা তাহার ব্যাগেজের ভিতরে রক্ষিত কোনো পণ্য সম্পর্কে, ব্যাগেজ পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘোষণা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৩০।	১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬ ও ১৬৮	যদি কোনো ব্যক্তি উপকূলীয় পণ্য বহনকারী নৌযানের মাস্টার হিসাবে ধারা ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬ বা ১৬৮ এর বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিক (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৩১।	১৭০	যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাইরে কোনো উপকূলীয় পণ্য পরিবহণে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন।	উক্ত পণ্য বহনকারী জাহাজের মাস্টার অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উক্ত লঙ্ঘনের ফলে কোনো ক্ষতি- কর ফাঁকি হইলে উক্ত ক্ষতির অনধিক তিনগুণ জরিমানা আরোপণীয় হইবে; এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৩২।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি স্থায়ী হেফাজতে রক্ষিত কোনো পণ্য রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বন্দর এলাকা হইতে অপসারণ করেন অথবা অপসারণের চেষ্টা করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয় শুল্ক- কর পরিশোধ ছাড়াও উক্ত আরোপণীয় শুল্ক- করের অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক পাঁচ গুণ পরিমাণ অর্থ জরিমানা, অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্য শুল্ক- করযোগ্য না হইলে বা উহার উপর শুল্ক- কর নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে, প্রতিটি নিখোঁজ বা ঘাটতি প্যাকেজ (ঢুপশধমব) বা পৃথক বস্তুর জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা এবং, বাক্স পণ্যের ক্ষেত্রে, অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা সংশ্লিষ্ট পণ্য- মূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ, যাহাই অধিকতর হয়, অর্থ জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ১ (এক) বৎসর কিন্তু অনধিক ৬ (ছয়) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় সমুদয়

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			শুল্ক- করাদি পরিশোধসহ প্রদেয় শুল্ক- করাদির অনূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড, অথবা যদি উক্ত পণ্য শুল্ক- করযোগ্য না হয় কিংবা শুল্ক- কর নির্ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি নিখোঁজ বা ঘাটতি পণ্যের জন্য বা স্বতন্ত্র পণ্যের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, এবং বাক পণ্যের ক্ষেত্রে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক পণ্য- মূল্যের পাঁচগুণ, যাহা অধিকতর হয়, পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৩৩।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে- (ক) এই আইনের দ্বারা বা অধীন অর্পিত বা প্রদত্ত কোনো কর্তব্য পালনে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগে যথাযথভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে অথবা তাহার সহায়তায় কমরত কোনো ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করেন, বিধিনত করেন, নিগৃহীত করেন অথবা আক্রমণ করেন; (খ) এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো জিনিসের জন্য কোনো তল্লাশি পরিচালনা করিতে বা উক্ত জিনিস আটক, জব্দ অথবা অপসারণ করিতে এইরূপ কিছু করেন যাহা উক্ত কার্যকে বাধা সৃষ্টি করে অথবা বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়; (গ) এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো জিনিস নিজ দখলে নেন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেন অথবা কোনো জিনিস বাজেয়াপ্তযোগ্য কিনা তাহার সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হইতে বা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে বিরত রাখিবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো কিছু করেন; (ঘ) এই আইনের অধীন নিয়োজিত বা কমরত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে আটক করিতে বাধা প্রদান করেন বা উক্তরূপ আটককৃত কোনো ব্যক্তিকে ছিনাইয়া নেন; অথবা	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(ঙ) উপরি- উল্লিখিত এক্সিসমূহের যে কোনো একটি কার্য বা বিষয় করিতে চেষ্টা করেন অথবা উহাদের যে কোনো একটি করিতে সহায়তা বা সহযোগিতা করেন অথবা সহায়তা বা সহযোগিতা করিবার চেষ্টা করেন;	
৩৪।	১৯৩	যদি ধারা ১৯৩ এর উপ- ধারা (২) এর অধীন কোনো লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় অথবা কোনো কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশনে পণ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া যে পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব, তিনি উক্তরূপ কর্তব্য প্রতিপালন করিতে যদি অবহেলা করেন।	সংশ্লিষ্ট অফিসার অনূন ১০ (দশ) হাজার টাকা কিম্বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৫।	২১৩	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২১৩ এর উপ- ধারা (২) এর অধীন দণ্ডদেশের নোটিশ প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিম্বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিম্বা অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিম্বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৬।	২১৫	যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অথবা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোনো চেষ্টা বা সম্ভাব্য চেষ্টার বিষয় অবগত হইয়া নিকটতম কাস্টমস হাউস অথবা কাস্টমস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা, যুক্তিসঙ্গত সুবিধাজনক দূরত্বে কোনো কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশন না থাকিলে, যদি নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে উহার সংবাদ প্রদান করিতে ব্যর্থ হন,	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; অথবা(খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৭।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, ব্যতীত, কোনো বিল- হেডিং বা কোনো হেডিং সদৃশ অন্য কোনো কাগজ বা ফাঁকা কাগজ বাংলাদেশে আনয়ন করেন অথবা উহা আনয়ন করিবার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা উহা দখলে রাখেন এবং ধারণা করা হয় যে, যে ব্যক্তির দখল হইতে উহা উদ্ধার করা হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি উহা বাংলাদেশে আনিয়াছেন অথবা যাহার পক্ষে উহা বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে তাহারা	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা ফার্ম কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে উহা চালানপত্র হিসাবে পূরণ এবং ব্যবহার করা সম্ভব।	
৩৮।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক অথবা আক্রমণাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই আইনের যে কোনো বিধান দ্বারা বা অধীন অর্পিত বা প্রদত্ত কোনো কর্তব্য পালনরত বা ক্ষমতা প্রয়োগরত কোনো ব্যক্তিকে অথবা তাহার সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন বা উক্ত অস্ত্র বর্ণিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, যখন- (ক) তিনি কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উপর এই আইন অথবা অন্য কোনো আইন দ্বারা আরোপিত নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করিবার উদ্দেশ্যে অথবা উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর পরিশোধ না করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা পরিশোধের জন্য জামানত প্রদান ব্যতীত উক্ত পণ্যের চলাচল, পরিবহণ বা লুকাইবার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন; অথবা (খ) তিনি এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো পণ্য দখলে রাখেন	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; অথবা(খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩৯।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিতরে বা বাহিরে চোরাচালানের অথবা অভীষ্ট চোরাচালানের সহিত সম্পৃক্ত কোনো সংকেত বা সংবাদ হিসাবে বাংলাদেশের কোনো এলাকা হইতে অথবা কোনো জাহাজ বা উড়োজাহাজ হইতে কোনো জাহাজে বা কোনো উড়োজাহাজে অথবা সীমান্তের ওপারে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির অবগতির জন্য যে কোনো মাধ্যমে কোনো সংকেত বা সংবাদ প্রেরণ করেন, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত সংকেত বা সংবাদ প্রেরিত হয় তিনি উহা গ্রহণ করিবার অবস্থায় অথবা সেই সময়ে প্রকৃতপক্ষে চোরাচালানে নিয়োজিত থাকুক বা না থাকুক। ব্যাখ্যা।- এই দফার অধীন কোনো কার্যধারায় যদি এইরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কোনো সংকেত বা সংবাদ পূর্বোল্লিখিত সংকেত বা সংবাদ কিনা, তাহা হইলে উহা প্রমাণ করিবার দায় বিবাদীর উপর বর্তাইবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৪০।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শুল্কযোগ্য পণ্য, যাহার উপর শুল্ক পরিশোধ করা হয় নাই, অথবা এই	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		আইন বা অন্য কোনো আইনের যে কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশ এবং অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সীমান্ত হইতে বাংলাদেশের ১.৬ কিলোমিটার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো ইমারতের মধ্য দিয়া অথবা ইমারতের ভিতরে বা ইমারতের সহিত সংযুক্ত কোনো আঙ্গিনার মধ্য দিয়া অথবা আঙ্গিনার ভিতরে জমা রাখেন, ন্যস্ত করেন বা বহন করেন অথবা জমা রাখা, ন্যস্ত করা বা বহন করিবার ব্যবস্থা করেন।	জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা (খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৪১।	২৪৩	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৪৩ এর বিধান অনুযায়ী কোনো বৈধ লাইসেন্স ব্যতীত, কোনো যানবাহনে প্রবেশ বা প্রস্থান অথবা পণ্য আমদানি, রপ্তানি বা ব্যাগেজ সংক্রান্ত কোনো কাস্টমস কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	সংশ্লিষ্ট পণ্য শুদ্ধ- করযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর আরোপণীয় শুদ্ধ- করাদির দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ অথবা, উক্ত পণ্য শুদ্ধ- করযোগ্য না হইলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
৪২।	২৪৬	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৪৬ এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যবসায়িক রেকর্ড বা কোনো বিশেষ কাস্টমস পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে, বা উক্ত রেকর্ড কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট লভ্য বা উপস্থাপন করিতে বা কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে ব্যর্থ হন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।
৪২।	২৪৭	যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৪৭ এর অধীন কোনো প্রজ্ঞাপনের বিধানাবলি অথবা বাংলাদেশের সীমান্তের ২৪ (চব্বিশ) কিলোমিটারের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য বা মহামূল্যবান পাথর অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য বা মহামূল্যবান পাথরের তৈরি অলংকারের সহিত সম্পর্কিত ব্যবসার বিধি- নিষেধমূলক বিধানসমূহ লঙ্ঘন করেন।	(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা(খ) আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৪৪।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি উপরি- উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহে উল্লিখিত কার্য ব্যতীত এই আইনে বারিত করা হইয়াছে এইরূপ কোনো কার্য করেন অথবা এই আইনের অধীন করণীয় এইরূপ কোনো কার্য করা হইতে বিরত থাকেন।	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
৪৫।	সাধারণ	যদি কোনো ব্যক্তি, কোনো কাস্টম হাউস বা স্টেশনের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের মালিক না	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপণীয় হইবে।

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা, অধ্যায়, ইত্যাদি	অপরাধ	জরিমানা/দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		হইয়া বা পণ্যের মালিক হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া উক্ত পণ্য খালাসের উদ্দেশ্যে পণ্যের মালিকের পক্ষে কোনো দলিলাদিতে স্বাক্ষর বা সত্যায়ন করেন।	

(২) উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত ক্রমিক নম্বর ১৭ ও ২৭ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো ব্যক্তি পণ্য ঘোষণায় উল্লিখিত পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ, প্রকৃতি, পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, কাস্টমস মূল্য বা উৎস দেশের বিষয়ে সঠিক, সত্য বা সম্পূর্ণ বিবরণের ধারণা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন বা সকল পণ্য ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন, যাহার ফলে শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জ প্রকৃত পরিমাণ হইতে কম পরিমাণে নিরূপিত বা পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিম্নরূপ যে কোনো বিষয় অবহিতকরণের (হুদুগরভু) পূর্বেই সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘন সম্পর্কে স্বেচ্ছায় উপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন কোনো জরিমানা আরোপ করা হইবে না, যথা :-

(ক) সংশ্লিষ্ট ঘোষণা বা উক্ত ঘোষণা সম্পর্কিত পণ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত হইলে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ঘোষণা সম্পর্কিত দলিল উপস্থাপনের জন্য আবশ্যিকতা থাকিলে; বা

(গ) নিরীক্ষা বা তদন্ত পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ঘোষণা বাছাইকৃত হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ প্রকাশের সময় বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অবহিত হইবার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বা কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত অপরিশোধিত শুল্ক, কর ও ফি এবং উহা হইতে উদ্ধৃত কোনো সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যথাযথ কর্মকর্তা, উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত যে কোনো অপরাধ তদন্ত করিতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সাব- ইন্সপেক্টর অব পুলিশ পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো কর্মকর্তা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, সেই একই ক্ষমতা উক্ত যথাযথ কর্মকর্তা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধের জন্য জরিমানা আরোপ করা যাইবে, এবং এইরূপ জরিমানার পরিমাণ উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সর্বোচ্চ জরিমানার অধিক হইতে পারিবে না।

১২.১.২ দণ্ড আরোপ কার্যক্রমের দায় ও পরিধি

(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭১ এর উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন বা সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি, উহার জন্য অন্য কোনো আইনে দণ্ডযোগ্য হইলে তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অতিরিক্ত হিসাবে এই আইনের অধীন দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো পণ্য, যাহা এই আইনের বিধি- বিধান লঙ্ঘনের কারণে ধারা ১৭১ এর আওতায় জরিমানা আরোপযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে জানিয়াও অথবা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, দখলে রাখেন বা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ তিনি নিজেই সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে জরিমানা আরোপণীয় হইবে।

(৩) ধারা ১৭১ এর উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (৩) এ উল্লিখিত অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ধারার অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পরবর্তীতে একই অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রথমবারের অপরাধের জন্য আরোপিত, ক্ষেত্রমত, জরিমানা বা অর্থদণ্ডের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

১২.১.৩ বাজেয়াপ্তকরণ, বিলি-বন্দেজ, ইত্যাদি

(১) ধারা ১৭১ এর উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসহ নিম্নবর্ণিত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে, যথা:-

- (ক) কোনো পণ্যের সহিত মিশ্রিত, মোড়কজাত বা প্রাপ্ত কোনো পণ্য যাহা ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত সম্পর্কিত;
- (খ) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো লঙ্ঘনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো যানবাহন এবং উহার কপিফল, আবরণ, ফার্নিচার, হার্নেস বা যন্ত্রপাতি;
- (গ) কোনো যানবাহনসহ কোনো পণ্য গোপন করিবার উদ্দেশ্যে যে কোনো পদ্ধতিতে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত, অভিযোজিত, পরিবর্তিত বা সংযুক্ত যে কোনো পণ্য;
- (ঘ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো লঙ্ঘনের সহিত সংশ্লিষ্ট এই অধ্যায়ের অধীন সংঘটিত জরিমানা আরোপণীয় অপরাধ বা বিচারিক আদালতে বিচার্য অপরাধ সংশ্লিষ্ট কোনো দলিল।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল যানবাহন ব্যক্তি বা পণ্য পরিবহণ কাজের জন্য ভাড়া ব্যবহৃত হয়, সেই সকল যানবাহনকে নিম্নবর্ণিত পণ্য সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনের জন্য এই আইনের অধীন দায়ী বা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না, যথা:-
- (ক) কোনো যাত্রীর নিকট রক্ষিত পণ্য;
- (খ) উক্ত যানবাহনে আইনগতভাবে পরিবহণকৃত কোনো যাত্রীর ব্যাগেজ বা উহার সহিত বহনকৃত কোনো পণ্য; বা
- (গ) যদি কোনো যানবাহনের পণ্য, কার্গো ঘোষণাভুক্ত হয় এবং বাহিরের মোড়ক বা ধারকের চিহ্ন, সংখ্যা, ওজন ও পরিমাণ উক্ত কার্গো ঘোষণার সহিত সংগতিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের কার্গোতে উল্লিখিত পণ্য, যদি না উক্ত যানবাহনের মালিক বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত লঙ্ঘনে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন বা লঙ্ঘন সম্পর্কে অবহিত থাকেন বা উক্ত লঙ্ঘন প্রতিরোধ বা উদ্ঘাটন করিতে তিনি গুরুতর অবহেলা করিয়া থাকেন।
- (৩) যেই ক্ষেত্রে কোনো অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন কোনো আদালতের বিচার করিবার এবং দণ্ড আরোপের বিধান রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে যথাযথ কর্মকর্তা পণ্যের বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এইক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার কেবলমাত্র পণ্য সম্পর্কে গঠিত ফৌজদারি কার্যধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।
- (৪) ফৌজদারি কার্যবিধি অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতের কার্যধারা, যদি থাকে, অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় যেইক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত হয়, সেইক্ষেত্রে যথাযথ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ নমুনা সংরক্ষণ করিবার পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জন্মকৃত পণ্য বিক্রয় অথবা অন্যভাবে বিলি-বন্দেজ করিতে পারিবে এবং যদি আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয় যে, কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, তাহা হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, যেক্ষেত্রে মালিক অথবা যথাযথ দাবিদার পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে, পণ্য অথবা পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মালিক অথবা দাবিদারকে ফেরত প্রদান করিবে, যদি উহা অন্য কোনো কারণে বাজেয়াপ্তযোগ্য না হয়।
- (৫) যদি বাজেয়াপ্তযোগ্য যানবাহন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জন্ম করা হয়, তাহা হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো কর্মকর্তা ইহার বাজেয়াপ্ত সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে, ইহা খালাসের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি উক্ত যানবাহনের মালিক উক্ত কর্মকর্তাকে,-
- (ক) যেই ক্ষেত্রে উক্ত যানবাহন কোনো বাস, মিনিবাস বা ট্রাক অথবা অন্য কোনো মোটরযান হয়, সেই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং এতদবিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের সহিত নিবন্ধিত সংশ্লিষ্ট যানবাহন মালিক সমিতি দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত এবং সঠিকভাবে সিল মোহরকৃত ব্যক্তিগত অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন; অথবা
- (খ) অন্য কোনো যানবাহনের ক্ষেত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে উক্ত যানবাহন যথাযথভাবে উপস্থাপন করিবার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার এর নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার নিকট যেইরূপ গ্রহণযোগ্য হয়, কোনো তফসিলি ব্যাংকের সেইরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করেন,-

তাহা হইলে, উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পর উক্ত অঙ্গীকারনামা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে আদেশটির সাথে সম্পর্কিত যানবাহনটির খালাস প্রদান করা হইবে।

১৩.১ কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ (enforcement)

১৩.১.১ কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ

- (১) বোর্ড কর্তৃক নির্দেশনা সাপেক্ষে, কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, তাহার আইনগত ক্ষমতার মধ্যে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সকল কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিতে পারিবেন।
- (২) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন করার এবং উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়ন করা হয়েছে এইরূপ ইলেক্ট্রনিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কৌশল, যদি থাকে, অনুসরণ করিয়া তথ্যাদি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রণীত ঝুঁকি পর্যালোচনা হইবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষাসহ কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ভিত্তি।
- (৩) বোর্ড স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ একটি সামগ্রিক কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দপ্তর স্থাপন করিবে।
- (৪) কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দপ্তর আন্তর্জাতিক যাত্রী, পণ্য, কার্গো বা যানবাহনের উপর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ এবং সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে ন্যাশনাল রিস্ক টার্গেটিং সেন্টার গঠন করিতে পারিবে।
- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং বিধি ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩.১.২ বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো প্রতিষ্ঠা

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (ইধহমমধফবংয় বরহমমধব ডরহফডু) প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে যাহা ধারা ৪৮, ৫১, ৫২ ও ৮১ তে উল্লিখিত দলিলাদি ব্যতীত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং পারমিট দাখিলসহ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আমদানি, রপ্তানি, ওয়ারহাউসিং, ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে সকল সেবা প্রদান করিতে পারিবে।
- (২) উপ- ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট নামে একটি নিয়ন্ত্রক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে এবং উক্ত কমিশনারেট বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডোর অপারেটর হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।
- (৩) কমিশনার অব কাস্টমস (বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো) এবং সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঈখচওঅ) এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট গঠিত হইবে।
- (৪) বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কমিশনারেটের গঠন, জনবল, কর্মপরিধি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।
- (৫) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আমদানি, রপ্তানি, ওয়ারহাউসিং, ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য প্রেরণ বা দলিল দাখিল করিবে।
- (৬) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথা:-
 - (ক) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
 - (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কাস্টমস অনুবিভাগের সদস্য (কাস্টমস) পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
 - (গ) প্রতিটি সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যুকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের একজন করিয়া প্রতিনিধি।
- (৭) উপ- ধারা (৬) এর অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেটের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে।
- (৮) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবহারের জন্য পদ্ধতি, ফি বা অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩.১.৩ কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক দলিল ও নথিপত্র দখলে নেওয়া এবং রাখা

- (১) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, কোনো ঘোষণা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত অথবা এই আইনের অধীন আবশ্যিকতার কারণে দাখিলকৃত কোনো দলিলপত্র অথবা রেকর্ডপত্র দখলে লইতে এবং তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারিবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা, উপ- ধারা (১) এর অধীন, কোনো দলিল বা রেকর্ড দখলে নেন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত দলিল বা রেকর্ডের স্বত্ব সংরক্ষণ করেন এইরূপ ব্যক্তির অনুরোধক্রমে উক্ত কর্মকর্তা তদ্বর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যাখ্যাত দলিলের কাস্টমস সিলযুক্ত একটি কপি অবিকল নকল হিসাবে সেই ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।
- (৩) উপ- ধারা (২) এর অধীন প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি কপি সকল আদালতে এইরূপে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, যেন উহাই মূল কপি।

১৩.১.৪ যুক্তিসঙ্গত কারণে তত্ত্বাবধার ক্ষমতা

- (১) যদি যথাযথ কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি বাজেনাশুযোগ্য পণ্য অথবা এতদসম্পর্কিত কোনো দলিলপত্র স্বয়ং বহন করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের কাস্টমস জলসীমার মধ্যে

অবস্থানকারী কোনো জাহাজ হইতে অবতরণ অথবা জাহাজে আরোহণ করিবার সময়ে অথবা বাংলাদেশে আগমনকারী অথবা বাংলাদেশ হইতে গমনোদ্যত অন্য কোনো যানবাহন হইতে নামার অথবা যানবাহনে ওঠার সময়ে অথবা বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানোদ্যত হওয়ার সময়ে তাহাকে তল্লাশি করিতে পারিবেন।

- (২) উপ- ধারা (১) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া যথাযথ কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি করিতে পারিবেন, যদি তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং এই আইনের অধীন চোরাচালানকৃত প-টিনাম, কোনো রেডিওঅ্যাকটিভ খনিজদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্যবান পাথর, অথবা প-টিনামের, রেডিওঅ্যাকটিভ খনিজদ্রব্যের, স্বর্ণের, রৌপ্যের অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী দ্রব্য, অথবা মুদ্রা, অথবা সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোনো পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণি অথবা পূর্বোল্লিখিত এক বা একাধিক কোনো পণ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো দলিলপত্র বহন করিতেছেন।

১৩.১.৫ তল্লাশি করা হইবে এইরূপ ব্যক্তির কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে নেওয়ার অভিপ্রায়

- (১) ধারা ১৭৭ এর অধীন যখন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট লইবার অধিকারের বিষয়ে অবহিত করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি তেমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহাকে তল্লাশি করিবার পূর্বে নিকটতম অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে অবিলম্বে লইয়া যাইবেন এবং উক্তরূপ না লওয়া পর্যন্ত তাহাকে সাময়িক আটক (ফবঃধরহ) রাখিতে পারিবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে উক্ত উপ- ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইলে, যদি তিনি তাহাকে তল্লাশি করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিবেন এবং এইরূপ করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন অথবা, অন্যথায়, তল্লাশি করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।
- (৩) ধারা ১৭৭ এর অধীন তল্লাশি করিবার পূর্বে কাস্টমস কর্মকর্তা দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে তল্লাশির সময়ে উপস্থিত থাকিবার এবং সাক্ষী থাকিবার জন্য ডাকিয়া লইবেন এবং এইরূপ করিবার জন্য তাহাদিগকে অথবা তাহাদের যে কোনো একজনকে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে তল্লাশি অনুষ্ঠিত হইবে এবং তল্লাশি কার্যক্রমের সময়ে আটককৃত সকল বস্তুর একটি তালিকা উক্ত কর্মকর্তা অথবা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত করা হইবে এবং উক্ত সাক্ষীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।
- (৪) কোনো মহিলাকে কোনো মহিলা ব্যতীত তল্লাশি করা যাইবে না।
- (৫) কোনো আইনগত কার্যধারার উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাস্‌ডুবসম্মত ক্ষেত্রে, যথাযথ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ সংশ্লিষ্ট নমুনা সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৩.১.৬ লুকানো পণ্য উদ্ঘাটনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন বা এক্স- রে করিবার ক্ষমতা

- (১) যে ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ধারা ১৭৭ এর অধীন তল্লাশিযোগ্য কোনো ব্যক্তি তাহার দেহের অভ্যন্তরে কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবেন এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।
- (২) যদি উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে উক্তরূপ পণ্য লুকানো রহিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন অথবা এক্স- রে করানো আবশ্যিক, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা, অন্যথায়, উক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো কারণে আটককৃত না হইলে, তাহাকে অবিলম্বে মুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন।
- (৩) যেক্ষেত্রে উপ- ধারা (২) এ উল্লিখিত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস কোনো ব্যক্তিকে স্ক্রিন বা এক্স- রে করানোর জন্য আদেশ প্রদান করেন সেই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সম্ভব এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যেরূপ স্বীকৃত হয় সেইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন রেডিওলজিস্টের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি রেডিওলজিস্টকে তাহার দেহ স্ক্রিন বা এক্স- রে করাইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন।
- (৪) রেডিওলজিস্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন অথবা এক্স- রে করিবেন এবং উপ- ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট তাহার গৃহীত স্ক্রিন অথবা এক্স- রে ছবিসহ অনতিবিলম্বে এতদ্বিষয়ে তাহার প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।
- (৫) যেক্ষেত্রে রেডিওলজিস্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অথবা অন্যভাবে উপ- ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো পণ্য লুকানো রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিবন্ধিত পেশাজীবী চিকিৎসকের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধানে তাহার দেহ হইতে উক্ত পণ্য বাহির করিয়া আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মহিলার ক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত পেশাজীবী মহিলা চিকিৎসকের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধান ব্যতীত উক্তরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

- (৬) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট উক্তরূপ কোনো ব্যক্তিকে আনয়ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে তিনি এই ধারার অধীন সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৭) যদি কোনো ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তাহার দেহের অভ্যন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকানো রহিয়াছে এবং যদি তিনি তাহার নিজ সম্মতিতে উক্ত পণ্য বাহির করিয়া আনিবার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে রাজী থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে স্ক্রিনিং অথবা এক্স-রে করা হইবে না।

১৩.১.৭ গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা

- (১) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।
- (২) এই আইনের অধীন চোরাচালান নিরোধ কাজে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো চোরাচালানের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।
- (৩) এই আইনের অধীন গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে, এইরূপ মামলায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটতম কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে অথবা, যদি যুক্তিসংগত দূরত্বের মধ্যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা না থাকেন তাহা হইলে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লইয়া যাইতে হইবে।
- (৪) এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তিকে কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে আনয়ন করা হইলে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধটি জামিনযোগ্য হইলে, উক্ত কর্মকর্তা, তাহাকে এখতিয়ারভুক্ত প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে জামিনের জন্য উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা তাহাকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করিবেন।
- (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে পূর্বোল্লিখিত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্মকর্তা, কোনো আমলযোগ্য অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং যে বিধানসমূহের অধীন থাকেন, সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সেই একই বিধানসমূহের অধীন থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস কর্মকর্তা যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে অথবা সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, অপরাধটি যদি জামিনযোগ্য হয়, তাহাকে এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করিবেন।

- (৭) যদি কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য নাই অথবা সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত জামানত সহকারে অথবা জামানত ব্যতীত, একটি বন্ড সম্পাদন সাপেক্ষে, এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তলব করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে হাজির হইবার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন এবং মামলাটির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তাহার পরবর্তী ধাপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

১৩.১.৮ তল্লাশি পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা

- (১) এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য অথবা দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্র কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারসম্পন্ন এলাকার সীমানার মধ্যে কোনো স্থানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া অভিমত পোষণকারী কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উক্তরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ সম্বলিত আবেদনক্রমে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উক্তরূপ পণ্য, দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্র তল্লাশি করিবার জন্য পরোয়ানা জারি করিতে পারিবেন।
- (২) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন জারিকৃত তল্লাশি-পরোয়ানা যেভাবে কার্যকর করা হয় এবং উহার যেরূপ কার্যকারিতা থাকে, উক্তরূপ জারিকৃত পরোয়ানা সেইভাবে কার্যকর করা যাইবে এবং উহার সেইরূপ কার্যকারিতা থাকিবে।

১৩.১.৯ পরোয়ানা ব্যতীত তল্লাশি এবং গ্রেফতারের ক্ষমতা

- (১) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা এই আইনের অধীন চোরাচালান নিরোধে নিয়োজিত অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো পণ্য অথবা কোনো দলিলপত্র অথবা কোনো জিনিসপত্র, যাহা তাহার মতে এই আইনের অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারার জন্য ব্যবহার উপযোগী অথবা প্রাসঙ্গিক, তাহা কোনো স্থানে লুকানো বা রক্ষিত রহিয়াছে এবং ধারা ১৮১ এর অধীন তল্লাশি কার্যকর করিবার পূর্বে উহা অপসারিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহার বিশ্বাসের কারণসমূহের, এবং তল্লাশি করা হইবে সেইরূপ পণ্যসমূহ, দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্রের একটি লিখিত বিবরণ প্রস্তুতপূর্বক ঐ স্থানে উক্ত পণ্য, দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্রের জন্য তল্লাশি করিবেন অথবা করাইবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) এর অধীন যে কর্মকর্তা বা ব্যক্তি তল্লাশি করিবেন অথবা করাইবেন তিনি পূর্বোল্লিখিত বিবরণের একখানি স্বাক্ষরিত কপি তল্লাশকৃত স্থানে অথবা উহার নিকট রাখিয়া আসিবেন এবং তল্লাশি করিবার সময়ে অথবা ইহার পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত বিবরণের আরও একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি স্থানটির বাসিন্দার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।
- (৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশি ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসারে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিচালিত হইবে।
- (৪) পূর্বোল্লিখিত উপ- ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো চোরাচালান অপরাধের ক্ষেত্রে,-
 - (ক) উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে, অথবা যাহার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বিদ্যমান যে তিনি উক্ত অপরাধের সহিত সহসা সংশ্লিষ্ট হইবেন তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন;
 - (খ) দফা (ক) এর অধীন গ্রেফতার করিতে বিনা পরোয়ানায় কোনো আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং তল্লাশি করিতে পারিবেন অথবা আপাতত বলবৎ নিষিদ্ধকরণ অথবা বিধি- নিষেধের পরিপন্থীভাবে চোরাচালান হইতে পারে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহযুক্ত কোনো পণ্য, এবং এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারায় তাহার বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক অথবা উপযোগী হইতে পারে এমন সকল দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন; এবং
 - (গ) উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, আটক করা বা তত্ত্বাবধানে লওয়া অথবা তাহার পলায়ন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহা আটক করিবার অথবা উহার অপসারণ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনবোধে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে এমন মাত্রায়, বল প্রয়োগ করিতে অথবা করাইতে পারিবেন।
- (৫) উপ- ধারা (৪) এর বিধানাবলি কেবল বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের ৮ (আট) কিলোমিটারের মধ্যবর্তী এলাকায়, এবং বাংলাদেশের জলসীমা বরাবর ২৪ (চব্বিশ) নটিক্যাল মাইলের (ঈড়হরমুঁড়ং তড়হব সহ) মধ্যবর্তী বলয়ের মধ্যে প্রযোজ্য হইবে।
- (৬) উপ- ধারা (১) বা (২) এর অধীন অথবা উপ- ধারা (৫) এ উল্লিখিত এলাকাসমূহে উপ- ধারা (৪) এর অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কিছু করিবার জন্য অথবা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য, সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি মোকদ্দমা, ফৌজদারি মামলা অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৩.১.১০ তল্লাশির সময় সংগৃহীত দলিল কপি করা

- (১) এই আইনের অধীন যদি কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো আইনানুগ তল্লাশি, পরিদর্শন, নিরীক্ষা বা পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে যদি তাহার ইহা বিশ্বাস হয় যে, উক্ত তল্লাশি, পরিদর্শন, নিরীক্ষা বা পরীক্ষাকালে হস্তগত হওয়া দলিলপত্র এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের সাক্ষ্য হইবে, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলিলপত্র কপি করিবার উদ্দেশ্যে অপসারণ করিতে পারিবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) অনুযায়ী অপসারিত দলিলপত্র বা নথিপত্র যথাশীঘ্র সম্ভব অনুলিপি করিয়া উহা পাইবার অধিকারী ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যায়িত কাস্টমস সিলযুক্ত উক্ত দলিলপত্রের কোনো অনুলিপি সকল আদালতে এইরূপে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে যেন উহাই মূল কপি।

১৩.১.১১ তল্লাশির সময় সংগৃহীত দলিল ও পণ্য সংরক্ষণ করা

- (১) এই আইনের অধীন যদি কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো আইনানুগ তল্লাশি, পরিদর্শন, নিরীক্ষা অথবা পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং যুক্তিসংগত কারণে যদি তাহার এই বিশ্বাস জন্মে যে, উক্ত তল্লাশি, পরিদর্শন, নিরীক্ষা অথবা পরীক্ষাকালে তাহার হস্তগত হওয়া দলিলপত্র ও পণ্য এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের সাক্ষ্য হইবে অথবা এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা অথবা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলিলপত্রের বা, ক্ষেত্রমত, পণ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।
- (২) যদি কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো দলিলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত দলিলের স্বত্ব সংরক্ষণ করেন এইরূপ ব্যক্তির অনুরোধক্রমে, তিনি তদ্বর্তক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যায়িত উহার কাস্টমস সিলযুক্ত একটি কপি অবিকল কপি হিসাবে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

১৩.১.১২ যানবাহন থামাইবার এবং তল্লাশি করিবার ক্ষমতা

- (১) যদি উপযুক্ত কর্মকর্তার ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় জলসীমা এবং আকাশসীমাসহ, কোনো যানবাহন কোনো পণ্য চোরাচালান করিবার জন্য অথবা কোনো চোরাচালানকৃত পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা হইতেছে অথবা হইতে যাইতেছে, তাহা হইলে তিনি যে কোনো সময়ে উক্তরূপ কোনো যানবাহন থামাইতে পারিবেন অথবা, উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে, উহাকে অবতরণে বাধ্য করিতে পারিবেন, এবং-
- (ক) যানবাহনটির যে কোনো অংশ তন্ন- তন্ন করিয়া খুঁজিতে (সঁসসধমব) বা তল্লাশি করিতে পারিবেন;
- (খ) উহার উপরে রক্ষিত যে কোনো পণ্য পরীক্ষা এবং তল্লাশি করিতে পারিবেন; এবং
- (গ) তল্লাশি করিবার জন্য যে কোনো দরজার তালা, সাজ- সরঞ্জাম অথবা মোড়ক ভাঙিয়া খুলিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অবস্থায়-

- (ক) যদি কোনো জাহাজ বা নৌযান থামাইতে অথবা কোনো উড়োজাহাজকে অবতরণ করিতে বাধ্য করা আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে সরকারি কার্যে নিয়োজিত নিজস্ব পতাকাবাহী কোনো জাহাজ অথবা নিজস্ব পতাকা চিহ্নধারী কোনো উড়োজাহাজ অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংকেত অথবা কোড দ্বারা অথবা অন্য কোনো স্বীকৃত পন্থায় উক্ত জাহাজকে থামাইতে অথবা উড়োজাহাজকে অবতরণ করিতে তলব করানো বৈধ হইবে, এবং ইহাতে উক্ত জাহাজ অবিলম্বে থামিবে এবং উক্ত উড়োজাহাজ সঙ্গে সঙ্গে অবতরণ করিবে, এবং যদি উহা উক্তরূপ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কোনো জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ দ্বারা উক্ত জাহাজ বা উড়োজাহাজকে ধাওয়া করা যাইবে, এবং সংকেত হিসাবে একবার গুলি বর্ষণ করিবার পর জাহাজটি থামিতে বা উড়োজাহাজটি অবতরণ করিতে ব্যর্থ হইলে উহার উপর গুলি বর্ষণ করা যাইবে;
- (খ) যেক্ষেত্রে কোনো জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহনকে থামানো আবশ্যিক হয়, সেই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা উহা থামাইতে অথবা উহার পলায়ন রোধ করিতে সকল আইনসম্মত পন্থা অবলম্বন করিতে বা করাইতে পারিবেন, যাহার মধ্যে, অন্য সকল পন্থা ব্যর্থ হইলে, গুলিবর্ষণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩.১.১৩ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা

- (১) কোনো পণ্য চোরাচালানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবার সময়ে যথাযথ কর্মকর্তা-
- (ক) কোনো ব্যক্তিকে কোনো দলিলপত্র অথবা কোনো বস্তু উক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন অথবা প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন; এবং
- (খ) মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।
- (২) যথাযথ কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা কেবল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া ব্যক্তির অথবা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো আমলযোগ্য অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন যে বিধানাবলির আওতাধীন থাকেন সেই একই বিধানাবলির আওতাধীন থাকিবেন।

১৩.১.১৪ দলিল উপস্থাপনের জন্য চাহিদা প্রদান

- (১) যদি-
- (ক) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোনো পণ্য বেআইনিভাবে আমদানি, রপ্তানি, অবমূল্যায়ন, অধিমূল্যায়ন, প্রবেশ, অপসারণ অথবা এই আইনের পরিপন্থি প্রক্রিয়ায় কোনো

ব্যক্তি দ্বারা অবৈধভাবে লেনদেন করা হইয়াছে অথবা কোনো ব্যক্তি উক্ত পণ্য আমদানি, রপ্তানি, অবমূল্যায়ন, অধিমূল্যায়ন, প্রবেশ, অপসারণ অথবা অন্য কোনোভাবে লেনদেন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; অথবা

(খ) এই আইনের অধীন কোনো পণ্য আটক করা হয়,-

তাহা হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া, উক্ত ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি, যাহাকে উক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহাকে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার এজেন্টকে, যেভাবে এবং যখন প্রয়োজন মনে করিবেন সেই ভাবে এবং তখন উক্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা অন্য কোনো নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট সকল হিসাব পুস্তক, রেকর্ডপত্র অথবা দলিলপত্র, যাহাতে নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, ব্যয় অথবা মূল্য অথবা পরিশোধ সম্পর্কিত এন্ট্রি অথবা আরক লিপিবদ্ধ থাকে অথবা লিপিবদ্ধ থাকার কথা, তাহা পেশ এবং অর্পণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা উপ- ধারা (১) এর অধীন আবশ্যিকতার অতিরিক্ত উক্তরূপ পণ্যের মালিক বা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক অথবা, ক্ষেত্রমত, এজেন্টকে নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) উক্ত কর্মকর্তার অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত দলিলপত্র, পুস্তক অথবা নথিপত্র উপস্থাপন করিতে এবং উহার কপি করিতে অথবা উহা হইতে উদ্ধৃতি লইবার জন্য কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান করিতে;

(খ) ইলেকট্রনিক অথবা অন্য কোনো মাধ্যম মারফত উক্ত দলিলপত্র, পুস্তক অথবা রেকর্ডপত্রের ধারণকৃত তথ্য সংগ্ৰহণ অথবা প্রেরণ করিতে; এবং

(গ) উক্ত দলিলপত্র, পুস্তক বা নথিপত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে।

১৩.১.১৫ দলিল সম্পর্কিত অতিরিক্ত ক্ষমতা

(১) ১৮৮। (১) জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা, নোটিশ দ্বারা, কোনো সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, স্থানীয় সংস্থা, ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ২(১৯) এ সংজ্ঞায়িত পরিচালনাকারী বা যে কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তাসহ কোনো ব্যক্তিকে-

(ক) টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ কোনো দলিলপত্র বা নথিপত্র, যাহা জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস কোনো তদন্ত বা নিরীক্ষার জন্য আবশ্যিক বা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, তাহা একজন কাস্টমস কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত দলিলপত্র বা রেকর্ডপত্রের কপি বা অংশবিশেষের উদ্ধৃতি লইবার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(গ) কোনো পণ্য সম্পর্কিত বা উক্ত তদন্তাধীন পণ্যের বিনিময় সম্পর্কিত অথবা উক্ত তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র বা রেকর্ডপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য যুগ্ম- কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি কপি সকল আদালতে এইরূপ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উহাই মূল কপি।

১৩.১.১৬ সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিল বা পণ্য উপস্থাপন করিবার জন্য ব্যক্তির উপর সমন জারির ক্ষমতা

(১) ১৮৯। (১) কোনো গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা কোনো পণ্য চোরাচালানের সহিত সংশ্লিষ্ট তদকর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্তে সাক্ষ্য প্রদান বা দলিলপত্র অথবা অন্য কোনো জিনিসপত্র উপস্থাপন করিবার জন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যিক বলিয়া বিবেচনা করিলে, সেই ব্যক্তির উপর তাহার সমন জারি করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) দলিলপত্র বা অন্য কোনো জিনিসপত্র উপস্থাপন সম্পর্কিত সমন তলবকৃত ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো নির্দিষ্ট দলিলপত্র বা জিনিসপত্র অথবা কতিপয় বর্ণনার সকল দলিলপত্র বা জিনিসপত্র সম্পর্কে হইতে পারিবে।

(৩) উপ- ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত সকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সশরীরে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন; এবং উক্তভাবে সমনকৃত সকল ব্যক্তি যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তাহাদের পরীক্ষা করিবার সময়ে সত্য বলিতে অথবা বিবৃতি প্রদান করিতে এবং যেরূপ আবশ্যিক হইতে পারে সেইরূপ দলিলপত্র এবং জিনিসপত্র উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৩২ এর অধীন প্রদেয় অব্যাহতি এই ধারার অধীন উপস্থিতির জন্য তলবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

- (৪) এই ধারায় উল্লিখিত প্রতিটি তদন্ত দণ্ডবিধির ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর মর্মানুযায়ী বিচারিক কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে।

১৩.১.১৭ পলাতক ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে গ্রেফতার করা

যদি এই আইনের অধীনে গ্রেফতারযোগ্য কোনো ব্যক্তি যে অপরাধের জন্য দায়ী তাহা সংঘটনের সময় গ্রেফতার না হন অথবা গ্রেফতারের পরে পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরবর্তীকালে যে কোনো সময়ে গ্রেফতার করা যাইবে এবং ধারা ১৮০ এর উপ- ধারা (৩) হইতে (৭) এর বিধানাবলি অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে এমনভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যেন তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময়ে গ্রেফতার হইয়াছেন।

১৩.১.১৮ বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য জব্দ

- (১) যথাযথ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো পণ্য জব্দ করিতে পারিবেন, এবং যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো পণ্য জব্দ করা বাস্তবে সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্যের মালিক অথবা উহা যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহা অপসারণ, হস্তান্তর অথবা প্রকারান্তরে বিলিবেন্ডেজ না করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে উপ- ধারা (১) এর অধীনে কোনো পণ্য জব্দ করা হয় এবং উহার উপর ধারা ২০৩ এর অধীনে পণ্য জব্দ করার ২ (দুই) মাসের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা না হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছিল তাহাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উপরিউক্ত ২ (দুই) মাসের মেয়াদ অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

- (৩) যথাযথ কর্মকর্তা কোনো দলিলপত্র অথবা জিনিসপত্র, যাহা তাহার মতে এই আইনের অধীনে গৃহীত কোনো কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী হইবে, আটক করিতে পারিবেন।
- (৪) যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধান হইতে উপ- ধারা (৩) এর অধীনে কোনো দলিলপত্র আটক করা হয় তিনি কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উহার কপি অথবা উহা হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩.১.১৯ জব্দকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা

- (১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য হওয়ার কারণে জব্দকৃত সকল পণ্য, উহা গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তাকে অনতিবিলম্বে অর্পণ করিতে হইবে।
- (২) যদি উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তা নিকটে না থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সকল পণ্য আটককৃত স্থানের নিকটতম কাস্টমস গুদামে জমা প্রদানের জন্য বহন করিতে হইবে।
- (৩) যদি সুবিধাজনক দূরত্বে কোনো কাস্টমস গুদাম না থাকে, তাহা হইলে উক্তরূপ জব্দকৃত পণ্য জমা প্রদানের জন্য কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত নিকটতম স্থানে উক্ত পণ্য জমা করিতে হইবে।
- (৪) যদি কমিশনার অব কাস্টমস অথবা তাহার দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার বিবেচনায় কোনো পণ্য পচনশীল অথবা দ্রুত অবনতিশীল হয়, তাহা হইলে তিনি উহা ধারা ২৩৭ এর বিধানাবলি অনুসারে অবিলম্বে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং মামলার ন্যায়নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা রাখার ব্যবস্থা করিবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আইনগত কার্যধারার অথবা এই আইনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত হয় সেই ক্ষেত্রে যথাযথ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ উক্ত পণ্যের নমুনা সংরক্ষণ করা যাইবে।
- (৫) যদি উক্ত ন্যায়নির্ণয়নের পর দেখা যায় যে, উক্তরূপ বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য ছিল না, তাহা হইলে ধারা ২৩৭ এর বিধান অনুসারে সকল শুল্ক, কর অথবা অন্যান্য পাওনা প্রয়োজনীয় কর্তনের পর বিক্রয়লব্ধ অবশিষ্ট অর্থ মালিককে ফেরত প্রদান করা হইবে।

১৩.১.২০ পুলিশ কর্তৃক সন্দেহবশত জব্দকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

- (১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো জিনিসপত্র যখন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক চোরাই মাল সন্দেহে জব্দ করা হয় তখন তিনি যে থানায় অথবা আদালতে উক্ত জিনিসপত্র চুরি হওয়া বা উক্তরূপ জব্দকরণ সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করেন অথবা যেখানে চুরি বা উক্তরূপ জব্দকরণ সম্পর্কে কোনো তদন্ত চলমান থাকে, সেই থানা বা আদালতে উহা হেফাজত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ খারিজ না হওয়া পর্যন্ত বা তদন্ত অথবা উহা হইতে উদ্ধৃত কোনো বিচার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্তস্থানে উহা আটক রাখিতে পারিবেন।
- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে জিনিসপত্র জব্দকারী পুলিশ কর্মকর্তা উহাদের জব্দকরণের এবং আটক রাখিবার একটি লিখিত নোটিশ নিকটতম কাস্টমস গুদামে প্রেরণ করিবেন এবং অভিযোগ খারিজ অথবা তদন্ত বা

বিচার সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পর উক্ত জিনিসপত্র নিকটতম কাস্টমস গুদামে বহন এবং জমাদানের ব্যবস্থা করাইবেন, যাহাতে আইন অনুসারে যথাযথ কার্যধারা গ্রহণের জন্য উহা উক্ত স্থানে রক্ষিত থাকে।

১৩.১.২১ জন্ম বা গ্রেফতারের সময়ে ইনভেন্টরিসহ লিখিতভাবে উহার কারণ অবহিত করা

এই আইনের অধীনে কোনো কিছু জন্ম বা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে, উক্তরূপ জন্মকারী বা গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি জন্ম বা গ্রেফতার করিবার সময়ে উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা যে ব্যক্তির দখল হইতে জিনিসপত্র জন্ম করা হইয়াছে তাহাকে উক্ত জন্ম বা গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং কোনো কিছু জন্ম করিবার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দখল হইতে উহা জন্ম করা হইয়াছে তাহাকে এতদসংশ্লিষ্ট একটি ইনভেন্টরি প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যদি জন্ম করিবার সময়ে উক্ত ইনভেন্টরি প্রদান করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে জন্ম করিবার তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা প্রদান করিতে হইবে।

১৩.১.২২ বাংলাদেশে আমদানিকৃত কতিপয় প্রকাশনা সম্বলিত ধারণকৃত মোড়ক জন্ম করিবার ক্ষমতা

(১) কমিশনার অব কাস্টমস হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা এতদবিষয়ে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা স্থল, জল, আকাশ বা সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আনীত কোনো মোড়ক আটক করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে উহাতে,-

(ক) Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 (Act No. XXIII of 1973) অনুযায়ী কোনো নিষিদ্ধ খবরের কাগজ বা পুস্তক রহিয়াছে; অথবা

(খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বা রাষ্ট্রবিরোধী তথ্য বা বস্তু সম্বলিত দলিলপত্র মোড়কজাত অবস্থায় রহিয়াছে,-

যাহার প্রকাশনা দণ্ডবিধির ধারা ১২৩ এ বা, ক্ষেত্রমত, ১২৪ এ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য, তাহা হইলে তিনি উক্ত মোড়ক এতদবিষয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ- ধারা (১) এর অধীন মোড়ক আটককারী কোনো কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে সম্ভব, অবিলম্বে উক্ত মোড়কের প্রাপক অথবা গ্রহীতার নিকট ডাকযোগে উক্ত আটকের ঘটনা সম্বলিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৩) সরকার উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত মোড়কের ভিতরের সকল বিষয়বস্তু পরীক্ষা করাইবেন এবং যদি সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মোড়কে উক্ত উপ- ধারায় উল্লিখিত খবরের কাগজ, পুস্তক বা দলিলপত্র রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে সেইরূপে উহা বিলিবন্দেজ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রতীয়মান না হইলে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে উহা আটকযোগ্য না হইলে, মোড়কসহ উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ ছাড় প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধানাবলির অধীন আটককৃত কোনো মোড়কের বিষয়ে আগ্রহী কোনো ব্যক্তি উহা ছাড় করাইবার জন্য উক্তরূপ আটকাদেশের তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং সরকার উক্ত আবেদনপত্র বিবেচনা করত যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে, উহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত আবেদনপত্র সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যাত হইবার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মোড়কটি অথবা উহার ভিতরের বস্তুসমূহ খালাসের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত বিধান ব্যতীত, এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ বা গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় “দলিলপত্র” অর্থে কোনো লেখা, চিত্র, উৎকীরণ, অঙ্কন বা আলোকচিত্র অথবা অন্য কোনো দৃশ্যমান প্রতীকও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩.১.২৩ জন্মকৃত মোড়ক খালাসের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৯৯ডি হইতে ৯৯এফ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, উক্ত কার্যবিধির ধারা ৯৯সি এর বিধান অনুযায়ী গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক এই আইনের ধারা ১৯৫ এর উপ- ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের অধীন পেশকৃত প্রতিটি আবেদনপত্রের উপর শুনানি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করা হইবে।

১৩.১.২৪ স্থলপথে আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্য ছাড়পত্রের অনুমতি সংক্রান্ত আদেশ দাখিলে বাধ্য করানোর ক্ষমতা

কোনো পণ্য কোনো বিদেশি ভূখণ্ড হইতে স্থলপথে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া অথবা উক্ত ভূখণ্ডে রপ্তানি হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে যথাযথ কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তিকে ধারা ৯২ এর অধীন পণ্য ছাড়ের আদেশ দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই ধারা ৮ এর দফা (গ) এর অধীন নির্ধারিত রুটে বিদেশি সীমান্ত হইতে কোনো অভ্যন্তরীণ কাস্টমস স্টেশনে আমদানিকৃত পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই ধারার বিধানাবলি বিদেশি সীমান্তের সহিত সংযুক্ত কোনো বিশেষ এলাকায় কোনো নির্ধারিত বর্ণনার অথবা মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৩.১.২৫ কতিপয় সংকেত বা সংবাদ প্রস্তুত বা প্রেরণ নিরোধ করিবার ক্ষমতা

যদি কোনো কাস্টমস বা পুলিশ কর্মকর্তা বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোনো পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশ হইতে বাহিরে চোরাচালানের বা চোরাচালানের অভিপ্রায়ে অথবা অভিসন্ধির সহিত সম্পৃক্ত কোনো সংকেত বা সংবাদ কোনো যানবাহন, গৃহ বা স্থানে প্রস্তুত অথবা উক্ত স্থান হইতে প্রেরণ করা হইতেছে অথবা প্রস্তুত বা প্রেরণের উপক্রম হইতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত যানবাহনে আরোহণ বা উক্ত গৃহে অথবা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং সংকেত বা সংবাদটি প্রস্তুত বা প্রেরণ বন্ধ অথবা নিরোধ করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩.১.২৬ কতিপয় কারখানায় কর্মকর্তা মোতায়েনের ক্ষমতা

(১) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তা যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশের সীমান্তের ৮ (আট) কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো কারখানা বা ইমারতে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে ইহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে মোতায়েন করিতে পারিবেন যেন উক্ত কারখানা বা ইমারতটি কোনো অবৈধ বা অনিয়মিত পণ্য আমদানি বা রপ্তানির জন্য কোনোভাবে ব্যবহৃত না হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মোতায়েনকৃত কর্মকর্তার যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সময়ে সংশ্লিষ্ট কারখানার রেকর্ডপত্র অথবা ইমারতে পরিচালিত ব্যবসা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, অন্যান্য ক্ষমতা থাকিবে।

১৩.১.২৭ কতিপয় এলাকায় পণ্য দখলে রাখিবার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

(১) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত, বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাসমূহে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই ধারা যে এলাকায় প্রযোজ্য হইবে, সেই এলাকায় কোনো ব্যক্তি সরকার কর্তৃক অথবা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য বা পণ্যশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ বা মূল্যের অতিরিক্ত কোনো পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণি স্থায়ী দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না।

১৩.১.২৮ বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য দখলে রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গী দণ্ড

যদি দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসাবে একত্রে পাওয়া যায় এবং তাহাদের বা তাহাদের যে কোনো একজনের নিকট এই আইনের অধীন কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত রাখিয়াছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত অপরাধে দোষী হইবেন এবং উহা এই আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে শাস্তিযোগ্য হইবে, যেন উক্ত পণ্য উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

১৩.১.২৯ ন্যায়নির্ণয়ন (খফল্ফরপধরুডহ) করিবার ক্ষমতা

(১) এই আইনের অধীন পণ্য বাজেয়াপ্ত ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তাগণের অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

টেবিল

নং	মামলার প্রকৃতি	কর্মকর্তাগণের পদবি	অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা আরোপ অথবা উভয় ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ন।	কমিশনার অব কাস্টমস, কমিশনার অব কাস্টমস (বড) এবং ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)	পণ্যের মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার অধিক।
		অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।
		জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা।

নং	মামলার প্রকৃতি	কর্মকর্তাগণের পদবি	অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা।
		অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।
		রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্যের মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা।
২।	কাস্টমস হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে কার্গো ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো পণ্য পাওয়া না যাওয়া বা কম পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ণ, যাহাতে কেবল ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১১ এর বিপরীতে, যথাক্রমে, কলাম (৩) ও (৪) এর এন্ট্রি (৩) এর অধীন জরিমানা আরোপণীয়।	কাস্টমস হাউস অথবা, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস স্টেশনে কার্গো ঘোষণার ছাড়করণের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস।	পণ্যের মূল্য সীমাহীন।

- (২) উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো বিশেষ কর্মকর্তার অথবা কোনো শ্রেণির কর্মকর্তার অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- (৩) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে ক্ষেত্রে উপ- ধারা (১) এর টেবিলে অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা প্রদর্শিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উপর অধিক্ষেত্র নির্ধারণ এবং ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।
- (৪) উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-ধারা (১) এর টেবিলে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত ন্যায়নির্ণয়ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১৩.১.৩০ পণ্য বাজেয়াপ্তি বা জরিমানা আরোপের পূর্বে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি।

এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা কোনো ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপের কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যদি না পণ্যের মালিককে, যদি থাকেন, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে,-

- (ক) যে কারণের উপর ভিত্তি করিয়া পণ্য বাজেয়াপ্ত বা জরিমানা আরোপের প্রসঙ্গ করা হয় তাহা লিখিতভাবে অথবা, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত সম্মতি প্রদান করেন,
- (খ) প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে অথবা, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা প্রদানের জন্য তাহার অগ্রাধিকারের বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করেন, তাহা হইলে মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়; এবং
- (গ) ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো পরামর্শকের মাধ্যমে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পণ্যের মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে, প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাহার আপিলের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ব্যতীত প্রদত্ত কোনো আদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত রহিয়াছেন মর্মে লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া, অথবা কোনো ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা আরোপ করিয়া, প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৩.১.৩১ তামাদির মেয়াদ

- (১) প্রতারণা হইতে উদ্ভূত অপরাধ ব্যতীত, এই আইনের অধীন, কোনো জরিমানা আরোপ বা পণ্য বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটিবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে ধারা ২০৩ এর অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাংলাদেশে অনুপস্থিতি এবং বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য লুকাইয়া রাখিবার ক্ষেত্রে উক্তরূপভাবে তামাদি গণনা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে ব্যতীত, শুল্ক, কর ও চার্জ দাবির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, কোনো শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জের জন্য দাবিনামা জারি বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই উপ- ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “প্রাসঙ্গিক তারিখ” অর্থ-

(ক) ধারা ৯৩ এর অধীন শুল্ক ও কর সাময়িকভাবে নিরূপিত হইলে, চূড়ান্ত শুল্ক নিরূপণের পর শুল্ক সমন্বয় করিবার তারিখ;

(খ) শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জ ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করিবার ক্ষেত্রে, উহা ফেরত প্রদানের তারিখ; এবং

(গ) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে, পণ্য ছাড়ের তারিখ।

(৩) যদি ধারা ১৭১ এর উপ- ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৯ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত কোনো অসত্য বিবৃতির কারণে কোনো শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জ আরোপ না করা বা কম আরোপ করা বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করিবার জন্য এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এই ধারার অধীন নোটিশ জারির ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা থাকিবে না।

১৩.১.৩২ বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের পরিবর্তে জরিমানা পরিশোধ

(১) এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে যেকোন উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন পণ্যের মালিককে সেইরূপ জরিমানা পরিশোধ করিবার জন্য ঐচ্ছিক বিকল্পের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ এই আইনের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিপরীতে আরোপযোগ্য জরিমানার পরিমাণ হইতে অধিক হইবে না।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই কোনো আইনের দ্বারা অথবা অধীন আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার অধীন পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে আরোপিত কোনো জরিমানা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় কোনো শুল্ক ও চার্জ এবং পণ্য বাজেয়াপ্তির জন্য অতিরিক্ত কোনো জরিমানা আরোপিত হইয়া থাকিলে উহা তাহার অতিরিক্ত হইবে।

১৩.১.৩৩ বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়া

এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হইলে উহা অবিলম্বে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বাজেয়াপ্ত পণ্য গ্রহণ করিবেন এবং দখলে লইবেন।

১৩.১.৩৪ অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিবার বা আনয়নে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা আরোপ

(১) কোনো যানবাহন বন্দর ছাড়পত্র বা লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিলে অথবা, জাহাজের ক্ষেত্রে, ধারা ১৩ এর অধীন নিযুক্ত কোনো স্টেশনে উহা আনয়ন করিতে নির্দেশ প্রদানের পর উহা আনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে জরিমানা আরোপিত হইবে, উহার ন্যায়নির্ণয়ন উক্ত যানবাহন যে কাস্টমস স্টেশনে অগ্রসর হয় অথবা যেখানে উহা অবস্থান করে সেই স্থানের যথাযথ কর্মকর্তা করিতে পারিবেন।

(২) যে কাস্টমস স্টেশন হইতে যানবাহনটি উক্তরূপে প্রস্থান করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয় সেই স্টেশনের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া দাবিকৃত কোনো প্রত্যয়নপত্র, উক্ত প্রস্থান অথবা আনয়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বর্ণিত ঘটনার দৃশ্যমান প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৩.১.৩৫ সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষমতা

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৬০ এর উপ- ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধসমূহ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, বাদীর আবেদনক্রমে, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার অধিক না হইলে, উক্ত কার্যবিধির ধারা ২৬২ এর উপ- ধারা (১) এবং ধারা ২৬৩, ২৬৪ ও ২৬৫ এর বিধানাবলি অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিচার করিতে পারিবেন।

১৩.১.৩৬ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, এই আইনের অধীন যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩.১.৩৭ জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ অপেক্ষমান অবস্থায় পণ্য আটক

(১) যখন কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয় অথবা কোনো জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ বিবেচনাধীন থাকে তখন উক্ত জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিক কর্তৃক উক্ত পণ্য অপসারণ করা যাইবে না।

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা যদি এইরূপ কোনো কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস দপ্তর না থাকে, তাহা হইলে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে সংবাদ প্রদান করিবেন।

- (২) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ- ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা নিকটতম কাস্টমস স্টেশনের অথবা কাস্টমস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

১৫.১ আপিল এবং পুনরীক্ষণ

১৫.১.১ কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর নিকট আপিল

- (১) কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক, ধারা ৯৪ অথবা ধারা ১১৯ এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী উপরি- উক্ত ৩ (তিন) মাস মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের করা হইতে যুক্তিসঙ্গত কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী ২ (দুই) মাস অতিরিক্ত মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

- (২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আপিল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিলের ভিত্তিসমূহ উল্লেখপূর্বক, প্রতিপাদন করিতে হইবে।
- (৩) অন্য কোনো আদালতে গ্রহণযোগ্য হউক বা না হউক, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল), তদ্বিবেচনায় কার্যধারাকে সহায়তা করিতে পারে এইরূপ কোনো বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা বিষয়কে, বিচার কার্যধারা চলাকালীন যে কোনো সময়ে সাম্মান্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫.১.২ আপিলের পদ্ধতি

- (১) আপিলকারী শুনানির ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।
- (২) কোনো আপিলের শুনানিতে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) আপিলের কারণসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোনো কারণ আপিলকারীকে উল্লেখ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত কারণ আপিলের কারণসমূহ হইতে বাদ যাওয়া ইচ্ছাকৃত অথবা অযৌক্তিক ছিল না।
- (৩) কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ অধিকতর তদন্ত করিয়া যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীকে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া, জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে, জরিমানা বৃদ্ধি করিয়া অথবা অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া অথবা ফেরতের ক্ষেত্রে অর্থ হ্রাস করিয়া কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এই অভিমত পোষণ করেন যে, কোনো গুণ্ড ও কর আরোপ করা হয় নাই অথবা কম আরোপ করা হইয়াছে অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আপিলকারীকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ১৯১ এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান না করিয়া অনারোপিত, কম আরোপিত অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদত্ত কোনো গুণ্ড পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

- (৪) কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর আপিল নিষ্পত্তির আদেশ লিখিত হইবে এবং উহাতে বিচার্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।
- (৫) আপিল নিষ্পত্তির পর কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) তদকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আপিলকারী, ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৬) আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর সময়ের মধ্যে কমিশনার (আপিল) উহা নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৭) যদি উপ- ধারা (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কমিশনার (আপিল) আপিল নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বোর্ড কমিশনার (আপিল) এর আবেদনক্রমে উক্ত সময় অনূন ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করিতে পারিবেন।
- (৮) উপ- ধারা (৭) অনুযায়ী বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি না হইলে, আপিলটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫.১.৩ বোর্ড কর্তৃক ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা

বোর্ড এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশের নথিপত্র হইতে দৃশ্যত প্রতীয়মান কোনো ভুল অথবা অসঙ্গততা উক্ত আদেশ প্রদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানা বৃদ্ধি করিতে অথবা অধিকতর পরিমাণ শুল্ক ও কর প্রদানে বাধ্য করিতে পারে এইরূপ কোনো সংশোধন, উক্ত সংশোধন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌশলী বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, করা যাইবে না।

১৫.১.৪ নিষ্পত্তাধীন আপিলের ক্ষেত্রে দাবিকৃত শুল্ক ও কর বা আরোপিত জরিমানা জমা

- (১) কোনো ব্যক্তি, কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণাধীনে নাই এইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে দাবি সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোনো জরিমানার বিরুদ্ধে ধারা ২২০ বা ধারা ২২৬ এর অধীনে আপিল করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিলে তিনি আপিল দায়ের করিবার সময়ে অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলে আপিলটি বিবেচনার পূর্বে যে কোনো পর্যায়ে দাবিকৃত শুল্ক ও করের ১০ (দশ) শতাংশ অথবা আরোপিত জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ যথাযথ কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি জরিমানার উপরি- উল্লিখিত সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের পরিবর্তে উহার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমা প্রদান করিতে এবং অবশিষ্ট অর্থ যথাযথ পরিশোধের জন্য কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে গ্যারান্টি দাখিল করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, দাবিকৃত শুল্ক ও কর অথবা আরোপিত জরিমানা জমা প্রদান আপিলকারীর জন্য অথবা কষ্টের কারণ হইবে, তাহা হইলে উহা বিনাশর্তে অথবা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে উক্ত জমা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা হইতে আপিলকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৩২ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি, উক্ত ধারার অধীন অবহিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিশোধিত হয় নাই এইরূপ কোনো শুল্ক বা করের উপর ধার্যকৃত সুদ, এই আইনের অধীন কোনো আপিল দাখিল বা নিষ্পত্তাধীন বিবেচনা ব্যতিরেকে, পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যদি না আপিলে ইহা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় যে, উক্ত অপরিশোধিত পরিমাণ যথাযথভাবে আরোপিত হয়নি।

- (২) যদি কোনো আপিল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, উপরি- উক্ত শুল্ক ও কর বা জরিমানার সম্পূর্ণ অথবা উহার যে কোনো অংশ আরোপযোগ্য ছিল না, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা আপিলকারীকে উক্ত অর্থ অথবা, ক্ষেত্রমত, অংশবিশেষ ফেরত প্রদান করিবেন।

১৫.১.৫ বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা

- (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধঃপড়ন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে, তলব এবং পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং তদসম্পর্কে যেরূপ বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোনো আদেশ অথবা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ অথবা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের বা বৃদ্ধির কোনো আদেশ অথবা অনারোপিত বা কম আরোপিত কোনো শুল্ক ও কর পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোনো আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌশলী বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

- (২) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ সম্পর্কিত কার্যধারার নথিপত্র উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের ২ (দুই) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উপ- ধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

১৫.১.৬ আপিল ট্রাইব্যুনাল

- (১) সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে, এই আইনে আপিল ট্রাইব্যুনালের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালনের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল নামে একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

- (২) আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য পদে নিম্নরূপ কোনো ব্যক্তি নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, যথা:

- (ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ডের সদস্য পদে অথবা চলতি দায়িত্বে বোর্ডের সদস্য পদে কর্মরত রহিয়াছেন; অথবা
- (খ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনার বা সমপদমর্যাদার অন্য কোনো পদে কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর যাবৎ চাকরি করিতেছেন বা করিয়াছেন; অথবা
- (গ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে কর্মরত রহিয়াছেন।

(৩) সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে উহার সভাপতি নিয়োগ করিবে, যাহার কাস্টমস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

১৫.১.৭ আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল

(১) যে কোনো সংক্ষম ব্যক্তি নিম্নের যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) ধারা ৯৪ বা ধারা ১১৯ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ ব্যতীত কমিশনার অব কাস্টমস, বা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা ডিরেক্টর জেনারেল (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যাণ) বা কমিশনার অব কাস্টমস এর সমপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ; অথবা
- (খ) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ধারা ২২০ অথবা ২২১ এর অধীন কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ।

(২) কমিশনার অব কাস্টমস যদি মনে করেন যে, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ধারা ২২০ বা ২২১ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বৈধ বা ন্যায্য নহে, তাহা হইলে তিনি যথাযথ কর্মকর্তাকে তাহার পক্ষে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ যে তারিখে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপিলকারী অন্য পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয় সেই তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(৪) যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে সেই পক্ষ আপিল দায়েরের নোটিশ প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিবসের মধ্যে, যদি সংশ্লিষ্ট আদেশ বা উহার কোনো অংশের বিরুদ্ধে নিজেও আপিল পেশ করিয়া থাকেন তাহা সত্ত্বেও, বিধি দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিয়া আপিলাধীন আদেশের যে কোনো অংশের বিরুদ্ধে একখানি প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত স্মারক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল হিসাবে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) আপিল ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৩) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর সভাপতি আরো ০২ (দুই) মাস পর্যন্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোনো আপিল দায়ের অথবা প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, যদি ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে উহা উপস্থাপন না করিবার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে।

(৬) আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল, এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, প্রতিপাদন করিয়া দায়ের করিতে হইবে এবং উহার সহিত দাবিনামা, আমদানি শুল্ক ও কর এবং সুদ বা জরিমানা আরোপের তারিখ নির্বিশেষে নির্ধারিত তারিখে বা তৎপর দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপহারে ফি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) আপিল সংশ্লিষ্ট মামলায় কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত আমদানি শুল্ক ও কর ও সুদ এবং দাবিকৃত জরিমানার পরিমাণ যে ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকা বা উহার কম হয়, সেই ক্ষেত্রে ফি এর হার ৩০০ (তিনশত) টাকা;
- (খ) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ আরোপিত আমদানি শুল্ক ও কর ও সুদ এবং দাবিকৃত জরিমানার পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে ফি এর হার ১২০০ (এক হাজার দুই শত) টাকা;
- তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের পক্ষ হইতে দায়েরকৃত আপিল বা প্রতি-আপত্তি স্মারকের ক্ষেত্রে কোনো ফি প্রদেয় হইবে না।

(৭) আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি না হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিলটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫.১.৮ আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ

(১) আপিলের সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া আপিল ট্রাইব্যুনাল যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে ইহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা যে কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশটি প্রদান করিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল কর্তৃপক্ষ যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশসহ মামলাটি

প্রয়োজনমত অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক নূতনভাবে ন্যায়নির্ণয়ন অথবা সিদ্ধান্তের জন্য ফেরত (remand) প্রদান করিতে পারিবে।

- (২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত কোনো আদেশের নথিপত্র হইতে পরিদৃষ্ট কোনো ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল আদেশের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে যে কোনো সময়ে উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে এবং কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপিলের অন্য পক্ষ কর্তৃক কোনো ভুল ইহার নজরে আনয়ন করা হইলে উক্তরূপ সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুদ্ধ বৃদ্ধি করিতে অথবা প্রত্যর্পণ হ্রাস করিতে অথবা অন্য পক্ষের দায় বৃদ্ধি করিতে পারে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এইরূপ কোনো সংশোধনী উক্ত পক্ষকে নোটিশ প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া করা যাইবে না।

- (৩) আপিল ট্রাইব্যুনাল এই ধারায় প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এবং আপিলের অন্য পক্ষকে প্রেরণ করিবে।

- (৪) ধারা ২৩০ এ যেরূপ বিধৃত রহিয়াছে সেইরূপ ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- (৫) আপিলকারী, বিচারাধীন কোনো আপিল মামলায়, আপিলাধীন কোনো আদেশ স্থগিত চাহিয়া অথবা কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ চাহিয়া আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সে মোতাবেক আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত আবেদন বিবেচনা করত উহার উপর আইনানুগ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৫.১.৯ আপিল ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি

- (১) আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সভাপতি কর্তৃক ইহার সদস্যগণের সম্মুখে গঠিত বেঞ্চসমূহ কর্তৃক প্রয়োগ এবং পালন করা হইবে।

- (২) উপ-ধারা (৩) এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, একটি বেঞ্চ যে কোনো দুইজন সদস্য সম্মুখে গঠিত হইবে।

- (৩) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শুদ্ধের হার বা শুদ্ধায়নের জন্য পণ্যের মূল্য বিষয়ক কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিলের শুনানি সভাপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ গৃহীত হইবে এবং এইরূপ বেঞ্চের সদস্য সংখ্যা দুইজনের নিম্নে হইবে না।

- (৪) আপিল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সদস্য, তিনি যে বেঞ্চের সদস্য সেই বেঞ্চের বরাদ্দকৃত নিম্নবর্ণিত কোনো মামলা এককভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ২০৫ অনুযায়ী পণ্যের মালিককে পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে বিমোচন জরিমানা প্রদানের সুযোগ ব্যতীত বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে;

(খ) শুদ্ধ হার নির্ধারণ বা শুদ্ধায়নের জন্য মূল্য নিরূপণের সহিত জড়িত কোনো প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোনো বিরোধযুক্ত মামলা যে ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় অথবা বিচার্য বিষয়ের প্রসঙ্গে হয় সেইক্ষেত্রে জড়িত শুদ্ধের পার্থক্য বা জড়িত শুদ্ধের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে; অথবা

(গ) জড়িত জরিমানার পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে।

- (৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেঞ্চের সদস্যগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে; কিন্তু যদি সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হন, তাহা হইলে তাহারা মতপার্থক্যের বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন, যিনি স্বয়ং বিষয়টির শুনানি গ্রহণ করিবেন অথবা ট্রাইব্যুনালের অন্যান্য এক অথবা একাধিক সদস্যের শুনানির জন্য উহা প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের যে সকল সদস্য মামলার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বা পরবর্তীতে শুনানি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সকলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

- (৬) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষমতার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ও বেঞ্চসমূহের অধিবেশনের স্থানসহ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা উক্ত ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

- (৭) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে আপিল ট্রাইব্যুনালও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উদ্ঘাটন এবং পরিদর্শন;

(খ) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথ বাক্য পাঠ করাইয়া পরীক্ষা করা;

(গ) হিসাব বহি এবং অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং

(ঘ) কমিশন জারি করা।

(৮) আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা দণ্ডবিধির ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এর মর্মানুযায়ী এবং ধারা ১৯৬ এর উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৫ এবং ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫.১.১০ হাইকোর্ট বিভাগে আপিল

১২[ধারা ২২৭] এর অধীন কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অন্য পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৫.১.১১ অনূন দুইজন বিচারক কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে শুনানি গ্রহণ

(১) হাইকোর্ট বিভাগের অনূন দুইজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ধারা ২২৯ এর অধীন দায়েরকৃত আপিলের শুনানি গ্রহণ করিবে।

(২) উপ- ধারা (১) এর অধীন কোনো আপিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি বিচারকগণের মধ্যে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হয়, তাহা হইলে বিচারকগণ আইনের যে বিষয়ে মতপার্থক্য হইবে তাহা বিবৃত করিবেন এবং অতঃপর হাইকোর্ট বিভাগের অন্য এক বা একাধিক বিচারক কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর শুনানি গ্রহণ করা হইবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম শুনানি গ্রহণকারী বিচারকগণসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণের অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১৫.১.১২ আপিলের উপর হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত

(১) যে ক্ষেত্রে ধারা ২২৯ এর অধীন আপিল দায়ের করা হইবে সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ উহাতে উত্থাপিত বক্তব্যসমূহের এবং উহার সহিত যেমন প্রয়োজনীয় গণ্য হয় তেমন আনুষঙ্গিক অন্যান্য বক্তব্যসমূহের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহার উপর বিচারাদেশ প্রদান করিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ ইহার বিচারাদেশে আপিলের কোনো পক্ষের উপর কোনো ব্যয়ের বিষয়ে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ- ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত বিচারাদেশের একটি কপি উক্ত বিভাগের কোনো কর্মকর্তার সিল এবং স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া আপিল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হইবে।

১৫.১.১৩ হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা সত্ত্বেও পাওনা অর্থ আদায়, ইত্যাদি

হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা সত্ত্বেও ধারা ২২৮ এর উপ- ধারা (১) এ প্রদত্ত আদেশের ফলে সরকারি পাওনা অর্থ উক্তরূপ আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

১৫.১.১৪ কপির জন্য ব্যয়িত সময় হিসাব বহির্ভূত

আপিল অথবা আবেদনের জন্য এই অধ্যায়ে নির্ধারিত সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে যে দিন আদেশের নোটিশ জারি করা হয় এবং যদি আপিলকারী অথবা আবেদনকারী পক্ষকে আদেশের নোটিশ জারি করিবার সময়ে আদেশের কপি সরবরাহ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আদেশের কপি সংগ্রহ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় সেই সময় গণনা বহির্ভূত থাকিবে।

১৫.১.১৫ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিতি

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের অধীন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওয়া ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন কোনো ব্যক্তি এই আইন বা বিধির অধীন কোনো কার্যধারা উপলক্ষ্যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ, বোর্ড বা সরকারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অধিকারী অথবা উপস্থিত হইতে বাধ্য হন, তখন তিনি উক্ত কার্যধারা উপলক্ষ্যে এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনো আত্মীয় বা তদকর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো আদালতে ওকালতি করিবার অধিকারী কোনো আইনজীবী বা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিতে সংজ্ঞায়িত এবং লাইসেন্সকৃত কোনো কাস্টমস পরামর্শক বা Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973)] এর Article 2(1)(b) এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট যিনি উপ-ধারা (২) এর অধীন অযোগ্য হন নাই, এর মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

(২) সরকারি চাকরি হইতে বরখাস্তকৃত কোনো ব্যক্তি উপ- ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন না; এবং যদি কোনো আইনজীবী বা কাস্টমস পরামর্শক বা Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973)] এর Article 2(1)(b) এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট তিনি যে পেশার অংশ সেই পেশার সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, কোনো কাস্টমস কার্যধারা সংশ্লিষ্ট অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা যদি অন্য কোনো

ব্যক্তি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক উক্ত অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত সময় হইতে তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করিবার অযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উক্ত নির্দেশ জারি করা যাইবে না;
- (খ) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত নির্দেশ জারি করা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে নির্দেশটি বাতিল করিবার জন্য বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন; এবং
- (গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাস পর্যন্ত অথবা আপিল দায়ের করা হইলে উহা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ কোনো নির্দেশ কার্যকর হইবে না।

১৫.১.১৬ সরকার কর্তৃক নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা

সরকার স্বতন্ত্রভাবে হইয়া অথবা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই আইন বা বিধির অধীন কোনো আদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার নথিপত্র, আদেশ প্রদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে উক্ত আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্নিবেহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষাতে দৃশ্যত প্রতীয়মান কোনো ভুল বা অশুদ্ধতা সংশোধন করিয়া তদুপস্থিত উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোনো আদেশ, বা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ, অথবা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের কোনো আদেশ বা অধিকতর পরিমাণ শুল্ক পরিশোধের কোনো আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌশলী বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

১৬.১ বিবিধ

১৬.১.১ মোড়ক খোলার এবং পণ্য পরীক্ষা, ওজন বা পরিমাপ করিবার ক্ষমতা

যথাযথ কর্মকর্তা আমদানি বা রপ্তানির জন্য কাস্টমস স্টেশনে আনয়ন করা কোনো পণ্যের যে কোনো মোড়ক বা কন্টেইনার খুলিতে এবং যে কোনো পণ্য পরীক্ষা, ওজন অথবা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পরিমাণ বা সম্পূর্ণ পণ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে, স্থানে ও সময়ে পরিমাপ এবং আটক করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যে যানবাহনে পণ্য আমদানি করা হইয়াছে বা রপ্তানি করা হইবে উহা হইতে উক্ত পণ্য নামাইতে পারিবেন।

১৬.১.২ পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ

- (১) যে ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য এই আইনের অধীনে বিক্রয় করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উহা মালিককে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া প্রকাশ্য নিলামে বা টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত প্রস্তুতকারকের মাধ্যমে বা মালিকের লিখিত সম্মতিক্রমে অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হইবে।
- (২) বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্দেজ করা হইবে, যথা:-
 - (ক) বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ;
 - (খ) পণ্যের উপর প্রদেয় ফ্রেইট অথবা অন্যান্য চার্জসমূহ, যদি থাকে, পরিশোধ, যদি পণ্যের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তির নিকট উক্ত চার্জসমূহ সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করা হইয়া থাকে;
 - (গ) উক্ত পণ্যের উপর সরকারকে প্রদেয় কাস্টমস শুল্ক, অন্যান্য কর এবং পাওনা পরিশোধ; এবং
 - (ঘ) উক্ত পণ্যের হেফাজতকারী বা জিহাদার (custodian) ব্যক্তির পাওনা চার্জসমূহ পরিশোধ।
- (৩) অবশিষ্ট, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে এই শর্তে প্রদান করা হইবে যে, পণ্য বিক্রয়ের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে তিনি উহার জন্য আবেদন করিবেন অথবা উক্তরূপ না করিবার জন্য পর্যাণ্ট কারণ দর্শাইবেন।

১৬.১.৩ সরকারি পাওনা আদায়

- (১) যখন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো আমদানি শুল্ক ও কর এই আইনের অধীন সরকারকে প্রদেয় হয় অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো জরিমানা আরোপিত হয় বা কোনো ব্যক্তির উপর আমদানি শুল্ক ও কর, জরিমানা হিসাবে প্রদেয় অপরিশোধিত কোনো অর্থ অথবা এই আইন, বিধি বা আদেশের অধীন সম্পাদিত কোনো বন্ড, সিকিউরিটি, গ্যারান্টি অথবা অন্য কোনো ইন্সট্রুমেন্টের অধীন প্রদেয় কোনো অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধের আস্থান জানাইয়া কোনো দাবিনামা জারি করা হয় এবং উক্ত আমদানি শুল্ক, কর, জরিমানা বা অন্যান্য পাওনা উহা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত অথবা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় তখন যথাযথ কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে-

- (ক) উক্ত কর্মকর্তা বা সরকারের কর্তৃত্বাধীন, নিষ্পত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে পারে উক্ত ব্যক্তির এইরূপ প্রাপ্য বা পাওনা অর্থ কর্তন করিতে পারিবেন বা কর্তন করিতে অন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে বাধ্য করিতে পারিবেন;
- (খ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো পণ্য সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, অন্য কোনো কাস্টমস স্টেশন অথবা বন্ডেড ওয়ারহাউসে কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণ হইতে খালাস বন্ধ করিতে পারিবেন;
- (গ) যে ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত আমদানি শুল্ক ও কর, জরিমানা বা অন্য কোনো অর্থ- আদায়যোগ্য বা পাওনা হয়, তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো অর্থ পাওনা থাকিলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া উহা হইতে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বা উহা আদায়যোগ্য বা পাওনা অর্থের পরিমাণ হইতে কম হইলে উক্তরূপ অর্থের সম্পূর্ণ পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অথবা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন এক্সাইজ শুল্কযোগ্য বা মূল্য সংযোজন করযোগ্য পণ্য অথবা পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোনো স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং সাজসজ্জা অথবা ফ্যাক্টরি বা বন্ডেড ওয়ারহাউসে রক্ষিত অন্য কোনো পণ্য ক্রোক এবং বিক্রয়পূর্বক আদায় করিতে যথাযথ এক্সাইজ কর্মকর্তা এবং মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন;
- (ঙ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে উহা আটক এবং বিক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিতে অথবা অন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে আদায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন;
- (চ) যে ব্যক্তির নিকট উক্ত আমদানি শুল্ক ও কর বা জরিমানা বা অন্য কোনো অর্থ আদায়যোগ্য বা পাওনা হয় কোনো তফসিলি ব্যাংককে তাহার অর্থ জমা রহিয়াছে এইরূপ অ্যাকাউন্ট, নোটিশ প্রাপ্তির পর অবরুদ্ধ করিতে বা উহা অপরিচালনাযোগ্য করিতে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের যেরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

১৬.১.৪ সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা

যে ক্ষেত্রে এই আইন বা বিধির অধীন কোনো শুল্ক ও কর অথবা অন্য কোনো অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের নিকট পরিশোধযোগ্য হয় অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো জরিমানা আরোপ করা হয় এবং উক্ত শুল্ক ও কর, জরিমানা অথবা অন্যান্য অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় এবং উক্ত ব্যক্তির দেউলিয়াত্বের বা নিখোঁজ হওয়ার বা অন্য কোনো কারণে উক্ত শুল্ক ও কর, জরিমানা বা অন্যান্য অর্থ ধারা ২৩৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাহার নিকট হইতে আদায় করা না যায় অথবা আদায়যোগ্য নহে, সেইক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শুল্ক ও কর, জরিমানা বা অন্যান্য অর্থ সরকার যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ সমুদয় অথবা আংশিক অবলোপন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ হয় যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তি নূতনভাবে উদ্ভব হইয়াছে বা ইতঃপূর্বে সরকারি অর্থের দায়- দেনা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় সম্পত্তি অসৎ উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর সরকারি পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নূতনভাবে উদ্ভূত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার ওপর সরকারি পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

১৬.১.৫ ওয়ারফ ব্যবহার বাবদ প্রদেয় ফি বা মজুদকরণ ফি

কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর, কোনো কাস্টম হাউস, কাস্টমস এলাকা, জেটি বা অন্য কোনো অনুমোদিত অবতরণ স্থান বা কাস্টমস হাউস অঙ্গনের কোনো অংশে রাখিয়া যাওয়া বা আটক রাখা পণ্য ফি পরিশোধের আওতাধীন হইবে, এবং তিনি উক্ত ফি এর পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬.১.৬ কাস্টমস দলিলের সার্টিফিকেট এবং নকল ইস্যু সরবরাহ

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী কোনো প্রতারণা করেন নাই বা তাহার প্রতারণা করিবার কোনো অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে কোনো ব্যক্তি আবেদন করিলে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, উক্ত কর্মকর্তার ঐচ্ছিক বিবেচনায় তাহাকে

কোনো সার্টিফিকেট, কার্গো ঘোষণা, পণ্য ঘোষণা অথবা অন্য কোনো কাস্টমস দলিলপত্রের সার্টিফিকেট বা অনুলিপি সরবরাহ করা যাইবে।

১৬.১.৭ করণিক ত্রুটি, ইত্যাদির সংশোধন

সরকার, বোর্ড বা কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশে কোনো করণিক বা গাণিতিক ত্রুটি বা দুর্ঘটনাজনিত অসাবধানতা বা বিচ্যুতি হইতে উদ্ভূত ত্রুটি থাকিলে সরকার, বোর্ড বা উক্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তাহার স্থলাভিষিক্ত উত্তরসূরী, যে কোনো সময়ে, উক্ত ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৬.১.৮ কাস্টমস হাউস এজেন্টের লাইসেন্স

- (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো কাস্টমস স্টেশনে কোনো যানবাহনের প্রবেশ বা উক্ত স্থান হইতে উহার প্রস্থান বা কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি অথবা ব্যাগেজ সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজেন্ট হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬.১.৯ এজেন্ট কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত দলিল দাখিল

- (১) যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অনুমতির জন্য উক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেন, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীকে যে ব্যক্তির পক্ষে কার্য সম্পাদন করা হইবে তাহার নিকট হইতে লিখিত ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিবেন এবং উক্ত ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে এইরূপ অনুমতি প্রদানে অসম্মতি প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) কোনো ব্যক্তি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের করণিক, কর্মচারী বা এজেন্ট উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাস্টম হাউসে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্য এইরূপ করণিক, কর্মচারী বা এজেন্টকে উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যথাযথ কর্মকর্তার নিকট শনাক্ত না করিলে এবং এইরূপ করণিক, কর্মচারী বা এজেন্টকে উক্ত ব্যক্তি বা ফার্মের পক্ষে উক্ত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া লিখিত এবং যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত লিখিত কর্তৃত্ব উপরি- উক্ত কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান না করিলে তিনি এইরূপ করণিক, কর্মচারী বা এজেন্টকে আমলে লইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

১৬.১.১০ প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের দায়

- (১) ধারা ২৪৩ ও ২৪৪ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কোনো পণ্যের মালিক কোনো কিছু করিতে বাধ্য বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত মালিক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, স্পষ্টভাবে বা অব্যক্তভাবে (রহ ধ্বংস রসদ্রব্যবহন সঞ্চয়ন), ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও উহা করিতে বাধ্য বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।
- (২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট কর্তৃক কোনো কিছু করা হয়, তাহা হইলে, ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত না হইলে, যিনি উক্ত এজেন্টকে এইরূপ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে উহা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন উক্ত কার্যধারার জন্য তিনি এইরূপে দায়ী হইবেন যেন তিনি নিজেই উহা করিয়াছেন।
- (৩) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট এর, যে ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, সেই ব্যক্তির ন্যায় একই অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং দায় থাকিবে:
- (৪) তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে এজেন্টের ইচ্ছাকৃত কার্য, অবহেলা বা ত্রুটির কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কোনো গুণ্ডারোপিত না হইয়া থাকে অথবা কম আরোপিত হয় বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদত্ত হয়, সেইক্ষেত্রে এজেন্টের নিকট হইতে উক্ত গুণ্ডারোপিত করা হইবে না।
- (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্টকে এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় বা প্রদত্ত কোনো নোটিশ, যে ব্যক্তি উক্ত এজেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তিকে উহা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত এজেন্ট স্পষ্টভাবে বা অব্যক্তভাবে উক্ত নোটিশ গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৬.১.১১ ব্যবসায়ের নথিপত্রের সংরক্ষণ

- (১) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তাহাদের এজেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নথিপত্র সংরক্ষণ করিবেন বা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার নির্দেশিত মতে-
 - (ক) নথিপত্র এবং হিসাবপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;
 - (খ) নথিপত্র এবং হিসাবপত্রের অনুলিপি প্রয়োজনমত সরবরাহ করিবেন; এবং
 - (গ) এই আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ- ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করা হয় সেইক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা তাহাদের এজেন্ট কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে উপ- ধারা (২) এর আবশ্যিকতা পূরণকল্পে যন্ত্রটি পরিচালনা করিবেন অথবা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ- ধারা (২) এবং উপ- ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ১০০ এর অধীন নিয়োগকৃত অডিট এজেন্সি এবং উক্ত এজেন্সির কোনো কর্মচারী কাস্টমস কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৬.১.১২ স্বর্ণ, ইত্যাদির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ সীমান্ত বা উপকূল- রেখা হইতে ২৪ (চব্বিশ) কিলোমিটারের মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য বা মহামূল্যবান পাথরের ব্যবসা অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্য বা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী অলংকারের ব্যবসা বা উহাদের সহিত সম্পর্কিত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৬.১.১৩ কতিপয় দলিলপত্রের উপর অর্থ আদায়

যদি কোনো ব্যক্তি কাস্টমসের উদ্দেশ্য পূরণের ইনভয়েস হিসাবে ব্যবহৃত অথবা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে কোনো ইনভয়েস বা দলিলাদি ভ্রাতাসারে প্রস্তুত করেন বা বাংলাদেশে আনয়ন করেন অথবা উহা প্রস্তুত বা আনয়ন করিবার ব্যবস্থা বা কর্তৃত্ব প্রদান করেন অথবা উহার সহিত অন্যভাবে জড়িত থাকেন, যাহাতে কোনো পণ্য উহার জন্য প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্য অপেক্ষা অধিক বা কম মূল্যে ঘোষণা বা চার্জ করা হয় অথবা যাহাতে পণ্য অসত্যভাবে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য বাবদ বা উহার কোনো অংশ বাবদ কোনো অংকের অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না, এবং উক্ত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্যের জন্য প্রস্তুত, প্রদত্ত বা সম্পাদিত কোনো বিল অব এক্সচেঞ্জ, নোট বা অন্য জামানতের উপরেও কোনো অংকের অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না, যদি না উক্ত বিল অব এক্সচেঞ্জ, নোট বা অন্য জামানত নোটিশ ব্যতীত বিবেচনার জন্য উহার প্রকৃত মালিকের আয়ত্তে থাকে।

১৬.১.১৪ কতিপয় ক্ষেত্রে শুদ্ধ মণ্ডকুফ এবং মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান

যে ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়্যারহাউস হইতে শুদ্ধ পরিশোধ ব্যতীত উক্ত পণ্য অপসারণের সহিত জড়িত থাকার অপরাধে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা দণ্ডিত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের উপর সম্পূর্ণ শুদ্ধ মণ্ডকুফ করা হইবে, এবং কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত অপরাধের দ্বারা মালিকের যে ক্ষতিসাধিত হইয়াছে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১৬.১.১৫ অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত অবহেলার প্রমাণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না

কোনো কাস্টমস হাউস, কাস্টমস এলাকা, ওয়ার্ফ অথবা অবতরণ স্থানে সংরক্ষিত বা বৈধভাবে আটক কোনো পণ্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকাকালে উহার কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট হইলে, উক্ত পণ্যের মালিক কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট হইতে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত কর্মকর্তার চরম অবহেলা বা কোনো ইচ্ছাকৃত কাণ্ডের ফলে উক্ত ক্ষতি বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

১৬.১.১৬ আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি

এই আইনের অধীন কোনো আদেশ, সিদ্ধান্ত, সমন বা নোটিশ নিম্নবর্ণিতভাবে জারি করা যাইবে, যথা:-

(ক) যাহার জন্য অভিপ্রেত তাহাকে বা তাহার এজেন্টকে প্রদান করিয়া অথবা উহা তাহার বা তাহার এজেন্টের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া; অথবা কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশনের নোটিশ বোর্ডে আঁটাইয়া দিয়া।

১৬.১.১৭ দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের বারিত

বোর্ড বা সরকার কর্তৃক কাস্টমস শুদ্ধ বা কর ধার্য, আরোপ, অব্যাহতি, শুদ্ধায়ন বা আদায় সম্পর্কিত কোনো আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, [সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিপরীতে] কোনো দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৬.১.১৮ এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম সংরক্ষণ

এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত অথবা অভিপ্রেত কোনো কাণ্ডের জন্য সরকার বা কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৬.১.১৯ শুদ্ধ ফাঁকি বা আইনের লঙ্ঘন উদ্ঘাটনের জন্য পুরস্কার

(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, পরিস্থিতিতে এবং পরিমাণে, পুরস্কার মঞ্জুর করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি বা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, যাহার অধীনে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, কর বা অন্যান্য রাজস্ব আদায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এর কোনো বিধানের লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রদানকারী কোনো ব্যক্তিকে;
- (খ) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, যিনি কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি বা ফাঁকি প্রচেষ্টা বা এই আইন অথবা অন্য কোনো আইনের লঙ্ঘন উদ্ঘাটন করেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুরস্কার মঞ্জুর করা যাইবে, যদি উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সংবাদ সরবরাহ, কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি বা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা আইন লঙ্ঘন উদ্ঘাটনের বা উন্মোচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্য ফলপ্রসূভাবে সমাপ্ত হয়, যথা: -
- (অ) ফাঁকি বা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা লঙ্ঘনের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা অন্য কোনো বস্তু জব্দ এবং বাজেয়াপ্ত হয়; অথবা
- (আ) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপযোগ্য কাস্টমস শুল্ক বা অন্য কোনো রাজস্ব আদায় অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন আরোপিত অর্থদণ্ড বা জরিমানা আদায় হয়; অথবা
- (ই) ফাঁকি বা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বা তাহার উপর দণ্ড আরোপিত হয়।

১৬.১.২০ কাস্টমস কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে আর্থিক প্রণোদনা পুরস্কার

এই আইন বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, আমদানি পর্যায়ে উদ্ভূত রাজস্ব আদায়ের একটি অংশ সকল কাস্টমস কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, পরিস্থিতি এবং পরিমাণে, আর্থিক প্রণোদনা হিসাবে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরে আর্থিক প্রণোদনা পুরস্কার প্রদান করিতে হইলে, উক্ত বৎসরে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করিতে হইবে।

১৬.১.২১ আইনগত কার্যধারার নোটিশ

এই আইন বা কোনো বিধির বিধান অনুসরণের অভিপ্রায়ে কোনো কিছু করার জন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা আরোপিত কোনো কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে দেওয়ানি মামলা দায়ের ব্যতীত অন্য কোনো কার্যধারার ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত কার্যধারা এবং উহার কারণ সম্বলিত ১ (এক) মাসের লিখিত প্রাক-নোটিশ প্রদান করিতে হইবে, এবং উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইবার ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৬.১.২২ সিদ্ধান্ত প্রদান

- (১) কোনো ব্যক্তি এই আইন বা বিধির প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) যথাযথ কর্মকর্তা, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখপূর্বক উহা অনতিবিলম্বে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন যাহাতে তাহার আপিল করিবার অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধারা ২৪৪ এর বিধান অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।
- (৪) যেসকল ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুকূলে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক যে কোনো সময়ে প্রত্যাহার করা যাইবে, সেইসকল ক্ষেত্রসমূহ এবং উহাতে অনুসৃত পদ্ধতি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬.১.২৩ কাস্টমস রুলিং প্রদানের ক্ষমতা

- (১) কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এই আইনে বা কোনো বিধির কোনো বিধান প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস অথবা শুল্ক হার অথবা কাস্টমস শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণ সংক্রান্ত বিষয়ে, কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত সূত্রের বরাতে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বোর্ড আবেদনপত্র অথবা ক্ষেত্রমত, সূত্রে উল্লিখিত কোনো বিষয় সম্পর্কে কাস্টমস রুলিং প্রদান করিতে পারিবে।
- (২) অপরিপূর্ণ তথ্য পরিবেশনের কারণে অথবা আবেদনপত্র অথবা ক্ষেত্রমত, সূত্রে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের সমর্থনে ফলাফল নিরূপণকারী সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কোনো কাস্টমস রুলিং প্রদানের অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।
- (৩) বোর্ড সময় সময় কোনো কাস্টমস রুলিং পুনরীক্ষণ এবং উক্ত রুলিং এর অন্তর্ভুক্ত কোনো ভুল সংশোধন করিতে পারিবে।

- (৪) কোনো ব্যক্তি, কোনো পণ্যের কাস্টমস শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও অরিজিন বিষয়ে অগ্রিম রুলিং যাচনা করিয়া বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বোর্ড তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রিম রুলিং প্রদান করিতে পারিবে।
- (৫) এই ধারার অধীন অগ্রিম রুলিং প্রদানের সময়সীমা, রুলিং বিবেচনার ক্ষেত্রে শর্ত ও সীমাবদ্ধতাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৬) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো কাস্টমস রুলিং এবং অগ্রিম রুলিং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, আবেদনকারী ও সকল কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্য পরিপালনীয় হইবে।
- ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'অগ্রিম রুলিং' বলিতে কোনো আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোনো পণ্য আমদানির পূর্বে, বোর্ড কর্তৃক কোনো আবেদনকারীকে প্রদত্ত কোনো লিখিত সিদ্ধান্তকে বুঝাইবে, যাহাতে উক্ত পণ্য আমদানির সময় কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে কিরূপ আচরণ (treatment) করিবেন তাহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬.১.২৪ অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধান কেন্দ্র।

- (১) বোর্ড, উহার প্রাপ্ত সম্পদসীমার মধ্যে, এই আইন ও বিধির সহিত সম্পর্কিত তথ্যের উপর যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানের উত্তর প্রদান, এই আইনের অধীন সাধারণ ব্যবহারের জন্য জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, সার্কুলার, আদেশ ও অন্যান্য দলিল প্রদান, এবং আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিট প্রক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ফরম ও দলিল প্রদানের জন্য বোর্ডে বা কাস্টমস স্টেশনে এক বা একাধিক অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও চালু রাখিবে।
- (২) উপ- ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান কেন্দ্র, কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তির, ইলেকট্রনিক আকারে বা অন্য কোনোভাবে, আবেদনের প্রেক্ষিতে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রনিক আকারে, সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের উত্তর প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ফরম ও দলিল প্রদান করিবে।

১৬.১.২৫ সিদ্ধান্তের কপি

এই আইনের অধীন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে সরাসরি অগ্রহী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে, কমিশনার অব কাস্টমস বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উক্ত সিদ্ধান্তের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

১৬.১.২৬ গোপনীয়তা এবং বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য বিনিময়/ব্যবস্থাপনা

- (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো কর্তব্য সম্পাদনকালে সংগৃহীত সকল বাণিজ্য এবং যাত্রীর তথ্য গোপনীয় হইবে-
- (ক) বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার পরিসংখ্যানগত প্রয়োজনে; বা
- (খ) যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক অন্যান্য আমদানি ও রপ্তানির সাথে তুলনা ও প্রমাণক হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; বা
- (গ) কোনো আদালত বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থার সম্মুখে প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপন:
তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোনো দলিলাদি প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপনের বিষয়ে আমলি আদালত আদেশ করিবে কেবল সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রয়োজনীয় কোনো দলিলাদি প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপনযোগ্য হইবে; বা]
- (ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে তথ্য প্রকাশ; বা
- (ঙ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো উদ্দেশ্য।
- (২) সরকার এই আইনের অধীন বাণিজ্য সহজীকরণ, কার্যকর ঝুঁকি বিশ্লেষণ, প্রতিপালন ও প্রতিরোধের যথার্থতা নির্ণয়, অপরাধ প্রতিরোধ এবং তদন্তের প্রয়োজনে তথ্য বিনিময়ের যেকোনো দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি বা কনভেনশন বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (৩) উপ- ধারা (২) এর আলোকে সম্পাদিত চুক্তি বা কনভেনশন বা এই জাতীয় কোনো ব্যবস্থায় বর্ণিত সীমাবদ্ধতা এবং শর্ত সাপেক্ষে বিনিময়কৃত তথ্য, এই আইনের অধীন তদন্ত এবং কার্যধারায় বা অন্য কোনো দেশের সংশ্লিষ্ট আইনে বিদ্যমান বিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে।
- (৪) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধরনের তথ্য বিনিময়কারীর পদবী সুনির্দিষ্টকরণসহ বিনিময়ের পদ্ধতি এবং শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।
- (৫) উপধারা (১) হতে (৪) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত তথ্যের কোন প্রকাশ বা প্রচার এই আইনের অধীন অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে।

১৬.১.২৭ পরামর্শ

বোর্ড এই আইন এবং বিধির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি খাতের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

১৬.১.২৮ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো বা সকল বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।
- (৩) এই ধারার অধীন প্রণীত, জরুরী পরিস্থিতিতে বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে কারণ উল্লেখপূর্বক কোনো বিধি প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে যে কোনো বিধি, উহা কার্যকর হইবার অনূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

১৬.১.২৯ বিশেষ বিধান

এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বোর্ড এবং এই ধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইপিজেডসমূহ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নম্বর আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হাইটেক পার্কসমূহ এবং অনুরূপ কোনো বিশেষায়িত অঞ্চলসমূহের জন্য কাস্টমস সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র ও পৃথক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬.১.৩০ বিশেষায়িত কার্যকরী ইউনিট

এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিশেষ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক বিশেষায়িত কার্যকরী ইউনিট গঠন করিতে পারিবে, উহাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

১৬.১.৩১ ইলেকট্রনিকভাবে কার্যসম্পাদন ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ

- (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহাই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় শর্ত, বিধিনিষেধ ও পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক এই আইনের অধীন যেকোনো কার্যক্রম ইলেকট্রনিকভাবে সম্পাদন করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
- (২) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য কোনো আদেশ, প্রজ্ঞাপন, সার্কুলার, ফরম অথবা অন্যান্য তথ্য, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত, যতদূর সম্ভব, অবিলম্বে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সহজলভ্য করিতে হইবে।

১৬.১.৩২ আদেশ, ফরম, নোটিশ, ব্যাখ্যা বা সার্কুলার জারির ক্ষমতা

বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা কমিশনার অব কাস্টমস (মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) বা অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস বা ডিরেক্টর জেনারেল, তাহাদের স্ব স্ব এখতিয়ার অনুযায়ী এই আইন বা বিধির বিধানাবলি প্রতিপালনের জন্য, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আদেশ, ফরম, নোটিশ, ব্যাখ্যা বা সার্কুলার জারি এবং প্রকাশ করিতে পারিবে।

১৬.১.৩৩ অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বোর্ড, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১৬.১.৩৪ ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নিভ্রযোগ্য পাঠ (অণুবহ্বরূপ উহমম্বরংয এংবীঃ) প্রকাশ করিবে।
- (২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৬.১.৩৫ রহিতকরণ এবং হেফাজত

- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত অপঃ এর অধীন-
(ক) কৃত কাজ- কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে:

- তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে উক্ত অপঃ এর অধীন নির্ধারিত কোনো আবেদনপত্র পেশের অথবা কোনো আপিল বা রিভিশন দায়েরের সময়সীমার মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে, উক্ত মেয়াদ অব্যাহত থাকিবে;
- (গ) আরোপিত কোনো শুল্ক, ফি বা অন্য কোনো পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত অপঃ এর বিধান অনুযায়ী এমনভাবে আদায় করিতে হইবে এবং কোনো বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে, উহা উক্ত অপঃ অনুযায়ী এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত অপঃ রহিত হয় নাই;
- (ঘ) চলমান মামলাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত অপঃ রহিত হয় নাই;
- (ঙ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে; এবং
- (চ) গঠিত কোনো বন্দরের ট্রাস্টি বা বন্দর কর্তৃপক্ষ এমনভাবে উহার অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে যেন এই আইন কার্যকর হয় নাই।

১৬.১.৩৬ Customs Act, 1969 এর উল্লেখ রহিয়াছে এইরূপ আইন, বিধি, ইত্যাদির সংশোধন

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এইরূপ কার্যকরতার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন, আদেশ কিংবা দলিলে উল্লিখিত “Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)” এর পরিবর্তে “কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন)” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত আইন, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন, আদেশ কিংবা দলিলে উল্লিখিত Customs Act, 1969 এর কোনো বিধানের রেফারেন্স থাকিলে উহার পরিবর্তে উক্ত বিধানের বিষয়বস্তুর প্রতিফলনে যে বিধান এই আইনে সংযোজিত হইয়াছে উহা ব্যাখ্যাত (construed) হইবে।

১৬.২ পরিশিষ্ট সমূহ-

কাস্টমস সংক্রান্ত এস. আর.ও, সাধারণ আদেশ এবং ট্যারিফ সিডিউল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কিউ আর কোডগুলো স্ক্যান করুন ।

১৬.২.১ কাস্টমস এস. আর. ও-২০২৩

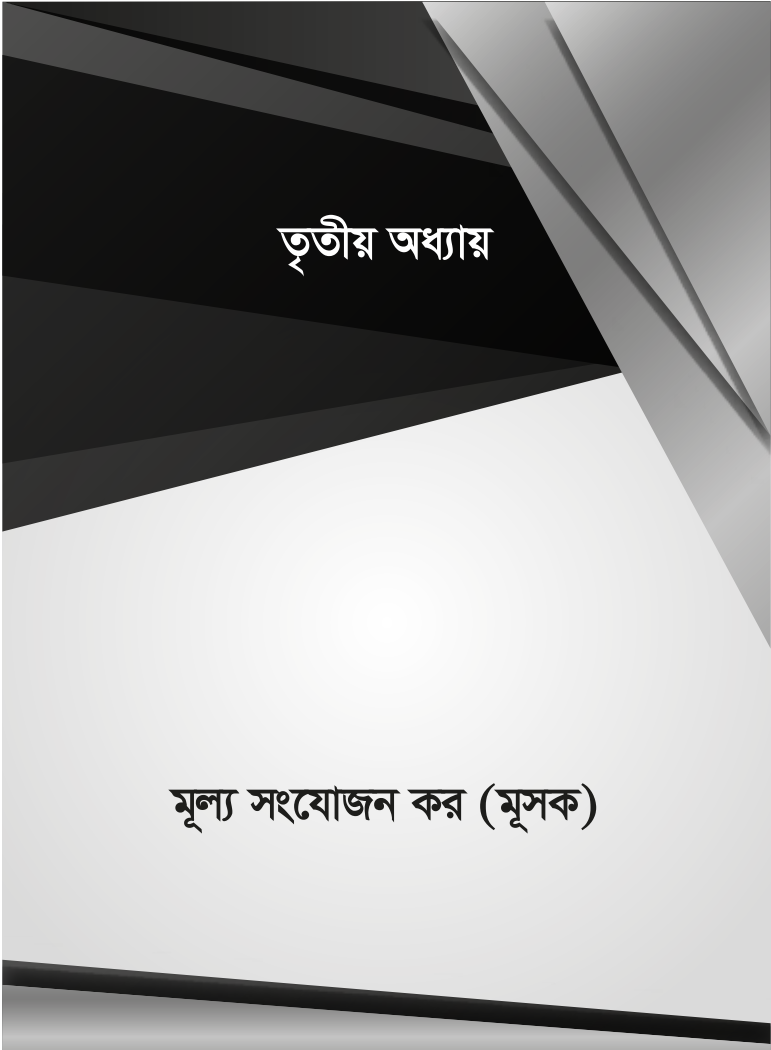


১৬.২.২ ট্যারিফ সিডিউল-২০২৩



১৬.২.৩ সাধারণ আদেশ-কাস্টমস





ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ କର (ମୂସକ)

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি?

মূল্য সংযোজন কর বা মূসক (VAT) একটি পরোক্ষ কর, যা ভোক্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। বাংলাদেশে ভোগকৃত পণ্য বা সেবা মূল্যের উপর ১৫% হারে এ কর আরোপিত। মূল্য সংযোজন কর আইন বা প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত বাংলাদেশে উৎপাদিত, সরবরাহকৃত বা আমদানিকৃত সকল পণ্য ও সেবার উপর মূসক প্রযোজ্য। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মূসক আদায় করে থাকেন। শুল্ক স্টেশনে শুল্ক-করাদি আদায়কালে আমদানিকারকের নিকট থেকে এ মূসক আদায় করা হয়। সহজ অর্থে মূল্য সংযোজন কর হলো “মূল্য সংযোজন” এর উপর বা সংযোজিত মূল্যের উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণ মূল্যের সাথে উৎপাদন পর্যায়ের সকল ব্যয়সহ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলে একে মূল্য সংযোজন কর বলা হয়।

মূসক ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদন কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত হিসাবে সমন্বয়ের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য ও সেবার উপর এ কর আরোপ এবং আহরণ করা হয়। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা প্রদানকারী বা আমদানিকারক পণ্য বা সেবা বিক্রয়কালে ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আদায় করে থাকেন। এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে মূসক এর অর্থ দিয়ে থাকেন। ক্রেতা বা ভোক্তা চূড়ান্তভাবে করের ভার বহন করায় একে ভোক্তা কর (Consumer Tax) বা পরোক্ষ কর (Indirect Tax) বলা হয়।

১.১। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কি ভাবে কাজ করে?

নিবন্ধিত করদাতা তার পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে মূসক পরিশোধ করেন। পণ্যের উৎপাদন থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখনই পণ্যের হাত বদল হয়, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধযোগ্য। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তাই। যদিও বিক্রয় মূল্যের সাথে ক্রয়মূল্যের পার্থক্যই মূল্য সংযোজন, তথাপি বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূসক এর পরিমাণ হিসেব করতে হয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যে ক্ষেত্রে কর রেয়াত গ্রহণ করা যায়) করদাতা প্রদেয় মূসক থেকে তার সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বা আমদানির ক্ষেত্রে যে মূসক পরিশোধ করে থাকেন তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূসক সরকারি ট্রেজারীতে জমা করেন।

একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে পরিমাণ মূসক প্রদেয় হয় তাকে বলা হয় উৎপাদন কর (output tax)। আর তিনি তার পণ্য বা সেবা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ মূসক দিয়ে এসেছেন তাকে বলা হয় উপকরণ কর (input tax)। এ দুটির পার্থক্যের সম পরিমাণ অর্থ নীট মূসক হিসেবে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। প্রতিটি স্তরে, এ পরিমাণ মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়, আর ভোক্তাই করের এ ভার বহন করে থাকেন।

১.২। মূসক এর হার ও পরিধি

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বাংলাদেশে মূলতঃ একক হার বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা। কিছু ব্যতিক্রম এবং অব্যাহতি ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ভিত্তিক হার হবে ১৫%। অর্থাৎ বাংলাদেশে মূসক এর আদর্শ হার হচ্ছে ১৫%। কোনো পণ্য বা সেবা সুনির্দিষ্টভাবে মূসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলে, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে এ হারে মূসক প্রযোজ্য। রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবা বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য বা বিদেশগামী যানবাহনে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে মূসক প্রযোজ্য নয়, শূন্যহার প্রযোজ্য। সর্বশেষ অর্থবছর (২০২৩-২৪) এর বাজেট অনুযায়ী আদর্শহার ব্যতীত কতিপয় ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যভিত্তিক ৭টি নিম্নতর হার বিদ্যমান আছে। যথা ২%, ২.৪%, ৪%, ৫%, ৭.৫%, ১০% এবং সুনির্দিষ্ট কর হার।

১.৩। টার্নওভার কর

মূসক আইনে টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়ের বিধান আছে। ‘টার্নওভার’ বলতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট সময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মোট অর্থকে বোঝানো হয়। করযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারির (বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতাভুক্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত)

বার্ষিক টার্নওভার অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা হলে তাদের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। সে সকল প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত হতে হয় এবং নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভারের উপর ৪% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হয়।

বার্ষিক টার্নওভার সম্পর্কিত ঘোষণা ফরম “মূসক-২.১” পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে online আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ৩ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনের যথার্থতা পরীক্ষাপূর্বক সন্মুখ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে ‘মূসক-২.৩’ ফরমে তালিকাভুক্তির প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। তালিকাভুক্তির তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য টার্নওভার কর প্রদেয় হবে। ঘোষণা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টার্নওভার কর পরিশোধ করা যায়।

২। সম্পূরক শুল্ক

মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় সম্পূরক শুল্কও আদায় হয়। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য, অত্যাবশ্যক নয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্য বা সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হয়। মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক আদায়ের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কও আদায় করে থাকেন এবং মূসক জমা দেয়ার সময় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক ভিন্ন হিসাব খাতে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন। চলতি হিসাব ও মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্কের হিসাব রাখা হয়। কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক উপকরণ কর হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় তিনি সম্পূরক শুল্কের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন না। তবে, পণ্য বা সেবা রপ্তানি করলে উক্ত রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্কসহ উপকরণ কর প্রত্যর্পন নেয়া যায়।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য মূসক আইনের দ্বিতীয় তফসিল (মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫) এর মাধ্যমে ১৫ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ গুলো হলো ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫%, ৩০%, ৩৫%, ৪৫%, ৫৫%, ৬০%, ৬৫%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০%। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহের তালিকা নির্ধারিত হারসহ কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

৩। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

- (১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় ও পঞ্চদশ অধ্যায় এবং ধারা ১২৮, ১৩২, ১৩৪ ও ১৩৫ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অধ্যায় ও ধারাসমূহ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অধ্যায় ও ধারাসমূহ সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

৩.১। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

- (১) “অনাবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি আবাসিক নহেন;
- (২) “অপরাধ” অর্থ ধারা ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬ ও ১১৭ এ উল্লিখিত কোন অপরাধ;
- (৩) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (৪) “অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি” অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি;
- (৫) “অর্থ” অর্থ বাংলাদেশ বা যে কোন দেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা (legal tender), এবং নিম্নবর্ণিত দলিলাদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
 - (ক) বিনিমেয় দলিল (negotiable instrument);
 - (খ) বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রমিসরি নোট, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার বা সমতুল্য দলিল;
 - (গ) ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড; বা
 - (ঘ) এ্যাকাউন্ট ডেবিট বা ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রদত্ত সরবরাহ;
- (৬) “অর্থনৈতিক কার্যক্রম”

অর্থ পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম; এবং

➤ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম এর উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

- (ক) কোন ব্যবসা পেশা, বৃত্তি, জীবিকা উপার্জনের উপায়, পণ্য প্রস্তুত বা কোন ধরনের উদ্যোগ (undertaking) মুনাফার লক্ষ্যে কার্যক্রমটি পরিচালিত হউক বা না হউক;
- (খ) লিজ, লাইসেন্স বা অনুরূপ উপায়ে কোন পণ্য, সেবা বা সম্পত্তি সরবরাহ;
- (গ) কেবল একবারের জন্য পরিচালিত কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা উদ্যোগ; বা
- (ঘ) উক্ত কার্যক্রমের প্রারম্ভ বা শেষে সম্পাদিত কোন কার্য; তবে-
- নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা;
- (খ) কোম্পানীর কোন পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কোন সেবা: তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইবে;
- (গ) বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত নয় এমন কোন বিনোদনমূলক কাজ বা শখ;
- (ঘ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত, সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্ধারিত কোন কার্যক্রম;
- (৭) “অংশীদারি কারবার” অর্থ অংশীদারি কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত অংশীদারি কারবার;
- (৮) “আগাম কর” অর্থ ধারা ৩১(২) এর অধীন করযোগ্য আমদানির উপর আগাম প্রদেয় কর;
- (৯) “আদেশ” অর্থ বোর্ড বা অনুমোদিত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ;
- (১০) “আনুক্রমিক (progressive) বা পর্যাবৃত্ত (periodic) সরবরাহ” অর্থ কোন চুক্তির বা লিজ বা হায়ার অব লাইসেন্স (ফাইন্যান্স লিজসহ) এর অধীন আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তাধীনে প্রদত্ত কোন সরবরাহ
- (১১) “আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা” অর্থ জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণ বা খালাসকরণ সংক্রান্ত সেবা, পণ্য বাঁধা সংক্রান্ত সেবা, পণ্য পরিদর্শন সংক্রান্ত সেবা, শুল্ক দলিলাদি প্রস্তুতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সেবা, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত সেবা, পণ্য গুদামজাতকরণ বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা ও অনুরূপ অন্য কোন সেবা;
- (১২) “আন্তর্জাতিক পরিবহন” অর্থ আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা ব্যতিরেকে, সড়ক, নৌ বা আকাশপথে যাত্রী ও পণ্যাদির নিম্নবর্ণিত পরিবহন, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন স্থানে পরিবহন; বা
- (গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থানে পরিবহন;
- (১৩) “আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ঋণ চুক্তি” অর্থ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, কারিগরি বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার এবং বিদেশী সরকার বা আন্তঃদেশীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত আবদ্ধ কোন চুক্তি;
- (১৪) “আপীলাত ট্রাইব্যুনাল” অর্থ Customs Act, 2023 এর section 225 এর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল;
- (১৫) “আবাসিক ব্যক্তি” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, যিনি-
- (ক) স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করেন; বা
- (খ) চলতি বর্ষপঞ্জির ১৮২ (একশত বিরাশি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন; বা
- (গ) কোন বর্ষপঞ্জির ৯০ (নব্বই) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং উক্ত বর্ষপঞ্জির অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ (তিনশত পয়ষষ্টি) দিবসের অধিককাল বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন; এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- ক) কোম্পানী, যদি উহা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের অধীন নিগমিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- খ) ট্রাস্ট, যদি ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি বাংলাদেশে আবাসিক হন বা ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- গ) ট্রাস্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি সংঘ, যদি উহা বাংলাদেশে গঠিত হয় বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশে অবস্থিত হয়;
- ঘ) সকল সরকারি সত্তা; বা
- ঙ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ;
- (১৬) “আমদানি” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোন পণ্য আনয়ন;
- (১৭) “আমদানিকৃত সেবা” অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে সরবরাহকৃত সেবা;

- (১৮) “ইলেকট্রনিক সেবা” অর্থ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, স্থানীয় কিংবা বৈশ্বিক তথ্য নেটওয়ার্ক বা অনুরূপ মাধ্যমে প্রদানকৃত নিম্নবর্ণিত সেবা-
 (ক) ওয়েব সাইট, ওয়েব-হোস্টিং বা অনুষ্ঠান ও যন্ত্রপাতির দূরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ;
 (খ) সফটওয়্যার এবং দূরবর্তী সেবা প্রদানের মাধ্যমে উহার হালনাগাদকরণ;
 (গ) প্রদত্ত ইমেজ (image), টেক্সট এবং তথ্য;
 (ঘ) ডাটাবেইজ বা তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার (access to database);
 (ঙ) স্ব-শিক্ষণ প্যাকেজ;
 (চ) সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ক্রীড়া; এবং
 (ছ) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, খেলাধুলা, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং টেলিভিশন সম্প্রচারসহ যেকোন বিনোদনমূলক সম্প্রচার এবং অনুষ্ঠান।
- (১৮ক) “তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবা উপকরণ হিসাবে গণ্য হইবে;”
 (ক) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফিক্সচার, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুস্বীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুণঃ সংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ;
 (খ) সকল প্রকার আসবাবপত্র, অফিস সাপ্লাই, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ক্রয় বা মেরামতকরণ;
 (গ) ইন্টেরিয়ার ডিজাইন, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা;
 (ঘ) যানবাহন ক্রয়, ভাড়া ও লিজ গ্রহণ
 (ঙ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজ ও এর সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা; এবং
 (চ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, অফিস, শো-রুম বা অনুরূপ ক্ষেত্র, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার ভাড়া (Rent) গ্রহণ।
- তবে, শর্ত থাকে যে, আইনের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত “ব্যবসায়ী” কর্তৃক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্যকোনভাবে সংগৃহীত পণ্য “উপকরণ” হিসেবে গণ্য হইবে। নিম্নে উল্লিখিত পণ্য বা সেবাসমূহ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হইবে না মর্মে পরিধি নির্ধারণ করিল, যথা:
- (১৯) “উপকরণ কর” (input tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যাতিত) এবং স্থানীয় উৎস হতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
 (২০) “উৎপাদন কর” (output tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর, যথা:-
 (ক) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ; বা
 (খ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক করযোগ্য সেবা আমদানি;
 (২১) “উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা” অর্থ-
 (ক) কোন সরকারি সত্তা;
 (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;
 (গ) কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
 (ঘ) কোন মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
 (ঙ) কোন লিমিটেড কোম্পানী;
 (চ) দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।”; এবং
 (২২) “উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত কোন সনদপত্র;
 (২৩) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৭৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কমিশনার;
 (২৪) “কর” অর্থ মুসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
 (২৫) “কর চালানপত্র” (tax invoice) অর্থ ধারা ৫১ এর অধীন সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
 (২৬) “করদাতা” অর্থ এই আইনের অধীন কর পরিশোধকারী এবং উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা;
 (২৭) “কর নিরূপণ” অর্থ পঞ্চম অধ্যায় এর অধীন করদাতা কর্তৃক কর নিরূপণ (assessment);

- (২৮) “কর নির্ধারণ” অর্থ একাদশ অধ্যায় এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কর নির্ধারণ (determination);
- (২৯) “কর ভগ্নাংশ” অর্থ নিম্নবর্ণিত ভগ্নাংশ, যথা $\{R/100 + R\}$
যেইক্ষেত্রে, R অর্থ ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;
- (৩০) “কর মেয়াদ” অর্থ-
(ক) মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে, খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিতে চিহ্নিত এক মাস; বা
(খ) টার্নওভার করের ক্ষেত্রে, ত্রৈমাসিক সময়কাল, যাহা মার্চ ৩১, জুন ৩০, সেপ্টেম্বর ৩০ বা ডিসেম্বর ৩১ এ সমাপ্তি ঘটে;
- (৩১) “করযোগ্য আমদানি” অর্থ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি ব্যতীত যেকোন আমদানি;
- (৩২) “করযোগ্য সরবরাহ” অর্থ কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন সরবরাহ
- (৩৩) “করহার” অর্থ প্রাসঙ্গিকতা ভেদে-
(ক) ধারা ১৫(৩) এ উল্লিখিত মূসক হার;
(খ) ধারা ৫৫(৪) এ উল্লিখিত সম্পূরক শুল্কহার; বা
(গ) ধারা ৬৩(১) এ উল্লিখিত টার্নওভার করহার;
- (৩৪) “কর সুবিধা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন সুবিধা, যথা:-
(ক) উৎপাদন কর হ্রাসকরণ;
(খ) পণ্য আমদানির উপর মূসক হ্রাসকরণ;
(গ) জের টানা অতিরিক্ত অর্থের বৃদ্ধি বা করদাতার করদায়ের পরিমাণ হ্রাসকরণ;
(ঘ) হ্রাসকারী সমন্বয়ের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
(ঙ) বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হ্রাসকরণ;
(চ) কর ফেরত প্রদান;
(ছ) উৎপাদ কর স্থগিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াতের দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
(জ) উৎপাদ কর বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয় হিসাব বিলম্বিতকরণ বা উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় দাবি উত্থাপন ত্বরান্বিতকরণ;
(ঝ) মূলত ও কার্যত একটি করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকে অকরযোগ্য সরবরাহ বা আমদানিতে পরিণতকরণ;
(ঞ) মূলত ও কার্যত কোন আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টিকরণ; বা
(ট) করদাতার টার্নওভার কম প্রদর্শন;
- (৩৫) “কার্যধারা” (proceedings) অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা বা কার্যক্রম, কিন্তু ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৩৬) “কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তি” অর্থ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন সরবরাহের পণ্য পণ একাধিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।
- (৩৭) “কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান” অর্থ ধারা ৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান;”।
- (৩৮) “কোম্পানী” অর্থ বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোম্পানি হিসাবে নিয়মিত কোন প্রতিষ্ঠান;
- (৩৯) “ক্রেডিট নোট” অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪০) “চালানপত্র” অর্থ পণ্য পরিশোধের দায় সংক্রান্ত কোন দলিল;
- (৪১) “জরিমানা” অর্থ ধারা ৮৫ এর অধীন মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা, কিন্তু অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদণ্ড উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৪২) “টার্নওভার” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সময়ে বা কর মেয়াদে তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রস্তুতকৃত, আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ;
- (৪৩) “টার্নওভার কর” অর্থ ধারা ৬৩ এর অধীন আরোপিত কর;
- (৪৪) “ডেবিট নোট” অর্থ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন দলিল;
- (৪৫) “তফসিল” অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;
- (৪৬) “তালিকাভুক্ত” অর্থ ধারা ১০(২) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত;
- (৪৭) “তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ১০(১) এর অধীন টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি;

- (৪৮) “তালিকাভুক্তসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে (২) [৫০ (পঞ্চাশ)] লক্ষ টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
 - (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
 - (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশবিশেষের বিক্রয় মূল্য; বা
 - (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- (৪৯) “দলিল” অর্থে নিম্নবর্ণিত বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) কোন কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তু যাহার উপর অক্ষর, সংখ্যা, প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে কোন লেখনী প্রকাশ করা হয়; বা
 - (খ) কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার ফিটা, কম্পিউটার ডিস্ক বা অনুরূপ কোন ডিভাইস (ফবারপব) যাহা উপাত্ত ধারণ করিতে পারে;
- (৫০) “দাখিলপত্র” অর্থ কর নিরূপণ ও কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন করমেয়াদে করদাতা কর্তৃক পেশকৃত কোন দাখিলপত্র;
- (৫১) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন);
- (৫২) “নির্দিষ্ট স্থান” অর্থ বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত কোন স্থান, যথা:-
- (ক) ব্যবস্থাপনার স্থান;
 - (খ) শাখা, দপ্তর, কারখানা বা ওয়ার্কশপ;
 - (গ) খনি, গ্যাসকূপ, পাথর বা অনুরূপ কোন খনিজ সম্পদ আহরণ ক্ষেত্র (quarry); বা
 - (ঘ) নির্মাণ বা স্থাপনা প্রকল্পের অবস্থান;
- (৫৩) “নির্ধারিত” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;
- (৫৪) “নিবন্ধন” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধন;
- (৫৫) “নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন মূসক নিবন্ধনযোগ্য কোন ব্যক্তি;
- (৫৬) “নিবন্ধিত ব্যক্তি” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন মূসক নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি;
- (৫৭) “নিবন্ধনসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে [৩ (তিনকোটি)] টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-
- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহের মূল্য;
 - (খ) মূলধনী সম্পদের বিক্রয় মূল্য;
 - (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশের বিক্রয় মূল্য; বা
 - (ঘ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার ফলশ্রুতিতে কৃত সরবরাহের মূল্য;
- তবে শর্ত থাকে যে দফা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ অধীন কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করার ক্ষেত্রে এই নিবন্ধনসীমা প্রযোজ্য হবে না।
- (৫৮) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ
- (ক) পরস্পর সহযোগী নয় এরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সরবরাহের পণ্য;
 - (খ) যদি দফা (ক) এ উল্লিখিত ন্যায্য বাজার মূল্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে সমজাতীয় কোন সরবরাহের পণ্য;
 - (গ) যদি উক্তরূপে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে পরস্পর সহযোগী নয় এমন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায় সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত পণ্যের নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (৫৯) “পণ্য” অর্থ কোন সরবরাহের (বিপরীতে) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় অর্থ বা নগদ অর্থের পরিবর্তে প্রদত্ত বা প্রদেয় দ্রব্যের ন্যায্য বাজার মূল্য-এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ের অর্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত কর, যাহা-
 - সরবরাহের উপর বা সরবরাহের কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা
 - গ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা উহার সহিত সংযোজিত হয়;
 - (খ) সার্ভিস চার্জ হিসাবে উল্লিখিত কোন অর্থ; বা

- (গ) হায়ার পারচেজ বা ফাইন্যান্স লিজ চুক্তির অধীন পণ্য সরবরাহের পণের মধ্যে ফাইন্যান্স লিজ বা হায়ার পারচেজের অধীন ঋণ প্রদান সম্পর্কিত প্রদেয় যেকোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; কিন্তু সরবরাহের সময় যে মূল্যছাড় দেওয়া হয় তাহা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৬০) “পণ্য” অর্থ শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটিজ এবং অর্থ ব্যতীত সকল প্রকার দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি;
- (৬১) “পণ্য সরবরাহ” অর্থ
- (ক) পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যবিধ ভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের অধিকার হস্তান্তর; বা
- (খ) লিজ, ভাড়া, কিস্তি, হায়ার পারচেজ বা অন্য কোনভাবে পণ্য ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং ফাইন্যান্স লিজের আওতায় পণ্য বিক্রয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৬২) “প্রচছন্ন রপ্তানি” অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোন [পণ্য বা সেবা] [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;
- (খ) কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ; বা
- (গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে [নির্ধারিত পদ্ধতিতে] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ;
- (৬৩) “প্রতিনিধি” অর্থ
- (ক) অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অভিভাবক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যবস্থাপক;
- (খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অবসায়নাধীন কোম্পানী ব্যতিরেকে কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;
- (গ) অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশীদার;
- (ঘ) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, উক্ত ট্রাস্টের ট্রাস্টি বা নির্বাহক বা প্রশাসক;
- (ঙ) ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে, উহার চেয়ারম্যান, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ;
- (চ) সরকারি সত্তার ক্ষেত্রে, উহার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত অন্যকোন উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি;
- (ছ) বৈদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে, উক্ত বৈদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (জ) অনাবাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক নিযুক্ত মূসক এজেন্ট; বা
- (জজ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত মূসক পরামর্শক; বা; এবং
- (ঝা) নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিনিধি;
- (৬৪) “প্রদেয় নীট কর” অর্থ কোন কর মেয়াদে ধারা ৪৫ এর অধীন নিরূপিত কর.
- (৬৫) “প্রস্তুতকরণ (manufacturing)” অর্থ-
- (ক) কোন পদার্থ এককভাবে বা অন্য কোন পদার্থ বা সরঞ্জাম বা উৎপাদনের অংশবিশেষের সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;
- (খ) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিবার জন্য কোন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;
- (গ) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;
- (ঘ) সংযোজন, মিশ্রণ, পরিশুদ্ধকরণ, কতন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ; বা
- (ঙ) মধ্যবর্তী বা অসমাপ্ত প্রক্রিয়াসহ পণ্য উৎপাদন বা তৈরিতে গৃহীত সকল প্রক্রিয়া;
- (৬৬) “ফাইন্যান্স লিজ” অর্থ হায়ার পারচেজ ব্যতীত এমন কোন লিজ যাহা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফাইন্যান্স লিজ হিসেবে গণ্য;
- (৬৭) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন);
- (৬৮) “বকেয়া কর” অর্থ ধারা ৯৫ এ উল্লিখিত বকেয়া কর;
- (৬৯) “বিধি” অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি;
- (৭০) “বিল অব এন্ট্রি” (Bill of Entry) অর্থ [কাস্টমস আইনের] ধারা ২ (সি)-তে সংজ্ঞায়িত ইরষষ ড়ভ উহংঃ;
- (৭১) “বৃদ্ধিকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়, যথা:-
- (ক) উৎসে কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;

- (খ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার ফলে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (চ) নিবন্ধন বাতিলের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছ) মূল্য হার পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছছ) পূর্ববর্তী যে কোন কর মেয়াদে কম পরিশোধিত মূল্যের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (জ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, বকেয়া কর ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়; বা
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (৭২) “বৃহৎ করদাতা ইউনিট” অর্থ ধারা ৭৮(৩) এর অধীন গঠিত কোন বৃহৎ করদাতা ইউনিট;
- (৭৩) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ৭৬ নং আদেশ) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (৭৪) “ব্যক্তি” অর্থ স্বাভাবিক কোন ব্যক্তি, এবং নিম্নবর্ণিত সত্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:
- (ক) কোন কোম্পানী;
- (খ) কোন ব্যক্তি সংঘ;
- (গ) কোন সরকারি সত্তা;
- (ঘ) কোন বৈদেশিক সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন বিভাগ বা নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঙ) কোন আন্তঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন; বা
- (চ) সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বা অনুরূপ কোন উদ্যোগ; বা
- (ছ) অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
- (৭৫) “ব্যক্তি সংঘ” অর্থ অংশীদারি কারবার, ট্রাস্ট বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি সংঘ, কিন্তু কোন কোম্পানী বা অনিগমিত যৌথ মূলধনী কারবার উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৭৬) “ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা” অর্থ নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত মূল্য নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্রে উল্লিখিত কোন অনন্য ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (৭৭) “ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবা” অর্থ-
- (ক) ভূমির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত সেবা;
- (খ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর বিশেষজ্ঞ এবং এস্টেট এজেন্ট প্রদত্ত সেবা;
- (গ) নির্দিষ্ট ভূমির উপর গৃহীত বা গৃহীতব্য নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত সেবা;
- (৭৮) “মূল্য” অর্থ:
- (ক) ধারা ২৮ এ উল্লিখিত আমদানি মূল্য; বা
- (খ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত সরবরাহ মূল্য;
- (৭৯) “মূল্য সংযোজন কর” বা “মূল্য” অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;
- (৮০) “মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ৭৮ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;
- (৮১) “মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা” বা “মূল্য কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৭৮(১) এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা;
- (৮২) “রপ্তানি” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন সরবরাহ এবং প্রচলিত রপ্তানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮৩) “কাস্টমস আইন” অর্থ Customs Act, 2023 বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রদত্ত কোন আদেশ;
- (৮৪) “কাস্টমস কমিশনার” বা “কাস্টমস কর্মকর্তা” অর্থ কাস্টমস আইনের অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (৮৫) “শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ” অর্থ ধারা ২১ এ উল্লিখিত শূন্যহার বিশিষ্ট কোন সরবরাহ;
- (৮৬) “সমন্বয় ঘটনা” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন ঘটনা, যথা:-
- (ক) কোন সরবরাহ বাতিলকরণ;
- (খ) কোন সরবরাহের পণ্য পরিবর্তন;
- (গ) সরবরাহকৃত পণ্য সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদান;
- (ঘ) সরবরাহের প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহে পরিণত হওয়া; বা
- (ঙ) নির্ধারিত অন্য কোন ঘটনা;

- (৮৭) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;
- (৮৮) “সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ” অর্থ কোন চুক্তি যাহার অধীন কোন ভূমির মালিক তাহার ভূমিতে ভবন নির্মাণের জন্য কোন নির্মাতার সহিত শর্তাধীনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়;
- (৮৯) “সম্পূরক শুল্ক” অর্থ ধারা ৫৫ এর অধীন আরোপিত সম্পূরক শুল্ক;
- (৯০) “সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন পণ্য;
- (৯১) “সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন সেবা;
- (৯২) উৎসে কর কর্তন সনদপত্র” অর্থ ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত কোন দলিল;
- (৯৩) “সরকারী সত্তা” অর্থ:-
- (ক) সরকার বা উহার কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর;
 - (খ) আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোন সংস্থা;
 - (গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান; বা
 - (ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোন সংস্থা;
- (৯৪) “সরবরাহ” অর্থ যেকোন সরবরাহ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) পণ্য সরবরাহ;
 - (খ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ;
 - (গ) সেবা সরবরাহ; বা
 - (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সরবরাহের সমাহার;
- (৯৫) “সনদপত্র” অর্থ এই আইনের অধীন [সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা] কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন সনদপত্র;
- (৯৬) “সরবরাহের সময়” অর্থ-
- (ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে পণ্যের দখল অর্পণ বা অপসারণ করা হয়;
 - (খ) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সেবা প্রদান, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব অর্পণ করা হয়; বা
 - (গ) স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেসময়ে সম্পত্তি অর্পণ, সৃষ্টি, হস্তান্তর বা স্বত্ব প্রদান করা হয় সেই সময়;
- (৯৭) “সহযোগী” অর্থ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্পর্ক যাহার কারণে একে অপরের বা উভয়ে অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করেন বা কাজ করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়, এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-
- (ক) অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদার;
 - (খ) কোম্পানীর কোন শেয়ার হোল্ডার;
 - (গ) কোন ট্রাস্ট এবং উক্ত ট্রাস্টের সুবিধাভোগী; বা
 - (ঘ) কোন সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ এবং উক্ত উদ্যোগের অংশীদার ভূমি মালিক, নির্মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি;
 - (ঙ) প্রতিনিধি, মূসক এজেন্ট, পরিবেশক, লাইসেন্সী বা অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ; তবে চাকুরীর সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।
- (৯৭ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অর্থ এইরূপ যে কোন মূল্য সংযজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ড এর নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
- (৯৮) “সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্য” অর্থ এমন কোন পণ্য যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মূল্যবান ধাতু বা উহার দ্বারা তৈরি কোন পণ্য (যেমন: স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোন ধাতু), এবং হীরা, পদ্মরাগমণি বা চুনি, পান্না, নীলমণি বা নীলকান্তমণি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৯৯) “সেবা” অর্থ যেকোন সেবা তবে, পণ্য, স্থাবর সম্পত্তি এবং অর্থ (money) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (১০০) “সেবা সরবরাহ” অর্থ এমন সরবরাহ যাহা পণ্য, অর্থ বা স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ নহে, তবে সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) অধিকার প্রদান (grant), হস্তান্তর (assignment), সমাপ্তি (termination), বা কোন অধিকার সমর্পণ;
 - (খ) কোন সুযোগ, সুবিধা বা উপকার গ্রহণের ব্যবস্থা করন;
 - (গ) কোন কার্য করা, কোন অবস্থা বা কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা বা মানিয়া লওয়ার জন্য চুক্তি;
 - (ঘ) লাইসেন্স, পারমিট, সনদপত্র, বিশেষ সুবিধা, অনুমতিপত্র বা অনুরূপ অধিকার জারিকরণ, হস্তান্তর বা সমর্পণ;

- (১০১) “স্থাবর সম্পত্তি” অর্থ স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার বা স্বার্থ বা অধিকার যাহাতে ভূমি, বা ভূমির উপর অবস্থিত কোন ভবন বা উহাতে স্থাপিত বা স্থায়ী ভাবে সংযুক্ত কোন কাঠামো সংস্থাপিত থাকুক বা না থাকুক।
- (১০২) “স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ” অর্থে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ;
 - (খ) ভূমির উপর কোন অধিকার বা স্বার্থ প্রদানের আহ্বান সম্বলিত ব্যক্তিগত অধিকার,
 - (গ) আবাসন সরবরাহসহ ভূমিতে অধিষ্ঠানের (occupy) নিমিত্ত লাইসেন্স প্রদান বা ভূমিতে প্রয়োগযোগ্য কোন চুক্তিভিত্তিক অধিকার;
 - (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত কোন বিষয় অর্জনের অধিকার বা ভবিষ্যতে উক্ত অধিকার প্রয়োগের অভিপ্রায়;
- (১০৩) “হাসকারী সমন্বয়” অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন হাসকারী সমন্বয়, যথা:-
- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হাসকারী সমন্বয়;
 - (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তৃত্ব করে হাসকারী সমন্বয়;
 - (গ) বাৎসরিক পুনর্গণনা প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রযোজ্য হাসকারী সমন্বয়;
 - (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হাসকারী সমন্বয়;
 - (ঙ) রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ করে হাসকারী সমন্বয়;
 - (চ) মূসক হারা হাস পাওয়ার কারণে হাসকারীর সমন্বয়;
 - (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে ঋণাত্মক জের টানার নিমিত্ত হাসকারী সমন্বয়;
 - (জ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হাসকারী সমন্বয়; বা
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হাসকারী সমন্বয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূসক নিবন্ধন এবং টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি

৪। মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি।-

- (১) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাসের প্রথম দিন হইতে মূসক নিবন্ধনযোগ্য হইবেন, যথা:-
- (ক) যে ব্যক্তির টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষে সমাপ্ত ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে; বা
 - (খ) যে ব্যক্তির প্রাক্কলিত টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের প্রারম্ভ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে টার্নওভার নির্বিশেষে মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে, যিনি—
- (ক) বাংলাদেশে সম্পূর্ণক শুদ্ধ আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানি করেন।
 - (খ) কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোন চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা উভয় সরবরাহ করেন।
 - (গ) কোন আমদানী রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত
 - (ঘ) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজেঁ অফিস বা প্রজেক্ট অফিস স্থাপন করেন;
 - (ঙ) মূসক এজেন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন;
 - (চ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বা কোন নির্দিষ্ট পণ্য সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানী সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত।

৫। কেন্দ্রীয় বা শাখা ইউনিটের নিবন্ধন।-

যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র সফটওয়্যার ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে [নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে] তিনি হিসাব নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে:

তবে শর্ত থাকে যে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা স্বত্ত্বেও কোন ইউনিট হতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করলে তাহাকে প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে,-

(১) (ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৮ এর অধীন বিশেষ পরিষ্লেের অধীন তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রয়োজ্য হইবে না।

(১খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধের লক্ষ্যে বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পরিবে।”

৬। মূসক নিবন্ধন পদ্ধতিঃ

(১) প্রত্যেক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন বিধিসম্মত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কারণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে উহা অবহিত করিবেন।

৭। নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণঃ

(১) বোর্ড, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন করিয়া উহা প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির নাম প্রকাশিত তালিকায় না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তির নাম উক্ত তালিকায় থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন।

(১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের আবশ্যকতা না থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় মূসক নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তার নিকট, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে নিবন্ধিত করিয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তির উপর অপরাপর নিবন্ধিত ব্যক্তির ন্যায় এই আইনের সকল বিধান প্রতিপালন বাধ্যতামূলক হইবে এবং তিনি নিবন্ধনের তারিখ থেকে অনূন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারবেন না।

৯। মূসক নিবন্ধন বাতিল

(১) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি যাহার আর নিবন্ধিত থাকিবার প্রয়োজন নাই, তাহার করযোগ্য সরবরাহ প্রদান অব্যাহত থাকিলে, তিনি নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশনার, নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি মূসক নিবন্ধন বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিল না করেন এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলযোগ্য, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধন বাতিলের আবেদনপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আবেদন করা না হইলে কমিশনার স্ব-উদ্যোগে তাহার মূসক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৫) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিলের পর যদি দেখা যায় যে, তিনি তালিকাভুক্তযোগ্য তাহা হইলে কমিশনার আবেদনের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে তাহাকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৬) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, তিনি-

(ক) অনতিবিলম্বে কর চালানপত্র এবং উৎস কর কর্তন সনদপত্র, রশিদ, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, ইত্যাদি ব্যবহার বা ইস্যু করা হইতে বিরত থাকিবেন; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র এবং উহার সকল প্রত্যাযিত অনুলিপি কমিশনারের নিকট ফেরত প্রদান এবং বকেয়া কর পরিশোধ ও চূড়ান্ত মূসক দাখিলপত্র দাখিল করিবেন।

(৭) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা -

(ক) নিবন্ধন আবেদনের উল্লিখিত ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করিবেন।

- (খ) যাচাইয়াত্তে ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব না পাওয়া গেলে বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- (গ) কমিশনার এইরূপ সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়া কর আদায় পূর্বক নিবন্ধন বাতিল বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১০। তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি ও তালিকাভুক্তি:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া ১২ মাসের কোন ত্রৈমাসিক শেষে তালিকাভুক্তিসীমা অতিক্রম করেন কিন্তু যদি নিবন্ধনসীমা অতিক্রম না করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত ত্রৈমাসিক সময় সমাপ্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে টার্নওভার করদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত করে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত টার্নওভার কর সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১১। তালিকাভুক্তি বাতিল।

- (১) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কারণে তাহার টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, আবেদনকরিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যদি তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করেন;
- (খ) যদি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার পর পর তিনটি কর মেয়াদে আনুপাতিক হারে তালিকাভুক্তি সীমার নিম্নে থাকে।
- (২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (৩) মূসক নিবন্ধনের জন্য দাখিলকৃত আবেদন তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং কমিশনার যে তারিখে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করিবেন সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিবসে টার্নওভার কর তালিকাভুক্তি বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৪) যদি কোন ব্যক্তি তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন না করেন, তাহা হইলে কমিশনার নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির তালিকাভুক্তি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। স্ব-উদ্যোগে নিবন্ধনযোগ্য ও তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিকরণ।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি সন্মত হন যে, কোন ব্যক্তি মূসক নিবন্ধনযোগ্য বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্তিযোগ্য কিন্তু তিনি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেন নাই, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে উক্ত ব্যক্তিকে মূসক নিবন্ধিত বা টার্নওভার কর তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১৩। সনদপত্র প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব

প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট স্থানে মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এমনভাবে প্রদর্শন করিয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪। পরিবর্তিত তথ্য অবহিতকরণে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব।

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত তথ্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন, যথা:-

- (ক) ব্যবসায়ের নাম বা অন্য কোন বাণিজ্যিক নামসহ উক্ত ব্যক্তির নাম বা ব্যবসার ধরন পরিবর্তন;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির ঠিকানা বা অন্য কোন যোগাযোগের তথ্যাদি পরিবর্তন;
- (গ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার স্থান পরিবর্তন;
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের কোন তথ্যের পরিবর্তন;
- (ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি পরিবর্তন;
- (চ) মালিকানা বা অংশিদারিত্বে পরিবর্তন
- (ছ) নির্ধারিত অন্য কোন পরিবর্তন।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর আরোপ

১৫। মূসক আরোপ:

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপিত ও প্রদেয় হবে।

- (২) করযোগ্য আমদানি বা করযোগ্য সরবরাহ মূল্যের সহিত উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত মূসক হার গুণ করিয়া প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৩) করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ (পনের) শতাংশ। তবে শর্ত থাকে যে সরকার জনস্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্টকৃত যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূসকের হার বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করিতে পারবে। আরও শর্ত থাকে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত মূসক হার বা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫ (পনের) শতাংশ কর প্রদান করিতে পারবে।

১৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে মূসক প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানীকারক;
- (খ) বাংলাদেশে করযোগ্য সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী;
- (গ) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহ গ্রহীতা;
- (ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী বা সরবরাহ গ্রহণকারী

১৭। বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ

- (১) ধারা ১৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ বাংলাদেশে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:-
- (ক) আবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহ;
 - (খ) অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক প্রদত্ত সরবরাহ;
 - (গ) উপ-ধারা (খ)-তে উল্লিখিত সরবরাহ ব্যতীত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ, যদি সরবরাহটি-
 - ক. স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ হয় এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ভূমির অবস্থান বাংলাদেশে হয়;
 - খ. পণ্যের সরবরাহ হয় এবং উহা বাংলাদেশে হস্তান্তর, অর্পণ, স্থাপন বা সংযোজন করা হয়;
 - গ. যদি সরবরাহটি নিম্নবর্ণিত কোন সরবরাহ হয় এবং মূসক অনিবন্ধিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়:-
 - ঘ. সেবা প্রদানকালে বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া সেবা প্রদানকারী কায়িকভাবে বাংলাদেশে সেবা প্রদান করে
 - ঙ. বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ হয়;
 - চ. বাংলাদেশের কোন ঠিকানায় বেতার ও টেলিভিশন হইতে গৃহীত সম্প্রচার সেবা হয়;
 - ছ. সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট ইলেক্ট্রনিক সেবা সরবরাহ;
 - জ. টেলিযোগাযোগ সেবা যাহা কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী কোন বৈশ্বিক ভ্রমণকারী (global roaming) ব্যতীত বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সূত্রপাত ঘটানো হয়।
- (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য অভ্যন্তরীণ ভোগের নিমিত্ত খালাসের পূর্বে সরবরাহ প্রদান করা হইলে উক্ত সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উপ-উপদফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করেন তিনি সেই ব্যক্তি-
- (ক) যিনি সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক নিম্নরূপে সনাক্তযোগ্য হন-
 - ক. সরবরাহের সূচনা নিয়ন্ত্রণকারীরূপে;
 - খ. সেবার মূল্য প্রদানকারীরূপে;
 - গ. সরবরাহের জন্য চুক্তিকারীরূপে;
 - (ক) যদি একাধিক ব্যক্তি দফা (ক) এর শর্তাবলী পূরণ করেন, তাহা হইলে যিনি উক্ত দফার তালিকায় অধিকবার দৃশ্যমান হন; এবং
 - (খ) সেবার ধরন বা প্রকার বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাস্তব অবস্থান কোন কারণে সরবরাহকারী কর্তৃক সনাক্ত করা সম্ভব না হইলে, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সেবা বা উক্তরূপ শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সকল প্রকার সরবরাহ, সরবরাহকারীর নিকট হইতে চালানপত্র গ্রহণকারী গ্রাহকের যে প্রকৃত বা বাস্তব আবাসিক বা বাণিজ্যিক ঠিকানা রহিয়াছে সেই স্থানে সরবরাহটি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা:

ধারা ১৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন নিবন্ধিত গ্রহীতার নিকট সরবরাহকৃত সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইবে, যদি-

- (ক) সরবরাহগ্রহীতা বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে বা উহার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন; এবং
- (খ) সরবরাহটি উক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে বা উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করা হয়।

১৯। অনাবাসিক ব্যক্তির মূসক এজেন্ট:

- (১) কোন অনাবাসিক ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করিলে, তাকে একজন মূসক এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে।
- (২) অনাবাসিক ব্যক্তির সকল দায়দায়িত্ব ও কার্যাবলী উক্ত মূসক এজেন্ট পালন ও সম্পাদন করিবেন, এবং আরোপিত কর, জরিমানা, দণ্ড এবং সুদসহ যাবতীয় অর্থ পরিশোধের জন্য অনাবাসিক ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকিবেন।
- (৩) মূসক এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিবন্ধন তাহার প্রধানের (principal) নামে হইতে হইবে।
- (৪) বোর্ড, মূসক এজেন্ট নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও তাহার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হইতে (reverse charged) কর আদায়:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমদানিকৃত কোন সেবা সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ হইবে, যদি-
 - (ক) সরবরাহ গ্রহীতা একজন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি হন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় উক্ত সেবা অর্জন (acquire) করেন; এবং
 - (খ) সরবরাহটি নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে উক্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট না হইয়া অন্য কোন হারে করযোগ্য হয়; এবং
- (২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর উক্ত ব্যক্তির উৎপাদ এবং উপকরণ উভয়বিধ কর হইবে।
- (৩) আমদানিকৃত সেবা সরবরাহের কারণে যদি কোন সমন্বয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে বা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সমন্বয় সংঘটনের কারণে উক্ত সেবা একটি করযোগ্য সরবরাহ হইবে এবং উক্ত সেবার সরবরাহ গ্রহীতা সেবা সরবরাহকারী হিসাবে গণ্য হইবেন।
- (৪) “আমদানিকৃত সেবা”র সংজ্ঞা এবং উক্ত সেবার ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, যদি কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশের বাহিরে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে-
 - (ক) উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিচালিত করযোগ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দুইজন পৃথক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে;
 - (খ) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট (এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংজ্ঞায়িত) সেবার প্রকৃতি বিশিষ্ট সুবিধা সম্বলিত সেবা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে;
 - (গ) সেবা সরবরাহ করা হইয়াছে উহা অনুমান করিয়া সরবরাহের সময় নির্ধারণ করা হইবে; এবং
 - (ঘ) সেবা সরবরাহ বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন অনাবাসিক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সহযোগীর নিকট প্রদান করা হইয়াছে অনুমান করিয়া উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।
- (৫) এই ধারার অন্যান্য উপ-ধারাসমূহে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ ব্যতীত নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নয় অথবা নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তিযোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত কোন সেবা করযোগ্য সরবরাহ হবে এবং তাতে নিম্নরূপ মূল্যসংযোজন কর আদায় হবে যথা:
 - (ক) সংশ্লিষ্ট সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবামূল্যের আংশিক বা পূর্ণমূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তন করবে; এবং
 - (খ) কর্তনকারী ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেবা আমদানিকরকের পক্ষে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করে তার দাখিলপত্র প্রদর্শন করবে।

২১। শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ:

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে শূন্য, যথা:-
 - (ক) ধারা ২২, ২৩ এবং ২৪ এ উল্লিখিত কোন সরবরাহ; বা

(খ) শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্যৎ ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।

(২) যদি কোন সরবরাহ অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং শূন্যহার বিশিষ্ট উভয়ই হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার আওতায় সরবরাহটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হইয়া শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

২২। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ভূমি:

স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ভূমি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয়।

২৩। রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য সরবরাহ:

(১) রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃআমদানিকৃত বা পুনঃআমদানির জন্য অভিপ্রেত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

(ক) যদি পণ্যটি সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হয় এবং উক্ত পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক বাংলাদেশে সংযোজন, সংস্থাপন বা আমদানি করা না হয়;

(খ) যদি পণ্যটি আমদানির পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্তে প্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য সরবরাহকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) লাইসেন্সধারী গুরুমুক্ত পণ্য বিক্রেতা কর্তৃক পর্যটক বা বিদেশ হইতে আগত কোন দর্শনাধীন নিকট বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের নিমিত্ত কোন পণ্যের সরবরাহ; বা

(ঘ) যদি পণ্যটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সমগ্র সময়কাল বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের লিজ, হায়া, লাইসেন্স বা উহার ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ প্রতিটি সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, যদি পণ্যটি আন্তর্জাতিক ভূখণ্ডে অবস্থানের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে বাংলাদেশে অবস্থান করে, তাহা হইলে লিজকৃত পণ্যটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অনুরূপ কাজে ব্যবহার্য কোন পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

(ক) যদি সরবরাহকৃত পণ্য উক্ত পণ্যের সহিত সংযোজন করা হয় বা উহার অংশে পরিণত হয় বা সংযোজিত হইবার ফলে উহা অব্যবহারযোগ্য বা নষ্ট হইয়া যায়;

(খ) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা

(গ) যদি উক্ত পণ্য বাংলাদেশে সেবা গ্রহণের নিমিত্ত অস্থায়ীভাবে আনয়ন করা হয় ও সেবা গ্রহণের পর উক্ত পণ্য সেবা গ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।

(৪) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-

(ক) অনাবাসিক ও অনির্বন্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদান করা হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত পণ্য সরবরাহ করা হয়; এবং

(খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাশুল (charge) আরোপ ব্যতিরেকে যদি উক্ত পণ্য মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হয়।

(৫) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ বা অনুরূপ কোন যানবাহনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্যবিধভাবে উহার কায়িক অবস্থার উপর অন্য কোন প্রভাব বিস্তারকরণের প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত পণ্য শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

(৬) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত পণ্যসম্ভার বা যন্ত্রাংশ ফ্লাইটের সময় বা সামুদ্রিক যাত্রাপথে উক্ত যানবাহনে ব্যবহার, ভোগ বা বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হইলে উক্ত পণ্য-সম্ভার বা যন্ত্রাংশ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়, “পণ্যসম্ভার” অর্থ কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের ক্রু বা যাত্রীগণের ব্যবহার্য বা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে ব্যবহার্য পণ্য-সম্ভার, এবং ব্যবহার্য পণ্য, জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, অনুরূপ পণ্য, তাৎক্ষণিক ব্যবহৃত হউক বা না হউক, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪। শূন্যহার বিশিষ্ট সেবা সরবরাহ:

(১) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।

- (২) সরবরাহ প্রদানকালে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন পণ্যের উপর কায়িকভাবে প্রদত্ত সেবা শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন পণ্যের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:
- (ক) যদি উক্ত পণ্য কাস্টমস আইনের অধীন অস্থায়ীভাবে আমদানি করা হয়; বা
- (খ) যদি সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে উক্ত পণ্য বাংলাদেশে আনয়ন করিবার পর সেবা গ্রহণ শেষে বাংলাদেশে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া উহা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়।
- (৪) আমদানিকৃত পণ্যের গুণমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৫) বাংলাদেশের বাহিরে সেবা রপ্তানি শূন্যহার হইবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যদি-
- (ক) সরবরাহ গ্রহীতা-
- ✓ কোন অনাবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
 - ✓ কোন আবাসিক ব্যক্তি হন এবং সেবা সরবরাহের সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া কার্যত উক্ত সেবা গ্রহণ করেন; এবং
- (খ) উক্ত সেবা-
- ✓ বাংলাদেশে অবস্থিত ভূমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয়;
 - ✓ (আ) সরবরাহকালে বাংলাদেশে অবস্থিত পণ্যের উপর উহা কায়িকভাবে প্রদান করা না হয়; বা
 - ✓ বাংলাদেশের বাহিরে সাময়িকভাবে অবস্থানরত কোন ব্যক্তিকে বৈশ্বিক পদচারণার (global roaming) ক্ষেত্রে প্রদান করা না হয়।
- (৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে না, যদি-
- (ক) উক্ত সেবা সরবরাহ বাংলাদেশে অন্য কোন বিষয়ে একটি পরবর্তী সরবরাহ প্রাপ্তির (যাহা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নয়) অধিকার (right) বা ভবিষ্যতে ক্রয়ের অধিকার অর্জন (option) করা সংক্রান্ত হয়; বা
- (খ) উক্ত সেবা বাংলাদেশে অনিবন্ধিত কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনাবাসিক ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন সরবরাহ করা হয়।
- (৮) বাংলাদেশের বাহিরে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মামলা নথিভুক্তকরণ, মামলা পরিচালনা, অধিকার অর্পণ, উহার সংরক্ষণ, হস্তান্তর, স্বত্ব হস্তান্তর, লাইসেন্সকরণ বা অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (৯) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন অনাবাসিক টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে।
- (১০) মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ওয়ারেন্টিয়ুক্ত পণ্যের অনুকূলে প্রদত্ত সেবা সরবরাহ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:-
- (ক) অনাবাসিক ও অনিবন্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য প্রদত্ত হইবে মর্মে ওয়ারেন্টি প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন যদি উক্ত সেবা সরবরাহ করা হয়; এবং
- (খ) মালিকের উপর কোনরূপ মাঙ্গল আরোপ ব্যতিরেকে সেবা প্রদান করা হয়।
- (১১) নিম্নবর্ণিত সেবা সরবরাহ শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে, যথা:
- (ক) পণ্যের আন্তর্জাতিক পরিবহনে বীমা সেবা সরবরাহ;
- (খ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের মেরামত, সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ, সংস্কার সাধন, পরিবর্তন সাধন বা অন্য কোনভাবে কায়িক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকরণের সেবা সরবরাহ;
- (গ) আন্তর্জাতিক পরিবহনে নিয়োজিত কোন সমুদ্রগামী জাহাজ বা উড়োজাহাজের চালনা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেবা অনিবন্ধিত ও অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট সরবরাহ; বা

২৫। ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটর:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পর্যটন সেবা বাংলাদেশে প্রদত্ত হউক বা না হউক তাহা নির্বিশেষে এবং উহা বাংলাদেশে প্রদত্ত হইলে শূন্যহার বিশিষ্ট হইবে কি-না তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং প্রতি করমেয়াদে সামগ্রিক ভিত্তিতে শূন্যহার বিশিষ্ট নয় এমন পর্যটন সেবার মূল্য নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “পর্যটন সেবা” অর্থ আবাসন, খাদ্য, ভ্রমণ, বিনোদন এবং সমাজাতীয় কোন বিষয় যা সচরাচর পর্যটক এবং আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদেরকে প্রদান করা হয়।

২৬। অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি:

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সরবরাহসমূহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবে, যথা:-

(ক) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোন সরবরাহ বা আমদানি; বা

(খ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গ্রহণের অধিকার (right) বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) সংক্রান্ত সরবরাহ।

চতুর্থ অধ্যায়: মূসক আদায় পদ্ধতি

খণ্ড ‘ক’- আমদানির ক্ষেত্রে

২৭। করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আদায় পদ্ধতি:

কাস্টম আইনের অধীন যে পদ্ধতি ও সময়ে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতি ও সময়ে, আমদানির উপর আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য না হইলেও করযোগ্য আমদানির উপর মূসক আদায় করিতে হইবে।

২৮। করযোগ্য আমদানির মূসক আরপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ:

কোন করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের সমষ্টি, যথা:-

(ক) কাস্টম আইনের অধীন আমদানি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত পণ্য মূল্যের পরিমাণ; এবং

(খ) পণ্য আমদানির উপর প্রদেয়, যদি থাকে, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম কর এবং অগ্রীম আয়কর ব্যতীত)।

২৯। পুনঃআমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ:

পণ্য রপ্তানির পর উহা পুনঃআমদানি করিবার ক্ষেত্রে যদি পণ্যটির আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণগতমান অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মেরামতের পর যে পরিমাণ মূল্য বর্ধিত হয় উহার সহিত বীমা, ভাড়া এবং ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহা মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে।

৩০। রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি:

কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের উদ্দেশ্যে খালাস বা ছাড় না করিয়া রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইলে, উক্ত পণ্য করযোগ্য হইবে না।

৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়:

(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।

(২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানি মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (শতাংশ) হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।

(৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা তৎপরবর্তী (চারটি কর মেয়াদের) মধ্যে মূসক দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন কিন্তু নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগাম কর ফেরত প্রদানের নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

খণ্ড ‘খ’- সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩২। করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ:

(১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ হইতে উক্ত পণের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য।

(২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের পণ হইবে সরবরাহের মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে উহার ন্যায্য বাজার মূল্য।

(৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি—

- (ক) উক্ত সরবরাহ পণ্যবিহীন হয় বা উহার পণ্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং
- (খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্তে উদ্ধৃত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন।
- (৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণ্যবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য।
- (৫) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output coefficient) দাখিল করিতে হইবে।

৩২ ক) বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান :

বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর যোগ্য যে কোন সেবার পরিধি নিরূপণের লক্ষ্যে কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক প্রদানকাল:

- (১) কোন করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
- (ক) যখন সরবরাহ প্রদান করা হয়;
- (খ) যখন সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; বা
- (গ) যখন পণ্যের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়।
- (ঘ) যখন কোন সরবরাহ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।
- (২) কোন সরবরাহের আনুকূল্যিক (progressive) বা (periodic) সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হইলে উহার উপর আরোপিত মূসক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যাহা সর্বাত্মে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময় প্রদেয় হইবে, যথা:-
- (ক) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে পৃথক চালানপত্র ইস্যু করা হয়;
- (খ) যখন উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে প্রাপ্য পণ্যের আংশিক বা সমুদয় গ্রহণ করা হয়;
- (গ) যখন আনুকূল্যিক সরবরাহের বিপরীতে মূল্য প্রদেয় হয়; বা
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন পণ্য (যেমনঃ পানি, গ্যাস, জ্বালানী তরল বা বিদ্যুৎ) এর আনুকূল্যিক বা পর্যাবৃত্তিক সরবরাহ করা হইলে, যে তারিখে উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়, উক্ত তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রদেয় মূসক পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৪। আনুকূল্যিক বা পর্যাবৃত্তিক সরবরাহ:

- (১) আনুকূল্যিক বা পর্যাবৃত্তিক সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।
- (২) যদি আনুকূল্যিক বা পর্যাবৃত্তিক সরবরাহের প্রতিটি সরবরাহ তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত সরবরাহকে পৃথক সরবরাহের পর্যায়ক্রম হিসাবে গণ্য করা হইবে, যাহার প্রত্যেকটি উক্ত সরবরাহের অনুপাতের সহিত সংগতিপূর্ণ এবং যাহার সহিত পর্যায়ক্রমিক পণ্যের প্রত্যেক পৃথক অংশ আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট।
- (৩) লিজ বা সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত সরবরাহের প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে, লিজ বা সম্পত্তির উক্তরূপ ব্যবহারের অব্যাহত সময়কাল সরবরাহের সময় হিসাবে গণ্য হবে।

৩৫। একই চালানে একাধিক ধরনের পণ্য ও সেবা সরবরাহ:

কোন সরবরাহ একাধিক ধরনের পণ্য বা সেবা থাকিলে নিম্নরূপে করারোপ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) প্রতিটি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধরনের পণ্য বা সেবাকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে;
- (খ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে একক সরবরাহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সরবরাহকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করা যাইবে না;

খণ্ড 'গ'- বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে

৩৬। চলমান ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠান বিক্রয়:

- (১) কোন ব্যক্তি তাহার চলমান ব্যবসা হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে হস্তান্তর করিলে উক্ত হস্তান্তর একক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত একক সরবরাহ বাংলাদেশে কোন সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি বিক্রয়ের পর চলমান থাকিবে এইরূপ উদ্দেশ্যে চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অর্জন করিতে হইবে এবং উক্তরূপে হস্তান্তরিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অব্যাহত পরিচালনার নিমিত্তে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ক্রেতা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অর্জন করিতে হইবে।
- (৩) কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ পৃথকভাবে পরিচালনাযোগ্য হইলে, উক্ত অংশ একটি পৃথক অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

- (৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা নির্ধারণের লক্ষ্যে-
 (ক) হস্তান্তরের জন্য গৃহীত সেবার উপর প্রদত্ত উপকরণ কর সরবরাহকারীর অন্যান্য কার্যক্রমের অনুবৃত্তিক্রমে নির্ধারিত হইবে;
 (খ) ধারা ৪৭ এর অধীন নির্ণীত রেয়াতযোগ্য অনুপাতের মধ্যে হস্তান্তরের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
- (৫) কোন ব্যক্তি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধ না করিয়া কোন চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, কমিশনার তৎকর্তৃক হস্তান্তর মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি প্রদেয় সমুদয় কর ও বকেয়া পরিশোধের নিমিত্ত ক্রেতা কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করেন।
- (৭) উপ-ধারা (১) এর বিধানমতে, হস্তান্তরের তারিখ হইতে ক্রেতা সরবরাহকারীর উত্তরাধিকার (successor) হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ক্রেতা কর্তৃক এই আইন যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে সরবরাহকারী ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বোর্ড প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার:

- (১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।
- (২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।
- (৩) কোন ভাউচার (অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল) সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।

৩৮। আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ:

- (১) কোন টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক কোন আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য মূল্যছাড়সহ টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগীর নিকট সরবরাহ করা হইলে, উক্ত মূল্যছাড়সহ, উক্ত সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা একজন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীর নিকট টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
- (২) কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরবর্তীতে বিক্রয় করা হইলে, বিক্রয়টি কোন করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধিকে প্রদত্ত কমিশনসহ সরবরাহের পণ নিরূপণ করিতে হইবে।
- (৪) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী বা অন্য কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনকারী কোন টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী কর্তৃক আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যের বিতরণ এই আইনের অধীন কোন করযোগ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে না।
- (৫) কোন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী যিনি আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং এই ধারার শর্তাবলী মোতাবেক মুসক ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করেন, তিনি হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি
- (ক) উক্ত দ্রব্যের অভিহিত মূল্যের আংশিক বা সমুদয় উক্ত টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কিছু ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়;
- (খ) অন্য কোন ব্যক্তি—
- ✓ বাংলাদেশে পরিচালিত কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরবরাহ প্রদান করেন; বা
 - ✓ নিবন্ধিত হন; এবং
- (গ) টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী সরবরাহের বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন।
- (৬) হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হইবে উক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অর্থের কর-ভগ্নাংশের সমান এবং যে কর মেয়াদে উক্ত অর্থ প্রদান করা হয় সেই কর মেয়াদে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।
- (৭) আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারকারী ব্যক্তির উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকার প্রমাণ এবং রেয়াত গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া বোর্ড বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

- (ক) “আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্য” অর্থ ফোন কার্ড, আগাম মূল্য পরিশোধের কার্ড, রিচার্জ কার্ড, বা অন্য কোন উপায়ে যেকোন টেলিযোগাযোগ পণ্য অর্জনের নিমিত্ত আগাম পরিশোধ, বা উহা যে নামেই অভিহিত বা আকারেই থাকুক না কেন, টেলিযোগাযোগ সেবার জন্য পবনকাল (airtime), ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের সময় বা ডাউনলোড ক্ষমতা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) “টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি পরিবেশক, প্রতিনিধি, মূসক এজেন্ট বা আগাম পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ দ্রব্যাদির কোন মধ্যস্থত্বভোগী;
- (গ) “টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারী” অর্থ টেলিযোগাযোগ সেবার সরবরাহকারী, তবে টেলিযোগাযোগ মধ্যস্থত্বভোগী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং
- (ঘ) “টেলিযোগাযোগ সেবা” অর্থ তার, বেতার, অপটিক্যাল (optical) বা অনুরূপ কোন তড়িৎ চুম্বকীয় পদ্ধতিতে বা ইলেক্ট্রনিক সংকেতের মাধ্যমে লেখা, প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপণ, প্রচার, শব্দ বা অনুরূপ কোন তথ্য প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণ করা সংক্রান্ত সেবা, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- ✓ উক্ত প্রেরণ, নির্গতকরণ ও সংকেত গ্রহণের সামর্থ্য সম্বলিত ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত হস্তান্তর বা এ্যাসাইনমেন্ট সেবা; এবং
 - ✓ (আ) বৈশ্বিক বা স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য নেটওয়ার্কে প্রবেশের সুযোগ সম্বলিত সেবা; কিন্তু উহার মূলে থাকা (underlying) লিখন, প্রতিচ্ছবি, শব্দাবলী বা তথ্যসমূহের সরবরাহ সেবা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩৯। লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র‍্যাফেল ড্র এবং অনুরূপ উদ্যোগ:

- (১) কোন ব্যক্তি লটারী, লাকী ড্র, হাউজি, র‍্যাফেল ড্র বা অনুরূপ উদ্যোগ পরিচালনা করিলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রীত টিকেটের (যে নামেই অভিহিত হউক) পণ হইবে টিকেটের মূল্য।
- (২) পরিবেশক বা প্রতিনিধির নিকট মূল্যছাড় প্রদান করিয়া বিক্রীত টিকেটের ক্ষেত্রে উক্ত মূল্যছাড় হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

৪০। কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার মূল্য:

- (১) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হিসাবে যে পণ্য সরবরাহ করেন উহা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে পণ্যবিহীন বা ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য।

৪১। কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
- (ক) উক্ত সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর তখনই প্রদেয় হইবে যখন উক্ত সরবরাহের অর্থ পরিশোধ করা হইবে এবং প্রত্যেক কর মেয়াদে অর্থ প্রদানের সময় করের পরিমাণ নিরূপণ ও পরিশোধ করিতে হইবে; এবং
- (খ) প্রত্যেক কর মেয়াদে নিরূপিত উৎপাদ করের পরিমাণ হইবে উক্ত মেয়াদে পরিশোধিত অর্থের কর ভগ্নাংশ।
- (২) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ চুক্তির অধীন কোন পণ্য সরবরাহ করা হইলে, প্রত্যেক কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের বিপরীতে পৃথক পৃথক কর চালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

৪২। বাতিলকৃত লেনদেন:

- (১) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং সরবরাহকারী পূর্বে গৃহীত পণ্য ফেরত প্রদানকালে উহার অংশবিশেষ রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত বাতিলকরণের কারণে সময়ের ক্ষেত্রে পণ্যের যে অংশ রাখিয়া দেওয়া হয় উহার উপর প্রযোজ্য কর সমন্বয় করা যাইবে।
- (২) যদি কোন সরবরাহের লেনদেন বাতিল হয় এবং উক্ত বাতিলের ফলশ্রুতিতে সরবরাহকারী গ্রহীতার নিকট হইতে কোন অর্থ আদায় করে, তাহা হইলে সেই কর মেয়াদে উহা আদায় করা হয় সেই কর মেয়াদে উক্ত আদায়কৃত অর্থ সরবরাহের পণ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং কর প্রদেয় হইবে।

৪৩। ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি বিক্রয়:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি (পাওনাদার) কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির (ঋণগ্রহীতা) সম্পত্তি উক্ত পাওনাদার কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট প্রাপ্য ঋণের সমুদয় বা আংশিক আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-
- (ক) সরবরাহটি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

- (খ) পাওনাদার সরবরাহের উপর প্রদেয় কর, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে দায়ী থাকিবেন; এবং
- (গ) ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধসহ উক্তরূপ পরিশোধের পর উদ্ভূত কোন অর্থ ঋণগ্রহীতার নিকট ফেরৎ প্রদানের পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (২) ঋণ গ্রহীতা এবং পাওনাদার যৌথভাবে ও পৃথকভাবে কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (৩) কোন অনিবন্ধিত পাওনাদার কর্তৃক এই ধারার অধীন মূল্য সংযোজনকর পরিশোধ করার শর্ত ও পদ্ধতি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৪৪। বিক্রয় যন্ত্র:

- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অনুরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে (পরিশোধ টেলিফোন ব্যতীত) পণ্যের করযোগ্য সরবরাহ প্রদান করা হয় ও উহা মুদ্রা, নোট বা টোকেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহকারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হইতে উক্ত মুদ্রা, নোট বা টোকেন বাহির করিবার সময় কর প্রদেয় হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহ বিক্রয় যন্ত্র, মিটার বা অন্য কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং উক্ত সরবরাহের জন্য নির্ধারিত উপায়ে অর্থ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদানকালে কর প্রদেয় হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ

৪৫। সরবরাহের উপর প্রদেয় নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি:

- (১) কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিরূপণ করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় সকল উৎপাদ কর এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করিয়া;
- (খ) উক্ত কর মেয়াদে যেসকল উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী উহা দফা (ক) এর অধীন নিরূপিত যোগফল হইতে বিয়োগ করিয়া;
- (গ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করিয়া; এবং
- (ঘ) উক্ত কর মেয়াদে উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তির সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করিয়া।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরূপিত নীট কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৬। উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন। যথাঃ
- (ক) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী বা সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১(এক) লক্ষ টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমুদয় পণ্য ব্যাংকিং মাধ্যম বা মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়;
- (খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলপত্রে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রদেয় উৎপাদ কর ধারা ২০ অনুসারে পৃথকভাবে প্রদর্শন না করেন; এবং
- (গ) যেই কর মেয়াদে চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় সংগ্রহ করা হয় সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী চারটি কর মেয়াদের মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করে;
- (ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্যেও অধিকাণ্ডে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন;
- (ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে বা ক্রয়বিক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়;
- (চ) যদি কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নাম্বার উল্লেখ না থাকে;
- (ছ) আমদানিকারকের নিকট হতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ না থাকলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার আলোকে যথাযথ বাণিজ্যিক বর্ণনার মিল না থাকিলে;

- (জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গৃহীত করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে নিশ্চিন্ত না হলে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ কর;
- (ঝ) অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;
- (ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর;
- (ট) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;
- (ঠ) রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রয়েছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;
- (ড) উপকরণ উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর।
- (ঢ) মোট উপকরণ মূল্যের ৭.৫% অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ-উৎপাদ সহগ প্রদান না করলে অতিরিক্ত বর্ধিত উপকরণ কর।
- (ণ) উপকরণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে।
- (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি
- (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়; তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;
- (গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়;
- (ঘ) উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০(আশি) শতাংশের অধিক হয়;
- (৩) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্র পেশকালে উপকরণ কর রেয়াত দাবীর সমর্থনে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দখলে রাখিতে হইবে, যথা:-
- (ক) আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকের নাম এবং ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry); এবং
- (খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র;
- (গ) ধারা ২০ এর উপধারা (১) [(২)] এর ক্ষেত্রে কর পরিশোধের স্বপক্ষে ট্রেজারি চালান।
- (ঘ) গ্যাস, পানি, ব্যাংক, বীমা, বন্দর, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সেবার উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত বিল, যাহা চালানপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
- (ঙ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিরূপিতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসেবে গণ্য হইবে।”
- (চ) গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের বিপরীতে ব্যাংক, মোবাইল, ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, যাহা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, চালানপত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত:

- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।
- “(১ক) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্য হার ও আদর্শ মূসক হাওে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মুসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে গণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সময়পূর্বক দাখিলপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।”।

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে।

(৩) প্রতি কর মেয়াদে এই ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে তাহা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হইবে:

$I \times T/A$ যেক্ষেত্রে-

- ✓ I হইল এই উপ-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের উপর যে পরিমাণ উপকরণ করের উদ্ভব হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং যাহার নিমিত্তে উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত দাবি করা হয়;
- ✓ T হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ৪৬ এর অধীনে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্ত হয় এইরূপ সকল সরবরাহের মূল্য; এবং
- ✓ A হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল সরবরাহের মূল্য।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে যে-

- (ক) কোন উপাদান উক্ত সূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে বা অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (খ) কখন এবং কিভাবে এও/অ ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যায় উন্নীত বা অবনত করা হইবে;
- (গ) পঞ্জিকা বর্ষ শেষে সম্পাদিত কোন বার্ষিক সমন্বয়;
- (ঘ) আর্থিক সেবা সরবরাহকারীর আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি;
- (ঙ) মূলধনী সম্পদের বিপরীতে সাধিত অতিরিক্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দাবিকৃত উপকরণ কর রেয়াতের সহিত সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৪৮। সমন্বয়:

(১) নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথাঃ

- (ক) উৎস কর্তিত করের বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (খ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়নের ফলে প্রযোজ্য বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (গ) ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পরিশোধ না করিবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (private use) পণ্যের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঙ) নিবন্ধিত হওয়ার পর বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (চ) নিবন্ধন বাতিলকরণের কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ছ) মূসক হার পরিবর্তিত হবার কারণে বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (জ) সুদ, জরিমানা, অর্থদণ্ড, ফি, ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়;
- (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়।

(২) নির্ধারিত পরিমাণ, শর্ত, সময়সীমা ও পদ্ধতিতে করদাতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থের হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (খ) সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে উৎস কর্তিত করের হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (গ) বাৎসরিক পুনঃহিসাব প্রণয়ন বা নিরীক্ষার ফলে প্রযোজ্য হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঘ) ক্রেডিট নোট ইস্যুকারীর কারণে হ্রাসকারী সমন্বয়;
- (ঙ) মূসক হার হ্রাস পাওয়ার কারণে হ্রাসকারীর সমন্বয়;
- (চ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হইতে নেতিবাচক অর্থের পরিমাণ জের টানিবার নিমিত্তে হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
- (ছ) পূর্ববর্তী কর মেয়াদে অতিরিক্ত পরিশোধিত মূসক হ্রাসকারী সমন্বয়; বা
- (জ) নির্ধারিত অন্য কোন হ্রাসকারী সমন্বয়।

৪৯। উৎস কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎস কর কর্তন ও বৃদ্ধিকারী সমন্বয়:

(১) [১](৩) ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সরবরাহকারী উৎস কর কর্তনকারী সত্তার নিকট চুক্তি, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা গুণ্যহার বিশিষ্ট নহে এমন সরবরাহ প্রদান করিলে, উৎস কর কর্তনকারী স্বত্বা উক্ত সরবরাহকারীর নিকট পরিশোধযোগ্য পণ হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্টকৃত মূসক উৎস কর কর্তন করিবে।

(ক) তবে শর্ত থাকে যে, সরবরাহ গ্রহীতা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত নহে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধে তিনি দায়ী থাকিবেন।”; এবং

- (২) সরবরাহকারী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত না হইলে এবং কর চালানপত্র জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (৩) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃত মূসকের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিবে এবং নিম্নবর্ণিত সময় ও পদ্ধতিতে কর্তৃত মূসক পরিশোধ করিবে, যথা:-
- (ক) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত হইলে, যে সরবরাহের উপর উৎসে কর কর্তন করা হইয়াছে সেই সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার সময়; এবং
- (খ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নিবন্ধিত না হইলে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে।
- (গ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে উৎসে মূসক কর্তন ও পরিশোধ করিবে।
- (৪) উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
- (৫) কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা ক্ষেত্রমতে, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবার অংশবিশেষ সরবরাহের লক্ষ্যে কোন সাব-কন্ট্রাকটর, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্যকোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হতে ইক্ত সেবার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি মূল্য সংযোজন কর এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না বিধায় পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাবে না। তবে প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

৫০। উৎসে কর কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয়।

- (১) উৎসে কর কর্তন করা হইলে, নিবন্ধিত ব্যক্তি উৎসে কর্তৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন।
- (২) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী ৩ (তিন) কর মেয়াদে উক্তসমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।
- (৩) সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা হতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র গ্রহণ করা ব্যতিত হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চালানপত্র এবং দলিলপত্র

৫১। কর চালানপত্র:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি করযোগ্য সরবরাহের উপর যে তারিখে কর প্রদেয় হইবে সেই তারিখ বা তৎপূর্বে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি কর চালানপত্র জারি করিবে।

৫২। ক্রেডিট নোট এবং ডেবিট নোট।

- (১) ক্রেডিট বা ডেবিট নোটে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:-
- (ক) ডেবিট বা ক্রেডিট নোটের ক্রমিক নম্বর, ইস্যুর তারিখ ও সময়;
- (খ) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা;
- (গ) প্রাসঙ্গিক মূল কর চালানপত্রের ক্রমিক নম্বর, তারিখ ও সময়;
- (ঘ) সমন্বয়ের প্রকৃতি;
- (ঙ) মূসকের পরিমাণের উপর প্রভাব;
- (চ) সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসকের প্রভাব ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইলে সরবরাহ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
- (ছ) সমন্বয় ঘটনার কারণে বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ সনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।
- (২) কোন ক্রেডিট নোটে উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে, উক্ত ক্রেডিট নোট হ্রাসকারী সমন্বয় দাবির সমর্থনে ব্যবহার করা যাইবে না।

৫৩। উৎসে কর কর্তন সনদপত্র:

কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হতে উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী কোন সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে, উক্ত উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্বা তৎকর্তৃক উক্ত সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের সময় বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করবেন।

৫৪। কর দলিলাদি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান:

কর দলিলাদি ও উহার অনুলিপি ইস্যু, সংরক্ষণ ও দাখিলের শর্ত, পদ্ধতি, সময়সীমা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায়

৫৫। সম্পূরক শুল্ক আরোপ:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের উপর এবং বাংলাদেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত এবং প্রদেয় হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগের নিমিত্ত আমদানি না করিয়া রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি করা হইলে, উক্ত পণ্যের আমদানির উপর কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট মূসক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না।
- (৪) প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হইবে-
 - (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ কোন সম্পূরক শুল্ক হার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্যের সহিত উক্ত হার গুণ করিয়া নিরূপিত অর্থ; বা
 - (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য কোন পণ্য বা সেবার উপর দ্বিতীয় তফসিলের কলাম (৪) এ সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিলে, উক্ত পরিমাণ।
- (৫) কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হবে।

৫৬। সম্পূরক শুল্ক পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করিতে হবে, যথা:-

- (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে: আমদানিকারক;
- (খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে: সরবরাহকারী; বা
- (গ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে: ভিন্নরূপ নির্ধারিত না থাকিলে সেবা সরবরাহকারী।

৫৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য:

সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) আমদানিকৃত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে, কাস্টমস আইনের ধারা ২৫ বা ধারা ২৫(ক) এর অধীন আমদানি শুল্ক আরোপণীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক [রেগুলেটরি ডিউটি এবং অন্যান্য শুল্ক] (যদি থাকে) যোগ করিয়া যে মূল্য হয় সেই মূল্য;
- (খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে, পণ্য বা সেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে ধারা ৩২ অনুযায়ী নির্ণীত মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া: তবে শর্ত থাকে যে, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা পণ্যবিহীন বা অপরিপূর্ণ পণ্যবিশিষ্ট হইলে, উহার সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের কর-ভগ্নাংশ হাসকৃত ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে সম্পূরক শুল্ক বিয়োগ করিয়া; এবং
- (গ) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূসক আরোপিত হইবে, সেই পণ্যের ক্ষেত্রে, ধারা ৫৮(২) এ বর্ণিত খুচরা মূল্য সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫৮। তামাক এবং এ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা (special scheme):

- (১) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত [বা বাংলাদেশে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত] নিম্নবর্ণিত সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং আদায়ের উদ্দেশ্যে বোর্ড, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারকের জন্য আবশ্যকীয় বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-
 - (ক) (ক) তামাকজাত পণ্য বা উহার মিশ্রিত পণ্যসহ সমতুল্য অন্য কোন পণ্য; বা
 - (খ) মদ জাতীয় পানীয়, মদ জাতীয় পানীয়ের উপকরণ বা সমতুল্য অন্য কোন পণ্য।
- (২) উক্ত বিশেষ পরিকল্পনা দ্বারা বোর্ড উক্ত পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত মূল্য মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত বিশেষ পরিকল্পনে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

- (ক) উক্ত পণ্যের মোড়ক, বোতল, পাত্র বা ধারকে বা উহার গায়ে নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা বিশেষ আকারের এবং ডিজাইনের ছাপ সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়; এবং
- (খ) উক্ত স্ট্যাম্প, ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপের প্রস্তুতকরণ, অর্জন, বিতরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, হিসাব-নিকাশ, নিষ্পত্তিকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন বিষয়।

৫৯। আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর যে সময় ও পদ্ধতিতে আমদানি শুল্ক আদায় করা হয়, সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে, সম্পূরক শুল্ক আদায় করিতে হইবে।
- (২) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, সম্পূরক শুল্ক আদায় এবং পরিশোধের উদ্দেশ্যে কাস্টমস আইনের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং অভিযোজনসহ) এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক একটি আমদানি শুল্ক।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলীর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কাস্টমস আইনের অধীন কোন পরিমাণ বন্ড বা গ্যারান্টির দাবী করা হইলে, উহা এমনভাবে হিসাব করিতে হইবে যেন প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক আমদানি পণ্যের উপর একটি আমদানি শুল্ক।

৬০। সরবরাহের উপর সম্পূরক শুল্ক আদায়:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর যে সময়ে মূল্য প্রদেয় হইবে, সেই একই সময়ে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইবে।
- (২) সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন।

৬১। সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের অনুমিত সরবরাহ:

- (১) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকারী কোন ব্যক্তি যদি তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণের বিষয়ে নিরীক্ষাকালে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ঘোষিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ এর ভিত্তিতে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ণীত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি পণ্যসমূহ ন্যায্য বাজার মূল্যে সরবরাহ করিয়াছেন বলে গণ্য হবে।
- (২) যদি উক্ত পণ্য নিম্নবর্ণিত কোন কারণে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কমিশনারের টিকট আবেদন করলে এবং উক্ত আবেদন বিবেচিত হলে সে ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হবে না।

৬২। সম্পূরক শুল্কের নিমিত্ত হ্রাসকারী সমন্বয়।

- ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের আমদানিকারক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে আমদানির উপর তৎকর্তৃক পরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন যদি পণ্যটি কাস্টমস আইনের অধীন শুল্ক-করাদি প্রত্যর্পণের (Drawback) শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অষ্টম অধ্যায়

টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়

৬৩। টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়:

- (১) ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক টার্নওভার হলে তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৪ (চার) শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন:
- (২) কোন তালিকাভুক্ত ব্যক্তির কোন কর মেয়াদে প্রদেয় টার্নওভার কর, উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৩) প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ, টার্নওভার কর প্রত্যর্পণ, ন্যায়-নির্ণয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৪) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করা বা টার্নওভার কর রেয়াত গ্রহণ কিংবা হ্রাসকারী সমন্বয় করা যাবে না।

নবম অধ্যায়
দাখিলপত্র পেশ ও উহার সংশোধন

৬৪। দাখিলপত্র পেশ:

- (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তযোগ্য ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর মেয়াদের জন্য মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে ১৫তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র পেশ করিতে হবে।
- (১ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, দৈব দুর্বিপাকে বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে, বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপে আপাতকালীন সময়ের জন্য সুদ ও জরিমানা আদায় হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারবে। ১ (খ) উপধারা ১ (ক) এ উল্লিখিত আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে জারি করা যাইবে।
- (২) মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুদ্ধ পরিশোধের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।

৬৫। বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার কোন ব্যক্তিকে বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, তবে উক্ত অনুমতি কর পরিশোধের প্রকৃত তারিখকে ১ (এক) মাসের অধিক বর্ধিত করিবে না বা সুদ পরিশোধের দায়-দায়িত্বকে পরিবর্তন করিবে না।

৬৬। দাখিলপত্রে সংশোধন:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে করদাতার আবেদনক্রমে কমিশনার দাখিলপত্রের কোন করণিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া সংশোধিত দাখিলপত্র পেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; তবে, যে পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে এই ধারার অধীন সংশোধনীর ফলে হ্রাসকৃত সময়ের উদ্ভব হইবে এবং জরিমানা পরিশোধ ব্যতীত দাখিলপত্র দাখিল করা যাইবে তাহা বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ:

নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে কোন একটি কর মেয়াদের জন্য পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র পেশ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট কর মেয়াদে মূল দাখিলপত্র পেশ না করিবার ক্ষেত্রেও অনুরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে।

দশম অধ্যায়
ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান

৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান:

- (১) যদি কোন কর মেয়াদে উপকরণ কর এবং প্রাপ্য হ্রাসকারী সময়ের সমষ্টি, উৎপাদ কর, সম্পূরক শুদ্ধ এবং বৃদ্ধিকারী সময়ের সমষ্টিকে অতিক্রমের কারণে উক্ত কর মেয়াদে প্রদেয় নীট অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হয়, তাহা হইলে- অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।
- (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি পূর্ববর্তী কর মেয়াদ হতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হ্রাসকারী সময় প্রদান করিতে হইবে-
- (ক) সকল উৎপাদ করের পরিমাণ এবং এই ধারার অধীন প্রদত্ত সময় ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় সময় হিসাবে লইয়া পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত মেয়াদের জন্য প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে;
- (খ) যদি নিরূপিত অর্থের পরিমাণ ধনাত্মক হয়, তবে- পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা অতিরিক্ত অর্থের এমন অংশ হ্রাসকারী সময় প্রদান করিতে হইবে যাহাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ শূন্যে হ্রাস পায়;
- (গ) পূর্বের কর মেয়াদ হইতে জের টানা যে পরিমাণ অর্থ দফা (খ) এর অধীন সময় করা যাইবে না, উহা ততক্ষণ পর্যন্ত জের টানিতে হইবে, যতক্ষণ না
- ✓ কোন কর মেয়াদের জন্য জের টানা সমুদয় অতিরিক্ত অর্থ বিয়োজিত হয়; বা
 - ✓ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জের টানা অতিরিক্ত অর্থের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ছয়টি কর মেয়াদ পর্যন্ত জের টানা হয়।
- (৩) যদি ছয়টি কর মেয়াদ যাবৎ জের টানার পর অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে-
- (ক) অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক না হইলে উক্ত পরিমাণ শূন্যে হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত উহার জের টানিতে হইবে, বা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, উক্ত পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে।

৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান।

- (১) ধারা ৬৮ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ঋণাত্মক হইলে, তিনি উহা ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী হইবেন, যদি কমিশনার নিশ্চিত হন যে
- (ক) (ক) উক্ত ব্যক্তির টার্নওভারের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ হইতে উদ্ধৃত হয় বা হইবে;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির উপকরণ ব্যয়ের ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বা তদূর্ধ্ব আমদানি বা অর্জন তৃতীয় অধ্যায় এর অধীন শূন্য করহার বিশিষ্ট সরবরাহ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়;
- (গ) উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতির ফলে (যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য নহে) নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াতের উদ্ভব হয়।
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে উপকরণের উপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক হ্রাসকারী সমন্বয়যোগ্য হয় এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সরবরাহ না করা হয়।
- (২) এই ধারার অধীন নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অর্থ ফেরৎ লাভের জন্য আবেদন করা হইলে-
- (ক) অর্থের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হইলে, উক্ত অর্থ পরবর্তী কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে জের টানিতে হইবে; বা
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবেন।

৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ:

- (১) ধারা ৬৮ বা ধারা ৬৯ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হইবে না, যদি না এবং যতক্ষণ না আবেদনকারী চলতি কর মেয়াদ পর্যন্ত সকল মুসক দাখিলপত্র পেশ করেন।
- (২) কোন ব্যক্তির নিকট ফেরৎ দাবিকৃত অর্থ প্রদেয় হইলে, কমিশনার ফেরৎযোগ্য অর্থ হইতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায়-দেনা (সুদ, দণ্ড বা জরিমানাসহ) হ্রাস করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) প্রয়োগের পর, যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে এবং উহার পরিমাণ অনুর্ধ্ব ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হয়, তাহা হইলে কমিশনার উহা ফেরৎ প্রদান না করিয়া উক্ত অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর মেয়াদে হ্রাসকারী সমন্বয় হিসাবে গণ্য করিবার লক্ষ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭১। কূটনৈতিক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানে উল্লিখিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে, [কমিশনার বা পরিচালক] নিম্নবর্ণিত সরবরাহের উপর প্রদত্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আপাতত বাংলাদেশে বলবৎ কোন কনভেনশন বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন মুসক হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ;
- (খ) বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বা কনসুলার মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত সরবরাহ।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত সরবরাহ অব্যাহতি প্রদান বা শূন্যহার বিশিষ্ট না করিয়া ফেরৎ প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা হইবে।

৭২। অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় বা ফেরত প্রদান:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন কর মেয়াদের দাখিলপত্রে প্রদর্শিত প্রদেয় করের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করা যাইবে বা পরবর্তী দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে।
- (২) যদি কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ভুলবশত কোন কর পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে যে কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে উক্ত কর জমা প্রদান করা হইয়াছে উক্ত কমিশনারেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

কর নির্ধারণ

৭৩। কর নির্ধারণ:

- (১) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া তৎকর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) যদি কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দাখিলপত্র পরীক্ষা করিয়া দাখিলপত্রের যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে,
 - ✓ কোন দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি উৎপাদ কর, সম্পূরক শুল্ক বা বৃদ্ধিকারী বা হ্রাসকারী সমন্বয়ের বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা বা অসত্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, বা
 - ✓ টার্নওভার কর দাখিলপত্রে উক্ত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে তাহার টার্নওভার সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন;
 - (খ) যদি উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন;
 - (গ) যদি উক্ত ব্যক্তি প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা
 - (ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের বা প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার বরাবরে অর্থ ফেরত প্রদান বা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে, [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কোন ব্যক্তির কর নির্ধারণ বা সংশোধিত কর নির্ধারণ করিবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির উপর নোটিশ জারি করিবেন, যাহাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:
 - (ক) কর নির্ধারণের কারণ, কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ এবং যাহার ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ;
 - (খ) যে তারিখের মধ্যে কর প্রদান করিতে হইবে সেই তারিখ; তবে, উক্ত তারিখ নোটিশ জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পরে হতে হবে; এবং
 - (গ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিবার স্থান ও সময়।
- (২ক) উপ-ধারা ৯১) ও উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কারণে উক্ত কর নির্ধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে উহাতে ব্যর্থতা বা অনিয়ম বা কর ফাঁকির উপাদান থাকিলে ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের বিষয়টি কর-নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রাথমিক কারণ দর্শানো নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে এবং উক্ত নোটিশ চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে কর নির্ধারণ করিবার পাশাপাশি জরিমানা আরোপের বিষয়টি চূড়ান্ত করা যাইবে।
- (৩) [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কর মেয়াদ সমাপ্তির ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল পরে উল্লিখিত কর মেয়াদের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণসহ কোন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন না, যদি না—
 - (ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি দাখিলপত্র পেশকরণে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা বা প্রতারণা করেন; কোন কর মেয়াদের জন্য দাখিলপত্র পেশ না করেন; বা কর মেয়াদে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন; বা
 - (খ) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করেন, বিকৃত করেন বা মিথ্যা তথ্য প্রদানপূর্বক কর চালানপত্র ইস্যু করেন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সকল বা অন্য কোন অপরাধ করেন; বা
 - (গ) আদালত বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণের জন্য সংশোধিত কর নির্ধারণ প্রয়োজন হয়।
- (৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, এই ধারার কোন কিছুই [কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারনীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা] কোন সুদ বা জরিমানা আরোপে ও আদায়ে বাধা সৃষ্টি করিবে না, যথা:
 - (ক) প্রদেয় মূল্য, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর পরিশোধের মূল ধার্য তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে; বা
 - (খ) কোন ব্যক্তি অর্থ ফেরত লাভের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও, যদি তাহাকে কোন অর্থ ফেরত প্রদান করা হয় এবং উক্তরূপে ফেরত প্রদানকৃত অর্থ সমন্বয়ের নিমিত্ত কোন কর নির্ধারণের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে যেই তারিখে উক্ত ব্যক্তিকে অর্থ ফেরত প্রদান করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে হিসাব করিবার ক্ষেত্রে।
- (৫) দাখিলপত্র পরীক্ষায় উপকরণ কর রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের অনিয়ম উদঘাটিত হলে সহকারি কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা উপধারা (২) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।

৭৪। সরবরাহ গ্রহীতার মিথ্যা ঘোষণা:

- (১) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণামূলক মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী ভুলবশতঃ করযোগ্য সরবরাহকে শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ গণ্য করেন, তাহা হইলে কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া বিলম্বে মূসক পরিশোধের ফলে প্রদেয় যেকোন সুদ বা জরিমানাসহ উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক পরিশোধের লক্ষ্যে সরবরাহ গ্রহীতার বরাবরে কর ধার্য করিতে পারিবেন, এবং সরবরাহ গ্রহীতা নিবন্ধিত হউক বা না হউক উক্তরূপ কর নির্ধারণ, গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় মূসক নির্ধারণ বলিয়া গণ্য হইবে।
- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহ গ্রহীতা বরাবরে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া কর নির্ধারণ নোটিশ প্রেরণ করিবেন, যথা:-
 - (ক) কর নির্ধারণের কারণ;
 - (খ) কর নির্ধারণের ফলে প্রদেয় মূসকের পরিমাণ;
 - (গ) উক্ত মূসক প্রদেয় হইবার তারিখ; এবং
 - (ঘ) কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল করিবার স্থান ও সময়।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই কমিশনারকে বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে উক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদেয় মূসক, সুদ বা জরিমানা আদায় করিতে বাধা সৃষ্টি করিবে না এবং তিনি সরবরাহকারীর নিকট হইতে প্রদেয় পরিমাণের অংশবিশেষ এবং গ্রহীতার নিকট হইতে অংশবিশেষ আদায় করিতে পারিবেন।
- (৪) সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে, যদি কোন সরবরাহকারী কমিশনার বরাবরে মূসক, সুদ বা জরিমানা পরিশোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরবরাহকারী উক্তরূপ সরবরাহের জন্য গ্রহীতার নিকট হইতে উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

৭৫। সরবরাহকারীর মিথ্যা বর্ণনা:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তি কোন সরবরাহ গ্রহীতার নিকট পণ্য সরবরাহ করেন এবং কর চালানপত্র গণ্য করিয়া কোন মিথ্যা দলিল ইস্যু করেন, যাহা উক্ত সরবরাহকে একটি করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া প্রতীয়মান করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে, সরবরাহের ক্ষেত্রে যেই হার প্রযোজ্য হইত সেই হারে কর আদায়যোগ্য হইবে: তবে, শর্ত থাকে যে, যদি দলিলাদিতে উচ্চতর হার প্রদর্শিত বা অনুমিত হয়, তাহা হইলে উক্ত উচ্চতর হার প্রযোজ্য হইবে।
- (২) কমিশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীতে বর্ণিত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করে, তাহাকে নিবন্ধিত ব্যক্তি এবং উক্ত সরবরাহকে করযোগ্য সরবরাহ বিবেচনা করিয়া কর নির্ধারণ করিবেন।

৭৬। কর সুবিধা প্রদান ও রদকরণ (negation):

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধানের অপব্যবহার করিয়া, কোন পরিকল্পনার (scheme) মাধ্যমে কোন কর সুবিধা গ্রহণ করেন বা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কমিশনার করদাতাকে শুনানি প্রদান করিয়া নির্ধারিত ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে এমনভাবে কর সুবিধার যথার্থতা নিরূপণ, নির্ধারণ, রদকরণ বা হ্রাসকরণের জন্য যুক্তিযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এমনভাবে সুবিধা লাভকারী ব্যক্তির করদায়িত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেন যেন বিশেষ প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই বা কার্যকর হয় নাই।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন কার্যধারা, চুক্তি, বন্দোবস্ত, প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা, প্রস্তাব বা কার্যক্রম প্রকাশ্য বা নিহীত বা আইনসঙ্গতভাবে বলবৎযোগ্য হোক বা না হোক পরিকল্পনা (scheme) এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা:

- (১) চূড়ান্ত কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে।
- (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।
- (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত চূড়ান্ত নোটিশে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উল্লিখিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়:

মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ

৭৮। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং উহার কর্মকর্তা।-

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহা বোর্ড, তদধীন এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর দপ্তর এবং নিম্নবর্ণিত মূসক কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-
 - (ক) (ক) চীফ কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
 - (খ) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
 - (গ) কমিশনার (আপীল), মূল্য সংযোজন কর;
 - (ঘ) কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), মূল্য সংযোজন কর;
 - (ঙ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;
 - (চ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;
 - (চচ) মহাপরিচালক, কাস্টম, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি;
 - (চচচ) মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর;
 - (ছ) অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক(সিআইসি), মূল্য সংযোজন কর;
 - (জ) যুগ্ম কমিশনার, যুগ্ম পরিচালক (সিআইসি) বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 - (ঝ) উপ কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 - (ঞ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;
 - (ট) (ট) রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর;
 - (ঠ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, মূল্য সংযোজন কর; এবং
 - (ড) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোন কর্মকর্তা।
- (২) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, মূসক কর্মকর্তাগণের নিয়োগ এবং আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় তাহাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।
- (৩) বোর্ড, সমগ্র দেশ বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য বা একটি বিশেষ শ্রেণীর করদাতার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৪) বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন বিশেষায়িত কার্যক্রম (special function) সম্পূর্ণের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এক বা একাধিক বিশেষায়িত ইউনিট (specialized functional unit) গঠন, উক্ত ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং উক্ত ইউনিটে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্মপদ্ধতি ও ভাতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৭৯। মূসক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য:

- (১) বোর্ড, এই আইনের অধীন মূসক কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য সকল দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।
- (২) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদন, কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা:-
 - (ক) কর আদায় এবং উহার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
 - (খ) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম; এবং
 - (গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন বা কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্পাদন।
- (৩) মূসক কর্মকর্তাগণ, বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা আরোপিত পরিসীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন-
 - (ক) তাহাদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন এবং কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন;
 - (খ) কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাহার অধস্তন যেকোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বা তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৮০। মূসক কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সংশোধনে বোর্ডের ক্ষমতা:

বোর্ড স্ব-উদ্যোগে মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত যেকোন কার্যধারার নথিপত্র, বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে, উহা তলব করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ যুক্তিযুক্ত যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির জন্য এই আইনের অধীন নির্ধারিত কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতা ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।

৮১। ক্ষমতা অর্পণ:

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য (মূল্য সংযোজন কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
- (২) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যেকোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার নাম ও পদবী উল্লেখপূর্বক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন কমিশনারের যে কোনো দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।
- (৩) বোর্ডের ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক অধস্তন যেকোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় তাহার যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৪) কোন মূসক কর্মকর্তাকে তাহার অব্যবহিত উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করিলে তিনি উক্ত উচ্চতর পদের সকল দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৮২। মূসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান:

- (১) মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যেকোন সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ, আবগারি, শুল্ক, আয়কর এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ অন্য যেকোন [সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংক, বীমা, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।
- (২) সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, তাঁহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে যে কোন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, ব্যাংক একাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদিসহ অন্য যেকোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা তলবকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮৩। মূসক কর্মকর্তার প্রবেশ ও তত্ত্বাশির ক্ষমতা:

- (১) কমিশনার মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, নিরধারিত পদ্ধতি তে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তত্ত্বাশি; এবং ক্ষেত্রমত জন্দকরণ ও আটক;
 - (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থান কাহারও আবাসস্থল হইলে, উক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে উক্তরূপ প্রবেশ করা যাইবে না।
- (৩) কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করিলে, সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দেশ প্রদান করতে পারিবেন।
- (৪) উপধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা তার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদ পণ্য, সেবা, উপকরণ ও হিসাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

৮৪। পণ্য জন্দকরণ ও উহার নিষ্পত্তি:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সহিত [সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা

মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জব্দ ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(২) কোন কার্যধারা নিষ্পত্তাধীন থাকা অবস্থায় উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত পণ্য কমিশনার উহার মালিক বা প্রতিনিধির অনুকূলে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৫। ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ:

(১) নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] কলাম (৩) এ বর্ণিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

সারণী		
ক্রমিক নং	ব্যর্থতা বা অনিয়ম	জরিমানার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
(ক)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন না করিবার ব্যর্থতা, অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(খ)	নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(গ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঘ)	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করিবার ব্যর্থতা অনিয়ম বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঙ)	ধারা ৯(৫) এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(চ)	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা মাত্র
(ছ)	দাখিলপত্রে উৎপাদ করে কোন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	অনুলেখিত উৎপাদ করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(জ)	দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করে রেয়াত অধিক গ্রহণ করিবার অনিয়ম;	অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঝ)	দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার অনিয়ম;	বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের দ্বিগুণ বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঞ)	কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ট)	রেকর্ডপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ঠ)	নির্ধারিত জামানত প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র
(ড)	আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করিবার অনিয়ম;	পরিহারকৃত করে অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব;
(ঢ)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপকরণ উৎপাদ সহগ (input output coefficient) দাখিল না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম	১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র।
(ণ)	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত বিধান পরিপালন করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;	১ (এক) লক্ষ টাকা মাত্র।

(১ক) ধারা ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্তেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারা অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,

ক) ধারা ১২৭ অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তার নিকট হতে এনরুপে আদায় করা হবে যেন তিনি উক্ত ধারার অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

খ) দফা (অ) এর বিধানবলী ক্ষুণ্ণ না করে উৎসে কর্তৃত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তৃত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাক ব্যক্তিগত জরিমানা করতে পারবেন।

(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা ও অনিয়ম ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা নিষিদ্ধ কিছু করেন, তাহা হইলে [ধারা ৮৬ তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা] উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২ক) কোন ব্যক্তি ভুলবশন বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কর পরিশোধ না করিলে বা কর অনাদায়ী থাকিলে বা কর ফেরত গ্রহণ করিলে বা অধিক রেয়াত গ্রহণ করিলে বা যথাযথভাবে হ্রাসকারী/বৃদ্ধিকারী সময় না করিলে এবং পরবর্তীতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী নিরূপিত চূড়ান্ত কর সুদসহ পরিশোধ করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে তাহার উপর কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।” এবং

(৩) কোন ঘটনায় অপরাধ ও ব্যর্থতা বা অনিয়মের উপাদান থাকিলে অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা এবং ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য কার্যধারা গ্রহণে এই আইনের কোন কিছুই (ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা) বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা জরিমানা আরোপের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ” উপধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এর ক্ষেত্র ব্যাডু, ধারা ৭৩ অনুযায়ী প্রদানকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে বা পৃথক নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৪ক) কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সরবরাহ না থাকিবার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রতি কর মেয়াদান্তে দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় উক্ত প্রতিষ্ঠান চালু হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ এবং পুনরায় চালু হইবার মধ্যবর্তী কর মেয়াদ বা কর মেয়াদসমূহের দাখিলপত্র পেশের ব্যর্থতার জন্য উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এ উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।”

(৫) মূসক, সম্পূরক শুদ্ধ, টার্নওভার কর, সুদ ও অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে জরিমানা প্রদেয় হইবে।

৮৬। ন্যায় নির্ণয় (adjudication) কার্যধারা গ্রহণে মূসক কর্মকর্তাগণের আর্থিক সীমা

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বা করারোপ ও আদায়ের লক্ষ্যে—

(ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কাস্টমস আইনের অধীন কার্যধারা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, মূসক কর্মকর্তাগণ এই আইনের অধীন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা সাপেক্ষে, কার্যধারা গ্রহণ করিবেন, যথা:—

সারণী-১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)
(ক)	কমিশনার	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য ১ (এক) কোটি টাকার অধিক
(খ)	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা
(গ)	যুগ্ম কমিশনার	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৫০ (পঁঞ্চাশ) লক্ষ টাকা
(ঘ)	উপ কমিশনার	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা
(ঙ)	সহকারী কমিশনার	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা
(চ)	রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্য মূল্য বা কর যোগ্য সেবার মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল কার্যধারার বিষয়বস্তুর সহিত কোন আর্থিক সংশ্লেষ নাই তথা অনিয়ম সংক্রান্ত, সেই সকল কার্যধারা নির্ধারিত সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গৃহীত প্রত্যেক কার্যধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।

- (৩) যদি কোন ব্যক্তি তৎকর্তৃক ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ন্যায় নির্ণয়ন এর আবেদন করেন, তবে সে ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়কারী কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।

৮৭। সমন প্রেরণ:

- (১) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহেন এমন কোন মূসক কর্মকর্তা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান ও দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য সমন প্রেরণ করিতে পারিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী সশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩২ ও ১৩৩ এর অধীন সশরীরে উপস্থিত হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রেরণ করা যাইবে না।

৮৮। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার প্রয়োগ ও কার্যকরকরণার্থ কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-
(ক) করযোগ্য আমদানির উপর আরোপিত মূসক আদায়; এবং
(খ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য আমদানির উপর প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক আদায়।
(২) আমদানী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কাস্টম আইন দ্বারা কাস্টম কর্মকর্তা যেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই রূপ ক্ষমতা এই আইনের অধীন আমদানি পণ্যের উপর মূসক, সম্পূরক শুল্ক ও আগাম কর আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৮৯। গোপনীয়তা:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন করদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল তথ্য এবং দলিলাদি গোপনীয় গণ্য হইবে।

৮৯ক। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ:

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস আইন বা Excise and Salt Act 1944 এর Act No. I of 1944 এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা যে কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণা করতে পারবে।

**ত্রয়োদশ অধ্যায়
নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান**

৯০। করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান:

- (১) কর ফাঁকি রোধকল্পে কমিশনার বা মহাপরিচালক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন যে কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয় নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।
(২) বোর্ড, উক্ত নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন এবং অডিট ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।
(৩) কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত মূসক কর্মকর্তা নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া কমিশনার বা মহাপরিচালক বরাবরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে, নিরীক্ষিত কর মেয়াদে করদাতার প্রদেয় করের দায়-দায়িত্ব উদঘাটিত হইলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক উক্ত করদায় নির্ধারণ করিবেন, এবং অপরিশোধিত করের উপর প্রযোজ্য সুদ উল্লেখ করিয়া উহা আদায়ের জন্য পরবর্তী কার্যধারা গ্রহণের নিমিত্ত উহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।
(৫) ধারা ৭৩ এ যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনার কর মেয়াদ সমাপ্তির ৩(তিন বছর) অধিককাল পূর্বের কোন কর মেয়াদেও জন্য কোন বকেয়া কর দাবি করতে পারবেন না।

৯০ (ক) বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিল

কোন নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানী পূর্ববর্তী বছরের ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী চলমান অর্থ-বছরের প্রথম ছয় কর মেয়াদের মধ্যে কমিশনারের নিকট দাখিল করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার উক্ত কোম্পানীর আবেদন ভিত্তিতে উক্ত সময়সীমা যৌক্তিক কারণ বিবেচনাপূর্বক আরো ছয় কর মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৯১। মূসক কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

- (১) [কমিশনার বা মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন] মূসক কর্মকর্তা অনুমোদিত উদ্দেশ্যে, নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তির নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাবি করিতে পারিবেন, যথা:-
 - (ক) নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য; বা
 - (খ) কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকা দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ।
 - (২) উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-
 - (ক) যে কোন রেকর্ডপত্রের প্রতিলিপি করিবার;
 - (খ) যে কোন রেকর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জন্ম করিবার;
 - (গ) যে কোন রেকর্ড বা পণ্য সীল করিবার; এবং
 - (ঘ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিতে, যেকোন ব্যক্তির ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (ভৎসুব) করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের।
 - (৩) উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক কোন রেকর্ড, দলিলপত্র বা পণ্য জন্ম করিবার ক্ষেত্রে, উহা যাহার নিকট হইতে জন্ম করা হইয়াছে তাহার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
 - (৪) এই অধ্যায়ের কোন বিধানবলে, আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অনুসন্ধানমুক্ত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা, কূটনৈতিক ভবন, কনসুলার বা বিদেশী রাষ্ট্রের মিশনসমূহে প্রবেশ ও তল্লাশি করা যাইবে না।
- ব্যাখ্যা: এই ধারায় “অনুমোদিত উদ্দেশ্য” অর্থ
- (ক) কোন ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ;
 - (খ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ;
 - (গ) কর ফাঁকি উদঘাটন; বা
 - (ঘ) এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন নিশ্চিতকরণ।

৯২। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী:

- (১) যেক্ষেত্রে কোন করদাতা [কর] ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই আইনের বিধানাবলী পরিপালন না করেন, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক আদিষ্ট মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণের লক্ষ্যে, তাহার [কর] আরোপযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন স্থানে তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারী করিতে পারিবেন।
- (২) উক্ত মূসক কর্মকর্তা উল্লিখিত করদাতার করদায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যাবতীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করিয়া কমিশনারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে, কমিশনার করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া করদাতার প্রকৃত করদায় নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৯৩। একাধিক দাপ্তরিক নিরীক্ষা:

কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি একই কর মেয়াদের জন্য দুইবার নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি না কমিশনারের নিকট নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকে বা তাহার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি নিরীক্ষিত কর মেয়াদে ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়াছেন।

৯৪। বিশেষ নিরীক্ষা:

- (১) নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাসহ বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ড যে কোন হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিসাব নিরীক্ষক, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূসক কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বকেয়া কর আদায়

৯৫। বকেয়া কর আদায়:

- (১) মূসক, সম্পূরক শুদ্ধ, টার্নওভার কর, সুদ, অর্থদণ্ড বা জরিমানার কোন অর্থ খেলাপি করদাতা কর্তৃক প্রদেয় হইলে, কমিশনার উক্ত বকেয়া কর খেলাপি করদাতার নিকট হইতে আদায় করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১ক) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে কমিশনার [সহকারী কমিশনারের] পদের নিম্নে নহেন এমন এক বা একাধিক মূসক কর্মকর্তাকে বকেয়া আদায় কর্মকর্তা (Debt Recovery Officer – DRO) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(২) বকেয়া কর প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—

- (ক) (ক) বকেয়া করের পরিমাণ দাখিলপত্রে প্রদেয় হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং উহা অপরিশোধিত থাকে;
- (খ) খেলাপি করদাতার উপর জারিকৃত কর নির্ধারণী নোটিশে বা সার্টিফিকেটে বকেয়া করের পরিমাণ প্রদর্শিত হয় এবং খেলাপি করদাতা নোটিশে বা সার্টিফিকেটে উল্লিখিত সর্বশেষ তারিখে উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন; বা

(গ) এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রম নিষ্পত্তির ফলে কোন বকেয়া কর প্রদেয় হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন খেলাপি করদাতা কর্তৃক বকেয়া কর প্রদেয় হইলে, উহা আদায়ের লক্ষ্যে কমিশনারে বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা খেলাপি করদাতার বরাবরে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৪) বকেয়া কর আদায়ের কার্যধারায়, বকেয়া করের দায় ও পরিমাণ প্রমাণের ক্ষেত্রে, উক্ত নোটিশ বা সার্টিফিকেট চূড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল (conclusive proof) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে কমিশনার বা বকেয়া আদায় কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:-

- (ক) (ক) খেলাপি করদাতার কোন অর্থ কোন আয়কর, শুল্ক, মূসক বা আবগারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে, উহা হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কর কর্তন করিবেন;
 - (খ) খেলাপি করদাতার অর্থ অপর কোন ব্যক্তি বা সহযোগী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের নিকট থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংকে পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (গ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন হইতে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (ঘ) খেলাপি করদাতার আমদানিকৃত পণ্য খালাস বন্ধের লক্ষ্যে শুল্ক ভবনের বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry) প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেমে ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা বন্ধ (lock) করিতে পারিবেন;
 - (ঙ) খেলাপি করদাতার ব্যাংক হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;
 - (চ) খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন বা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে তালাবদ্ধ করিতে পারিবেন;
 - (ছ) খেলাপি করদাতার যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন; বা
 - (জ) খেলাপি করদাতার কোন জিম্মাদারের নিকট হইতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।
 - (ঝ) উক্ত কর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি করদাতার ব্যবসা অঙ্গনের গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (৬) কাস্টমস কমিশনার কর্তৃক বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে উক্ত বকেয়া কর আদায় করিতে হইবে।

৯৬। দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মূসক কর্মকর্তার ক্ষমতা:

দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তার সেইরূপ একই ক্ষমতা থাকিবে।

৯৭। বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন:

খেলাপি করদাতা যদি অন্য কোন কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় বসবাস করেন বা তদস্থানে তাহার কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে কমিশনার উক্ত কমিশনারকে বকেয়া কর আদায়ের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার বকেয়া কর এমনভাবে আদায় করিবেন যেন উহা তাহার এখতিয়ারে প্রাপ্য বকেয়া।

৯৮। আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের বিলিবন্টন।

(১) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা কম হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বা জামানত নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) প্রথমত, প্রদেয় সুদের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে;
- (খ) দ্বিতীয়ত, অর্থদণ্ড বা জরিমানার পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে; এবং
- (গ) তৃতীয়ত, মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার করের পরিমাণ হ্রাসকরণার্থে।

- (২) আদায়কৃত অর্থ বা জামানতের পরিমাণ বকেয়া কর অপেক্ষা অধিক হইলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলিবন্টনের পর অতিরিক্ত অর্থ করদাতা বা জিদ্দাদারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে কোন অর্থ বা জামানত বিলিবন্টন করা হইলে, কমিশনার নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়ে বকেয়া করদাতা বা জিদ্দাদারকে অবহিত করিবেন।

৯৯। খেলাপি করদাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর সরকারের পূর্বস্বত্ব (lien) ও উহার ফ্রোক।

- (১) যদি কোন খেলাপি করদাতা নির্ধারিত তারিখে বকেয়া কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে খেলাপি করদাতার মালিকানাধীন সকল সম্পত্তির উপর সরকারের অনুকূলে অগ্রাধিকার সম্পন্ন পূর্বস্বত্ব সৃষ্টি হইবে এবং সম্পূর্ণ বকেয়া কর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পূর্বস্বত্ব বলবৎ থাকিবে।
- (২) কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে পূর্বস্বত্ব সৃষ্টির বিষয়টি খেলাপি করদাতাকে অবহিত করিবেন এবং নোটিশ জারির এক মাসের মধ্যে খেলাপি করদাতা বকেয়া কর পরিশোধ না করিলে, খেলাপি করদাতার উক্ত সম্পত্তি কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফ্রোক ও বিক্রয় করিয়া বকেয়া কর আদায় করিতে পারিবেন।

১০০। পণ্য জন্মকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন।

- (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জন্ম করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জন্মের নোটিশ জারি করিবেন, যথা:-
- (ক) জন্মকৃত পণ্যের মালিক;
- (খ) জন্ম করিবার অব্যবহিত পূর্বে পণ্য হেফাজতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি; বা
- (গ) জন্মকৃত পণ্য দাবি করেন এমন কোন ব্যক্তি:
- তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্য দাবি না করেন, তাহা হইলে কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পণ্য জন্ম করা হইলে, নিম্নবর্ণিত শর্তে কমিশনার উক্ত পণ্য উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জন্ম করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জামানত প্রদান করা হইলে; বা
- (খ) যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত জন্ম করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিলে।
- (৩) যদি কর পরিশোধ করা না হয় বা কোন জামানত প্রদান করা না হয় বা খেলাপি করদাতা বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধে সম্মত হইয়া প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে কমিশনার জন্মকৃত পণ্য, নির্ধারিত সময়সীমা ও পদ্ধতিতে, বিক্রয় করিতে পারিবেন।
- (৪) জন্মকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিলিবন্টন করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) প্রথমত, পণ্য জন্মকরণ, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের খরচাদি পরিশোধ করিয়া;
- (খ) দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত পণ্য জন্ম করা হইয়াছিল সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া;
- (গ) তৃতীয়ত, এই আইন দ্বারা রহিত আইনের অধীন প্রাপ্য যে কোন কর পরিশোধ করিয়া; এবং
- (ঘ) চতুর্থত, অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে ফেরত প্রদান করিয়া।
- (৫) যে কর নির্ধারণের ভিত্তিতে বকেয়া কর আদায়ের জন্য পণ্য জন্ম করা হইয়াছে সেই কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টে কার্যধারা চলাকালে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত খেলাপি করদাতার সম্পত্তি বিক্রয় স্থগিত থাকিবে, যথা:-
- (ক) বিনষ্টযোগ্য বা পচনশীল কোন পণ্য; এবং
- (খ) কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোন পণ্য।

১০১। প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা:

- (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত সকল দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য খেলাপি করদাতার প্রতিনিধিও দায়ী থাকিবেন।
- (২) খেলাপি করদাতার যে পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ, প্রতিনিধির দখল বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, উহা বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।
- (৩) বকেয়া করের জন্য প্রতিনিধিও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন যদি তিনি বকেয়া কর অপরিশোধিত থাকাকালে-
- (৪) (ক) প্রদেয় অর্থ পরিশোধের নিমিত্ত প্রাপ্ত বা উদ্ভূত অর্থ উত্তোলন করেন, উহাতে দায় সৃষ্টি করেন বা হস্তান্তর করেন; বা
- (৫) তাহার দখলে থাকা উক্ত ব্যক্তির কোন অর্থ বা তহবিল উত্তোলন করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

(৬) প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন খেলাপি করদাতার উপর আরোপিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা হইতে এই ধারার কোন কিছুই খেলাপি করদাতাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

(৭) যদি কোন খেলাপি করদাতার দুই বা ততোধিক প্রতিনিধি থাকে, তাহা হইলে এই ধারায় উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উক্ত প্রতিনিধিবর্গের ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১০২। রিসিভারের দায়িত্ব:

- (১) কমিশনার বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত রিসিভারের দখলে নেওয়া সম্পদ হইতে খেলাপি করদাতার বকেয়া কর পরিশোধ করিবার জন্য রিসিভারকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (২) কমিশনার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরুদ্ধ হইলে, রিসিভার উক্ত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বকেয়া কর নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিয়া প্রামাণিক দলিলাদিসহ কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

১০৩। কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা উদ্যোক্তার দায়।

- (১) যদি কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ বকেয়া কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে সময় উক্ত অর্থ বকেয়া হইয়াছিল সেই সময় যাহারা উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা ছিলেন তাহারা যথাযথ সতর্কতা, দায়িত্বশীলতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হইলে সকলে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত দায়ী থাকিবেন।
- (২) বকেয়া কর পরিশোধে দায়ী প্রত্যেক পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা, অন্যান্য পরিচালক বা প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে পুনর্ভরণ (reimbursement) পাওয়ার অধিকারী হইবেন।
- (৩) উক্ত পরিচালক, প্রতিনিধি, এজেন্ট বা উদ্যোক্তা কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-
 - (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা উহার অংশবিশেষ পরিচালনা;
 - (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় কোন সরবরাহ, আমদানি বা অর্জন;
 - (গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ বা সেবা সরবরাহ;
 - (ঘ) জারিকৃত কোন নোটিশ প্রাপ্তি;
 - (ঙ) দাখিলপত্র পেশকরণ;
 - (চ) কর পরিশোধ; বা
 - (ছ) তথ্য সরবরাহ।

১০৪। অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের ধারাবাহিকতা:

- (ক) কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ নূতন কোন অংশীদার বা সদস্য ভর্তি বা অবসর গ্রহণের কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায় বা অবসায়িত হয়;
- (খ) বিদ্যমান অবশিষ্ট সদস্য সমন্বয়ে নূতন কোন অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘের সৃষ্টি হয়; এবং
- (গ) উক্ত অংশীদারি কারবার বা অনিগমিত সংঘ সেইরূপ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যাহা অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘের দ্বারা পরিচালিত হইত;
- (ঘ) তা হলে অবসায়িত অংশীদারি কারবার বা সংঘ এবং নূতন অংশীদারি কারবার বা সংঘ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারি কারবার বা সংঘ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৫। করদাতার মৃত্যু বা দেউলিয়াত্ব ঘোষণা:

কোন করদাতার মৃত্যুর পর বা তাহার দেউলিয়াত্ব ঘোষণার পর যদি তৎকর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাহার সম্পত্তির ট্রাস্টি বা নির্বাহক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উক্ত নির্বাহক বা ট্রাস্টি, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৬। বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ:

- (১) বকেয়া কর কিস্তিতে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত কমিশনার একজন খেলাপি করদাতাকে নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্তরূপ অনুমতি বাতিল করিতে পারিবেন।
- (২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কিস্তিতে বকেয়া কর পরিশোধের সময়সীমা ১২ (বার) মাসের অতিরিক্ত হইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়
ফর্ম, নোটিশ এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

১০৭। রেকর্ডপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ:

- (১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির করদায় এবং অন্যান্য দায়দেনা নিরূপণের সুবিধার্থে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত উপায় ও পদ্ধতিতে করদাতা তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাবাদি, দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর পরিধিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র এবং হিসাবাদির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-
 - (ক) করযোগ্য বা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত নির্বিশেষে পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের বিবরণী, এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;
 - (খ) পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী;
 - (গ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং প্রাপ্ত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র;
 - (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শুল্ক দলিলপত্র;
 - (ঙ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে মূল্যে সরবরাহ করা হয় সেই মূল্য, পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient), এবং উক্ত পণ্যের উপর প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যছাড় বা রেয়াত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
 - (চ) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবা সরবরাহ বা সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র;
 - (ছ) কর জমা প্রদানের সমর্থনে ট্রেজারি চালান এবং ট্রেজারি চালান ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে কর জমা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উক্তরূপ জমা প্রদানের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণাদি;
 - (জ) প্রতিটি কর মেয়াদের দাখিলপত্র; এবং
 - (ঝ) নির্ধারিত অন্য কোন দলিলাদি বা রেকর্ডপত্র।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুন না কেন উক্ত উপধারায় বর্ণিত সময়ের পরে অনিষ্পন্ন কোন কার্যধারা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি কার্যধারাটি নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

১০৮। ফর্ম, নোটিশ এবং দলিলাদির সত্যায়ন:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ফর্ম, নোটিশ, দাখিলপত্র এবং অন্যান্য দলিলের আকার এবং আকৃতি বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০৯। নোটিশ জারি:

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সমন বা নোটিশ বা সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা নির্দেশ কোন ব্যক্তির উপর জারি করা প্রয়োজন হইলে, উহা উক্ত ব্যক্তির উপরে যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা—
 - (ক) উক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়;
 - (খ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত বাংলাদেশের বাসস্থানে বা ব্যবসায়ের স্থানে প্রেরণ করা হয়;
 - (গ) উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;
 - (ঘ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রেরণ করা হয়; বা
 - (ঙ) দফা (ক) হইতে দফা (ঘ) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে জারি করা না যায়;তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া হয়।
- (২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত নোটিশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিপালিত হওয়ার পর নোটিশ জারির বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১০। দলিলপত্রের বৈধতা:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন নোটিশ বা অন্যান্য দলিল যথাযথ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর, এবং নাম ও পদবী মুদ্রিত বা স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে এবং টেলিফোন বা ফ্যাক্স বা মোবাইল ফোন নম্বর বা ই-মেইল ঠিকানা উল্লেখ থাকে এবং নোটিশটি একটি দাপ্তরিক নথি ও পত্র নম্বর সম্বলিত হয়।
- (২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত, ইস্যুকৃত বা সম্পাদিত কোন দলিল-
 - (ক) ফর্মে করা হয় নাই বলিয়া বাতিল বা বাতিলযোগ্য গণ্য হইবে না; বা

(খ) উহাতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে বা কিছু বাদ পড়িলে উহার যথার্থতা ক্ষুণ্ণ হইবে না; যদি উহা বিষয় ও প্রসংগের সহিত সংগতিপূর্ণ হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

অপরাধ, বিচার ও দণ্ড

১১১। মূসক নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র ও কর দলিল সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

(১) যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে—

- (ক) জাল বা ভুয়া ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত মূসক নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্নওভার কর সনদপত্র বা সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন; বা
- (খ) জাল বা ভুয়া কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট, সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র তৈরী বা ব্যবহার করেন;
- (গ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ বা ব্যবহার করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (ঘ) জাল বা ভুয়া বা পুনঃব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (ঙ) ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প ব্যবহারন করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এমন কোন পণ্য ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প বিহীন উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন বা বিক্রয় করেন অথবা উক্ত কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন; বা
- (চ) অন্য কোন উপায়ে প্রদেয় কর ফাঁকি প্রদান করেন; বা
- (ছ) উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও কর ফেরৎ দাবি করেন; তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণের আবেদনের সময় কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১১২। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি বা বিবরণ প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড:

যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কর দলিলাদিতে মূসক কর্মকর্তার নিকট মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বিবরণ বা বিবৃতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা প্রদেয় করের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৩। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ ও দণ্ড:

মূসক কর্মকর্তাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনে যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) হাজার টাকা বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৪। অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপীল:

- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং তিনি এই আইনে বর্ণিত যে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।
- (২) অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য (bailable) ও অ-জামিনযোগ্য (non-cognizable) হইবে।
- (৩) কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।
- (৪) নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে মূসক কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করিবেন।
- (৫) উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন বিচারের ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করেন সেই একই পদ্ধতিতে অপরাধসমূহের বিচার করিবেন এবং উক্ত অপরাধ সংক্রান্ত আপীল, রিভিউ, রিভিশন, ইত্যাদি ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১১৫। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপরাধ সংঘটনকারীর ব্যাংক এ্যাকাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করিবার ক্ষমতা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে।

১১৬। কোম্পানী, ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন:

- (১) কোন কোম্পানী বা ব্যক্তি সংঘ বা সম্পত্তি উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন প্রত্যেক পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্ট উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।
- (২) উক্ত পরিচালক, অংশীদার, প্রধান নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি বা মূসক এজেন্টের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার একই কার্যধারায় উক্ত কোম্পানীকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উক্ত কোম্পানীর উপর অর্থদণ্ড ব্যতীত কারাদণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

১১৭। অপরাধে সহায়তাকারী:

যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা সহযোগিতা করেন বা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধীর ন্যায় একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৮। মামলা দায়েরের পূর্বানুমোদন:

কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোন অপরাধের জন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১১৯। অপরাধের আপোষরফা:

- (১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরাধসমূহ আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।
- (২) মামলা দায়ের করিবার জন্য কমিশনার কর্তৃক পূর্বানুমোদনের পূর্বে বা পরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে আপোষরফা করা যাইবে, তবে মামলা রুজু করিবার পর আপোষরফা করিতে হইলে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১২০। অর্থদণ্ড প্রদেয় করের অতিরিক্ত:

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড প্রদেয় মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

**সপ্তদশ অধ্যায়
আপীল ও রিভিশন**

১২১। কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল:

- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন অতিরিক্ত কমিশনার বা তৎনিম্ন পদধারী মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন করদাতা বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (২) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি কমিশনার (আপীল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিন মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করতে সক্ষম হন নাই, তাহলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।
- (৩) কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত পদ্ধতিতে পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসরের মধ্যে আপীল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করিবেন।
- (৪) কমিশনার (আপীল) তর্কিত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে বা পরিবর্তন করিতে বা বাতিল করিতে বা তিনি যেরূপ সঙ্গত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কার্যধারাটি পুনর্বিবেচনার জন্য রিমান্ডে প্রেরণ করিবেন না।
- (৫) আপীল নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজনে কমিশনার (আপীল), নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে তর্কিত বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষা, তদন্ত অনুষ্ঠান, তথ্য সংগ্রহ বা কার্যধারার যথার্থতা যাচাই করিতে পারিবেন।

(৬) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কমিশনার (আপীল) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপীলটি কমিশনার (আপীল) কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল:

(১) কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) বা মহাপরিচালক বা সমমর্যাদার কোন মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তি বা মূসক কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন কোন আদেশ ব্যতীত তর্কিত সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির জারীর ৯০ (নব্বই) দিনের আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(ক) তবে শর্ত থাকে যে, প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উক্ত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপীলকারীকে উক্ত মেয়াদেও পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।” এবং

(২) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত (১০) দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। তবে উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এ আপিল দায়ের করা হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তার উপর দাবিকৃত কর বা আরোপিত অর্থদণ্ডের অংশ জমা প্রদান করতে হবে না।

(৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানি গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেরূপ সঙ্গত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

(৫) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আপীলটি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে জনস্বার্থে সরকার উক্তরূপ আপত্তিকালীন সময়ের জন্য আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা আদেশ দ্বারা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫খ) উপধারা (৫ক) এ উল্লিখিত সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকরতা প্রদান করা যাবে।

(৬) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং উহার বেঞ্চসমূহের কর্মপদ্ধতি উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৭) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য এবং উহা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১২৩। কার্যধারায় সাক্ষ্য প্রমাণের দায়:

(১) কমিশনার (আপীল) ও আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কোন কার্যধারায় বিচার্য বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি না করদাতা উক্ত হলফনামার বিষয়টি খণ্ডন করিয়া ভিন্নরূপ প্রমাণ পেশ করিতে পারেন।

(২) উক্ত হলফনামার সহিত কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটিশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন:

(১) বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আপিলের বিষয়ে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দাখিলের ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে।

- (৪) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তাহাকে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত প্রদেয় করের বা জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

১২৫। বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি:

- (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন করদাতা নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত বা সময়ে কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত প্যানেল হইতে তৎকর্তৃক নির্বাচিত কোন সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং সহায়তাকারী নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত বা সময়ে উক্ত বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, সময়ে সময়ে, এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
- (৩) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইলে, উক্ত সমঝোতার বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না এবং যেসকল বিরোধ বিকল্প উপায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল বিরোধের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানানুযায়ী পুনরায় কার্যধারা গ্রহণ করিতে হইবে।
- (৪) কোন বিরোধ বিকল্প উপায়ে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, উক্ত পন্থা অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত সময়কাল আপীল দায়েরের সময়সীমা গণনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় “বিরোধ” অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত কোন বিরোধ। কিন্তু জালিয়াতি বা ফৌজদারি অপরাধ বা আইনগত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন বিরোধ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিবিধ

১২৬। অব্যাহতি:

- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণীর আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যে কোন সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারবে।
- (২) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য যে কোন পণ্যের আমদানী, সরবরাহ গ্রহণ বা সেবা গ্রহণকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারবে।
- (৩) বোর্ড বিশেষ আদেশ দ্বারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক করযোগ্য যে কোন কোন পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা প্রদত্ত সেবাকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারবে।

১২৬ক। পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান:

- (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার ও কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করিতে পারবে যথা—
- (ক) এমন কোন ব্যক্তি যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনে বিষয়ে বা তদধীনে আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব পঁকি দেওয়া বা তার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করেন এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফাঁকিকৃত সমুদয় রাজস্ব বা তার অংশ বিশেষ আদায় হয়;
- (খ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অধীন আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি বা উহা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বা উক্ত আইনে কোন বিধানের লঙ্ঘন চিহ্নিত বা উদঘাটন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায় হয়; বা
- (গ) এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারি সংস্থা সরকারের জন্য কাজ করেন যিনি এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আদায় করেন।

- (২) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেনা, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে কর্মদক্ষতা প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে যথা—
- (ক) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত কোন কর্মকর্তা
- (খ) আইনের ৭৮ এ বর্ণিত এর উপধারা (১) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত মুসক দপ্তরে কর্মরত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

১২৭। প্রদেয় করের উপর সুদ আরোপ:

- (১) যদি কোন ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে বা উক্ত তারিখের পূর্বে, কমিশনারের নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, উৎসে মুসক কর্তনজনিত বকেয়া আদায়য়ে ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণের উপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।
- ব্যাখ্যাঃ এই উপধারায় পরিশোধের দিন পর্যন্ত অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে আপীল নিষ্পত্তাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন।
- (২) যে পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রদেয় কর আদায় করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমিশনার তাহার নিকট হইতে সুদ আদায় করিবেন।
- (৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক সুদসহ করের কোন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার পর, যদি প্রমাণিত হয় যে, সুদের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদেয় ছিল না, তাহা হইলে উক্ত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ তাহাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) অর্থদণ্ড বা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত সুদ প্রদেয় হইবে।

১২৭ক। সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা:

যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ বা অন্যকোন কারণে এরূপ নিশ্চিত হওয়া যা যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণ্ড কিংবা আরোপিত কোন অর্থদণ্ড কিংবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সম্পাদিত কোন মচুলেকা বা অন্যকোন দলিলের অদীনে দাবিকৃত কোন অর্থ এই আইনের ধারা ৯৫ এর অধীনে অদায় করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সরকার উক্ত সরকারি পাওনাতন অংশিক বা সমুদয় অংশ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবলোপন (write off) করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারী পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ থাকে যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তি নতুন ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বা ইতঃপূর্বে সরকারী অর্থের দায় দেনা হইতে মুক্ত হয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পত্তি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর সরকারী পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমন ভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নুতন ভাবে উদ্ধৃত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার উপর সরকারী পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

১২৭খ। কতিপয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ:

এই আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময়, পদ্ধতি ও পরিমাণসহ অগ্রিম পরিশোধ বা উৎসে কর কর্তনের বিধান করতে পারবে।

১২৮। অনলাইনে কার্যসম্পাদন, দাখিলপত্র পেশকরণ এবং কর পরিশোধ, ইত্যাদি:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯নং আইন) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য যে কোন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমা, শর্ত ও পদ্ধতিতে অনলাইনে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন করা যাইবে।

১২৯। আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

বোর্ড বা কোন মুসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার (কর নিরূপণ, কর আরোপ, জরিমানা আরোপ, সুদ আরোপ, কর আদায়করণ বাতিল বা পরিবর্তন করিবার জন্য বা কোন নিরীক্ষা, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা এইরূপ সকল বিষয়) বিরুদ্ধে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কার্যধারা রুজু বা মামলা দায়ের করা ব্যতীত অন্য কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১২৯ ক। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:

এই আইন বা অন্য কোন বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য সরকার বা তার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজাদরি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

১৩০। মূসক পরামর্শক নিয়োগ:

- (১) কোন কার্যধারায় কোন করদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা বা তাহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি বা লাইসেন্সধারী মূসক পরামর্শকগণের মধ্য হতে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, মূসক পরামর্শক নিয়োগের শর্ত, পদ্ধতি ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩১। করণিক ট্রাটি, ইত্যাদির সংশোধন

এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কৃত কোন কর্মকাণ্ডে কোন করণিক বা গাণিতিক ভুল-ত্রুটি থাকিলে মূসক কর্মকর্তা উক্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৩২। দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি:

করদাতা কর্তৃক আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, কমিশনার নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতা কর্তৃক মূসক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহকৃত দলিলাদি বা কাগজপত্র;
- (খ) উৎস কর কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক কর কর্তনের প্রমাণস্বরূপ মূসক কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত দলিলপত্র; বা
- (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দলিল।

১৩৩। মূসক ছাড়পত্র প্রদান:

- (১) কোন করদাতা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে মূসক ছাড়পত্রের জন্য কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত করদাতাকে মূসক ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে—
 - (ক) করদাতার নিকট কোন কর পাওনা বা বকেয়া নাই; বা
 - (খ) করদাতা কর পরিশোধের জন্য জামানত প্রদান করিয়াছেন।

১৩৪। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন:

বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কার্যাবলী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) দাখিলপত্রে উল্লিখিত প্রাথমিক তথ্যসহ অন্য যেকোন তথ্য অন্তর্ভুক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণ;
- (খ) ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এমন সকল ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ;
- (গ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্যক্রম।

১৩৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩৫ ক। মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নিরূপণ :

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এতদসংক্রান্ত ভাতা নিরূপণ করিতে পারিবে।

১৩৬। মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিফর্ম এবং ভাতা নির্ধারণ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম এবং এ সংক্রান্ত ভাতা নির্ধারণ করতে পারবে।

১৩৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:

- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
- (২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৩৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।

- (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) রহিত হইবে।
- (২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

- (ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (গ) উক্ত আইন দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত আইন অনুযায়ী আদায় করা হইবে, এবং কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে, তাহা উক্ত আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

১৩৯। ক্রান্তিকালীন কর হিসাব:

- (১) ধারা ৩৩ এর বিধানাবলী সত্ত্বেও, করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর এই আইন প্রবর্তন দিবসে প্রদেয় হইবে, যদি-
- (ক) কোন সরবরাহ প্রবর্তন দিবসের পরে প্রদান করা হইয়া থাকে বা পরে প্রদান করা হয়; এবং
- (খ) কোন সরবরাহের জন্য প্রবর্তন দিবসের পূর্বে কর চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা সরবরাহের মূল্য পরিশোধ করা হয় বা উভয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; তবে, যদি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন উক্ত ব্যক্তি সরবরাহের উপর মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করিয়া থাকেন এবং উক্ত মূল্য সংযোজন কর উক্ত আইনের অধীন কমিশনারের নিকট পেশকৃত দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে না।
- (২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় সম্পাদিত কোন সরবরাহ আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্ত সরবরাহ হইলে, প্রত্যেক অংশের উপর পৃথকভাবে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে এবং সম্পাদিত কার্যক্রম পৃথক সরবরাহ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪০। এই আইন প্রবর্তনের পর আবদ্ধ চুক্তি:

এই আইন প্রবর্তনের পর কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে এবং উক্ত চুক্তিতে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্কের বিধান অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে-

- (ক) উক্ত চুক্তিমূল্যের মধ্যে সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (খ) সরবরাহকারী উক্ত সরবরাহের চুক্তিমূল্য নির্ধারণকালে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত না করিলেও উক্ত চুক্তির অধীন প্রদত্ত সরবরাহের উপর সরবরাহকারী কর্তৃক উক্ত কর পরিশোধ করিতে হইবে।

১৪১। তফসিলের প্রতিস্থাপন: ২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন:

উক্ত আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের পরিবর্তে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিল কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মুসক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ

১৪২। এয়ার কন্ডিশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং-১৭৩-আইন/২০১৯/-মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 2023 এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) ৪৪.১৪ এবং ৮৪.১৫ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত যথাক্রমে, কম্প্রেসর এবং এয়ারকন্ডিশনার, অতঃপর পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, “উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উহার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে তাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইল যথা:-”

শর্তাবলি:

- (ক) সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;
- (গ) এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ হবে, যেমন-Plastic Injection Molding Machine, Power Press Machine, Hydraulic Press Machine, Ultrasonic welding Machine, Shearing Machine, Milling Machine, Vertical Expander Machine,

Tube Bending Machine, Air Compressor ETP, Power coating Plant, Vertical Machining Centre (VMC), Electric Discharge Machine (EDM), Wire Straightening & Cutting Machine, Lathe Machine, Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine:

- (ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Heat Treatment Furnace, Heat Treatment Oven, Psychometric Treatment Machine নিজস্ব প্রাপ্তিতে সংস্থাপিত না থাকলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম বা সেবা অন্য কোনো প্লান্ট বা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- (ঙ) কম্প্রসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে Sand Moulding Machine, Induction Melting Furnace, Heat Treatment Furnace, Spectrometer, Upper Cover Press Machine, Lower Cover Press Machine, Crankshaft Grinding Line, Crankcase Machining Line, Stator Line, Lamination Annealing Furnace, Dip Phosphating Line, Rotor Line, Life Testing Machine, Hemi-anechoic Chamber, CNC Coordinate Measuring Machine & Calorimeter থাকতে হবে;
- (চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;
- (ছ) দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালনপূর্বক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতির বিধান কার্যকরকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করিতে হইবে;
- (জ) উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত নিম্নে বর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে; এবং উক্ত কমিটি গঠন হবে (১) দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও (৩) সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কলের রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে।
- (ঝ) দফা (ছ) তে বর্ণিত কমিটি অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করবে, অতঃপর বোর্ড, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। অনুমোদনের তারিখ হইতে এই সুবিধা প্রদান করা হবে।

- (২) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিতে হইবে।
- (৩) উল্লিখিত অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-২ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- (৪) এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পূর্বে অব্যাহতি সুবিধা গ্রহণ করে এই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান-(ক) ৭ (সাত) বৎসর বা তাহার অধিককাল মুসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে; বা (খ) ৫ (পাঁচ) বৎসর বা তাহার অধিককাল মুসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে এবং (গ) ৩ (তিন) বৎসর বা তাহার অধিককাল মুসক অব্যাহতি ভোগ করিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে যথাক্রমে ১০ (দশ) শতাংশ, ৭.৫ (সাতের সাত) শতাংশ ও ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মুসক প্রদেয় হবে।

১৪৩। মোবাইল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস.আর.ও. নং- ২২৯-আইন/২০১৯/-মুসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (সনের ৪৭নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 2023 এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.১৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ (H.S. Code) কোডের আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর
- (ক) স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-১ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত);

- (খ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-২ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর; এবং
- (গ) কেবল স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর হতে, অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

টেবিল-১

- (ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হইবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে উৎপাদনের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পার্টস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board (PCB), Charger, Battery, Housing & Casing উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হইবে এবং তদলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering Machine with Sprayer, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, Temperature and Humidity Tester, Mobile Phone Network Testing Machine, PCB Manufacturing Project, Flying Probe Testing Machine, High Voltage Universal Grid Tester, Cutting Machine, V-Cut Machine, Drilling Machine, Routing Machine, DES (Developing, Etching & Stripping) Line, Direct Metallization Line এবং Effluent Treatment Plant (ETP) থাকতে হবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘পরিশিষ্ট-ক’ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;
- (চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকতে হবে;
- (ছ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (চ) এ উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

টেবিল-২

- (ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পার্টস বা যন্ত্রাংশ, যেমন- Printed Circuit Board Assembling (PCBA), Charger I Battery উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে এবং তদলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উহার কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকিতে হইবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
- (ঙ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

টেবিল-৩

(ক) মোবাইল ফোন সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
(খ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেশিনারী, যেমন- Automatic Screw Feeder, Window Press Machine /Hot Bar Machine, Auto Sealer/Shrink Wrap Machine, UHF Temperature Cell, Shield Box, Display Color Analyzer, Vibrational Measuring Machine, Battery module Quick charger System, Radiation & GPS Signal Analyzing Machine, WLAN Testing Machine, Audio signal Checking machine, Wireless communications testing Machine, Signal Analyzer, Battery leakage inspection machine, Electric current measurement machine, Network Testing Machine / Mobile Phone Network Testing Machine, Temperature & Humidity Tester থাকতে হবে;
(গ) উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে যে কোন সময় কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন থাকিতে হইবে;
(ঘ) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপরি-উক্ত দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক, আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

(খ) টেবিল-২ (সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ২১.০৫ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

শিরোনামা সংখ্যা	এইচ এস কোড	বর্ণনা	হার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২১.০৫	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	সকল ধরনের আইসক্রিম	১০
২২.০২	২২০২.১০.০০	কার্বনেটেড বেভারেজ [বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয় যাহাতে ক্যাফেইনের মাত্রা সর্বোচ্চ ১৪৫ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটার]	৩০
	২২০২.৯৯.০০	বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে সংজ্ঞায়িত কার্বনেটেড বেভারেজের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয়	৪০
২৪.০২	২৪০২.২০.০০	তামাকযুক্ত সিগারেট	৬৬
	২৪০২.৯০.০০	হাতে বা অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টারযুক্ত হউক বা না হউক) এবং অন্যান্য	৪০
S012	S1০১২.১০	টেলিফোন: শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	২০

(২) টেবিল-১, টেবিল-২ অথবা টেবিল-৩ এর শর্তাধীনে উক্ত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে, যথা:-কমিটি:

(ক) দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা;

(৩) বর্ণিত কমিটি, কমিটি গঠনের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট দাখিল করবে এবং উক্ত বোর্ড,

দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে, প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে এবং বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদনের তারিখ হতে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হবে;

- (৪) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে;
- (৫) অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ (৪) এর বিধানাবলী পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না;
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা ভোগকারী কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করেছে কিনা তা যথোপযুক্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে এই প্রজ্ঞাপনের কোন শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে Customs Act, 2023 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রদত্ত অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হবে;
- (৭) টেবিল-২ ও টেবিল-৩ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হলেও উক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋগঞ খরহব ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ যথা:- Solder Paste Printer, Pick & Place Machine, Auto Air Wave Soldering, Solder Paste Inspection Machine, Automatic Optical Inspection Machine, Reflow Oven Machine, ইত্যাদি স্থাপন করিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং উক্ত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শনক্রমে শর্ত প্রতিপালনের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে উক্তরূপে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা মেয়াদান্তে রহিত হবে।

১৪৪। পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

- (১) এস. আর. ও. নং-১৭৯-আইন/২০১৯/-মূসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 2023 এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 55.03 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 5503.40.00 এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত সকল মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত শুধুমাত্র মূল কাঁচামাল পলিমার অব প্রোপাইলিন ইন প্রাইমারি ফরমস (H.S. Code 3902.10.00) আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হইতে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক One Step High Tenacity Polypropylene Staple Fiber Production Line ও তদসংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;
- (গ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অন্ত্যন ১০০ (একশত) কোটি টাকা হতে হবে;
- (ঘ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকিতে হইবে;
- (ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘পরিশিষ্ট-ক’ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে;
- (চ) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ৪ (চার) হইতে ৬ (ছয়) ডেনিয়ার এবং টেনাসিটি অবশ্যই প্রতি ডেনিয়ার ৪ (চার) গ্রাম এর অধিক হতে হবে;
- (ছ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত হাড়পত্র থাকতে হবে;
- (জ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অন্ত্যন ২০০ (দুইশত) জন হতে হইবে।

- (২) এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।
- (৩) অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-
- | | | |
|-----|---|-------------|
| (ক) | দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা | আহবায়ক |
| (খ) | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা | সদস্য |
| (গ) | বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি | সদস্য |
| (ঘ) | সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা | সদস্য সচিব। |
- (৪) অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।
- (৫) অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- (৬) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হইবে।
- (৭) অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- (৮) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কোন উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত পাওয়া যাইবে না।
- (৯) অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করিতেছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- (১০) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 2023 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৫। উৎসে মুসক কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং- ২২৩-আইন/২০২৪/২৫৯-মুসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৩২ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩- মুসক এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিল এর কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরনামা সংখ্যা ১০৩৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৬০, ১০৬৫ ও ১০৭২ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এ উল্লিখিত সেবার কোড ও করযোগ্য সেবা এফিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে, নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা, সেবার কোড ও করযোগ্য সেবা এফিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

শিরোনামা সংখ্যা	এইচ.এস.কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
S০৩৭	S১০৩৭,০০	যোগানদার (Procurement Provider): ব্যাখ্যা। "যোগানদার" অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক

		টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।
S০৪৮	S১০৪৮.০০	পরিবহন ঠিকাদার: ব্যাখ্যা। "পরিবহন ঠিকাদার" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের (Post Secondary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানিতে, তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, পণের বিনিময়ে যে কোনো পণ্য পরিবহনপূর্বক গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেন।
S০৪৯	S১০৪৯.০০	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী: ব্যাখ্যা। "যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের (Post Secondary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানিকে, কার (ট্যাক্সিক্যাব ব্যতীত), জীপ, মাইক্রোবাস, বাস, কোস্টার, মিনিবাস, টেন, লঞ্চ, স্পীডবোট, ট্রলার বা অনুরূপ যে কোনো নামের বা ধরনের স্থলযান বা জলযান ভাড়া প্রদান করেন।
S০৬০	S০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা: ব্যাখ্যা। "নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি অথের বিনিময়ে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বা দরপত্র দ্বারা বা দরপত্র ছাড়া কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া থাকেন।
S০৬৫	S০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা: ব্যাখ্যা। "ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা" অর্থ পণের বিনিময়ে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কারের কার্যে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।
S০৭২	S০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান: ব্যাখ্যা। "মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি ও দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের বা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরবরাহ বা দাপ্তরিক সেবা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রমিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এস.আর.ও. নং-২২৪-আইন/২০২৪/২৬০-মূসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ এবং ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে,

যথা:-

"(ক) "যোগানদার" অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে তাহারা যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। যেই সকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না;"।

১৩। ২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের তৃতীয় তফসিল এর সংশোধন। উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিল এর-

(ক) টেবিল-১ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ২০.০৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট এইচ,এস কোড এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত আমসত্ত্ব (ম্যাংগো বার) এবং উহার বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত এফটি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ২০.০৯ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ই) শিরনামা সংখ্যা ৮৫.৩৯ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) টেবিল-২ ('খন্ড-ক' মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর শিরনামা সংখ্যা ৪৮.১৩ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) টেবিল-২ ('খন্ড-খ' মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ১০৬০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) শিরনামা সংখ্যা ১০৬৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) টেবিল-৩ ('খন্ড-খ' মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ১০০৯ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ১০১৩ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ১০৪০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ১০৬৬ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) টেবিল-৪ ('খন্ড-ক' মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর শিরনামা সংখ্যা ৬৯.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এফটিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা এবং এফটিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

শিরোনামা সংখ্যা	এইচ এস কোড	বর্ণনা	হার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৯.০৪	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	(ক) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী ব্লিডিং ব্লকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৫০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী ব্লিডিং ব্লকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৬০০ টাকা (প্রতি হাজারে)

		(গ) যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইট: প্রথম গ্রেড (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৪) মালটি কোরড ইট দ্বিতীয় গ্রেড (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট	৮০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		(ঘ) ব্রিকস চিপস	৮০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)
		(ঙ) মিকাদ ব্যাটস	৬০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)"; এবং
S১০১২	S১০ ১২.২০	সিম কার্ড বা e-SIM সরবরাহকারী	৩০০ টাকা (প্রতিটি সিম কার্ড বা প্রতিটি e-SIM)"

(১) এস.আর.ও, নং-২৪০ আইন/২০২১/১৬৩ মুসক। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম।- এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ কোনো সরকার বা উহার কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে;

(গ) “পণ্য” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য;

(ঘ) “ফরম” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২ এর দফা (জ) এ সংজ্ঞায়িত ফরম; এবং

(ঙ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue order, 1972 (P.O.No.76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১৬-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। যেসব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।- (১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত ১৫(পনেরো) শতাংকের নিম্নে হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের বিপরীতে উল্লিখিত পণ্যসমূহ সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তনকারী সত্তা হইলে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিতে হইবে।

(২) টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে বর্ণিত কলাম (২) বর্ণিত সেবার কোডের বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) আবশ্যিকভাবে উৎসে কর্তনকারী সত্তা কর্তৃক উৎসে কর্তন করিতে হইবে; যথা:-

ক্রমিক নং	সেবার কোড	সেবার বিবরণ	মুসক উৎসে কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	S০০১.১০	এসি হোটেল	১৫%

	S001.20	রেস্তোরাঁ (বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত)		৫%
	S001.10	নন-এসি হোটেল		৭.৫%
২.	S002.00	ডেকোরেটর্স ও ক্যাটারার্স		১৫%
৩.	S003.10	মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ		১০%
৪.	S003.20	ডকইয়ার্ড		১০%
৫.	S008.00	নির্মাণ সংস্থা		৭.৫%
৬.	S009.00	বিজ্ঞাপনী সংস্থা		১৫%
৭.	S008.00	ছাপাখানা		১০%
৮.	S009.00	নিলামকারী সংস্থা		১০%
৯.	S010.10	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা		২%
১০.	S010.20	ভবন নির্মাণ সংস্থা	(ক) ১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	২%
			(খ) ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব	৪.৫%
			(গ) পুনঃ রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে	২%
১১.	S018.00	ইভেন্টিং সংস্থা		৫%
১২.	S015.10	ফ্রেইড ফরোয়ার্ডার্স		১৫%
১৩.	S020.00	জরিপ সংস্থা		১৫%
১৪.	S021.00	প্ল্যান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা		১৫%
১৫.	S028.00	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) আসবাবপত্রের উৎপাদক আসবাব পত্রের উৎপাদক (উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূসক ১৫ শতাংশ)	৭.৫%
			আসবাব বিপণন কেন্দ্র (উৎপাদক পর্যায়ে ৭.৫ শতাংশ মূসক পরিকোধের চালান থকা সাপেক্ষে, অন্যথায় ১৫ শতাংশ)	৭.৫%
১৬.	S028.00	কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস		১৫%
১৭.	S031.00	করযোগ্য পণ্যের মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতীত)		১০%
১৮.	S032.00	কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম		১৫%
১৯.	S033.00	ইজারাদার		১৫%
২০.	S038.00	অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম		১৫%
২১.	S039.00	যোগানদার (Procurement Provider)		৭.৫%
২২.	S080.00	সিকিউরিটি সার্ভিস		১৫%
২৩.	S083.00	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী		১৫%
২৪.	S085.00	আইন পরামর্শক		১৫%
২৫.	S088.00	পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যতীত)	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	৫%
			(খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে	১০%
২৬.	S089.00	যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী		১৫%
২৭.	S050.10	আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর		১৫%
২৮.	S050.20	গ্রাফিকস ডিজাইনার		১৫%
২৯.	S051.00	ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম		১৫%
৩০.	S052.00	শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী		১৫%

৩১.	১০৫৩.০০	বোর্ড সভায় যোগদানকারী	১০%
৩২.	১০৫৪.০০	উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী	১৫%
৩৩.	১০৫৮.০০	চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা	১৫%
৩৪.	১০৬০.০০	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	১৫%
৩৫.	১০৬৫.০০	ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা	১০%
৩৬.	১০৬৬.০০	লটারির টিকিট বিক্রয়কারী	১০%
৩৭.	১০৬৭.০০	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	১৫%
৩৮.	১০৭১.০০	অনুষ্ঠান আয়োজক	১৫%
৩৯.	১০৭২.০০	মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান	১৫%
৪০.	১০৯৯.১০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা	৫%
৪১.	১০৯৯.২০	অন্যান্য বিবিধ সেবা	১৫%
৪২.	১০৯৯.৩০	স্পন্সরশীপ সেবা	১৫%
৪৩.	১০৯৯.৫০	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি	৭.৫%

- (৩) অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত অনাবাসিক ব্যক্তির নিকট গ্রহীত সেবার সেবামূল্য পরিকোধের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে এবং আদায়কৃত মুসক আদায়কারী ব্যাংক যে মুসক কমিশনারেট নির্ধারিত সেই কমিশনারেটে নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিবে।
- (৪) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানোর অনুলিপি ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংকে প্রদান করিলে ব্যাংক উৎসে আদায় বাতীত অনাবাসিক ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে, যথাযথ ট্রেজারির চালান না থাকিলে প্রদেয় বা মুসক কম প্রদত্ত হইলে প্রযোজ্য সমুদয় মুসক ব্যাংক উৎসে আদায় করিবে ও ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মুসক কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোডে তাহা জমা প্রদান করিবে।
- (৫) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে বা, ক্ষেত্র বিক্রেতা, কোনো সুবিধা সুবিধা সৃষ্টিকারী সেবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিবে। এছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোনো ভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক আদায় করিতে হইবে।
- (৬) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মুসক আদায় করিতে হইবে।
- ৪। যোগানদারের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন। উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক যোগানদার সেবার বিপরীতে উৎসে মুসক কর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়ঃ।
- (ক) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দরপত্র, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা, কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোনো লিমিটেড দশ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।;
- (খ) প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য বা সেবা যোগানদার কর্তৃক? সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসাবে সরবরাহ গ্রহণকারীকে / উৎসে কর্তন করিতে হইবে; তবে প্রজ্ঞাপনে যোগানদার হিসাবে পৃথকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা উক্ত কর্তনের আওতা বহির্ভূত হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং
- (গ) মুসক আদায়পূর্বক আইনের তৃতীয় তফসিলের টেবিলে উল্লিখিত হাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট করের পণ্যসমূহ উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ সেবার আওতায় উৎসে মুসক কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

৫। যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।-

- (১) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক আরোপিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো পণ্য উক্ত হার উল্লেখপূর্বক ফরম মুসক-৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে সরবরাহ করিলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত সেবা ব্যতীত অন্য কোনো সেবার ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহকারী ফরম, মুসক-৬.৩ এর মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৩) জ্বালানি তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিষেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না। (আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৪) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক অর্থ আইন, ২০১২ এর ধারা ২১ এর আওতায় শূন্যহার বিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।
- (৫) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ছকে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শীর্ষক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত ফরম মুসক-৬.৩ প্রদান করিলে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।

৬। উৎসে মুসক কর্তনকারীর করণীয়।

- (১) সরবরাহকারী কর চালানপত্র (ফরম মুসক ৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোনো সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোনো মূল্য পরিশোধ করিবে না।
- (২) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা নিবন্ধিত হইলে
 - (ক) পণ পরিকোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;
 - (খ) উৎসে কর্তিত মুসক সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবেন ও নিট প্রদেয় করের বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাকৃত উৎসে কর্তিত মুসক সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন;
 - (গ) উৎসে কর্তিত মুসক দফা (ক) অনুযায়ী জমা প্রদানপূর্বক ৩ তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মুসক-৬.৬ এ তিন প্রক্ষেপে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূলকপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।
- (৩) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা মুসক নিবন্ধিত না হইলে সরবরাহকারীকে পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মুসক-৬.৬ এ তিন প্রক্ষেপে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন;
- (৪) উৎসে কর্তিত মুসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখিতে হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মুসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানের প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানের দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মুসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।
- (৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
- (৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হয়েছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

- (৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম মূসক-৬.৬ এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া উহার মূল কপি ও ট্রেজারি চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেলে দাখিল করিবেন, একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান করিবেন এবং একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন;

৭। সরবরাহকারীর করণীয়।-

- (১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে ফরম মূসক-৬.৩ এ করচালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
(২) দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ এর “অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।
(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে ফরম মূসক-৬.৬ এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রদেয় কলামে উৎসে কর্তিত সেবামূল্য ও মূসক উল্লেখ করা না হইলে সেবা সরবরাহকারী হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
(৪) যে কর মেয়াদে কোন সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা সেই কর মেয়াদের পরবর্তী কর মেয়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সমন্বয়ের পর সমন্বয় তামাদি হইবে।

৮। জরিমানা, সুদ ইত্যাদি।-

- (১) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা এবং সরবরাহকারী উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।
(২) উৎসে কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মূসক কর্তন করা না হইলে, আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) এবং ধারা ১২৭ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯। বিবিধ।-

- (১) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রয়কেন্দ্র তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদান করবে।
(২) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিবার কারণে উৎসে মূসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর প্রযোজ্য হারে সমুদয় মূসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
(৩) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। রহিতকরণ ও হেফাজত।

- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন কৃতকার্য বা গ্রহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪৬। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং- ২০০-আইন/২০১৯/মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৭খ, ধারা ১৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

- (১) এই বিধিমালা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায় সংক্রান্ত (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
(খ) “কমিশনার (আমদানি)” অর্থ যে শুল্ক ভবন দিয়ে আমদানিকৃত শিপ খালাস হবে সে শুল্ক ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস;
(গ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার কোন ফর্ম;
(ঘ) “মূসক বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;

(ঙ) “শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড” অর্থ এমন কোনো স্থান যেখানে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অথবা আমদানিকৃত শিপ বিচিং করে ভাস্কর মাধ্যমে শিপ স্ক্রাপ তৈরি করা হয়;

(চ) “বিভাগীয় কর্মকর্তা” অর্থ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী কমিশনার বা উপ-কমিশনার।

- ৩। কর আদায়।- আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোন বিধিতে যা থাকুক না কেন, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড হইতে শিপ স্ক্রাপ সরবরাহের উপর প্রদেয় কর এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় হবে।
- ৪। কর আরোপ।- (১) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া উৎপাদিত শিপ স্ক্রাপের উপর আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ মোতাবেক ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে। (২) আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত শিপে বাহিত পণ্য (যেমন, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর, পাখা, টয়লেট সামগ্রী, ইত্যাদি) খালাসের সময় ন্যায্য বাজারমূল্যের ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে।
- ৫। কর নিরূপণ ও কর পরিশোধ পদ্ধতি।- আমদানিকৃত শিপ অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্রাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে-
 - (ক) নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করার লক্ষ্যে “ফর্ম-ক” এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ এর ক্ষেত্রে উক্তরূপ ঘোষণার সহিত শিপটি পূর্বে আমদানিকৃত হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত দায়-দেনা না থাকিবার প্রত্যয়নপত্র ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিল করবেন;
 - (খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (ক) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণা সম্পর্কিত তথ্য থেকে শিপ এর ওজনের (LDT) দশ শতাংশকে অপচয় বিবেচনা করিয়া বিধি ৪ এ উল্লিখিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে মোট পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন;
 - (গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা শিপ এ বাহিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর প্রদেয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ন্যায্য বাজারমূল্যের উপর নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় করবেন;
 - (ঘ) বিভাগীয় কর্মকর্তা দফা (খ) ও (গ) অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ কর ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন; এবং
 - (ঙ) শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন কর ট্রেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক করমেয়াদ শেষে আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী একটি দাখিলপত্র বিভাগীয় দপ্তরে পেশ করবেন, যার সংগে কর জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালানোর মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৬। বিচিং এর অনুমতি।- শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃক দাখিলকৃত দাখিলপত্রের ভিত্তিতে-
 - ক) আমদানিকৃত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্রাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ” তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি আমদানি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে প্রদান করবেন; আমদানি সম্পর্কিত শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে কমিশনার অব কাস্টমস (আমদানি) উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর আমদানিকৃত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করবেন;
 - খ) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপ ভাঙ্গিয়া স্ক্রাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা “ফর্ম-খ”তে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তার একটি অনুলিপি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন; মূসক কমিশনার উক্ত ফর্মের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শিপের বিচিং এর অনুমতি প্রদান করবেন।
- ৭। কর চালানপত্র প্রদান।- নিবন্ধিত শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডকে প্রতিটি সরবরাহের (স্ক্রাপ ও বাহিত পণ্য) বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) অনুযায়ী ফর্ম “মূসক ৬.৩” তে ক্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করতে হবে।
- ৮। জরিমানা।- এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে।

১৪৭। মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-২৪১/আইন/২০২১/১৬৪-মূসক- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৭খ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড টাইলস বা স্যানিটারি পণ্যের ডিলার বা পরিবেশক কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা ২০২১ এতদ্বারা রহিত করিল।

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই বিধিমালা মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।
- ২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
 - (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
 - (খ) “ইটভাটা” অর্থ ইট পোড়ানোর জন্য তৈরিকৃত যে কোনো স্থান বা ক্লিন, যে নামেই অভিহিত হোক;
 - (গ) “এক সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঘ) “দেড় সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের উর্ধ্বে এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (ঙ) “দুই সেকশন” অর্থ সর্বোচ্চ ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুট আয়তনের এক চিমনি বিশিষ্ট কোনো ইটভাটা;
 - (চ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
 - (ছ) “মৌসুমী ইটভাটা” অর্থ এমন কোনো ইটভাটা যেখানে শুল্ক মৌসুমে হাতের সাহায্যে ইট প্রস্তুতকরণসহ নির্দিষ্ট সেকশনে ইট পোড়ানো হয়;
 - (জ) “সেকশন” অর্থ কোনো ইটভাটার সেকশন।
 - (ঝ) কোনো সেকশনের আয়তন নির্ধারণের লক্ষ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপের ক্ষেত্রে ইটভাটার বহিঃদেওয়ালের অভ্যন্তরভাগের, মোটর ব্যতীত অংশ, এক দেওয়াল হতে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত পরিমাপ করতে হবে এবং উচ্চতা পরিমাপের ক্ষেত্রে তলদেশ হতে দেওয়ালের উপরিভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করতে হইবে।
- ৩। কর আদায়: আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোনো বিধিমালায় যা কিছু থাকুক না কেন, এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মৌসুমী ইটভাটায় প্রস্তুতকৃত ইটের ওপর প্রদেয় কর আদায় করা হবে।
- ৪। সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ: আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশ অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত প্রতি হাজার ইটের জন্য সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারিত রয়েছে। উপ-বিধি (৫) মোতাবেক সেকশনভিত্তিক নিরূপিত ইটের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণের ভিত্তিতে উৎপাদনভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।
- ৫। সেকশন ভিত্তিক ইটের পরিমাণ নিরূপণ: (১) প্রতি এক সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ, প্রতি ১.৫ (দেড়) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ১৫ (পনের) লক্ষ এবং প্রতি ২ (দুই) সেকশনে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য ইটের পরিমাণ ২০ (বিশ) লক্ষ বলে গণ্য হবে।
 - (ক) কোনো ইটভাটার কোনো সেকশনে একাধিক চিমনি ব্যবহার করা হলে উক্ত ইটভাটাকে সংশ্লিষ্ট সেকশনের দ্বিগুণ পরিমাণ সেকশন হিসেবে গণ্য করতে হবে।
 - (খ) কোনো ইটভাটায় কোনো সেকশনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ সংশ্লিষ্ট সেকশনের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের অধিক হলে কর নিরূপণের ক্ষেত্রে উক্ত ইটভাটার সংশ্লিষ্ট সেকশনকে পরবর্তী উচ্চতর সেকশন হিসেবে গণনা করতে হবে।
- ৬। কর পরিশোধের পদ্ধতি:
 - (১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটা প্রতিষ্ঠান, অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি অর্থ বৎসরে তদকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা প্রস্তুতধীন ইটের উপর প্রদেয় কর পরিশোধের লক্ষ্যে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত “ফরম” এ প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকাবর্ষের ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি কপিতে বিভাগীয় কর্মকর্তার বরাবরে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করবে।
 - (২) উপধারা (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ঘোষণা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্দেশে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব এলাকার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সরেজমিনে উক্ত ঘোষণার যথার্থতা তদন্তপূর্বক “ফরম” এর সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।
 - (৩) উপধারা (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন দাখিলকৃত “ফরম” প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ বৎসরের সেকশনের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঘোষণাপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ ও স্বাক্ষর করে এক প্রস্থ তার দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই প্রস্থ উক্ত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।
 - (৪) উপধারা (৪) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদেয় কর ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নিম্নরূপ তিন কিস্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:
 - (ক) ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেয় মোট করের ৪০ শতাংশ;
 - (খ) ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ; এবং

(গ) ৩১ শে মার্চের মধ্যে প্রদেয় মোট করের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ।

(৫) উপধারা (৫) উক্ত প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত প্রতি কিস্তির কর অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট কোড/০৩১১তে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন এবং জমা প্রদানের দিন অথবা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত চালানোর মূল কপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

৭। ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যয়নপত্র দাখিল:

(১) উপধারা (১) কোনো মৌসুমী ইটভাটায় ইট পোড়ানোর অনুমতির জন্য আবেদনপত্রের সহিত পূর্ববর্তী ১২ (বারো) কর মেয়াদের দাখিলপত্রের অনুলিপি সহ সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা না হইলে ইট পোড়ানোর অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

(৩) পূর্ববর্তী করমেয়াদে বকেয়াসহ সমুদয় কর পরিশোধের প্রমাণ আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পৌরসভা, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়ানোর জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবেন না।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর ব্যত্যয় ঘটিলে অনুমোদনকারী ব্যক্তি অপরিশোধিত কর আদায়ে সহযোগিতা না করার দায়ে দায়বদ্ধ হবেন।

৮। কর চালানপত্র ইস্যু: মৌসুমী ইটভাটা হতে ইট সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫১ ও বিধিমালার বিধি ৪০ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মূসক ফরম ৬.৩ এ ফ্রেতার অনুকূলে একটি চালানপত্র ইস্যু করবে। কর চালানপত্র ব্যতীত ইট পরিবহনকারী যানবাহন আটক করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রদেয় কর পরিশোধ ব্যতীত ছাড় করা যাইবে না।

৯। দাখিলপত্র পেশ: আইনের ধারা ৬৪ ও বিধিমালার বিধি ৪৭ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান মূসক ফরম ৯.১ এ একটি দাখিলপত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করিবে।

১০। জরিমানা, ইত্যাদি: উপধারা (১) এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করা যাবে। উপধারা (২) কোনো প্রতিষ্ঠান আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, আইনের ধারা ৯৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ধারা সংশ্লিষ্ট ফর্ম কিউআর কোডের মাধ্যমে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৪৮। মূসক পরামর্শক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-আইন/২০১৯/২০২-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১৩০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা;

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা মূসক পরামর্শক লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়

(ক) “অপরোধ” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন যে কোন কার্যক্রম বা আচরণ;

(খ) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(গ) “একাডেমি” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম;

(ঘ) “বিধি” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;

(ঙ) “মহাপরিচালক” অর্থ কাস্টমস, এন্ড ইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।

৩। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে, যথা:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) আবেদনের তারিখে বয়স অনূ্যন ২৫ (পঁচিশ) বৎসর হতে হইবে;

(গ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হইবে;

(ঘ) মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে; এবং

(ঙ) মূল্য সংযোজন কর বিভাগে জাতীয় পবতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের নিম্নে নয় এমন পদে নূ্যনতম ৫ (পাঁচ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করা যাবে।

- (২) নিম্নবর্ণিত যে কোনো ব্যক্তি মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য বলা বিবেচিত হবেন, যথা:
- (ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরি হতে অপসারিত, বরখাস্তকৃত বা বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
 - (খ) ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যার সাজা ভোগ শেষ হইবার পর ৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত হয় নাই;
 - (গ) ইতঃপূর্বে যাহার মূসক পরামর্শক, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট বা আয়কর পরামর্শকের (Income Tax Practitioner) লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি।

৪। আবেদন ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি।- (১) বিধি ৩ এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বিধির “ফরম ১৮.১” এ বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। উপবিধি (২) উক্ত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:

- (ক) বয়স নির্ধারণের জন্য এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সত্যায়িত সনদ;
- (খ) আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সময়ের ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি;
- (গ) সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি;
- (ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি; এবং
- (ঙ) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমির অনুকূলে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) মূল্যমানের পে-অর্ডার।

৫। মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ এবং নবায়ন।- উপধারা (১) মূসক পরামর্শক লাইসেন্সের মেয়াদ হবে উহা প্রদানের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর। উপধারা (২) মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি প্রতি বৎসর এক বা একাধিকবার ১০০০/- (এক হাজার টাকা) ফি এর বিনিময়ে মূসক পরামর্শক লাইসেন্সধারীদের জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

৬। আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।-

- (১) বিধির ফরম “মূসক-১৮.১” এ আবেদনকারী সদস্য বরাবর আবেদন করিবে।
- (২) অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমুদয় আবেদনপত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য বোর্ড, মহাপরিচালক সমীপে প্রেরণ করবে এবং একাডেমি যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে।
- (৩) মহাপরিচালক প্রতি বছর জানুয়ারি-জুন মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এবং জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।
- (৪) মহাপরিচালক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করবেন এবং যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা বোর্ডে প্রেরণ করবেন।
- (৫) বোর্ড প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী বিধির ফরম “মূসক-১৮.১ক” এ মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৭। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে মহাপরিচালক, একাডেমিতে নিম্নরূপ একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করিবেন, যথা:-

৮।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে অবস্থান
০১.	একাডেমির একজন যুগ্ম/অতিরিক্ত মহাপরিচালক	আহ্বায়ক
০২.	কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৩.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর সহকারী/উপ কমিশনার কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৪.	একাডেমির একজন সহকারি বা উপ পরিচালক	সদস্য সচিব

৯। ইনভিজিলেটর, উত্তরপত্র, পরীক্ষক ইত্যাদি।-মহাপরিচালক, কমিটি গঠন করিয়া উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিবেন এবং পরীক্ষা গ্রহণের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।

১০। পরীক্ষার সিলেবাস। পরীক্ষার সিলেবাস নিম্নরূপ হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
(ক)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	৪০
(খ)	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬	

(গ)	উক্ত আইন ও বিধিসমূহের অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ	
(ঘ)	সাধারণ গণিত	১০
(ঙ)	বাংলা ও ইংরেজি	১০
(চ)	Customs Act, 2023	২৫
(ছ)	আমদানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	১৫
(জ)	রপ্তানি নীতি আদেশ (যখন যেই আদেশ বলবৎ থাকিবে)	
(ঝ)	The Foreign Exchange Regulations Act, 1947	
(ঞ)	The Import and Export (Control) Act, 1950	

(২) তিনঘণ্টা সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকলে মহাপরিচালক, তাহার নিজস্ব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

১১। মৌখিক পরীক্ষা।- মৌখিক পরীক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের হবে। একাডেমির মহাপরিচালক ৩ হতে ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করবেন। মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অশাধিক মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করিবার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালক উক্তরূপে বোর্ড গঠন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করিবেন। সে ক্ষেত্রে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট চট্টগ্রাম; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা; কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম; কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর কমিশনারকে প্রতিটি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

১২। ফলাফল।- লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মান হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৩। লাইসেন্স ইস্যু।- মহাপরিচালক উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে বা এই বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (ঙ) অনুযায়ী আবেদনকারীকে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংবলিত ডিজিটাল কার্ডে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও উল্লেখ থাকবে, যথা;

(ক) লাইসেন্সধারীর নাম, ছবি, জন্ম তারিখ, রক্তের গ্রুপ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও নমুনা স্বাক্ষর;

(খ) লাইসেন্স ইস্যুর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ; এবং

(গ) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি।

১৪। লাইসেন্স নবায়ন।- (১) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নবায়ন ফি বাবদ ১ (এক) হাজার টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। স্বহস্তে লিখিত নবায়ন আবেদনের সহিত সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষেপ সংযুক্ত করিতে হবে। উপধারা (২) মহাপরিচালক আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নবায়ন করিবেন।

১৫। মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব।- মূসক পরামর্শকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) উপধারা (১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মূসক পরামর্শককে মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তাহার প্রদত্ত সেবার বিপরীতে যথাযথভাবে মূসক প্রদানসহ আইনের অন্যান্য বিধানাবলী পরিপালন করতে হবে;

(২) প্রত্যেক মূসক পরামর্শক আইন ও বিধি অনুসারে মূল্য সংযোজন কর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যথাসম্ভব সততা ও নিষ্ঠার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) তাহার দায়িত্বের সূত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কর্তৃপক্ষের বা কোনো ব্যক্তির নিকট অসত্য বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করিবেন না বা অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন না।

১৬। মূসক পরামর্শকের অপরাধ ও দণ্ড।-

(১) এই বিধির বিধান লংঘন মূসক পরামর্শকের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। অপরাধ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক সমীপে অভিযোগ পত্র প্রেরণ করিবেন। মহাপরিচালক অভিযোগ পত্র পর্যালোচনা করিয়া আইনানুগ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তবে, জাল দলিল উপস্থাপন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান বা মূসক ফাঁকির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলে মূসক পরামর্শক লাইসেন্স প্রাথমিকভাবে স্থগিত করিয়া শুনানী গ্রহণপূর্বক বাতিল করা যাইবে। অধিকন্তু, মূসক পরামর্শককে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা থেকে ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।

(২) মূসক পরামর্শক কর্তৃক দাখিলপত্র প্রদানে ব্যর্থতায় ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এর সারণীর দফা (ছ) মোতাবেক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

১৭। ন্যায় নির্ণয়।- কোন নিবন্ধিত করদাতা আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে ন্যায় নির্ণয় যেভাবে সম্পাদিত হবে সেই একই প্রক্রিয়া মূসক পরামর্শকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১৮। রহিতকরণজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১১৭-আইন/৯৮/১৭৮-মূসক, তারিখ: ১১ জুন, ১৯৯৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এবং সাধারণ আদেশ নং ০৭/মূসক/৯৯, তারিখ: ২২ এপ্রিল, ১৯৯৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ এর অধীনে কর পরামর্শক নিয়োগ পদ্ধতি এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালা বা আদেশ এর অধীন প্রদত্ত মূসক পরামর্শক লাইসেন্স এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উহা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হয়েছে।

১৪৯। অগ্রিম কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

এস.আর.ও. নং-২৩৯-আইন/২০১৯/-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নে বিধৃত ক্ষেত্রসমূহে তাদের উপর আরোপীয় আগাম কর হতে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

(ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা এবং আইন ও চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক বিক্রয়/হস্তান্তরের জন্য নয় এমন আমদানিকৃত পণ্য;

(খ) Customs Act, 2023 এর section 13 এর অধীনে বন্ড লাইসেন্স বা বন্ড রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রচলিত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়ারার হাউস কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;

(গ) Presidents (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অনুসারে রাষ্ট্রপতির নামে আমদানিকৃত পণ্য;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৬১-আইন/৯২/ ১৪৪৪/শুল্ক, তারিখ: ১৭/০৩/১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ত্রাণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;

(ঙ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩৬-আইন/৯৩/ ১৫০২/শুল্ক, তারিখ: ১৫/০২/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;

(চ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং 9(41) NBR/Cus-IV/72/246, Date: 10.04.1981 এর আওতায় Defence Store হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;

(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২০২-আইন/৯৫/ ১৬৩৯/কাস, তারিখ: ২৮/১১/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;

(ঝ) তুলা (এইচ.এস. কোড ৫২০১.০০.০০), পলিস্টার ইয়ার্ন (এইচ এস কোড ৫৫০৩.২০.০০), ভিসকস ইয়ার্ন (এইচ.এস. কোড ৫৫০৪.১০.০০) আমদানির ক্ষেত্রে;

(ঞ) সরকার অনুমোদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ বা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-২০-আইন/২০১১/ ২৩২৭/শুল্ক, তারিখ: ২৫.০১.২০১১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক আমদানিকৃত শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপকরণ;

(ট) কোন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী কর্তৃক Customs Act, 2023 এর আওতায় জারিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;

(ঠ) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার লে-আউট প্ল্যান দাখিল এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/কাস্টমস, তারিখ: ০১.০৬.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এবং এস.আর.ও. নং-১৬১-আইন/২০১৬/ ২৩/কাস্টমস, তারিখ: ০২.০৬.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ এর শর্তপূরণ করে আমদানিকৃত ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট;

(ড) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত এইচ.এস. কোড ৩৮০৮.৯১.১০, ৩৮০৮.৯২.১০ এবং ৩৮০৮.৯৩.১০ এর বিপরীতে কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক;

(ঢ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক ঔষধসমূহ, এন্টিবায়োটিক, ছেরা (sera) টক্সিন ও কার্ডিওভাসকুলার ঔষধসমূহ, এন্টি হেপাটিক, এন্টি হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (encephalopathy); অন্যান্য; হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও সাইকোট্রোপিক ঔষধসমূহ (শুধুমাত্র ফ্লুফেনাজিন ডেকানোয়েট, ফ্লুফেনথিকসল ডেকানোয়েট, ক্লোফেনথিকসল ডেকানোয়েট); এনাসথেটিক, সাধারণ ও লোকাল, ইথার এনাসথেটিক বিপি/ইউএসপি, ইথাইল ক্লোরাইড বিপি, সুকসামেথলিয়াস ব্রোমাইড/ ফ্লোরাইড, থাইওপেন্টন সোডিয়াম জাইলোকোইন/ লিডোকোইন/ লিগুওকোইন, এডরেনালিনযুক্ত হোক বা না হোক, প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড, এডরেনালিন যুক্ত হোক বা না হোক, কাইটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড, কিডনী রোগের ডায়ালিসিস

ফুইড, কিডনী সংযোজনের জন্য সাইক্লোসপারিন ঔষধ এবং Erythropoietin (H.S. Code 3002.11.00, 3002.12.00, 3002.13.00, 3002.14.00, 3002.15.00, 3002.19.00, 3002.90.00, 3003.10.00, 3003.20.00, 3003.31.00, 3003.39.10, 3003.39.90, 3003.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3003.49.10, 3003.49.90, 3003.90.91, 3003.90.99, 3004.10.00, 3004.20.10, 3004.20.90, 3004.31.00, 3004.32.00, 3004.39.10, 3004.39.90, 3004.41.00, 3003.42.00, 3003.43.00, 3004.49.10, 3003.49.90, 3004.50.00, 3004.90.20);

(গ) ম্যালেরিয়া নিরোধক, যক্ষ্মা নিরোধক, ক্যান্সার নিরোধক, কুষ্ঠরোগ নিরোধক, কার্ডিওভাসকুলার, এন্টিহেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিক (encephalopathy) ঔষধ এবং কিডনী ডায়ালিসিস সলিউশন, Drugs for Thalassemia (H.S. Code 3004.90.91); এবং

(ত) Artificial joints (H.S. Code 9021.31.00), Hearing aids, excluding parts and accessories (H.S. Code 9021.40.00), Pacemaker for stimulating heart muscles (H.S. Code 9021.50.00), Streptokinase (H.S. Code 3507.90.10), Carriages for disabled persons not mechanically propelled (Wheel chair) (H.S. Code 8713.10.00), হার্ট ভাল্ব (H.S. Code 9021.90.10), অপারেশন ল্যাম্প (H.S. Code 9405.40.10), ভ্যাকসিন (H.S. Code 3002.20.00, 3002.30.00), ইনসুলিন পেন (H.S. Code 9018.39.20)।

১৪৯ক। স্যানিটারি ন্যাপকিন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

১। এস. আর. ও. নং- ২৪০ -আইন/২০১৯/ ৭৬-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Customs Act, 2023 এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.) 96.19 এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) 9619.00.00 এর বিপরীতে কলাম (৩) এ বর্ণিত স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত কাঁচামালসমূহ কেবলমাত্র আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হইতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:- টেবিল

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S Code)	পণ্যের বিবরণ (Description)
(১)	(২)	(৩)
৩৯.১৯	৩৯১৯.৯০.৯১	রি-সীল/সেলফ এডহেসিভ টেপ
৩৯.২০	৩৯২০.১০.২০	লেমিনেটেড সীট, ফিল্ম ও ফয়েল
৩৯.২১	৩৯২১.৯০.১১	অন্যান্য সীট, ফিল্ম ও ফয়েল (প্রিন্টেড)
৪৮.২৩	৪৮২৩.৯০.৯৪	এয়ার লেইড পেপার
৫৬.০৩	৫৬০৩.১২.১০	টেক্সটাইল ব্যাকসীট (এডিএল)
	৫৬০৩.১৩.১০	ইলাস্টিক ব্যাক ইয়ার/ইলাস্টিক ওয়েইস্ট ব্যান্ড
৫৯.০৩	৫৯০৩.৯০.৯০	নীট লুপ টেপ

শর্তাবলি:

(ক) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের লক্ষ্যে তদ্ব্যপ্তিষ্ট মেশিনারীজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকিতে হইবে;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ অন্যান্য ৭৫ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা হতে হবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাব থাকতে হবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হবে;

(ঙ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হইবে;

(চ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অন্যান্য ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন হতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলি পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা

প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	দ্বিতীয় সচিব (মূসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট মূসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।

৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করিবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।

৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবে না।

৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হইতেছে না তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 2023 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করিলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করিতে পারিবে।

১০। এই প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতা ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৪৯খ। ব্যাটারি সংক্রান্ত এস. আর. ও. নং- ২৪১ আইন/২০১৯/ ৭৭-মূসক:

১। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Customs Act, 2023 এর First Schedule এর কলাম (১) এর শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ৮৫.০৭ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতায় কেবলমাত্র আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড্ মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি, অতঃপর উক্ত পণ্য বলিয়া উল্লিখিত, এর স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করল, যথা:-

শর্তাবলী:

(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ হতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদক হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

(খ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড্ মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি তৈরীর প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ কারখানা অঙ্গনে স্থাপিত থাকতে হবে;

(গ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র থাকতে হইবে;

(ঘ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের আইএসও সার্টিফিকেশন (ISO Certification) থাকতে হবে;

(ঙ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য সংযোজনের স্বপক্ষে একটি ঘোষণা দাখিল করতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণার ভিত্তিতে উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজন করিতে হইবে;

(চ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশি জনবলের সংখ্যা অনূন ২০০ (দুইশত) জন হতে হবে;

(ছ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা সরকার অনুমোদিত ও নির্ধারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লটে স্থাপিত হতে হবে;

- (জ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ন্যূনতম ৩টি স্বনামধন্য গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের সহিত কারিগরী সহায়তা চুক্তি (Technical Assistance Agreement) থাকতে হবে;
- (ঝ) বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সার্ভিসিং সেন্টার থাকতে হবে;
- (ঞ) উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য আইডিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ (Idling stop/start-stop) প্রযুক্তির মর্মে গাড়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ব্যাটারি সরবরাহকারী (Original Equipment Manufacturer) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন থাকতে হবে।

২। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন করা হইবে মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক দলিলাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩। অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক)	দ্বিতীয় সচিব (মুসক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহ্বায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেল এর রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।

- ৪। অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবে।
- ৫। অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বোর্ড প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক, এই প্রজ্ঞাপনের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে সম্মত হলে, উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- ৬। এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন উৎপাদনকারীকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।
- ৭। অনুচ্ছেদ-১ এর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ-৬ এর শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হলে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।
- ৮। অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করছে কিনা উহা অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
- ৯। অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের কোনো শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে না তা হলে উহার বিরুদ্ধে Customs Act, 2023 ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতির সুবিধা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ডে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশপত্র প্রেরণ করলে বোর্ড উক্ত সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে পারবে।

১৪৯গ। আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর নিরূপণ :

শুল্কায়নযোগ্য মূল্য :

শুল্ক আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৫ অনুসারে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি এন্ড এফ মূল্যের সাথে বীমা খরচ যোগ করে সি আই এফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সি আই এফ মূল্যের সাথে ১% ল্যান্ডিং চার্জ যোগ করে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ধরা যাক -

$$\begin{aligned} \text{(ক) (ক) কোন আমদানির সি এন্ড এফ ব্যয়} &= ১০০.০০ \text{ টাকা} \\ \text{(খ) (খ) বীমা খরচ (সি এন্ড এফ মূল্যের ১\%)} &= + ১.০০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(গ) (গ) সি আই এফ মূল্য} &= ১০১.০০ \\ \text{(ঘ) (ঘ) ল্যান্ডিং চার্জ (সি আই এফ মূল্যের ১\%)} &= + ১.০১ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ঙ) } &----- \\ \text{(চ) শুল্কায়নযোগ্য মূল্য} &= ১০২.০১ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

- ১) কাস্টমস ডিউটি (CD): যদি কাস্টমস ডিউটির হার ২৫% হয়, তবে কাস্টমস ডিউটি হবে ১০২.০১ টাকার ২৫% অর্থাৎ ২৫.৫০ টাকা।
- ২) রেগুলেটরি ডিউটি (RD): যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপিত আছে, সে সব ক্ষেত্রে শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% রেগুলেটরি ডিউটি হিসাব করতে হবে। কাস্টমস ডিউটির অনুরূপভাবে গণনা হবে। রেগুলেটরি ডিউটির পরিমাণ হবে ১০২.০১ ৫% = ৫.১০ টাকা।
- ৩) সম্পূরক শুল্ক (SD): যদি সম্পূরক শুল্ক হার ২৫% হয়, তবে সম্পূরক শুল্ক হবে (১০২.০১ + ২৫.৫০ + ৫.১০) ২৫% = ১৩২.৬১ টাকার ২৫% অর্থাৎ ৩৩.১৫ টাকা।
- ৪) মূল্য সংযোজন কর (VAT): মূল্য সংযোজন করের হার ১৫% হিসেবে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হবে (শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্য + কাস্টমস ডিউটি + রেগুলেটরি ডিউটি (যদি থাকে) + সম্পূরক শুল্ক) মূল্য সংযোজন করের হার, অর্থাৎ (১০২.০১ + ২৫.৫০ + ৫.১০ + ৩৩.১৫) ১৫% = (১৬৫.৭৬ ১৫%) ২৪.৮৬ টাকা।
- ৫) ব্যবসায়ী পর্যায়ে অগ্রিম কর (AT): বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে ১৫% মূসক ছাড়াও ৫% হারে অগ্রিম ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক পরিশোধ করতে হয়। গণনা নিম্নরূপ: (মূসক আরোপযোগ্য মূল্য + ২৬.৬৭% সংযোজন) ৫% এটিভি অর্থাৎ (১৬৫.৭৬ + ৪৪.২০) ৫% = ১০.৩৯ টাকা
- ৬) অগ্রিম আয়কর (AIT): অগ্রিম আয়কর হিসাব করতে হয় শুদ্ধায়নযোগ্য মূল্যের উপর ৫% হারে অর্থাৎ অগ্রিম আয়কর হবে ১০২.০১ টাকার উপর ৫% = ৫.১০ টাকা
- ৭) আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক ও কর এবং শুল্ক ও করসহ পণ্য মূল্য:
 - (ক) মোট শুল্ক ও করের পরিমাণ = কাস্টমস ডিউটি + রেগুলেটরি ডিউটি + সম্পূরক শুল্ক + মূসক + অগ্রিম কর + অগ্রিম আয়কর (২৫.৫০ + ৫.১০ + ৩৩.১৫ + ২৪.৮৬ + ১০.৩৯ + ৫.১০) = ১০৪.২০ টাকা।
 - (খ) মোট শুল্ক ও করসহ মোট মূল্য = ১০২.০১ টাকা + ১০৪.২০ টাকা = ২০৬.২১ টাকা।

মূসক দাখিলপত্র পূরণের নির্দেশিকা

মূসক দাখিলপত্র পূরণের গুরুত্বপূর্ণ আইনগত নির্দেশনা

- (১) এই ফরম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় নিবন্ধিত সকল ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হইবে। নিবন্ধিত ডিপ্লোমেটদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতানুযায়ী উহা দাখিলযোগ্য হইবে।
- (২) প্রতি করমেয়াদের পূরণকৃত ফরম করমেয়াদ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পেশ করতে হইবে। মূসক দপ্তর বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম কর্তৃক গ্রহণের তারিখ দাখিলপত্র পেশের তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- (৩) বিলম্বে দাখিলপত্র পেশ বা পেশ না করবার কারণে সুদ বা অর্থদণ্ড- বা উভয়ই হইতে পারে।
- (৪) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে নীট কর ধনাত্মক হলে উহা পরিশোধ করুন।
- (৫) দাখিলপত্র পেশের পূর্বে বা একই সাথে মূসক-৬.১০ এর তথ্যও পেশ করুন।
- (৬) দাখিলপত্র পেশ না করলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ফরম মূসক-৯.১ পূরণের নির্দেশনা

অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ সহজ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি। অনলাইনে দাখিলপত্র পেশের জন্য www.vat.gov.bd ভিজিট করুন। আপনার অনলাইন সুবিধা না থাকিলে ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারে গেয়ে ও দাখিলপত্র অনলাইনে পেশ করতে পারিবেন। আপনার নিকটবর্তী ভ্যাট অনলাইন সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানা www.nbr.gov.bd হতে জেনে নিন। কাগজে দাখিলপত্র পেশের ক্ষেত্রে সীল ও স্বাক্ষর সংবলিত মূল দাখিলপত্র প্রেরণ করুন এবং তার একটি কপি আপনি সংরক্ষণ করুন। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্পষ্ট অক্ষরে ফর্মটি পূরণ করুন। ইংরেজি ফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে CAPITAL অক্ষর ব্যবহার করুন।

ফরমটি পূরণের পূর্বে নির্দেশিকাটি ভালোভাবে পড়ুন।

অসম্পূর্ণ ফরম পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গৃহীত হইবে না।

কাগজে দাখিলপত্র ডাক বা হাতে হাতে নিম্নবর্ণিত দপ্তরসমূহের যেকোনো একটিতে প্রেরণ করুন, যথা:-

(ক) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট

(খ) আপনার নিকটবর্তী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর।

মূসক সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য ভ্যাট অনলাইন কন্টাক্ট সেন্টারে কল করুন। কন্টাক্ট সেন্টারের নম্বর: ১৬৫৫৫৫।

ফরম মূসক-৯.১ (মূসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
অংশ-১: করদাতার তথ্য		
১	ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা	কাগজে পেশের সময় করদাতার ৯-ডিজিট ই-বিন নম্বর লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।
২	করদাতার নাম	কাগজে পেশের সময় করদাতার নাম লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।
৩	করদাতার ঠিকানা	কাগজে পেশের সময় করদাতার ঠিকানা লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।
৪	ব্যবসার প্রকৃতি	কাগজে পেশের সময় করদাতার ব্যবসার প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: পার্টনারশিপ, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।
৫	অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি	কাগজে পেশের সময় করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর প্রকৃতি লিখিতে হইবে। উদাহরণ: আমদানিকারক, উৎপাদক। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে ই-বিন ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।
অংশ-২: দাখিলপত্র জমার তথ্য		
১	কর মেয়াদ	কাগজে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসিবে।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
২	দাখিলপত্রের প্রকারভেদ (অনুগ্রহ করে প্রযোজ্য ঘরে টিক দিবেন)	মূল দাখিলপত্র সংশোধিত দাখিলপত্র পূর্ণ, অতিরিক্ত বা বিকল্প দাখিলপত্র
৩	বিগত করমেয়াদে কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে কি?	যে করমেয়াদের দাখিলপত্র সে করমেয়াদে কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে “হ্যাঁ” নির্বাচন করিয়া পরবর্তী অংশসমূহ (অংশ ৩ হইতে ১১) পূরণ করিতে হইবে। আর যদি কোনো কার্যক্রম না হইয়া থাকে তাহা হইলে “না” নির্বাচন করিয়া শুধু অংশ-১১ পূরণ করিয়া পেশ করিতে হইবে।
৪	পেশের তারিখ	কাগুজে পেশের সময় যে করমেয়াদের দাখিলপত্র পেশ করিবেন উহার মাসের নাম এবং সন লিখুন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রীয়ভাবে আসিবে।
অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান প্রদেয় কর		
১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/ সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা সরাসরি রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সরবরাহকৃত পণ্য/ সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচ.এস.কোড/ সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/ সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করবার জন্য পণ্য/ সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করতে পারিবেন। তারপর পণ্য/সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএসকোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া গণনা করা হইবে। সাবফর্মের যোগ ফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হইলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
২	প্রচলিত রপ্তানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা প্রচলিত রপ্তানির সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রপ্তানিকৃত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরওতে উল্লেখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/ সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
৪	আদর্শ হারের পণ্য/ সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ হারের (১৫%) পণ্য/ সেবা সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৫	খুচরা মূল্য ভিত্তিক পণ্য	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা মূল্য সংযোজন কর আইনের উল্লেখিত খুচরামূল্য ভিত্তিক পণ্য (উদাহরণ: সিগারেট, বিড়ি ও অন্যান্য) সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৬	সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।
৭	আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা আদর্শ কর হার ব্যতীত ভিন্ন করহার ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৮	খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল কর চালানপত্র দ্বারা খুচরা/পাইকারী মূল্য ভিত্তিক পণ্য/সেবা সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফরমে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১ নং নোটের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সাবফর্ম-খ পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
৯	মোট বিক্রয়মূল্য এবং মোট প্রদেয় কর	এটি মোট প্রদেয় করের হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখিবেন। যোগফলের নিয়ম: $৯ক=১ক+২ক+৩ক+৪ক+৫ক+৬ক+৭ক+৮ক$ $৯খ=৪খ+৫খ+৬খ+৭খ+৮খ$ $৯গ=৪গ+৫গ+৬গ+৭গ+৮গ$ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে বিক্রয় মূল্য, মোট প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি

ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
অংশ-৪: ক্রয়-উপকরণ কর (ক) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের হয়, সেক্ষেত্রে নোট ১০-২০ পূরণ করুন। (খ) আপনার সরবরাহকৃত সকল পণ্য যদি আদর্শ হারের না হয়, সেক্ষেত্রে নোট ২১-২২ পূরণ করুন। (গ) আপনার সরবরাহকৃত পণ্য যদি আদর্শ হারের এবং আদর্শহার ব্যতীত উভয় হয়, সে ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার অনুযায়ী উপকরণ মূল্য আনুপাতিক হারে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নোট ১০-২২ পূরণ করুন।		
১০	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/ সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় উপকরণ ক্রয় শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোট টি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। ক্রয়কৃত পণ্য/সেবা বর্ণনা এবং সম্পর্কিত এইচএসকোড/ সেবাকোড টাইপ করুন। পণ্য/ সেবার নাম কলামের অধীনে প্রাসঙ্গিক পণ্য/ সেবার নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনবিআর এর অভ্যন্তরীণ ডাটাবেস অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে। সঠিক পণ্য/ সেবার নামের তথ্য প্রতিফলিত করার জন্য পণ্য/ সেবার বর্ণনা বা কোড কলামের এন্ট্রিগুলি সম্পাদনা করিতে পরিবেন। তারপর পণ্য/ সেবার বিক্রয়মূল্য লিখুন। সাবফর্মগুলিতে পৃথক এইচএসকোড/ সেবা কোডের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্ম এ এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচএস কোড/বিবরণ এবং সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১১	শূন্যহার বিশিষ্ট পণ্য/ সেবা আমদানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল আমদানিকৃত উপকরণ শূন্যহার বিশিষ্ট সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। এই নোটেটি মূলত শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও শূন্যহার বিশিষ্ট আমদানি বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১২	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/ সেবা-স্থানীয় ক্রয়	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যেসকল স্থানীয় ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতি প্রাপ্ত ক্রয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
১৩	অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য/ সেবা আমদানি	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল আমদানিকৃত উপকরণমূল্য সংযোজন কর আইনের তফসিল ও এসআরও এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মে এসডি এবং ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও অব্যাহতিপ্রাপ্ত আমদানি বিধায় মূল

[illegible]

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		হবে না। কাগজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২০	রেয়াতযোগ্য নয়/এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে রেয়াতযোগ্য নয় যে সকল উপকরণসমূহ অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হয়েছে সেগুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হবে না। কাগজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২১	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের পণ্য/ সেবা সরবরাহ করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাগজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২২	রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- আমদানি রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা- স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতি প্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন)	যে সকল করদাতা শুধুমাত্র রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য/সেবা-স্থানীয় ক্রয় (যে সকল করদাতা শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ সুনির্দিষ্ট কর/ আদর্শ হার ব্যতীত অন্যান্য হারের বিপরীতে পণ্য/ সেবা বিক্রয় করেন, তারা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত সকল উপকরণ এর তথ্য উক্ত নোট এ উল্লেখ করবেন এবং নোট ১০-২০ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হইয়াছে সে গুলির সম্মিলিত কর ব্যতীত মূল্য এই ঘরে লিখিতে হইবে। মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। সাবফর্মে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ নং এর অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মে ভ্যাট পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হলেও রেয়াতযোগ্য নয় বিধায় মূল দাখিলপত্রে তা প্রদর্শিত হইবে না। কাগজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করিতে হইবে।
২৩	মোট উপকরণ কর রেয়াত	- এটি মোট উপকরণ কর রেয়াত এর হিসাব। কাগজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। - যোগফলের নিয়ম: ২৩ক=১০ক+১১ক+১২ক+১৩ক+১৪ক+১৫ক+১৬ক+১৭ক+ ১৮ক+১৯ক+২০ক+২১ক+২২ক ২৩খ=১৪খ+১৫খ+১৬খ+১৭খ+১৮খ

ফরম মূসক-৯.১ (মূসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট উপকরণ কর মূল্য ও মোট উপকরণ কর রেয়াত এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৫: বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)		
২৪	সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক উৎসে কর্তনের জন্য	আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী হন তা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে কর্তিত সমুদয় মূসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনাকে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে গৃহীত মূসক-৬.৩ এবং আপনার ইস্যুকৃত মূসক-৬.৬ থাকিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্যও উৎসে কর্তিত মূসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বরও তারিখ লিখিতে হইবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথকলাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তিত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
২৫	ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের জন্য	যদি করমেয়াদে এমন কোনো সরবরাহ থাকে যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু উহার সমুদয় অংশই নগদে পরিশোধ করিয়াছেন এবং মূসক-৬.৩ চালানের ভিত্তিতে আপনি বর্তমান দাখিলপত্রে বা পূর্বের কোনো দাখিলপত্রের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণ করেছেন তা হলে তার মূসকের পরিমাণ এখানে লিখিতে হইবে।
২৬	ডেবিট নোটের জন্য	কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় মূসকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (মূসকের পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
২৭	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৪, ২৫ ও ২৬ এ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরনের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মূসকের পরিমাণ লিখিতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখিতে হইবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
২৮	মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয় (২৪+২৫+২৬+২৭)	এটি মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাগুজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এর যোগফল এখানে লিখিবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয়		
২৯	প্রদত্ত সরবরাহ হতে উৎসে কর্তনের জন্য	আপনি যদি উৎসে কর্তনকারী না হন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আপনার প্রদত্ত সরবরাহ হতে কর্তিত সমুদয় মূসকের পরিমাণ এখানে লিখিবেন। এ জন্য আপনার অধিকারে উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের বিপরীতে আপনার ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এবং আপনার অনুকূলে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত মূসক-৬.৬ থাকতে হইবে। আপনি নিজে উৎসে কর্তনকারী হলে আপনাকে আর এই ঘর পূরণ করিতে হবে না কারণ অন্যকোনো উৎসে কর্তনকারী আপনার সরবরাহ হতে উৎসে কর্তন করবে না। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
		“Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা এবং বিন নম্বর টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে সরবরাহ মূল্য ও উৎসে কর্তৃত মুসকের পরিমাণ টাইপ করুন। পরবর্তী কলাম দুটিতে করচালানপত্রের নম্বর ও তারিখ লিখতে হবে। যে একাউন্ট কোডের বিপরীতে কর জমা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানপত্রের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের উৎসে কর্তৃত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করিতে হইবে। সাবফর্মের উৎসে কর্তৃত ভ্যাটের পরিমাণ এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে।
৩০	আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর	আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় আগাম কর এর পরিমাণ উক্ত নোটে লিখিতে হইবে। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। বিল অব এন্ট্রির নম্বর, তারিখ, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন/হাউসের নাম, প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ পৃথক পৃথক কলামে উল্লেখ করিতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক বিল অব এন্ট্রির জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এর যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হইবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। সাবফর্মের আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর এর যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হইবে।
৩১	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করতে হইবে।
৩২	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য	বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসলে/সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় মুসকের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রয়েছে ততটুকুর হিসাব (মুসকের পরিমাণ) এখানে আসিবে।
৩৩	অন্য কোনো সমন্বয় ঘটনার জন্য	ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমন্বয়ের ঘটনা ঘটে। নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ বর্ণিত সমন্বয় ঘটনাদ্রয় ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরনের সমন্বয় ঘটনার জন্য এ ঘরে সমন্বয়যোগ্য মোট মুসকের পরিমাণ লিখতে হবে এবং সমন্বয় ঘটনার বিবরণ লিখতে হইবে। উল্লেখ্য, প্রতিটি সমন্বয় ঘটনার নিজস্বতা রয়েছে। তার জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি করদাতার অধিকারে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩৪	মোট হ্রাসকারী সমন্বয় (২৯+ ৩০+৩১+ ৩২+ ৩৩)	এটি মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ। কাগুজে দাখিলপত্র পেশের সময় নোট ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ এর যোগফল এখানে লিখবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে মোট হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
অংশ-৭: নীট কর হিসাব		
৩৫	বর্তমান করমেয়াদে	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মুসক এর

ফরম মূসক-৯.১ (মূসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	প্রদেয় মোট মূসক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত) (৯গ-২৩খ+২৮- ৩৪)	হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৫=৯গ-২৩খ+২৮-৩৪ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
৩৬	সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট মূসক এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৬ = ৩৫-৫০ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫১ পূরণ করিতে হইবে।
৩৭	বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক (সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত)	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয় ব্যতীত বর্তমান করমেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৭ = ৯খ+৩৯-৪০-৪১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৪০, ৪১ ও ৪২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৮	সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান কর মেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক	এটি সমাপনী জের এর সহিত সমন্বয়ের পর বর্তমান কর মেয়াদে প্রদেয় মোট সম্পূরক শুল্ক এর হিসাব। কাগুজে পেশের সময় যোগফল লিখবেন। যোগফলের নিয়ম: ৩৮ = ৩৭-৫১ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। অনলাইনে পূরণের ক্ষেত্রে আগে নোট নম্বর ৫২ আগে পূরণ করিতে হইবে।
৩৯	ডেবিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	কোনো সরবরাহের ক্রয় মূল্য বা পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে/ ডেবিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যতটুকুর পরিবর্তিত হয়েছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ) এখানে উল্লেখ করিতে হবে।
৪০	ক্রেডিট নোট ইস্যুর জন্য সমন্বয়কৃত সম্পূরক শুল্ক	বিক্রয়ের পর সরবরাহের কিছু অংশ ফেরত আসিলে/ সরবরাহের মূল্য পরিবর্তিত হলে/ ক্রেডিট নোটের জন্য প্রদেয় সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের যতটুকুর সংশ্লেষ রহিয়াছে ততটুকুর হিসাব (সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ) এখানে আসবে।
৪১	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক	রপ্তানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে যে উপকরণ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় সম্পূরক শুল্ক এর পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪২	অপরিশোধিত মূসকের জন্য সুদ	অপরিশোধিত মূসকের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।
৪৩	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের জন্য সুদ	অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্কের জন্য হিসাবকৃত সুদ এর পরিমাণ উক্ত নোট এ লিখিতে হইবে।
৪৪	অর্থদণ্ড ও জরিমানার	উক্ত করমেয়াদে আরোপকৃত অর্থদণ্ড ও জরিমানার পরিমাণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।
৪৫	আবগারি শুল্ক	নিবন্ধিত করদাতাদের কেউ কেউ আবগারি শুল্ক আদায় করেন। এখানে করদাতা সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের আদায়কৃত আবগারি শুল্কের মোট পরিমাণ লিখিবেন।

ফর্ম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
৪৬	উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত উন্নয়ন সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৭	তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৮	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৪৯	পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ	কোনো কোনো করদাতা মুসকের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করেন। যে সকল করদাতাদের পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ আদায়ের দায়িত্ব দেয়া আছে তাহারা এখানে সংশ্লিষ্ট করমেয়াদে আদায়কৃত পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জের পরিমাণ লিখিবেন।
৫০	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর)	কাগুজে দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (মূল্য সংযোজন কর) উক্ত নোটে বসাতে হইবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
৫১	শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ)	কাগুজে ফর্ম দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতার শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ) উক্ত নোটে বসাতে হইবে। অনলাইনে দাখিলের ক্ষেত্রে, প্রথম মাসের ক্ষেত্রে শেষ করমেয়াদের সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ) উক্ত নোটে বসাতে হবে, পরবর্তীতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করবে।
অংশ-৮: কর পরিশোধের তফসিল (ট্রেজারী জমা)		
৫২	বর্তমান করমেয়াদে পরিশোধিত মোট মুসক	অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে মূল ফর্মে কোন তথ্য পূরণের সুযোগ নাই। প্রথমে “Details” ট্যাব ক্লিক করিতে হইবে এবং একটি সাবফর্ম প্রদর্শিত হইবে। সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হবে। প্রথমে মুসক পরিশোধের চালান নম্বর এবং তারিখ টাইপ করুন। পরবর্তী দুটি কলামে একাউন্ট কোড ও জমাকৃত মুসকের পরিমাণ উল্লেখ করতে হইবে। সাবফর্ম এ পৃথক পৃথক চালানের জন্য পৃথক লাইন ব্যবহার করুন। সাবফর্মের পরিশোধিত মুসকের যোগফল শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রদর্শিত হবে। কাগুজে পেশের সময়, প্রথমে সাবফর্মের তথ্যগুলো পূরণ করতে হইবে। সাবফর্মের যোগফলগুলো শুধুমাত্র মূল দাখিলপত্রে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পূরণ করতে হবে। অপারেশনাল কোডের ক্ষেত্রে আপনি যে কমিশনারেটের আওতায় নিবন্ধিত সেই কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড ব্যবহার করতে হইবে। বিভিন্ন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অপারেশনাল কোড নিম্নরূপ: (১) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা: ০০০১ (২) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর: ০০০৫ (৩) বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মুসক: ০০০৬ (৪) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ): ০০১০ (৫) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর): ০০১৫ (৬) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট: ০০১৮ (৭) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী: ০০২০

[illegible]

ফরম মুসক-৯.১ (মুসক দাখিলপত্র) পূরণের পদ্ধতি		
ক্রমিক নং/নোট	বিষয়	পূরণের পদ্ধতি
	সংযোজন কর)	কাগুজে পেশের সময় বিয়োগফল লিখিবেন। বিয়োগফলের নিয়ম: ৬২ = ৫২-৩৬ অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের মূল্য সংযোজন করের প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
৬৩	সমাপনী জের (সম্পূরক শুদ্ধ)	এটি করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের সম্পূরক শুদ্ধের প্রারম্ভিক জেরের হিসাব। কাগুজে পেশের সময় বিয়োগফল লিখিবেন। বিয়োগফলের নিয়ম: ৬৩ = ৫৩-৩৮। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে করদাতার পরবর্তী করমেয়াদের সম্পূরক শুদ্ধ এর প্রারম্ভিক জেরের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
অংশ-১০: ফেরত		
	ফেরত	করদাতা সমাপনী জেরে উল্লিখিত অর্থ ফেরত গ্রহণে ইচ্ছুক হলে হ্যাঁ নির্বাচন করবেন।
অংশ-১১: ঘোষণা		
	ঘোষণা ও স্বাক্ষর	কাগুজে পেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনলাইনে পেশের ক্ষেত্রে করদাতার নাম, পদবি, তারিখ, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল এড্রেস রেজিস্ট্রেশনে প্রদত্ত ডাটাবেস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শন করবে। যদি ফরম দাখিলকারী ব্যক্তি ভিন্ন হয়ে থাকেন, তবে, উক্ত তথ্য সংশোধন করে যথাযথ তথ্য উল্লেখ করিয়া দাখিলপত্র পেশ করবেন।

১৫০। পরিশিষ্ট সমূহ-

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত এসআরও, সাধারণ আদেশ, নির্দেশিকা এবং ফরম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
কিউ আর কোড স্ক্যান করুন।

১৫০.১। মূসক সংক্রান্ত এস.আরও-২০২৪



১৫০.৩। সাধারণ আদেশ-মূসক



১৫০.২। মূসক সংক্রান্ত গাইডলাইন



১৫০.৪। মূসক ফরম সমূহ



Why Keep Your Dollars in Banks Abroad

When City Bank
is Here?

Why park your funds overseas when City Bank offers you the security and profits you deserve? Thanks to the new Offshore Banking Act, 2024, it's time to repatriate your foreign currency to Bangladesh. **Enjoy completely tax-free profit of up to 7.02% on fixed deposits in USD or EUR for terms ranging from 3 months to 5 years¹.** Also enjoy full freedom to transfer funds internationally, including profits.

**No tax payable
on interest earned
on your deposit²**

**Open an account
with as little as \$5,000
or equivalent in EUR**

Exclusive offers for deposits of \$100,000+:

- Complimentary Citygem Priority Banking membership
- Airport meet & greet, lounge access at Dhaka, and Priority Pass for airport lounges abroad³
- Personal Relationship Manager assigned for you

Easy Account Setup:

- **Online:** Visit www.citybankplc.com/obu, go to "Apply Now", complete the form, and wire your funds (SWIFT Code: CIBLBDDH) from your bank abroad⁴.
- **In-Person:** Have your relatives or associates in Bangladesh open an IB Account (International Bank Account) at any City Bank branch⁵. 175 branches and sub-branches are fully equipped to do the job.
- **Call:** Reach out to our Offshore Banking Hotline at **+88 09611316234**

Notes:

1. Profit rates are tied to SOFR and €STR rates, but locked in at deposit. Currently, 3 months FD rate in dollars is 6.14%, 1 year is 5.27%, and 4–5 years is 7.02%. Invest or spend in Bangladesh without any prior approval, or transfer your money and profits abroad anytime.
2. National Board of Revenue (NBR) SRO no. 100, dated 22 April, 2024.
3. Priority Pass benefits apply to IB Account holders.
4. Open to both Bangladeshi and foreign individuals and company entities.
5. Bangladeshi individuals and entities residing abroad or in Bangladesh can open and operate IB accounts.





EASTLAND INSURANCE

The name you have learnt to Trust

EASTLAND ACHIEVED HIGHEST CREDIT RATING FROM
CREDIT RATING INFORMATION AND SERVICES LIMITED (CRISL)
FOR 2024-2025 IN RECOGNITION TO IT'S CONSECUTIVE
SUCCESS IN NON-LIFE INSURANCE BUSINESS



AAA (Triple A indicates Highest claim paying ability.
Risk factors are negligible and almost risk free.)

The Company is living up to its promised slogan : *The name you have learnt to Trust*
by upholding its personalized services as always. Eastland's name has been
embedded in the hearts of thousands of its Constituents.

Eastland- Committed to Excellence



EASTLAND INSURANCE PLC.

ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

ESTD. 1986

13 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
P.O Box: 7343 (Dilkusha), Tel : +880 222 338 4600
Fax: +880 222 338 5706, E-mail: info@eastlandinsurance.com
www.eastlandinsurance.com



জেনে শুনে বিপদে কেন পা ফেলবেন!

গার্ডিয়ান লাইফ-এ ডিজিটাল লেনদেন করে থাকুন নিরাপদে

গার্ডিয়ান লাইফ-এ কোনো ক্যাশ টাকা নেয়া হয় না। প্রিমিয়াম বা ক্লেইম সেটেলমেন্ট শুধুমাত্র মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ডিজিটাল ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের বিপরীতে করা হয়। তাই আমাদের ইন্স্যুরেন্সে লেনদেন নিরাপদ।

পলিসি নেওয়ার আগে ও
পরে যেকোনো প্রয়োজনে

১৬৬২২

LET'S START WITH PURITY...



BRANDS PEOPLE LOVE



MODEL FASHION WEAR BD.

[A MEMBER OF MODEL GROUP]



100% EXPORT

MANUFACTURER AND EXPORTER
OF READY MADE GARMENTS



MAJOR MARKETS

U.K, Ireland, Italy, France, Germany,
Belgium, Spain. U.S.A. Canada,
Australia, The Netherlands,
Switzerland, Denmark, Sweden,
Brazil, Japan, Korea, Kingdom of
Saudi Arabia, New Zealand And
Asia Pacific.

PRODUCTS LIST

MEN'S

T-SHIRT
TANK TOP
O-NECK SWEAT
ZIP HIGH NECK SWEAT
HOODY SWEAT
ZIP HOODY
SHORTS
TROUSER
DENIM PANT
Twill PANT

WOMEN'S

T-SHIRT
LEGGING
JERSEY TOP-BOTTOM SET
O-NECK SWEAT
ZIP HIGH NECK SWEAT
HOODY
S/L SWEAT
SHORTS
TROUSER
DENIM PANT
Twill LONG SKINY PANT

KIDS

DENIM PANT
T-SHIRT
TANK TOP
SHORT PANT
JERSY
HOODY
TROUSER

PRODUCTS



VELDHOVEN

pimkie

Jennyfer

CREMIEUX

H&M

VIVIR

RAGNO

orsay

celio

NIKE

Levi's

GAP

ZARA

MANGO

adidas

Head Office:

Hosna Park, Plot # 25, Road # 3, Block-G, Banasree, Rampura, Dhaka-1219, Bangladesh
Email: model_group@yahoo.com, md@modelgroupbd.com, Tel.: +88-02-8399760-61

Factory: Model Industrial Park, Aaukh Para, Ashulia, Savar, Dhaka, Bangladesh



www.modelgroupbd.com



*Celebrating 40 years of
innovation & craftsmanship,
blending tradition with
timeless elegance.*



40 Years of Crafting Excellence -
From Our Hands to Your Table.

www.monno-shop.com | facebook.com/monnotableware | [instagram/monnoceramic_bd](https://instagram.com/monnoceramic_bd)





EMPOWERING TRADE, ELEVATING INDUSTRIES, ENRICHING LIVES



Membership



Affiliated Company

Ocean Angel Freight Ltd.

International Freight Forwarding, Shipping & Logistics

Ayanz Mart (BD) Ltd.

Garments Manufacturing, Buying House, E-Commerce & Mart

EXFIN Bangladesh Limited

Agriculture food processing, Export & Import

Future Logistics (BD) Ltd.

International Freight Forwarding, Shipping & Logistics

Al Mughni International

Trading, Export & Import

Apparel Town BD Ltd.

Buying House, Export, Import & Supplier

Corporate Office (HQ):

House-26 (4th Floor), Road-02, Block-L
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Mobile: +88 01799388644, +88 01713477692
Phone: +880-2-55040756
Email: oaf1@oceanangelgroup.com
oaf11@oceanangelgroup.com

Chattogram Office:

A. M. Tower (1st Floor), Azu Shah By Lane
69/70 Agrabad C/A, Chattogram
Bangladesh
Tel: +88-02-333310334

পূবালী ব্যাংকের

কালেকশন/কর্পোরেট একাউন্ট

Manufacturer, Importer, Distributor ও Retailer'দের মধ্যে Seamless Integration এর মাধ্যমে Supply Chain Management হবে Realtime এবং Fast

কেন পূবালী ব্যাংক বেছে নেবেন?



পূবালী ব্যাংকের সাথে সংযুক্ত
আছে বাংলাদেশের অনেক
বহুজাতিক কোম্পানী এবং
বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, যারা আমাদের
One-Stop Solution-এর
মাধ্যমে তাদের System-এর সাথে
Integration করে Supply Chain
Management-কে করেছে
নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত



**রিয়েল-টাইম
পেমেন্ট ট্র্যাকিং**
পেমেন্টের তথ্য
তাৎক্ষণিকভাবে
ট্র্যাক করা যাবে, পণ্য দ্রুত
সরবরাহ নিশ্চিত হবে



**দেশব্যাপী বিস্তৃত
নেটওয়ার্ক**
পূবালী ব্যাংকের
৫০৫টি শাখা ও ২০৭ টি
উপশাখার মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ও
জমাদান সুবিধা



**লেনদেনের
সহজতর মাধ্যম**
কাউন্টার, OTC, BEFTN,
NPSB, RTGS এবং PI
মোবাইল অ্যাপস থেকে
সহজে লেনদেন সুবিধা



**নিরাপদ ও
নির্ভরযোগ্য সংযোগ**
হিসাবের তথ্য গ্রহণ ও
পরিচালনা করা যাবে
যেকোন স্থান থেকে



**অনলাইন
চার্জ ফ্রি**
সকল প্রকার
অনলাইন লেনদেনের
ক্ষেত্রে চার্জ ফ্রি



**পূবালী ব্যাংক পিএলসি.
PUBALI BANK PLC.**





Right FINANCIAL SOLUTION is the key to balance the GROWTH



We are your PARTNER for FINANACIAL SOLUTION





XL6

TIME TO INDULGE



Scan for details

01704 169342
01729 200822



*Conditions Apply



Sole Distributor
UTTARA
MOTORS
(An Enterprise of Uttara Group of Companies)



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি



DCCI **RESEARCH** **SERVICE**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is a leading business chamber in Bangladesh, representing a diverse membership ranging from SMEs to large enterprises. Research & Development (R&D) and Policy Advocacy Department of DCCI has a legacy spanning over four decades, delivering fact based and data-driven findings and serving as a critical engine for innovative and strategic insights within Bangladesh's business community. The insightful outcomes help our private sector to perform and progress ahead.

BANGLADESH
IS BUILDING
BANGLADESH



OFFICE SPACE AVAILABLE at **DHAKA CHAMBER BUILDING**

BESIDE
METRO RAIL STATION
MOTIJHEEL



Available Space

Level 1- Size: $\pm$ 5650 sq ft

Level 8- Size: $\pm$ 6600 sq ft

Level 9- Size: $\pm$ 2650 sq ft

SPECIAL FEATURES

- ✓ Available Parking Space
- ✓ Fire Safety
- ✓ 24/7 Security Surveillance
- ✓ Three Lift
- ✓ Auditorium for Seminar/Meeting
- ✓ Beside Metrorail Station
- ✓ Close to Motijheel Shapla Chattar
- ✓ All Banks and Govt. Offices are Nearby
- ✓ Spacious and Well Ventilated

Contact Us

Dhaka Chamber Building

65-66 Motijheel C/A

Tel: +88-09-666888555

Mob: 01715784718, 01554517176

www.dhakachamber.com



কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে দরকার হয় একটু নির্ভরতার!

আপনিও আস্থা রাখুন আইডিএলসি'র চার দশকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায়

আপনার দুরন্ত স্বপ্নগুলোকে ডানা মেলায় শক্তি দিতে চাই দূরদর্শিতা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আন্তরিক সেবা নিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি লাখ লাখ মানুষের পাশে আছে আস্থা ও ভরসা হয়ে।



চার দশক ধরে
আপনার ফাইন্যান্সিয়াল
পার্টনার

16409 
www.idlc.com 

চার দশকের বিশ্বস্তায় IPDC ডিপোজিট

সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
AAA



বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত
শীর্ষ সাস্টেইনেবল আর্থিক প্রতিষ্ঠান



প্রধান শেয়ারহোল্ডার

brac

দেশের প্রথম
বেমরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান



১৬৫১৯, ০১৩১৩ ২১২২০১

www.ipdcibd.com

IPDC
FINANCE



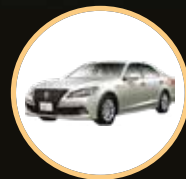
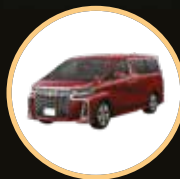
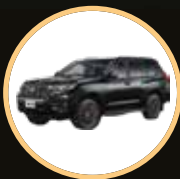
FIND YOUR RIDE FUEL YOUR LIFE

TRUSTED CARS, TRUSTED SERVICE



LUXURY || PERFORMANCE || RELIABILITY

CIVIC | PRADO | ALPHARD | HARRIER | LEXUS | C-HR | NISSAN | HONDA | CROWN



THE LARGEST JAPANESE CAR IMPORTER IN BANGLADESH

FACILITY: Up to **80%** Loan Facility | **24/7** Call Service **HOTLINE NUMBER: 01713008950**

AFTER SALES SERVICE

- ❖ Life Time Wash & Polish
 - ❖ Personal Service Center For Our Premium Customer
 - ❖ Spare Parts Gurentee & Warrenty
- 📍 24, Pragati Sharani, Block: J, Baridhara, Vatara, Kuril Biswa Road, Dhaka-1212., Dhaka, Bangladesh ✉ junaed.tli@gmail.com